

2623

আমি যে হুঁসাধ্য ও চিরজীবন-সেব্য কঠিন ব্রতে কৃত-
সকল হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব,
আমার এপ্রকার ভরসা নাই । মহাভারত অনুবাদ করিয়া
যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমনত প্রত্যাশা করিয়াও
এবিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী
মধ্যে কুজাগি বাজালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন
কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত
হওয়ায় সে ইহার গম্যানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীৰ্ত্তি-
স্তম্ভ স্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম
হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পুণ্যপ্রসন্ন সফল
হইবে।

१९८१ शकाब्द ।

श्रीकालीप्रसन्न सिंह ।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাবিশীর্ণ মহাভারত গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া এক অতুলকীর্তি স্থাপনপূর্বক ধরাতলে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও বিখ্যাত ব্যয় করিয়া এই মহাগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া যান, তথাপি তাহা সর্বসাধারণে প্রাপ্ত হন নাই। এই অভাব দূরীকরণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোং সিংহ মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের দ্বারাও উক্ত অভাব সম্যকরূপে নিবারিত হয় নাই। যে হেতু মূল্যাধিক্য নিবন্ধন তাঁহাদের প্রচারিত মহাভারত অনেকেই ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্ত কারণ দৃষ্টে সর্বসাধারণের উপকারার্থ আমি বিশেষ চেষ্টিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ইহার, স্বল্পভর্য্যমূল্যে (অবিকল প্রথম সংস্করণের ন্যায়) তৃতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমাতেই আমার এই ছুটুহ মাসিক ব্রতানুষ্ঠানের বিশেষ আশঙ্ক্য করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলে আমি যারপরনাই অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর
১ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন।
সন ১২৮৭ ! আষাঢ়।

শ্রীচন্দ্রনাথ

পুরাণসংগ্ৰহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

বনপর্ষ ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত ।

"সেমন গ্রন্থ-পরাগণ ভাগগণ অহাদয় বাসনার সংকুলোত্তর প্রভুর উপাসনা করে, তজ্জন বুধগণ
বিবিধ জ্ঞান লাভ বাসনার এই পবিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন ।"—মহাভারত ।

কলিকাতা

উণ্টাডিস্ট্রী রোড ৭ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়ের

সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

সন ১২৮৮ । বৈশাখ ।

ভূমিকা

* * * * *
* * * * * । মহাভারতীয় বন
পর্বেও ব্যাসদেবের কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই পর্ব আদ্যোপান্ত
পাঠ করিলে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক, সকল বিষয়েই বিজ্ঞতা ও বহু দর্শিতা উৎপন্ন
হয় । বিশেষত তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব
প্রসিদ্ধ স্থান সকল নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে সভ্যতার যে কতদূর
বৃদ্ধি হইয়াছিল, এই পর্ব তাহার অগুণনীয় প্রমাণ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

সারস্বতাপ্রণাম ।

১৭৮২ শকাব্দ ।

মহাভারতীয় বনপর্বেৰ সূচিপত্ৰ ।

	পৃষ্ঠা	অঙ্ক	পংক্তি
শান্তিবগণের বনগমন	১	১	১
ব্রাহ্মণযুগিষ্টির-সম্বাদ	২	২	২৩
শোনকযুগিষ্টিব-সম্বাদ	৩	১	২৬
সূর্য্যের নাষাষ্টশতক	৬	১	১০
যুগিষ্টিরকৃত সূর্য্যোপাসনা	৬	২	১
সূর্য্যের বরদান	৭	১	৩৩
বিহুৱপুতরাষ্ট্র সম্বাদ	৮	১	৩
বিহুৱপাণ্ডব-সম্বাদ	৯	১	৮
পুতরাষ্ট্রসম্বাদ	১০	১	১৪
সম্ভৱবিহুৱ-সম্বাদ	১০	২	৩
দুৰ্য্যোধনাদির মন্ত্ৰণা	১১	১	৪
বাসকোরব-সম্বাদ	১১	২	২৬
সূর্য্যের উপাখ্যান	১২	২	৪
পুতরাষ্ট্রমৈত্ৰেয় সম্বাদ	১৩	১	২২
দুৰ্য্যোধনমৈত্ৰেয়-সম্বাদ	১৩	২	২৪
কিন্মীরবধ-বৃত্তান্ত	১৪	২	১
শান্তিবগণের ভোজাদিরবনগমন	১৬	২	২৬
কৃষ্ণসমীপে দ্রোণদীর বিলাপ ও কৃষ্ণাদি কর্তৃক দ্রোণদীর সাহসনা	১৮	১	১৮
শাবকাদি সংক্লেপ কথন	২১	২	৭
ঐ সবিস্তরে কথন	২২	১	১২
পাণ্ডবগণের বৈতবনে গমন	৩০	২	১২
পাণ্ডবমার্কণ্ডেয়-সম্বাদ	৩১	২	৪
বকদাল্ভ্যযুগিষ্টির-সম্বাদ	৩২	১	২৮
দ্রোণদীযুগিষ্টির-সম্বাদ	৩৩	১	১০
ভীমযুগিষ্টির-সম্বাদ	৪২	২	২১
পাণ্ডববাস-সম্বাদ	৪৯	১	৩০
অৰ্জ্জুনের তপস্কার্থ গমনের উদ্যোগ, অৰ্জ্জুনের হিমালয়গমন ও ইন্দ্রাৰ্জ্জুন-সম্বাদ	৫০	১	২৮
মহর্ষিমহাদেব-সম্বাদ	৫২	২	৭
কিরাতাৰ্জ্জুন-সম্বাদ, অৰ্জ্জুনসমীপে সমুদ্র ও দিক্‌পালগণের আগমন	৫২	২	২৪

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
অর্জুনের অমরাবতী-গমন	৫৮		৪
অর্জুনোক্ষণী-সম্বাদ	৬০	২	১৩
ইন্দ্র, লোমশ ও অর্জুনের কথোপকথন	৬৩	১	৩২
ধৃতরাষ্ট্রের পরিতাপ	৬৪	১	৩১
অর্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের পরিতাপ	৬৭	২	
বৃহদ্রথযুধিষ্ঠির সম্বাদ	৬৯	১	
নলোপাখ্যান আরম্ভ	৬৯	২	১১
নলদময়ন্তীর জন্ম, সংসননসম্বাদ ও সংসদময়ন্তী-সম্বাদ	৬৯	২	২১
দময়ন্তীর সন্ন্যাস	৭০	১	২৫
উজ্জনারদ-সম্বাদ ও নলদেবগণ-সম্বাদ	৭১	১	১৩
অরুণসম্ভার বৃত্তান্ত ও দময়ন্তীর নলবরণ	৭৩	১	৩১
নলের প্রতি ইন্দ্রাদির বরদান	৭৪	২	৩৪
দেবগণ, দ্বাপর ও কলির কথোপকথন, নলপুত্রের দ্রাক্ষকোড়া, নলদময়ন্তীর বনগমন ও হিরণ্যশকুনির বৃত্তান্ত	৭৫	১	৩০
নল কর্তৃক দময়ন্তীর পরিত্যাগ	৭৮	২	২২
দময়ন্তীর বিলাপ	৭৯	১	২০
দময়ন্তীকে শর্পগ্রাস	৮০	১	৩২
ব্যাধদময়ন্তী-সম্বাদ	৮০	১	১৪
দময়ন্তীর পুনর্বিলাপ	৮১	১	১১
মায়াময় আশ্রমের বৃত্তান্ত	৮১	১	২৭
দময়ন্তীর তৃতীয় বিলাপ	৮৩	১	২১
বণিকগণের সহিত দময়ন্তীর সাক্ষাৎ	৮৩	২	৩৬
দময়ন্তীর চৈদিরাজপুরে গমন	৮৬	১	১৩
নলকর্তৃক-সম্বাদ	৮৭	২	১
ঋতুপর্ণনগরে নলের গমন	৮৮	১	১
নলজীবন-কথোপকথন	৮৮	২	৩৩
নলের ও দময়ন্তীর অন্বেষণ	৮৯	১	২৪
বিদর্ভনগরে দময়ন্তীর প্রস্থান	৯০	১	১০
নলের অন্বেষণ ও দময়ন্তীর দ্বিতীয় সন্ন্যাস	৯২	১	২৬
বাহকঋতুপর্ণ সম্বাদ	৯৩	১	২৫
নলের গণনাপরীক্ষা	৯৪	২	১
নলকলি-কথোপকথন	৯৫	১	৩৫
ঋতুপর্ণের বিদর্ভে গমন	৯৫	২	৩১
রেশিনীবাহক-সম্বাদ	৯৭	১	১৫
নল দময়ন্তীর কথোপকথন	৯২	২	৭

মহাভারতীয় বনপর্বের সূচিপত্র ।

২/৩

অঙ্করণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
ঋতুপর্ণনের কথোপকথন	১০১	২	২৫
নল রাজার পুনঃসমীপে গমন, পুনর্দ্যুতক্রীড়া ও রাজ্য-প্রাপ্তি	১০২	১	২১
অর্জুনের বিবাহ পাণ্ডবগণের উৎকর্ষা	১০৪	২	৮
যুধিষ্ঠির-সম্বাদ	১০৫	২	১৬
ভীষ্ম-সম্বাদ ও ভীষ্মের প্রতি পুত্রস্বের তীর্থাঙ্গ ফল কথন	১০৬	১	৩২
ক মুনির বৃত্তান্ত	১১০	২	১৭
ধোমায়ুধিষ্ঠির-কথোপকথন	১১৩	১	৮
ধোমাকথিত তীর্থবৃত্তান্ত	১২৩	২	২১
ধোমোর সমীপে লোমশের আগমন ও লোমশযুধিষ্ঠির-কথোপকথন	১২৬	১	৩১
যুধিষ্ঠিরের তীর্থ যাত্রা	১২৮	১	১১
গরচরিত কথন	১৩০	১	২১
বাতাপি বৃত্তান্ত	১৩১	১	১০
অগস্ত্যপিতৃলোক-সম্বাদ ও অগস্ত্যের বিবাহাদি বৃত্তান্ত	১৩১	২	৪
ভৃগু তীর্থবৃত্তান্ত ও জামদগ্ন্য রামসম্বাদ	১৩৫	১	৬
কালকেষ-বৃত্তান্ত	১৩৬	১	২০
বিদ্যা পর্বতবৃত্তান্ত	১৩৯	১	২৫
কালকেষবদ বৃত্তান্ত	১৩৯	২	২৯
সগর রাজার উপাখ্যান	১৪০	২	২৭
ঋষভ উপন্যাস বৃত্তান্ত	১৪৫	১	২৩
ঋষাশ্বের উপাখ্যান	১৫৬	১	২১
জামদগ্ন্যবৃত্তান্ত	১৫১	১	২০
পাণ্ডবগণের প্রভাস তীর্থে গমন ও যজ্ঞুলের পরস্পর কথোপকথন	১৫৫	১	২১
চাবনের উপাখ্যান	১৫৮	১	২২
মদাহুরের বৃত্তান্ত	১৬০	২	৩
মাকাতার উপাখ্যান	১৬১	২	৯
সোমকবৃত্তান্ত	১৬৩	১	১
শ্রেনকপোতীর বৃত্তান্ত	১৬৬	১	২১
অষ্টাবজের উপাখ্যান	১৬৭	২	২০
যবক্রীতরৈভ্য-বৃত্তান্ত	১৭৩	১	১১
মৈনাক প্রভৃতি পর্বতের বৃত্তান্ত ও ভীম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন ও পাণ্ডবগণের সুবাহুরাজ্যে গমন	১৭৭	১	৯
নরকাসুর বৃত্তান্ত	১৭৯	২	১
পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন পর্বতে গমন	১৮১	১	২৪
সৌগন্ধিক পুষ্পের বৃত্তান্ত ও ভীমহনুসং-সম্বাদ	১৮৪	১	৫
পাণ্ডবগণের ভীমাবেষণে গমন ও পুনরার বদরিকালমে অবেশ	১৮৪	১	১৫

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	ভুক্ত	পংক্তি
জটাসুর বধ	১৯৫	১	১৫
পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন দর্শন	১৯৮	১	১০
আষ্টিবেশ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ	২০০	২	৩১
মণিমানের নিধন	২০৩	২	১৬
পাণ্ডবগণের কুবেরদর্শন	২০৪	১	১
মহর্ষিগণের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার	২০৭	১	১০৫
অর্জুনের প্রত্যাগমন	২০৮	১	২২
ইন্দ্রাগমন	২০৯	১	৭
অর্জুন যুধিষ্ঠির-সংবাদ	২১০	১	৭
নিবাতকবচ বধ	২১৬	২	২১
হিরণ্যপুর উৎসাদন ও দৈত্যবধ	২১৭	২	২৮
অস্ত্রদর্শন	২২০	১	২৫
লোমশাগমন	২২০	২	২৩
পাণ্ডবগণের পুনরায় দ্বৈতবন প্রবেশ	২২২	১	১১
দ্রোণের কর্তৃক ভীমের আক্রমণ	২২৩	১	৯
ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকার	২২৪	১	৩
অজগর যুধিষ্ঠির সংবাদ	২২৫	২	২২
ভীমমোচন	২২৭	১	২২
পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে প্রত্যাগমন	২২৯	১	১
মার্কণ্ডের কথা	২২৯	২	৯
ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কথন	২৩২	২	৩২
সরস্বতীতীর্থে সংবাদ	২৩৫	১	১১
ঐবস্বতোপাখ্যান	২৩৬	২	৬
মার্কণ্ডের প্রশ্ন	২৩৮	১	২০
মার্কণ্ডেরনারায়ণ সংবাদ	২৪১	২	১৮
কলিকৃত্য কথন	২৪৩	১	২৪
যুধিষ্ঠিরাত্মশাসন	২৪৫	২	১৯
বামদেব চরিত	২৪৬	২	২১
বকশক্র সংবাদ	২৫০	১	৩৩
শিবিরাজার ভাগ্য কথন	২৫১	২	১৩
বসতিচরিত	২৫২	১	১৭
শিবিচরিত	২৫২	২	৯
ইন্দ্রহারোপাখ্যান	২৫৬	১	৫
দানকথন	২৫৭	১	১৫
ধৃত্মহারোপাখ্যান	২৬১	২	৮

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিখিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকেটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
কৰ্ণেৰ তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোমযাত্ৰাৰ উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধৰ্ব-হুৰ্যোধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুৰ্যোধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধৰ্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুৰ্যোধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কৰ্ণ-হুৰ্যোধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুৰ্যোধনের প্ৰাৰোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুৰ্যোধনের পুৰণবেশ	৩১৬	১	২০
কৰ্ণেৰ দিগ্ভিষয়	৩১৭	২	২৯
হুৰ্যোধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠিৰ চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্ৰোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্ৰিহিৰ্লৌণিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুৰ্যোধনের আলয়ে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণেৰ আশ্ৰমে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকাভ্যসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কৰ্ত্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞেৰ সহিত অৰ্জুনেৰ যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্ৰহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
ৰামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
ৰীমাদি ও কুব্জের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
ৰাণাদিৰ উৎপত্তি ও বৰ প্ৰাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানৰাদিৰ উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
ৰামেৰ বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতাৰ সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিখিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
কৰ্ণেৰ তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোমযাত্ৰাৰ উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধৰ্ব-হুৰ্যোধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুৰ্যোধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধৰ্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুৰ্যোধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কৰ্ণ-হুৰ্যোধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুৰ্যোধনের প্ৰাৰোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুৰ্যোধনের পুৰণবেশ	৩১৬	১	২০
কৰ্ণেৰ দিগ্ভিষয়	৩১৭	২	২৯
হুৰ্যোধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠিৰ চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্ৰোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্ৰিহিৰ্লৌণিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুৰ্যোধনের আলয়ে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণেৰ আশ্ৰমে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকাভ্যসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কৰ্ত্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞেৰ সহিত অৰ্জুনেৰ যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্ৰহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
ৰামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
ৰীমাদি ও কুব্জের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
ৰাণাদিৰ উৎপত্তি ও বৰ প্ৰাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানৰাদিৰ উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
ৰামেৰ বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতাৰ সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
কৰ্ণেৰ তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোমযাত্ৰাৰ উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধৰ্ব-হুৰ্যোধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুৰ্যোধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধৰ্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুৰ্যোধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কৰ্ণ-হুৰ্যোধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুৰ্যোধনের প্ৰাৰোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুৰ্যোধনের পুৰণবেশ	৩১৬	১	২০
কৰ্ণেৰ দিগ্ভিষয়	৩১৭	২	২৯
হুৰ্যোধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠিৰ চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্ৰোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্ৰিহিৰ্লৌণিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুৰ্যোধনের আলয়ে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণেৰ আশ্ৰমে হুৰ্যাসাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকাভ্যসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কৰ্ত্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞেৰ সহিত অৰ্জুনেৰ যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্ৰহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
ৰামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
ৰীমাদি ও কুব্জের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
ৰাণাদিৰ উৎপত্তি ও বৰ প্ৰাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানৰাদিৰ উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
ৰামেৰ বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতাৰ সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকেটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিখিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিখিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকেটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহসনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহসনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকেটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিত্ৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্বতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোদ্ধব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদিবাসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিখিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জথ কর্তৃক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জথের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জথগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জথবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহসনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক্শ	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক্শ ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক্শ	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক্শ	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহসনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিদ্যাবনুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাধনা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপৰ্বেৰ স্মৃতিপত্ৰ ।

১/০

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
পতিত্ৰতোপাখান	২৬৫	১	২১
ব্ৰাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিৰসোপা	২৮০	২	৩১
ক্ৰমোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	১০
ক্ৰমোপা	২৯৮	১	২৪
ক্ৰমোপা	৩০২	১	১
ক্ৰমোপা	৩০৬	১	২১
ক্ৰমোপা	৩০৮	১	১৮
ক্ৰমোপা	৩০৯	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩১১	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১২	১	১৯
ক্ৰমোপা	৩১৫	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৬	১	২০
ক্ৰমোপা	৩১৭	২	২৯
ক্ৰমোপা	৩১৯	২	১৫
ক্ৰমোপা	৩২১	১	২৭
ক্ৰমোপা	৩২২	১	৬
ক্ৰমোপা	৩২২	২	১৮
ক্ৰমোপা	৩২৬	২	১০
ক্ৰমোপা	৩২৭	২	৩
ক্ৰমোপা	৩২৯	১	১২
ক্ৰমোপা	৩৩১	২	১
ক্ৰমোপা	৩৩২	২	২৬
ক্ৰমোপা	৩৩৭	১	২০
ক্ৰমোপা	৩৩৯	২	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	১	১১
ক্ৰমোপা	৩৪০	২	১৯
ক্ৰমোপা	৩৪২	১	৫
ক্ৰমোপা	৩৪২	২	৯
ক্ৰমোপা	৩৪৪	১	২৯
ক্ৰমোপা	৩৪৫	২	৩৩
ক্ৰমোপা	৩৪৭	২	১০

হাভারতীয় বনপর্ষের সূচিপত্র ।

১/০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত	পংক্তি
পতিত্রতোপাখ্যান	২৬৫	১	২১
ব্রাহ্মণবাধ সংবাদ	২৬৬	১	১
আদ্বিরসোপা	২৮০	২	৩১
কৃষ্ণোপা	২৮৫	২	১
কখন	২৯২	২	৭
	২৯৪	২	১৬
ককের তব	২৯৮	১	১০
জোপদী-সত্যভামা-সংবাদ	২৯৮	১	২৪
ধোষযাত্রার উদ্যোগ	৩০২	১	১
গন্ধর্ব্ব-হুয়োধন-সংবাদ	৩০৬	১	২১
হুয়োধনাদি হরণ	৩০৮	১	১৮
পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ	৩০৯	২	১৯
হুয়োধনমোক	৩১১	১	২০
কর্ণ-হুয়োধন সংবাদ	৩১২	১	১৯
হুয়োধনের প্রারোপবেশন	৩১৫	১	২০
হুয়োধনের পুরপ্রবেশ	৩১৬	১	২০
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩১৭	২	২৯
হুয়োধনের যজ্ঞ	৩১৯	২	১৫
যুধিষ্ঠির চিন্তা	৩২১	১	২৭
মৃগশ্রোগোজ্বব	৩২২	১	৬
ত্রিহিজৌগিক আখ্যান	৩২২	২	১৮
হুয়োধনের আলয়ে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৬	২	১০
পাণ্ডবগণের আশ্রমে হুর্কাসার আতিথ্য গ্রহণ	৩২৭	২	৩
জোপদীকোটিকান্তসংবাদ	৩২৯	১	১২
অয়জ্ঞ কর্ক জোপদীহরণ	৩৩১	২	১
অয়জ্ঞের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, জোপদীমোক ও অয়জ্ঞগ্রহণ	৩৩২	২	২৬
অয়জ্ঞবিমোক	৩৩৭	১	২০
রামোপাখ্যান	৩৩৯	২	১১
রীমাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৩৪০	১	১১
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৩৪০	২	১৯
বানরাদির উৎপত্তি	৩৪২	১	৫
রামের বনবাস	৩৪২	২	৯
সীতাহরণ	৩৪৪	১	২৯
বিষাবহুমোক	৩৪৫	২	৩৩
সীতার সাহস	৩৪৭	২	১০

পুরাণসংগ্ৰহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

সভাপর্ষ ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত ।

“এই মহাভারতে বাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে ;
কিন্তু ইহাতে বাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না ।” মহাভারত ।

কলিকাতা

উদ্ভিদী রোড ৭ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়ের

সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

ভূমিকা ।

মহাভারতীয় সভাপর্ক অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল । এই খণ্ডে লোকপালদিগের সভা-বর্ণন, রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যুতক্রীড়া, সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নিগ্রহ, পাণ্ডবগণের নির্বাসন ও কুন্তীর বিলাপাদি সমুদায় বিষয় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে । যে কারণে অতিবিশাল কোঁরবকূলে ভাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়, যে কারণে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য ভস্ট হইয়া ভার্যা ও ভাতৃগণের সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে জীবনযাত্রা নির্বাহিত করেন, যে কারণে অক্টোদশ অকৌহিণী সেনা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে, যে কারণে দুর্জয় ধার্তরাষ্ট্রগণ সমূলে নিম্মূলিত হয় এবং যে সকল বৃত্তান্ত লইয়া বেদব্যাস কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সমুদায়ের মূলস্বরূপ করুণরসপূর্ণ দ্যুতক্রীড়া এই পর্কের অন্তর্গত । এই পর্কের মহর্ষি ব্যাসদেব রোদ্র, করুণ প্রভৃতি নানাবিধ রসমাধুর্য্যের সহিত অপূর্ব কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ।

সভাপর্ক অন্যান্য পর্ক অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অনুবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ কূটার্থপূর্ণ শ্লোক অধিক পরিমাণে এই পর্কে সন্নিবেশিত আছে । যাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে সভাপর্কের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং মনুষ্যের অবস্থা যে কখনই অপরিবর্তনীয় নহে, যুধিষ্ঠিরের অতুল সাম্রাজ্য ও দ্যুতোপলক্ষে নির্বাসনব্যাপার অবলোকন করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন ।

কলিকাতা ।

১৭৮২ শকাব্দ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

মহাভারতীয় সভাপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
সভাক্রিয়া পর্ব	১	১	১
সভানির্মাণার্থ স্থানপরিমাণ	১	২	১৯
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় যাত্রা	২	১	৪
অর্জুনের প্রতি ময়দানবের বাক্য ও তাহার মৈনাক পর্বতে গমন	৩	১	১
ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন, ভৎকর্তৃক সভানির্মাণ ও ভীমাদিকে গদাদি প্রদান	৩	২	১৭
সভাবর্ণন	৩	২	২১
যুধিষ্ঠিরের সভাপ্রবেশ	৪	১	২৭
লোকপাল সভাধ্যান পর্ব, নারদের সভায় আগমন ও তাহার গুণ কীর্তন	৫	১	১৫
নারদের পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি কুশল প্রশ্ন	৫	২	৭
নারদ সম্মিথানে যুধিষ্ঠিরের সভাবিষয়ক প্রশ্ন	৯	১	২৬
নারদ কর্তৃক ইন্দ্র-সভাবর্ণন	৯	২	২১
“ “ যমসভাবর্ণন	১০	২	২
“ “ বরুণসভাবর্ণন	১১	১	৩৩
“ “ কুবের সভাবর্ণন	১২	১	১০
“ “ ব্রহ্মসভাবর্ণন	১৩	১	৭
“ “ রাজাহরিশ্চন্দ্রের বৃত্তান্ত কথন	১৪	২	৩১
“ “ রাজসুহৃৎ প্রশংসা	১৫	১	১৪
“ “ পাণ্ডুসেনাপকথন	১৫	১	২১
রাজসুহৃৎ পর্ব	১৫	২	১৭
মন্ত্রিগণ, ধোম ও বৈপার্যনর সহিত যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণা	১৬	১	৭
যুধিষ্ঠির কর্তৃক কৃষ্ণের দ্বি-দূত প্রেরণ	১৬	২	২৮
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	১৬	১	৩১
অরাসন্ধবধের মন্ত্রণা	১৭	১	২৫
বৃহদ্রথ রাজার উপাখ্যান	২১	২	৫
অরাসন্ধোৎপত্তি	২২	১	২২

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	পংক্তি
জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক	২৩	২	২৭
শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা	২৪	১	২
জরাসন্ধবধ পর্ব	২৭	১	২০
ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের মগধরাজ্যে গমন	২৫	১	৬
কুরুদিগের জরাসন্ধসমীপে গমন	২৮	১	২১
ভীমের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ	২৮	১	৩৩
জরাসন্ধবধ	২৯	১	১৭
কৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধকারাকৃদ্ধ নৃপগণের মোচন	২৯	১	৩৩
ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন	৩০	১	১০
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গমন	৩০	২	১
দ্বিধিজয় পর্ব,-যুধিষ্ঠিরের অহমতিক্ষেপে অজুনাদির দ্বিধিজয়ে যাত্রা	৩০	২	১৫
অজুনাদের উত্তরদিগে গমন ও জয়লাভ	৩১	২	৫
ভীমের পূর্বদিকে গমন ও জয়লাভ	৩৩	১	১৭
দ্রুপদবীর দক্ষিণদিগে গমন ও জয়লাভ	৩৪	১	২
নকুলের পশ্চিমদিগে গমন ও জয়লাভ	৩৬	১	২১
রাজহরিক পর্ব,-যুধিষ্ঠিরের রাজ্যবর্ধন	৩৭	১	২৫
যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন	৩৭	১	২৭
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোদ্যোগ	৩৮	১	২১
রাজগণের নিমন্ত্রণার্থে দূতপ্রেরণ	৩৮	২	৯
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাভিষেক	৩৮	২	১৮
ভূপতিগণের যজ্ঞে আগমন	৩৯	১	৮
যুধিষ্ঠির কর্তৃক হুঃশাসন প্রত্যতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োগ	৩৯	১	২৭
অর্ঘ্যভিহরণ পর্ব,-অভিষেক দিবসে রাজ্যদিগের অন্তর্বেদীতে প্রবেশ	৪০	১	২০
নারদের চিন্তা	৪০	২	৮
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের বাক্য	৪০	২	৩০
ভীষ্মের বাক্যমুসারে সর্বাঙ্গে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান	৪১	১	১১
শিওপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরাদির বাক্য	৪২	১	৯
অনুত্থের কোপ ও যজ্ঞব্যাঘাত-পরামর্শ	৪২	১	৩০
শিওপালবধ পর্ব,-ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বাক্য	৪৩	২	১১
শিওপালের কোপ	৪৪	১	২
শিওপালকৃত ভীষ্মভৎসনা ও কুরুনিন্দাদি	৪৪	১	৬
ভীষ্ম কর্তৃক শিওপালের অমরবৃত্তান্ত কথন	৪৬	১	২
শিওপাল কর্তৃক বুদ্ধার্থে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান	৪৮	১	৪
কৃষ্ণ কর্তৃক শিওপালের মৃত্যুকল্পেদন	৪৮	২	৩২
রাজহুঃ যজ্ঞ সমাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গমন	৪৯	১	২০

মহারতীর সভাপর্বেৰ সূচিপত্ৰ।

১০

অকৰণ	পৃষ্ঠা	স্থ	পংক্তি
দ্যুতপৰ্শ-যুধিষ্ঠিৰ সমীপে বাাসেৰ আগমন	৫০	১	১৩
বাসেৰ কৈলাস পৰ্বতে গমন ও যুধিষ্ঠিৰেৰ চিন্তা	৫০	১	১৬
শকুনিৰ সহিত হুৰ্য্যোধনেৰ সভাদৰ্শন ও ছবৎসৱ	৫১	১	১৪
হুৰ্য্যোধনেৰ হস্তিনাপুৰে প্ৰস্থান	৫১	২	১১
হুৰ্য্যোধন-শকুনি-সংবাদ	৫২	১	২
দ্যুতক্ৰীড়াৰ পৰামৰ্শ নিমিত্ত বিহুৱেৰ নিকট দ্যুতপ্ৰেৰণ	৫৪	১	১৭
বিহুৱৰ দ্যুতৰাষ্ট্ৰ-সংবাদ	৫৪	১	৩৬
নিৰ্জনে হুৰ্য্যোধন ও দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ পৰামৰ্শ	৫৫	১	৩
সভানিৰ্মাণেৰ নিমিত্ত দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ আজ্ঞা ও সভানিৰ্মাণ	৬০	১	৩
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ আজ্ঞাৰ বিহুৱেৰ পাণ্ডবসমীপে গমন	৬০	১	২৬
যুধিষ্ঠিৰেৰ দ্যুতৰাষ্ট্ৰ গৃহে আগমন	৬১	২	৬
যুধিষ্ঠিৰ শকুনি-সংবাদ	৬১	২	৩৪
দ্যুতক্ৰীড়া	৬২	২	১৭
দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নৰ্থ বিহুৱেৰ প্ৰতি হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশ	৬৭	১	৪
বিহুৱৰ কৰ্ত্তক হুৰ্য্যোধনেৰ সংসন	৬৭	২	৩৩
হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশানুসাৰে প্ৰাতিকামীৰ দ্রৌপদী আনয়নৰ্থ গমন	৬৮	২	২
দ্রৌপদীবাক্য শ্ৰবণে প্ৰাতিকামীৰ যুধিষ্ঠিৰ সমীপে আগমন	৬৮	২	৩১
যুধিষ্ঠিৰেৰ দ্রৌপদী সমীপে দ্যুতপ্ৰেৰণ	৬৯	১	২১
হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশক্ৰমে দ্ৰুপদীসেনেৰ দ্রৌপদীৰ সমীপে গমন ও তাঁহাৰ কেশকৰ্ষণপূৰ্বক সভায় আনয়ন।	৬৯	২	৮
যুধিষ্ঠিৰেৰ প্ৰতি ভীমসেনেৰ ক্ৰোধবাক্য	৭০	২	৩২
বিকৰ্ণেৰ বাক্য	৭১	১	২৩
দ্রৌপদীৰ বস্ত্ৰহরণ	৭২	১	১৪
ভীম কৰ্ত্তক দ্ৰুপদীসেনেৰ বক্ষঃস্থল বিদারণপূৰ্বক বস্ত্ৰপান প্ৰতিজ্ঞা	৭২	২	১
বিহুৱৰ কৰ্ত্তক প্ৰহ্লাদ ও আশ্বিনীসেৰ ইতিহাস	৭৩	১	১
দ্রৌপদীবিলাপ	৭৪	১	৬
দ্রৌপদীসমীপে হুৰ্য্যোধনেৰ বামোৰেৰ বসন উত্তোলন ও ভীমসেন কৰ্ত্তক হুৰ্য্যোধনেৰ উৰু ভঙ্গ প্ৰতিজ্ঞা	৭৫	২	১৪
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ হুৰ্য্যোধনকে ভৎসনা ও দ্রৌপদীকে বৰদান	৭৬	১	২৫
যুধিষ্ঠিৰেৰ প্ৰতি দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ উপদেশ বাক্য ও পান্ডবগণেৰ ঋণবশত্বে গমন	৭৭	১	১
অহুদ্যুতপৰ্শ-দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰতি হুৰ্য্যোধনাধিৰ বাক্য	৭৮	১	৬
পুনৰায় দ্যুতক্ৰীড়াৰ প্ৰণা	৭৮	১	১২
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰতি গান্ধাৰীৰ বাক্য	৭৯	১	৪
দ্যুতক্ৰীড়াৰস্ত ও যুধিষ্ঠিৰেৰ পৰাজয়	৭৯	২	৬
যুধিষ্ঠিৰাধিৰ বনগমনেৰ প্ৰক্ৰম	৮০	১	৩২

মহাভারতীয় সভাপর্বে সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
পাণ্ডবগণের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন	৮১	২	২৮
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদির নিকট বিদায় গ্রহণ	৮১	২	৩১
কুন্তীপ্রভৃতির নিকট দ্রৌপদীর বনগমন প্রার্থনা ও কুন্তীর বিলাপ ...	৮২	২	১১
বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	৮৩	২	৩৪
সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	৮৫	১	৩৫

সভাপর্বে সূচিপত্র সমাপ্ত ।

—

মহাভারত

সভাপর্ব।

সভাক্রিয়া পর্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদ-
ব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাজলি
হইয়া বাহুদেবের সম্মুখস্থিত অর্জুনের বারংবার সংকার
ও পূজা করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, হে কোত্তেয়!
আপনি ক্রোধাশ্রিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ ভীষ্মের হইতে
আমাকে পরিজ্ঞাপ করিয়াছেন; অতএব আস্ত্রা করুন,
আপনার কি প্রতাপকার করিব। অর্জুন কহিলেন, হে
মহাত্মন! তোমার সমস্ত প্রতাপকার করাই হইয়াছে;
তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, তুমি
আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি
সমাক্রান্ত রহিলাম। ময় কহিল, হে বিভো! আপনি
স্বীয় মহাত্ম্যরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার
একান্ত ইচ্ছা যে প্রীতিপূর্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার
করি। আমি দানবকুলের বিষয়কথা; কেবল আপনার
গুণগ্রামের নিতান্ত বাক্যই হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত
হইয়াছি। অর্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন
মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রতাপকার
করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমাদ্বারা কোন কৰ্ম্ম সম্পন্ন
করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভি-
লাষ যে বার্থহর, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে; অত-
এক তুমি কৃষ্ণের কোন কৰ্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার

প্রতাপকার করা হইবে। তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া
কৃষ্ণকে অমুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয়
সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত কণকাল চিন্তা করিয়া
কহিলেন, হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই
আমার প্রিয়কারী হুঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের একপ এক সভা নিম্নাণ কর যেন, মহাযাগ
তাহাতে উপবেশনপূর্বক সমাক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়াও যেন
তাহার অন্তরঙ্গ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন
দিব্য, মানুষ্য ও অসুর অভিপ্রায় সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত
হয়।

ময়দানব কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লাভে পরমাত্মলাভিত হইয়া
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম সুন্দর সভা
নিম্নাণ করিতে মনস্ত করিয়া এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জুন
রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত
বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহা-
রাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ময়ও
তাহার সমুচিত সংকার ও তদন্ত পূজা গ্রহণ করিয়া কণ-
কাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দনগণ সমীপে দানবদিগের
বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর
মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়সমূহে পুণ্য দিনে
কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পারস ও বহুবিধ ধনদ্বারা ব্রাহ্মণ-
গণকে পরিভূষণ করিয়া সর্ব্ব ঋতুগুণ সম্পন্ন দিব্যরূপ

মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম শ্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অতিপূজিত হইয়া কিয়ৎদিন থাকিব-
প্রস্থে বাস করিলেন । পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন । তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ শ্রী পিতৃস্বস্রা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন । ভোজরাজহুহিতা তাঁহার মণ্ডকাভ্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । তখন বাসুদেব সাক্ষাৎ-
করণমানসে শ্রী ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থবৃত্ত, যথার্থ হিতকর, অন্নাকর ও অথওনীর বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন । ভদ্রভাবিনী সুভদ্রাও তাঁহাকে জননীপ্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন । বৃষ্ণিবংশাবতঃস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুন সমভিষাহারে তথা হইতে যুধিষ্টি-
রাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ পাণ্ডব কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমর-
গণ পরিবৃত্ত মহেশ্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপূর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনি-
র্গত হইলেন । স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষতপ্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন । বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধন দানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে অভ্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শাঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত্ত গন্ধদ্রব্যেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপূরে

গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ-
পরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দাক্ষক সার-
থিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপদেশন করাইয়া
স্বয়ং সারথি হইয়া বল্লভা গ্রহণ করিলেন । মহাবাহু
অর্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত
শ্বেত চামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ
করিলেন । মহাবল পরাকান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহ-
দেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিষাহারে তাঁহার অনু-
গমন করিতে লাগিলেন । শক্রবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি
ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণাহুগত গুরু
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তিনি অর্জুনকে আম-
ন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং
নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন । যুধিষ্ঠির, ভীমসেন
ও অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব
তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্জু
যোজন গমন করিয়া শক্রনিহন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ
করত প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পদব্রষ গ্রহণ
করিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমল-
লোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মহাকাভ্যাগপূর্ব্বক
স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন । তখন ভগবান্
বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথুবিধি প্রতিজ্ঞা করত
অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতী-
প্রস্থিত মহেশ্বের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগি-
লেন । পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, তত-
ক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে
মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে দেখিয়া
তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহা-
দিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন । তখন পাণ্ডবগণ
কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে
করিতে স্বপূরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । দেবকীন্দন কৃষ্ণ ও
অনুগামী মহাবীর সাত্তত এবং দাক্ষক সারথির সহিত
বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্তরে দ্বারকাপূরে সমুপস্থিত হই-
লেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিষাহারে সুহৃদজন-
পরিবৃত্ত হইয়া স্বপূরে প্রবেশ করিলেন । এবং ভ্রাতা,
পুত্র ও বহুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ
প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এদিকে কৃষ্ণও

পীরমাল্লাদিভিত্তিতে ষারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্র-
সেন প্রভৃতি যত্নশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।
বান্দুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বুদ্ধ পিতা আহক ও
যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাदन করিলেন।
অনন্তর তিনি প্রহ্মার, শাষ, নিশঠ, চারুদেব, গদ, অনি-
রুদ্ধ ও ভাষকে আলিঙ্গন করিয়া বুদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ
পূর্বক স্নিগ্ধগীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর ময়দানব
অর্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে আমন্ত্রণ
করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্বার প্রভাগমন
করিব। পূর্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাকসন্নিধানে
দানবগণ যজ্ঞাহুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে
আমি বিন্দু সরোবরসন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার
আহার্য করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ
বৃষপর্কার সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা
বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন
করিব। পরে আপনকার মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী
অতি বিচিত্রা সর্বরত্ন ভূষিতা সভাস্থলী নির্মাণ করিয়া
দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে,
বোধ করি দানবরাজ বৃষপর্কা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া
সুবর্ণমণ্ডিতা শক্রনাশিনী ভারসহা সূদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দু-
সরোবরে রাখিয়া দেন। বৃষ গভীর আপনার উপযুক্ত
হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্রগদাপ্রভাবশালিনী উক্ত গদাও
ভীমসেনের অঙ্গরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেব-
দত্ত সূখন মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই
সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রদান করিব।
এই বলিয়া অর্জুনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক ময়দানব
পূর্বোক্ত দ্বিধিভাগে প্রস্থান করিল, এবং কৈলাসের
উত্তরাংশে মৈনাকসন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্যর শৃঙ্গশালী
সুমহান এক পর্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রম-
ণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ, ভগ-
বতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল তথায় বাস করিয়া
ছিলেন। ভূত ভাবন ভগবান প্রজাপতি সেই স্থানেই

অত্যাংকষ্ট বজ্রশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময় যুগ ও হির-
ণ্যর চৈতাসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল
তৎপ্রদেশের শোভা সম্পাদনার্থই নির্মিত হইয়াছে।
ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন, ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি তথায়
প্রজাসমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্তৃক উপা-
সিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, ষম ও হৃগ্ন
যুগসহস্র অতিশ্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া
থাকে। বান্দুদেব ধর্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত প্রজাবান
হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞ কার্য সমাধান
করেন। কেশবের সুবর্ণমালালঙ্কৃত যুগ ও শতসহস্রসংখ্যক
ভাস্বর চৈত্যে তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হই-
য়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ
বৃষপর্কার অধিকৃত ক্ষটিকময় সভানির্মাণোপযোগী সমু-
দায় দ্রব্যাসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্কর এবং
রাক্ষসরক্ষিত ধনসমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাহ্রয় ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যা-
গত হইয়া আলোকসামান্য ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভা-
স্থলী নির্মাণ করিল। ভীমসেনকে গদা ও অর্জুনকে দেবদত্ত
মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোক-
সকল কম্পিত হইত। সুবর্ণনির্মিত তরুসজ্জিবিরাজিত
পভামণ্ডপ চতুর্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।
পাণ্ডবসভা হতাশন, হৃদয় ও চত্বের সভার ন্যায় সমধিক
শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের
অতি ভাস্বর প্রভাও নিত্য প্রতীত হইত, তৎকালে
আলোকসামান্য সেই সভা বীর তেজঃপূর্ণ দ্বারা যেন
জলিত হইয়া উঠিল। নবীনবীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল
বিপুল রমণীয় পাপনাশক প্রমাণহারক রত্নপ্রাকারমণ্ডিত
বহুচিহ্নোপশোভিত অত্যাশ্রয় দ্রব্যসম্ভারশালী বহুধন-
সম্পন্ন গগণব্যাপী বিশ্বকর্ষনির্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও
ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়া-
ছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাবীর
মহাকার মহাবল রক্তনেত্র তক্তিবর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র
কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত
এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও
লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ণ সরোবর

প্রস্তুত করিয়াছিল । এই সরোবরের সোপান পরস্পর
শ্ৰুতিকমর, পরিসরবেদিকাসকল মণিনির্মিত, জল অতি
সচ্ছ, পঙ্কশূনা ও সুবর্ণ-নির্মিত মংসা-কুর্শ-স্বার্থ-সম্বল ।
মণিসর মৃণালে পরিশোভিত ও বৈভূষণপত্রে সমলঙ্কৃত
দিকসিত কণক কমল কল্লারজালে উহার অত্যন্ত
মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল । হংস, কারণ্ডব,
সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে
বিহার করিয়া জনগাঁওর ময়নের সার্থকতা সম্পাদন
করিল । মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দিক সমা-
চ্ছন্ন হইয়াছিল । রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর-
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া
বুঝিতে পারেন নাই । প্রভাত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ
সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়া-
ছিলেন । সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প-কিস-লয়াপ-
শোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ
উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল । অতি সুরভি কানন
ও হংস-কারণ্ডবচক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিরীসকল সভার
চারি দিকে শোভা বিস্তার করিল । সমীরণ তত্রতা
জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্বক পাণ্ডবদিগের
সেবা করিতে লাগিল । ময়দানব চতুর্দশ মাসে রমণীয়
সভাহুমি নিম্মাণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি
সম্বাদ প্রদান করিল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
স্বত মধুমিশ্রিত পায়স, ফা, মূল হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ
চোষা, নানাবিধ পের ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগৃদেমাগত
অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন । পরে
অখণ্ড বস্ত্র ও মালা দ্বারা তাঁহাদিগের ভূষিতাধন ও
একেক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদানপূর্বক সভাপ্রবেশ
করিলেন । সম্মামধ্যে গমনস্পর্শী পুণ্যাহবনি হইতে
লাগিল । তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্য বাদন ও
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা ও স্থাপনা করি-
লেন । সভাস্থলে ময়ূর, রত্ন, নট, বৈতালিক ও যন্তসকলে
উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে

লাগিল । যুধিষ্ঠির দেবপুঞ্জ সম্পাদনপূর্বক ব্রাহ্মণ সমষ্টি-
ব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিংশাধিপতি ইঞ্জের ন্যায়
বিহার করিতে লাগিলেন । মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত
সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন । ভূপালগণ নানাদেশ
হইতে আগমনপূর্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন । আর
অসিত, দেবল, সত্য, সর্পগালী, মহাশিরা, অর্জাবস্থ,
সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাও, স্থলশিরা, কৃষ্ণ-
দৈপায়ন, শুক, অমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তিত্তিরি, যাজ্ঞ-
বল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অঙ্গুহোম্য, ধোম্য, অনীমাণ্ডব্য,
কৌশিক, দামোক্ষ্য, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজাহুক, মৌজা-
য়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিলীবাক,
সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতুকর্ণ, শিখাবান, আলম্ব, পারি-
জতাক, মহাভাগ পর্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপানি,
সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জম্বাবনু, রৈভ, কোপবেগ, ভৃগু,
হরিবক্র, কোণ্ডিল্য, বক্রমালী, সনাতন, কাকীযান, ঔষিঙ্গ,
নাটিকৈতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা
শাণ্ডিল্য, কুঙ্কর, বেণুজল্লব, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদ-
বেদান্ত পারগ ধর্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় বিদ্বৎসভাব মহর্ষিগণ এবং
ব্যাশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্ত্তন করত
মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম । ত্রীমান
মহাত্মা ধর্মশীল মজ্জকেতু, বিবন্ধন, সুস্লামজিৎ হৃষ্টপু, বীধ-
বান্ উগ্রসেন, ক্ষিত্তিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক,
কাঞ্চোজরাজ কমট, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ সভা-
বল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাক, কুন্তী, কিরাতরাজ পুলিন্দ
পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রক, পাণ্ড, উড়রাজ, সুমিত্র, শক্র-
ঘাতী শৈব, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চাহুর,
দেবরাত, ভীমরথ ভোজ শ্রতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন,
মাগধ, সুকর্ম্মা চেকিতান, শক্রমর্দন পুরু, কেতুমান,
বহুদান, বৈদেহ, কৃতকর্ণ, বৃষশ্রী, অনিরুদ্ধ, মহাবর্ধ
শ্রতায়ু, হর্জিব অনুপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিত, শিশুপাল,
সপুত্র করুণাধিপতি ব্রাহ্মবংশীয় দেবদ্রুণী কুমারগণ,
আহুক, বিপুধু, গদ, সারগ, অঙ্গুর কৃতবর্ধী, শিনীপুত্র
সত্যক, ভীষ্মক, অজুতি, বীক্যবান্ হ্যমসেন, ধর্মধর
কৈকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমবির কেতুমান, বহুবান্ ও
অজ্ঞাত প্রধান প্রধান কক্সিরগণ । সভায় উপস্থিত হইয়া
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন । যে

সমস্ত রাজকুমার যুগচর্য পরিধানপূর্বক অর্জুনের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌদ্রিণের, সাধ, যুধাণ, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা ভুষ্ক তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্য সমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও কিন্নরগণ ভুষ্ক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তান লয় বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষি-গণের প্রীতি সম্পাদনপূর্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতার প্রসাদে আরাধনা করেন, সেইরূপে সেই মহতী সভায় সকলে সমাগীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভাক্রিয়া পর্ব সমাপ্ত।

লোকপাল সভাখ্যান পরীক্ষায় ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! মহামুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, স্রম্ভ, ধৌমা প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ত্রায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিফা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগল্ভ স্মৃতিমান্ প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প-বিশেষবিৎ ছিলেন; বাড়শূণ্যপ্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। কল্যতঃ তাদৃশ সন্ধিবিগ্রহ কার্যকুশল ব্যক্তিসে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে ক্রুরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্যোপদেশ প্রদান করিতে হয় তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাঁহার ন্যায় সহজ ও যুক্তগাম্ভীর্যসেবী আর দৃষ্টগোচর হইত না, তিনি ব্রহ্মপতি

অশেফাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন; তাঁহার নিকট বাক্যের গুণ দোষ বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন; যোগবলে ত্রিলোক সর্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগত কাল বর্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্কাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সংকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সহসা গাত্ৰো-থানপূর্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, স্রবণ, মধুপূর্ব, অর্থ এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চনা করিলেন। মহর্ষি রাজার সংকারে সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থবুদ্ধি বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাচ্চল উপদেশ করিতে লাগিলেন, মহারাজ ! অর্থচিন্তায় ভ্রিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হয়েন না ? সুখামুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত একেবারে দূষিত করেন না ? ত্রিবর্গসেব্যায় ত তৃতীয় পূর্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্তী হইয়া চলিতেছেন ? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মো-পার্জ্জন ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না ? ধর্ম্মামুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না ? অবিশ্রাস্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার স্বম্বার্থের ত হানি হইতেছে না ? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন ? সপ্ত উপায়, গুণযুক্ত ও স্বপরপক্ষের বলাবল ত সম্যক্ পর্যালোচিত হইয়া থাকে ? ক্রমি, বাণিজ্য দুর্গ-সংস্কার, সেতুনির্মাণ, আয়বায়শ্রবণ, পৌরকার্যাদর্শন ও জনপদপর্ষাবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয় ? তোমার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে ? তাহার ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ? তাহাদিগের ত প্রভুক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না ? তাহার ত বাসনে লিপ্ত নহে ? নিঃশকুতি কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের শুভ্রমন্ত্রণা সকল ভোদ্য করিতে পারে না ? মিত্র উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন ? যথাকালে ত সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহ-বিশ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন ? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত

মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ? আত্মাহুতরূপ, বৃদ্ধ, বিত্তহীনতা, সোধোদনক্ষম, সংকুলজাত, অমুরক্ত ব্যক্তি-গণ মন্ত্রিপদে ত অভিবিস্ত হইয়াছে ? কারণ মন্ত্রণা জরলাভের অধিতায় হইতেছে। অর্থাৎ আপনি ত রাজ্যরক্ষার্থে সর্ব্বতমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন ? বিপক্ষেরা ত আপনকার রাজ্য আক্রমণে ও বিলুপ্তি-নে সমর্থ নহে ? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন ? অপর রাজ্যে ত অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না ? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে ? স্বাধীনসাম্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ? আলস্ত-পরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্যে কখন ত বিয়োৎপাদন করেন না। কৃষী-বলেরা ত আপনকার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই। অন্যরূপ কার্যের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষ দ্বারা স্ত্রী-মারদিগকে ত যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন ? সহস্র মূর্খবিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ? কারণ কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যায়সে তাহার প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। হৃগ্নসকল ত ধন ধান্য উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ? তথায় শিল্পীগণ ও ধর্ম্মের পুরুষসকল সর্ব্বদা ত সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে ? একজন মেধাবী শূরদান্ত বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াল্পদ করিতে পারেন। মহারাজ ! গৃহ চরদ্বারা শত্রুপক্ষীর চরস্থান ত বিশিষ্টরূপে অবধান হইয়া থাকেন ? অগ্রমত্ত হইয়া বিপক্ষবর্গের অজ্ঞাতসারে ত তাহাদিগের কার্যসকল নিরীক্ষণ করেন ? বিনয়সম্পন্ন অস্বয়াশ্রয় সংকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত সংকায় করিয়া পোরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন ? এবং বিবিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সরল ও কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত হোম-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ? আপনকার দৈবজ্ঞ ত জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ, রাজ্যসুখশল ও সর্ব্বপ্রকার উৎ-পাতগণনায় সক্ষম ? আপনি কার্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত লোকলকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ?

প্রধান ভূত্যের প্রতি, প্রধান, মধ্যমের প্রতি, মধ্যম এবং নিকটের প্রতি ত নিকট কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া-ছেন ? পিতৃপিতামহাগত শুচিন্দ্রভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত শ্রেষ্ঠ কাণ্ড্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে ? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ? যাজ-কেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রেম-দারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনকার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে না ? মহাকুলপ্রসূত প্রগল্ভ, সৌর্য্য-বীর্য্য-গান্ধীর্ষ্য-সম্পন্ন, কার্যদক্ষ ও প্রভু-পরায়ণ ব্যক্তিকেই ত সেনানীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া-ছেন ? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবলপরাক্রান্ত সচরিত্র সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন ? এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বৈতনাদিপ্রদানে ত বিমূঢ় হইবেন না ? তাহা হইলে সূচ্যরূপে কার্য নিব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অমু-রক্ত রহিয়াছে ? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিভ্যাগ করিতেও সন্মত আছে ? সমস্ত রণকার্য্য নিরীহার্থে একজন শাসনাবজ্ঞ যথেষ্টাচারী ব্যক্তিকে ত নিযুক্ত করেন না ? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারদ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত আপনার নিকটে সম্যক পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে ? জ্ঞানালোকসম্পন্ন কৃতবিদ্যা অতিবিনীত গুণবান ব্যক্তি-দিগকে ত যথোচিত ধনদান করেন ? মহারাজ ! বাহারা কেবল আপনকার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপ-তিত ও বৎপরোনাতি হৃদশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্রপ্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত ভরণ পোষণ করিতে-ছেন ? ক্ষীণবল বা দুর্দ্ধে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার পরণাগত হইলে তাহাকে ত পুত্রনির্কীর্শেবে রক্ষা করিয়া থাকেন ? শত্রুকে ব্যসনাশক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও তৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ? যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও সম-দৃষ্টিতে সমস্তমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতে-

হেন ? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন ? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন ? স্বয়ং জিতেদ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড তথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন ? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়-রূপে সুরক্ষিত করেন ? এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ? অষ্টাঙ্গযুক্ত, বলমুখ্য-কর্তৃক সুশিক্ষিত আপনকার চতু-রঙ্গিনী সেনা ত শত্রুপরাজয়ে সক্ষম হইয়াছে ? পররাজ্যের শস্য ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা করিয়া শত্রু-হিংসায় ত প্রবৃত্ত হইয়েন ? অর্থচিন্তার নিমিত্ত আপনকার অধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ? তাহারা ত বিসম্বাদী হইয়া পরস্পরের মঙ্গলা প্রকাশিত করেন না ? ভৃত্যেরা ত স্বদীয় বশবত্তী হইয়া খাদ্য সামগ্রী গাজ্যমার্জন বস্ত্র ও গন্ধ-দ্রব্যসকল রক্ষা করিয়া থাকে ? আপনাকে অহুরক্ত কর্মচারীগণ ধান্যগণ, বাহন, হার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত সম্যক্ তত্ত্বাবধান করে ? আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজননগ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত রক্ষা করিয়া থাকেন ? আপনকার আয়ের চতুর্থাংশ, অর্দ্ধভাগ, বা ত্রিভাগ, দ্বারা নিজব্যয় ত নিকাশ করেন ? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত দীন, দরিদ্র ও অনার্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম ধান্য প্রদানদ্বারা ত অহু-গ্রহ করিয়া থাকেন ? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত, গণক ও লেখক-বর্গ আপনকার আয় ব্যয়সকল পূর্ণাঙ্কে ত নিরূপণ করি-তেছে ? বিষয়কর্মচতুর, হিতৈষী কর্মচারীগণ অকৃত-পরোধে আপনকার নিকটে ত পদচ্যুত হইতেছে না ? অধিকৃতবর্গের ভারতম্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? লুন্ড, চোর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি স্বদীয় কার্য্যে ত নিয়োজিত হয় না ? তত্ত্বর, লুন্ডক, কুমারগণ বা স্ত্রীদিগের অবলম্বন অথবা

স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত উৎপন্ন করেন না ? রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সমুদ্রটিতে কাল বাপন করিতেছে ? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সশিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত হইয়াছে ? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অনাদির ত অসম্ভাব নাই ? আবশ্যক হইলে, তাহাদিগকে ত পাদিক বৃত্তিতে অহুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন ? সাধুলোক দ্বারা আপনকার বার্তাসকল ত সম্যক্ অসুচিত হইতেছে ? কারণ তদন্তে লোকে স্মৃতি হইয়া থাকে । জন্মপদন্ত সমস্ত প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা ত মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন ? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী, পল্লীগ্রামের ন্যায় ত করিয়া রাখিয়াছেন ? নগরাদি ত তোমার সম্যক্ বশবত্ত রহিয়াছে ? তত্ত্বেরা ত স্বদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না ? প্রমাণাগণের রক্ষণাঙ্গীকরণ ও তাহাদিগকে ত সমুচিত সাহসনা করিয়া থাকেন ? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করেন না ? কেমন অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরক চিন্তা করিতে করিতে অণ্ডঃপূরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুব্ধচন্দনাদি প্রিয় বস্তুর অহুতবস্তু ত নিদ্রিত হইয়েন না ? রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাজ্যোত্থানপূর্বক পশ্চিম নিশায় ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? হে মহারাজ ! যথাকালে গাজ্যোত্থানপূর্বক বৈশভূষা সমাধান করিয়া কালজ মজ্জিগণে পরিবৃত্ত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন ? আপনকার শরীর রক্ষার্থে রক্তাশ্র-ধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত খজাধারপূর্বক উত্তর পাশে দণ্ডারমান থাকে ? যমের ন্যায় আপনকার নিকটে ত পূজ্যার্থ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্থ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে ? কে প্রিয় কে অপ্রিয় তাহা ত সম্যক্ রূপ পরীক্ষা করিয়া চূলেন ? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধ সেবন দ্বারা ত তাহার প্রতীকার বিধান করিয়া থাকেন ? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত দ্বাদ্য লাভ করেন ? আপনকার বৈদ্যাগণ ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, জ্ঞান ও অহুরক্ত ? তাহারা ত সতত আপনকার শারীরিক হিতচেষ্টা

পাইয়া থাকে ? আপনি ত লোভ, মোহ ও অভিমান-
রহিত হইয়া অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের কার্যদর্শন করেন ?
লোভ, মোহ, বিশ্রুত অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া ত
আশ্রিত লোকদিগের বৃত্তি রোধ করেন না ? পৌরবর্গ
ও জনপদবাসী লোকেরা ত মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট
হইতে বিপুল অর্থগ্রহণপূর্বক আপনার সহিত বিরোধ
উপস্থিত করিতেছেন না ? দুর্বল শত্রুকে ত বল প্রয়োগ-
পূর্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না ? মন্ত্রবলে ত বলবান
শত্রুকে সমধিক বহুলা প্রদান করিতেছেন না ? বল
প্রয়োগ ও মন্ত্র দ্বারা কাচার ত একধারে সর্বনাশ হই-
তেছেন না ? প্রধান প্রধান রাজগণ ত আপনার প্রতি
সাতিশয় অমরজ্ঞ ? দাঁহার ত তদীয় সমাদরের বশীভূত
হইয়া উপকারার্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সন্মত হয় ?
আপনি ত সর্ববিদ্যা-বিষয়ে অণ বিবেচনা করিয়া লাক্ষণ-
গণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন ? কারণ
উহা আপনকার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলনিধি। মহারাজ !
যতপূর্বক পূর্বপুরুষাচারিত ত্রয়ীমূলক ধর্মের ত অমুষ্ঠান
করিতেছেন ? স্ত্রীসমাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান লাক্ষণদিগকে
ত ভোজন কবাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন ;
একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাক্যপেয় ও পুণ্ডরীক সজ্জের অমুষ্ঠানে
যত্ববান হয়েন ? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা,
তাপসগণ, চৈতন্যজ্ঞ ও শুভফলপ্রদ লাক্ষণদিগকে ত
নমস্কার করিয়া থাকেন ? আপনি ত শোক ও ক্রোধে
একান্ত অভিভূত হয়েন না ? লোক সকল মাজলা বস্ত্র
হস্ত লইয়া ত আপনার পাশে অবস্থিত করে ? হে
মহারাজ ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত মদীয় প্রশ্নের
অনুবর্তিনী হইয়াছে ? কারণ একমুহুর্তে উভয়ই আয়ুসা
যশস্ব ও ধর্মকামার্থদর্শিনী হইবে। এতদমুহুর্তে কার্য
করিলে রাজ্যের কোন বিষ উপস্থিত হয় না, রাজা ও
পৃথিবী জয় করিয়া পবন স্তম্বে কালযাপন করেন।
লোভাক্রমভিজ্ঞ তদীয় অধিকৃত লোক কর্তৃক চৌরা-
পবাদগ্রস্ত অর্থাচরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচিবাক্তি নিধনদণ্ডে
ত দণ্ডিত হয়েন না ? চষ্ট অহিতকারী কদর্ঘ্যস্বভাব
দণ্ডার স্তম্ভ লোপ্ত সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে
ত কমালাভে সমর্থ হয় না ? নাস্তিকা, অনৃত, ক্রোধ,
প্রমাদ, দীর্ঘহৃদতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার

ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক
ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার
অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্যের অপ্ৰয়োগ ও প্রত্যাখ্যান, এই চতু-
র্দশ রাজদোষ ত আপনি সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন ?
উক্ত চতুর্দশ রাজদোষ বহুমূল ভূপালাদিগকে ও উন্মূলিত
করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে ? ধনো-
পার্জননের ত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ? দারপরিগ্রহের
ত ফল লাভ হইয়াছে ? এবং বিদ্যাশিক্ষাও ত ফলবতী
বটে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি যে আমার
বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,
তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয় ? নারদ কহিলেন, মহারাজ !
বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র ; ধনোপার্জননের ফল দান ও
ভোজন ; দারপরিগ্রহের ফল রত্নকীড়া ও অপভোগ্য-
পাদন ; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ভাবহার। মহা-
তপা মুনিবর এই কথা বলিয়া পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন ! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ
হইতে সমাগত বণিকগণের নিকট আপনকার শুক্লোপকীর্ষী
রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুক্ল গ্রহণ করিয়া থাকে ? সেই
সকল বণিকেরা ত সর্বত্র সম্মানিত হয় ? এবং তদীয়
লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্য দ্রব্য আনয়ন করে ?
আপনি ত অবহিত হইয়া ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের
ধর্মার্থযুক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন ? কুশিতজ,
গো, পুষ্প, ফল ও ধর্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত দ্রুত
মধু পদান দ্বারা আপদায়িত করেন ? শিল্পকারদিগকে ত
উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন ?
হে মহারাজ ! কৃতোপকার ত স্মরণ করিয়া রাখেন ?
সৎকর্ম করিলে তাহাকে ত প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে
সমাদরপূর্বক সৎকার করিয়া থাকেন ? হস্তী, অশ্ব ও
রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল ত শিক্ষা করিয়াছেন ? গৃহে
বসিয়া ত যথোক্ত লক্ষণ ও নাগর যন্ত্রহস্ত সম্যক্রূপ
অভ্যাস করেন ? মহারাজ ! শত্রুনাশক সর্বপ্রকার
অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও বিবোধোক্ত ত আপনকার বিদিত
রাখিয়াছেন ? অগ্নি, ব্যাল, দোহাণ ও ক্ষোভ হইতে
ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন ? অন্ধ, মূক,
পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বহুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত

পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ? নিজা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মর্দব ও দীর্ঘস্থিত্য, এই ছয়টি অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? মহাত্মা কুরুসন্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবশ্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণান্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধন ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্বার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা দেবর্ষিসমক্ষে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন ; এবং অচিরকাল মধ্যে সাগরাস্থরা বশ্চরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, মহারাজ ! যিনি এইরূপে চতুর্দিক রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্ৰলোক প্রাপ্ত হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! ঋষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সংকারপূর্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আত্মপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্বকালে ভূপালগণ ন্যায়ত সঙ্গ্ৰহীতার্থে যে সমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাঁহারা যে সকল সংকল্প প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অনিয়তাস্থতাগ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সংকারপূর্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি অপ্রতিহত গতিপ্রভাবে ব্রহ্মনির্মিত স্নেনকানেক লোক সন্দর্শন করত পর্ষ্যাটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমরাগের এই অপূর্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না ? অমুগ্রহপূর্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন। মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, মহারাজ ! তোমার এই মণিময়ী সভা-

সদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যালোকে দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি তোমার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্ৰ ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার দিব্যাভি-প্রায়োপেত বিশ্বরূপিণী ক্রমাপহারিণী দিব্যা এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সভা, দেবগণ, পিতৃলোক, সাধাসমূহ এবং শাস্ত যতাত্মা ব্যক্তিকবর্গ শাস্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপারায়ণ মুনিগণ কর্ত্তক সেবিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে, তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাহাতে কতই বা জবাজাত রহিয়াছে ? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্ৰ, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপস্থান করিয়া থাকেন ? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত বৃত্তহল হইয়াছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সপ্তম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্ৰ বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্মা দ্বারা আপনার সভা নির্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সর্ব্বোত্তম, উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, সান্নি শত যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থিত ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্রম, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ আসন ও দিব্য পাদপ সমুদায় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন 'প্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্ৰ দিব্য কিরীট, দিব্যাস্বর, লোহিতাস্কদ ও চিত্র নালা ধারণপূর্বক শচীসমভিব্যাহারে ঐ সভায় মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কার-শোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমালাধারী, তেজস্বী

মরুৎগণ, অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজররহিত দেবর্ষিগণ, অমৃতচরগণ সমভিবাছারে প্রত্যাহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেশ্বরের উপাসনা করেন। মহর্ষি পরাশর, পর্কত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গোরশিরা, ক্রোধন দুর্বাসা, শ্বেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুক, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডার্যনি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কক, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, বটী, বিশ্বকর্মা ও তুম্বকু এবং অযোনিজ ও বোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হতাশিসমুদয়, সর্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বান্দীকি, সত্যবাক্ষশমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতা, মেধাতিথি, বামদেব, পুন্ড্রা, পুন্ড্র, ক্রতু, মরুত, মরীচি, মহাতপা স্থাগু, কাক্ষি-বাহু, গৌতম, তাক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকরুক্ষী, আশ্রাব্য, হিরণ্যর, সম্বর্ত, দেবহব্য, বীর্ঘ্যবান ষিঞ্চসেন, দিব্য, অপ্সমুদায়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম, কাম, বিদ্যা, সমুদায়, জলবাহ মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তন্যব্রূগণ, পূর্ন দিক, যজ্ঞবাহ সপ্তদিশতিনংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ঈজ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, নবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, শুক্র, সাধ্যগণ শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সূমন, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মরুগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অঙ্গরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল, বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গল স্তুতিপাঠ ও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা বলবৃদ্ধিনিহীন ঈজ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চক্রেসদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করত সর্বদা ঐ সভায় গত্যাত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হইলেন। চক্রেয় শ্রায় প্রিয়দর্শন ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিগণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এই নলিনরাজিবিবাজিত ইন্দ্রসভা পূর্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি এবং

অষ্টম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্ব-কর্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপীণী সূর্য্যাসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্রম প্রভৃতি কোন অগ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য মর্ত্য কাম্য যাবতীয় বস্তু, সরস স্তন্যাহ মনোহর প্রচুর চর্যা চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, কাম-ফল পাদবাবলী এবং স্তন্যদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদায় সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন্! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া জটিলিতে যমের উপাসনা করেন। যমাতি, নহষ, পুরু, নাক্ষাত্রা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্থা, কৃতবীর্ষ্য, ক্রতব্রহ্মা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতদন, শিবি, মৎসা, পুপ্লাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত, কুশিক, সাক্ষাশ্য, সাক্ষতি, জীব, চতুরথ, সদাশোর্ম্মি, মহারাজ কার্ত্তবীর্ষ্য, সুরথ, ভরত, সুনীথ, নিশঠ, নল, সূমনা দিবোদাস, অশ্বরীষ, ভগীরথ, বাস্ক, সদশ, বধ্যাশ, বেগবান্ পৃথুশ্রবা, পৃথদশ, বরমনা, কৃষীবল কৃপ, বৃষদন্ত, বৃষসেন, মহারথ, পুরুকুংস, আর্টিষেণ, দ্বীপ, মহাত্মা উলীনর, ঔলীনরি, পৃথরীক, শর্বাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেন, হৃষাস্ত, স্বপ্নয়, জয়, ভাঙ্গাসুর, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, কক্কিম, বাহ্লিক, বৃদ্ধায়, মহাবল মধু, ঐন, মরুত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জুন, সাখ, কৃশাখ, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষণ, অঙ্গক, কক্সেন, গয়, গোরাখ, জানদধ্য রান, নাভাগ, সগর, ভূরিহ্ময়, মহাখ, পৃথাক্ষ, জনক, ভূপতি, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ভ, রাজা উপরিচর, ভীমজাহ্ন, ইন্দ্রহ্ময়, গোরপৃষ্ঠ, নল, গয়, পদ্ম, মৃচুকুন্দ, ভূরিহ্ময়, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সূদ্যম, পৃথলাখ, অষ্টক, মৎসা-বংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় শত জন, জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, জৈরিবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দ্বিগুণ জন, ভীমবংশীয় শত

জন, প্রতিবিজ্ঞাবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শত জন, ও কুশকাশ প্রভৃতি শত জন এবং রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরগ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মঙ্গিসমবেত বুদ্ধিমান রাজর্ষি বৃষদত্ত ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধাচ্চর্চান দ্বারা স্বর্গে গত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। হে রাজন্! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরম পবিত্র, কীর্তিমান ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল মৃত্যু, যজ্ঞাসকল, সিদ্ধগণ, যোগশরীরি সমুদয় এবং মূর্ত্তিমান অগ্নিস্বাক্ত, ফেনগ, উগ্ৰপ, স্বধাবান্, বর্হি মদপ্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ বহু দ্রুতকর্ম্মা মহুযাগণ, দক্ষিণায়ন মৃত্যুগণ, কালনয়নে নিমুক্ত যমের পুরুষগণ, সিংসপপাশাসমুদায় ও কাশকুশাদি সকল ঐ সভায় ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নামের ও কর্ম্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কৃষ্ণীন্দ্রনন্দন। দেবশিরী বিশ্বকর্ম্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ পরম রমণীয় সভা নির্মাণ করিয়া ছিলেন। ঐ সভা যথেষ্ট গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন্! উগ্রতপা, সুরত, সত্যবাদী, শাস্ত্রস্বভাব, বিজ্ঞ, পরম পবিত্র ও শূন্যাসীন সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্কর-কলেবর, দিব্যধর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমালা, উজ্জল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত পুণ্যশালী অমরা ও গন্ধর্ব্ব-গণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, খাদ্য, হাস্য, পুণ্য, গন্ধ ও শব্দ এবং দিবা মালাসমুদায় তথায় সতত সুমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এইপ্রকার, এইরূপে নলিনমালা-শালিনী বক্রণের সভা বর্ণন করিব।

নবম অধ্যায় ।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিরী বিশ্ব-কর্ম্মা, বক্রণের অসীমপ্রভাসম্পন্ন অত্যাশ্রিত ও গুরু প্রাকার-

পরিবেষ্টিত যমসভার নায় আশ্রিত এক অপূর্ব সভা সলিল মধ্যে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপ-শোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় 'অলঙ্কৃত এবং নীল সিত লোহিত কৃষ্ণ শ্যামলবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালধারী গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিশুলকলেবর সুমধুর স্বর-সংযোগশালী শত সহস্র অনির্দেশ্য বিবিধ বিহগগণ চৈত-স্তুতঃ বিহার করিতেছে। সেই সন্ধ্যাহলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখম্পর্শবিশিষ্ট, বেঙ্গাদলী ও আসনসমূহে তাহার মনোহর শোভা সজ্জার করিয়াছে। বক্রণদেব দিব্যাস্বর-ধারী ও দিব্যভরণবিভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বাক্রণী-দেবী সমভিব্যাহারে তথায় বিবাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চিত দিবা মালাধারী আদিতাগণ, ধাতুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভৃত বলশালী পদ্মচিত্র, কঙ্কল, ধূতরাষ্ট্র, অশ্বতর, বলাহক, মণিমান, কুণ্ড-ধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অগ্নিমান, প্রহ্লাদ, মূষিকঙ্গ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফনাবান্ মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্পগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বক্রণদেবের উপ-সনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচননন্দন বলী, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিহ্নিত, কালখঞ্জ দানবসকল, সুহ্ম, দুহ্ম, শজ্জ, সূমনা, সুভতি, ঘটোদর, মহাপার্ষ, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা দশগ্রীব, বালী, মেঘবাঙ্গা, দশাবার, টিটিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্লাদ, দিবা কুণ্ডলধারী লঙ্করব, বীরাগুণী জিতমৃত্যু দৈতাদানব-সকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্যমালা ধারণ-পূর্ব্বক বক্রণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগীবতী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণা, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতক্র, চঞ্জভাঙ্গা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিদ্ধ, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণা, সরিষা, কাবেরী, কম্পুনা, বিশল্যা, বৈভবনী, তৃতীয়া, জ্যোতিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্ডী, পর্ণাশা, মহানদী সরযু, বারবত্যা, লাক্ষ্মী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লোহিতা, লবঙ্গী, গোমতী, সঙ্খা, ত্রিঃশ্রেণী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রভবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পবন সকল, দশদিক, মহী, মহীধরসমুদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বক্রণের উপাসনা করিতেছে। গীত বাদ্যাহরজ গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা

ঔহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রত্নসম্পন্ন পর্বত ও রসসকল স্তম্ভর কথাপ্রসঙ্গে তথায় অধ্যাঙ্গীন রহিয়াছে। বরুণমন্ত্রী সুনাত, গোণামক পুর ও পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া ঔহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মারা বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে পূর্বে বরুণসভা দর্শন করিয়া ছিলাম, এক্ষণে কুবেরসভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে রাজন! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের নায় প্রোতবর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধ হয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। দিব গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্র চরিতার্থ হইতেছে। উন্নত হিরণ্যময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব স্ত্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশ মনোহারিনী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিদ্যাম্বালার দ্বায় হেমময় অবয়ব দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে স্ত্রীমান্ মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন ভূষণ ধারণপূর্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণ পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গ্যসদৃশ স্নমুজ্জল, পরম পবিত্র, বিচিত্র আন্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতল সঙ্গীর উদার মন্দারবন পরিলোড়ন পূর্বক বহুবিধ সুরক্তি কমল, কল্লার, অলকাপুরী ও নন্দন বনের গন্ধ বহন করত ঔহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায় দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া দ্বৈত ভানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, ব্যক্তি, অ চিত্রসেনা, চাক্রনেত্রী স্বতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকঙ্কলন করিয়া, সহজন্যা প্রমোচা, উর্কশী, ইরা, বর্গা, মৌরভেরী, স্ত হী, বৃদ্ধা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্য গীতবিশিষ্ট গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও

গন্ধর্ব্বাঙ্গরসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমলীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মনিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ড, মহাবল প্রদোত, কুন্তধর, শিশাচ, গন্ধকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, ভাত্রোষ্ঠ, কলকক্ষ, কলোদক, হংস-চূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাম্পনিকেশ, চীরবাসা ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাঙ্গীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন, নলকুবর তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক শাস্ত্রের কত শত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি-গণ, দেবর্ষিবর্গ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্ব-সমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূণ্ঠ ভগবান্ ভবনীপতি বিগতক্রমা ভগবতী নাত্যায়নী সমভি-বাহারে বামন, বিকট, কুজ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদ-মাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় বিরাজমান হইয়েন। স্বায়মুর্ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত্ত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্বদা সখা কুবেরের সহায়ী থাকেন। শিখাবন্ত, হাঙ্গা, তহ, তুঙ্গুর, পর্বত, শৈলুষ, গীতজ, চিত্রসেন ও চিত্ররথপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্ত্তী অমুজগণেশ সহিত ঔহার সমি-হিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ক্ষত, শত কিম্বর এবং ভগদত্তপ্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হন। কম্পুকষাধিপতি ক্রম, রাক্ষসাধিপতি মহেঞ্জ, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, শিশাচর সমভিব্যাহারে ঔহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারি-পাত্র বিদ্যা, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দ্বন্দ্ব, দ্বহেজ, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাত, দিব্য গিরিষয় এবং মেকপ্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুর্গণপ্রভৃতি দিব্য সভাগণ, কাষ্ট, কুটুম্ব, দস্তী, তপোমিকা বিজয়া শ্বেতবর্ণ মহাবল মিনাদকারী বৃষভ অন্যান্য রাক্ষসগণ ও শিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্তনন্দন কুবের সর্বদাই ভূতপরিবৃত্ত ভগবান্ ভবনীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞাস্বতী হইয়া ঔহার সমীপে গমন করেন। মহাদেব ও কখন কখন ঔহার প্রতি সভাভাব অবলম্বন

করিয়া থাকেন। নিধানপ্রধান শব্দ ও পদ্য সমুদায় রচনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণী অন্তরীক্ষগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

একাদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে ধর্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্যলোক দর্শনাথী হইয়া পরমসুখে ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরি-শ্রান্তচিত্তে ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণপূর্বক ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকণ্টে কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দেশ্য অপ্রমেয় ও সর্বভূতমনোরম। আমি আদিত্য-যুগে ব্রহ্মসভার শোভা বর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, ভগবন্! এক্ষণে সর্ব পাপমার্শিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্মধারা তাহা দেখিতে পাইব, এমত বলিয়া দেন। দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসংস্রাসাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক ঐ অপূর্ব সভা নির্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানারূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আমি এরূপ অদৃষ্টপূর্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ, ভ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের সুখপিপাসাজনিত ক্রোধ ও গ্রানি-ছেদ হয়, আগ্রহঃ দেখিলে প্রীতীতি হয়, বেন সভা

নানাবিধ অভিভাষার মণি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। শুভ দ্বারা ঐ শাস্ত্রী সভা অবলম্বিত নহে তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছেন না। তপায় নানাবিধ দিব্য ও অমিত-প্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চক্ষু সূর্য্য অগ্নি ও বিদ্যাতকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর, দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুন্ড্র, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরাস, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কদম্ব, অর্থক, অঙ্গিরাস, বাণিখ্যাস, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদয়। মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য়বান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, তরঙ্গাজ, সম্বর্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্কীশ, পরম ধার্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ সনৎকুমার, মহাতপা যোগাচার্য্য, অসিত, দেবল, তত্ত্ববিন্দুজৈগিষ্য, জিতশত্রু ঋষভ, মহাবীর্য় মণি, অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্কোদ, নক্ষত্রগণপরিবৃতচক্র, সহস্রকর দিবাকর বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কর ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রত-পরায়ণ মূর্ত্তিমান মহাত্মা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, য়েব, তপস্যা ও সন্তুষ্টিবিশিষ্ট অঙ্গরোগণ তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহু প্রভৃতি গ্রহসমস্ত, ময়ূ, রথস্কর, হরিমান্, বসুমান্, নাম, দ্বন্দ্বোদাস্ত, অদিরাজসহ আদিত্য-গণ, মরুতসমুদয়, বিশ্বকর্মা, বসবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, সগর্গবেদ, সর্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদান্তসমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, হুগতরণী সাবিত্রী, সন্তুবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, স্যাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষা, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যানিকা, সমুদয় কারিতা ঐ সমস্ত পাবন ও অস্ত্রান্ত গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, নব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয়মাস, সপ্তমসর, পঞ্চমুগ, চতুর্বিধ অহোরাত্র, দিব্য মিতা অক্ষয় অব্যয় কালচক্র ও ধর্মচক্র ইহায়াও প্রীতিমিত

আসিয়া থাকেন । দিতি, অদিতি, দমু, সুরসা, বিমতা, ইরা, কালিকা, সরসী, দেবী, সরমা, গৌতমী, প্রভা, কক্র, দেবীষ্ম, দেবসাত্ত্বগণ, রুদ্রানী, শ্রী, লক্ষ্মী, ভদ্রা, বতী, মূর্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্তি, সুরা, দেবী শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সমৃদ্ধি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন । দ্বাদশ আদিভ্য, অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ ও অগ্নিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেব সমূহ, সাধ্যসার্থ, মনোজব গিত্ত্বগণ, সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন । হে পুরুষৰ্ষভ ! ঐ পিতৃলোকদিগের সন্তগণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীর । সকলেই ত্রিরাটপ্রভব লোকবিশ্রুত ও চতুর্দ্বর্গপুজিত ; প্রথম গণের নাম অগ্নিবাভা, দ্বিতীয়ের নাম গার্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকর, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশ্রু, ষষ্ঠের নাম চতুর্বেদ, সপ্তমের নাম ফল । ইহার প্রথমতঃ আশীষিত হইলে সোম পরিভূত হয়েন । রাক্ষসগণ, পিশাচ বর্গ, দানবসমুদায়, গুহকসকল, নাগ-সার্থ, সুপর্ণসমূহ ও পশু সমুদয় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে । স্থাবর জঙ্গমসকল, মহাত্মনসমুদয়, দেবেভ্য পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমাসহ মহাদেব তথায় সর্বদা সমাগত হইয়া থাকেন । মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষি-বর্গ, বাসিথিয়া ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিসকল আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন । হে নরাধিপ ! আমি সূর্য তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতাঃ ঋষি, প্রজাবান্ পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতাসকলে ব্রহ্মাকে মনোযোজ্য পূরণপূরক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন ।

সর্বভূতদয়ান্ ভগবান্ ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ কালৈয় অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্ব সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন । তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূরক সাধনাবাদ সম্মান ও অর্থপ্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের ঐতি সম্পাদন করেন । এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদো সেই সুখপ্রদ সভা আকুল হইয়া উঠে । সর্বতেজোময়ী দিবা

ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা শ্রমাপহারিণী সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া অমৃত শোভা পাইয়া থাকে । হে রাজ-শাঙ্গিল ! যাদৃশ তোমার এই সভা মনুষ্যালোকে দ্রুত, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা হুস্ত্রাপা । হে ভরতবংশ-শ্রেষ্ঠ ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মনুষ্যালোকে সর্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম ।

সুদীপ্তির কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি কহিলেন, যে প্রায় সমুদয় রাজলোক যমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন । বরুণদেবের সভায় নাগগণ দৈত্যোজ্ঞসকল ও অনেকানেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন । ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহক, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন । ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব-প্রকার শাস্ত্র ও বিদ্যমান রহিয়াছে । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্ৰের সভা কেবল দেবগণে জলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত । সেই মহতী অমরাধিপতি সভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম সুখে বাস করিতেছেন । হে মুনিবর ! রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্য কন্মের অকুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন । আর পিতৃলোকগত মহাভাগপতি পাতুর সহিত আপনার ক্রিপে সাক্ষাৎকার হইল, এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুত্র আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আশুপুত্রিক বর্ণনকরুন । আপনার নিকট সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি ।

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, মহারাজ !, যাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত উৎসুকা প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করি, শ্রবণ করুন ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সমাগরা সঙ্গীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অধুর্ভা হইয়া চলিতেন । তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অজ্ঞশত্রুপ্রভাবে সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়া রাজত্ব বজ্জের আরোজন করেন । তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ত্বরিত ত্বরিত ধন আনয়ন করিলেন,

এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টপদে নিযুক্ত হইলেন । সেই যজ্ঞ সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চাশ গুণ অধিক প্রদান করিলেন । নানা দিগদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলেন । মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমনকালে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন । বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্নসমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন । মেট প্রবল প্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিবিক্ত হইয়া অনিচ্চনীয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । হে নরাধিপ ! যে সকল মহীপালেরা রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাচ্ছাদে ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারেন এবং বাহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, অথবা অতি কঠোর তপস্তা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করত পরনশ্বে কালযাপন করেন । তাঁহারা ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব ত্রি ধারণপূর্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন । হে কোশ্বেয় ! তোমার পিতা পাণ্ডুরাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মহুয্যালোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে ! আপনি নরলোকে যাইতেছেন যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ; এবং তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসুয় যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন । তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখ সন্তোগ করত ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারিব । অনন্তর আমি তোমার পিতাকে কহিলাম, মহারাজ ! ইদি আমি ভূগোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব । হে ভরতর্ষভ ! এক্ষণে ভূমি প্রযত্নাভিযয়সহকারে পিতার সন্তানসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হও । তাহা হইলে পূর্বপুরুষগণ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই । মহারাজ ! রাজসুয় প্রধান যজ্ঞ

বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিষয় উপস্থিত হয় । যজ্ঞহস্তা ব্রহ্মরাকসেরা সতত ইহার চিত্রাঘেষণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়াত্মক ও পৃথিবীজয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয় । ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টাপাত অবশ্যই ঘটয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত সম্যক্ পৰ্য্যালোচনা করিয়া বাহাতে ক্ষেম লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন । প্রতিদিন গাত্রোথানপূর্বক অবচিত হইয়া চাতুর্দশের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগাধুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন ।

মহারাজ ! যাহী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দাশাই নগরীতে গমন করিব । নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী স্বৰ্গগণে পরিবৃত্ত হইয়া যাত্রা করিলেন । তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসুয় যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন ।

লোকপালসভাখান পর্ব সমাপ্ত । ৩

রাজসুয়ারন্ত পর্বাধ্যায় ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জননৈজয় ! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদেব সেই বাক্য প্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসুয় যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন । তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্য কন্ম দ্বারা যজ্ঞদিগের উত্তমলোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচন করিয়া রাজসুয় যজ্ঞাধুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন । তখন সেই কুরুবংশাধিপতিস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভ্যমণ্ডলকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কঙ্কর পুত্রিত হইয়া বারংবার চিন্তা করত রাজসুয় যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন । তৎপরে সেই অদ্ভুততেজা ধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব লোকের উপকার করিতে লাগিলেন । রাজা ক্রোধমদবিবর্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আত্মা দিলেন ; ফলতঃ তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেবল সাধু ধর্ম্ম,

সাধু ধর্ম, ভিন্ন আর কোন কথাই ছিল না। ধর্মীরা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করতে কেহই আর তাঁহার ঘেঁটা রহিল না, এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সবাসাচী অর্জুনের শত্রু নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্মীজ্ঞাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্যে নিরত থাকিল; পর্জন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বার্কুণী, যজ্ঞসদ্ব, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য সমুদায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অশ্বকর্ষ, নিকর্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূচ্ছাপ্রভৃতি কিছুই রহিল না। 'দম্বা, বঞ্চক বা রাজবল্লভ-গণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টোচরণ করিত না। ধার্মিক-বর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার নৃপগণ, বণিকসমুদায় রজোশুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি, সকলেই সর্বদা রাজার প্রিয়-কর্ম, স্বেবোপাসনা এবং স্ব স্ব ঋণদষ্টানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট সর্বশুণাশ্রিত সর্বসহ, সর্বব্যাপী ও জগীমকীর্তিমান ছিলেন। কি দ্বিজাতি কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্তব্য নীতি শিক্ষা প্রদানাদি ও মাতৃকর্তব্য বাৎসল্যাদি গুণদ্বারা উৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুরক্তগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজস্থ্য যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্য শ্রবণে প্রথম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে কুরুন্দন! নৃপতি যদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণ গুণ প্রাপ্ত হন, তদ্বারা তিনি সমস্ত সম্রাট-গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আপনার সুহৃদ; আমাদের মতে আপনার রাজস্থ্য যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই এই যজ্ঞ অনা-য়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সাম-বেদ দ্বারা ষট্ প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞের ফল

লাভ হয়। এই যজ্ঞের শেষে অতিথেক করিলে লোক সর্বজয়ী হইয়া উঠে। হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। অতএব আপনি অচিরে ঐ রাজস্থ্য যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজস্থ্য যজ্ঞানুষ্ঠানে সক্ষম করুন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্মসংযুক্ত বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজস্থ্যানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ, ঋষিকগণ, মন্ত্রি-গণ এবং ধোম্য ও দৈবপায়নপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন, হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ক-ভৌমোচিত রাজস্থ্য যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কিপ্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে? ধর্মরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋষিকগণ কহিলেন, হে ধর্মরাজ! তুমি রাজস্থ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র বলি-য়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম। তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সমাক্রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য করে, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অসুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃত, তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে আমাকে সংপরামর্শ দিবেন। ধর্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীর্ষগামী রথে আরোহণপূর্বক সত্ত্বের দ্বারাবর্তী গমন করিয়া বাহু-দেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ চক্রপাণি দূত-মুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সম-ভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানা-দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদরে পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা

করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জুন ও মাত্রীনন্দন-বয় গুহর
ন্যায় তাঁহাকে অর্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাসু-
দেব স্বীয় পিতৃস্বগা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য
সুহৃদগণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে
পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত
তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ!
আমি রাজসুয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ
কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে; যেক্রমে
উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে
ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য এবং যিনি
সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর; সেই ব্যক্তিই রাজসুয়যজ্ঞানের
উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদগণ আমাকে ঐ
যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরা-
মর্শ না লইয়া উহার অমুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই।
হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বদ্ধুতার নিমিত্ত দোষো-
দোষণ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য
কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই
প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবী
মধ্যে উক্তপ্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরা-
মর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। তুমি উক্তদোষ-
রহিত ও কামক্রোধবিবর্জিত; অতএব আমাকে স্বার্থ
পরামর্শ প্রদান কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সর্বগুণে গুণ-
বান্, অতএব রাজসুয় যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয়
নহে। তুমি সর্বথা রাজসুয়যজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ
নাই। তুমি সর্বজ্ঞ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি,
শ্রবণ কর। পূর্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃ-
কজিয়া করেন। তৎপরে যাহারা নিকটে জন্মিয়াছেন,
তাঁহারা স্বার্থ নক্সিয় নহেন; কিন্তু নক্সিয়ের ন্যায়
আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা একত্র হইয়া যে
কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তোমার বিদিত
আছে। হে রাজন! অনেকানেক ভূপতিগণ ও নক্সিয়গণ

ঐলবংশ ও ইক্ষাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে
সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষাকুবংশে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে একশত কুল সমুৎপন্ন
হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূ-
মণ্ডলের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। হে রাজন! যাবতীয়
নক্সিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষী অধিকার করিয়া আসিতেছেন।
একগণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতি-
গণকে পরাজয় করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্বক তাঁহাদের
কর্তৃক সেবিত হইয়া অথবা ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সং-
স্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ! যে রাজা সকলের
প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাহার হস্তগত; নিয়মাত্মসারে
তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হনেন। প্রতাপশালী শিশুপাল,
মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি
হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্ষবান্ করুণাধিপতি বক্র
শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবলপরী-
ক্রান্ত হংস ও ডিম্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।
দম্ববক্র, করুণ, করত ও ধ্রুববাহন তাঁহার বশীভূত হই-
য়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুক
ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বক্রগের ন্যায় পশ্চিম
দেশে বক্রমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবদ্ধ মহাবল
পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার
প্রিয় কার্য করিয়া থাকেন। যিনি তোমার প্রতি অতি-
শয় মেহবান্, যিনি পিতার ন্যায় তোমাকে ভক্তি করেন,
যিনি পশ্চিম ভাগের ও দক্ষিণ সীমার অধিপতি এবং
যিনি মেহবশতঃ তোমার নিকট সতত সঙ্গত থাকেন,
সেই পুরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্ধন, শক্রনিহন, তোমার
মাতুল সেই জরাসন্ধের অগ্রগত। ঐছুরায়া চৈদ্রদেশে
সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার
করে, যে মোহবশতঃ সর্বদা আমার চিত্ত ধারণ করিয়া
থাকে, যে বক্র, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি এবং
যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত পৌণ্ড্র একগণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।
যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেব-
রাজ ইন্দ্র যাহার সখা, যিনি পাণ্ড, ক্রথ ও কৈশিকদেশ
জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী অকৃতি যাহার ভ্রাতা,
সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শক্রনিহন ভীষ্মকও তাঁহার বশবর্তী

হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি এবং বিনীত ভাবে অহুগত থাকি কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান কি বলাভিমান সমুদায়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল সমাসঙ্ঘের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। শুবসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাষ, পটুজর, সুহল, সুকুট, কুলিন্দ, কুস্তি, শালায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলানিবাসী রাজগণ সৌদর ও অহুচরগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। মংজ্ঞ এবং সন্ধ্যাপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহোপাধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দ্রোনবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অহুজা নামে বার্ত্তদ্রবের ছই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ ছরাদ্বা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাদের অহুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আত্মকন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতদায়নার্থে বলভজ সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাদে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবজ্রগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শক্রনাশক মহাজ্ঞদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবত্বা তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক-নামক ছই বীর তাঁহার অহুগত আছে; উহার অজ্ঞাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ ছই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে এতদূর বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই

পরামর্শ কেবল আমাদের অতিমত হইল এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অহুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হংসও পরম প্রণয়ান্বিত ডিম্বককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনা-জলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যংপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর তাঁহার পরমাচ্ছাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দিনান্তর পতিবিরোগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্ত্রী পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহতাকে সংহার কর বলিয়া, বারংবার তাঁহাকে অহুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বকই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অরণ কল্পিত সত্য-শর উৎকলিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বহান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতপ-শোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনামী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় একপ দুর্গসংস্থার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারণের কথা দূরে থাকুক, জীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! এইক্ষণে আমরা অকৃতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরমাচ্ছাদিত হইলেন। হে কুরুকুল-প্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং এক-বিংশতিশৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত

শত দ্বার এবং অত্যন্ত উন্নত তোরণসকল আছে । যুদ্ধহীন মহাবল পরাক্রান্ত কবিরাজগণ উহাতে সৰ্বদা বাস করিতেছেন । হে রাজন্ ! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে । আহকের এক শত পুত্র তাঁহার সকলেই অমরত্বলা চাক্রদেব ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাতাকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ সাধ, আমরা এই সাত জন রথী, কৃতকন্যা, অনাধুটি, সনীক, সমিতিগয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুস্তী এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধক-ভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ় কলেবর দশ জন মহাবীর ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যজ্ঞবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

হে ভরতসন্তম ! তুমি সম্রাটত্বলা গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসুয়ারস্থানে কৃতকার্য হইতে পারিবে না । সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পৰ্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহা-দিগকে গিরিহর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । ঐ ছুরায়া রাজ-সুয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোপুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল । পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল । সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরি-তাগপূর্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি । হে মহারাজ ! যদি তোমার রাজসুয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও ছুরায়া জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর ; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসুয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না । হে কুরুনন্দন ! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপন বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বল ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বীমন্ ! তুমি আমাকে যেক্রপ পরামর্শ দিলে অন্য কেহই এক্রপ পারে না ; তোমার

ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে আর কেহই নাই । এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন ; তাঁহার কেবল আপনার প্রিয়কার্য্যই করিয়া থাকেন । তাঁহার কেহই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত করেন নাই ; সম্রাট শব্দ অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি পৈর মর্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না । যেহেতু অন্য যাহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য পৃথী অতি বিদূত ও নানাবিধ মহারথের পরিপূর্ণ । হে যুজ্ঞবংশাবতংস ! লোকে অভিজ্ঞতা ক্রিত্যেরকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না । আমার মতে সম্রাটই সৰ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গললাভ হয় যুদ্ধাদি দ্বারা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে, পারে না । আমাদের কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনবিগণেরও এই মত, বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কেহই সৰ্ব্বজয়ী হইতে পারে না । হে মহাভাগ ! জরাসন্ধের দৌরাভ্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি, কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিব । তুমি বলভদ্র, ভীমসেন ও অর্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না, আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি ; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি ।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, যে রাজা যুদ্ধচেষ্টাপরাত্ম এবং যে দুর্বল ও উপদ্রবশূন্য হইয়া বলীর সাহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয় । যে ব্যক্তি দুর্বল কিন্তু অশূন্য, সে সম্যক যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে জয় করিতে পারে, এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে । দেখ ! কৃষ্ণ নীতি, আমাতে বল এবং অর্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগি যজ্ঞ সাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব ।

ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! অজ্ঞ ব্যক্তির পরি-ণাম বিবেচনা না করিয়া কাণ্ডারস্ত করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ শত্রুকে নিবারণ করে

না। পূর্বে মহারাজ যৌবনাশ্রি কর পরিত্যাগ, তগীরণ প্রজাপালন, কার্তবীৰ্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট হইয়াছিলেন। দেখ ইহারা এক এক গুণ থাকতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক তোমাতে সেই সমস্ত গুণ আছে। হে রাজন্! সত্যযুগে পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাহায্য মন্ত্ৰের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও নীতির সহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ সম্রাট হইয়াছে। ভূপতিগণের এক শত কুল তাহার কোন বিষয় কল্পিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশাপী ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাঙ্গন তাহাতেও পরিতুষ্ট হয় নাই। সে নৃদ্ধাতিবিক্ত ভূপতিগণকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাঁহারও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছে। হে ধর্ম্মাশ্রয়! তুমি নিতান্ত দুর্বল হইয়া কিপ্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? কিন্তু হে ভরতকুল-প্রদীপ! বলি প্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমুগ্ধ হইয়া পশুদিগের স্থায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। হুরায়া জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরে ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ হুরায়া বড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; ঐ চতুর্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উদ্ধারের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাশ্রয়! এক্ষণে যে ব্যক্তি হুরায়া জরাসন্ধের ঐ ক্রুরকর্মে বিষ উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূতলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উদ্ধাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশয়ে কেবল সাহসমাত্র অবলম্বনপূর্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের স্থায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি। দেখ! ভীম ও অর্জুন আমার দুই

চক্ষুরূপ এবং তুমি মনস্বরূপ, অতএব আমি তোমাদের তিন জনকে তথায় প্রেরণ করত মনোহীন ও চক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারেন না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পারিবে? হে জনাৰ্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, একাধো হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অমুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি, শ্রবণ কর। রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিশাপ একবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; রাজস্বয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জুন পূর্বে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অক্ষয় তুণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্ম, শত্রু, শর, বীৰ্য্য, স্বপক্ষ, কার্যানিশ্চয়, যশ ও বল এই সকল অতি দুস্প্রাপ্য, কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধবংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান্ ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসাপাত্র। দেখ! বীৰ্য্যবান্দিগের কূপে সমুৎপন্ন দুর্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না কিন্তু নির্বীৰ্য্যকুলোদ্ভব বীৰ্য্যবীৰ্য্য ব্যক্তি সস্তমাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্ধিত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীৰ্য্যবান্ ব্যক্তি অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত গুণ বিবর্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নিকীর্য্য ব্যক্তি সর্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও তদ্বারা কোন কাৰ্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আশ্রয়। যে ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতা-বশতঃ কার্য্যকালে ওদাসীনা্য অবলম্বন করে, সে সর্বস্ত্রে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন! যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অনান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি

উৎকৃষ্ট কৰ্ম হইতে পারে। বুদ্ধাদিচেষ্টাহিত ব্যক্তিকে লোকে নিশ্চয় জ্ঞান করে, তবে আপনি কি নিমিত্ত গুণপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিশ্চয় হইবার বাসনা করিতেছেন? লোকে যাহাকে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করে, তাহার শয় গুণ অবলম্বন ও কাষায় বসন পরিধানপূৰ্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

ষোড়শ অধ্যায় ।

কৃষ্ণ কহিলেন, ভয়তবংশে জাত ও কৃত্তীর গৰ্ভে সম্ভূত ব্যক্তির বৈরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহাত্মভব অৰ্জুনে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু, দিবা-ভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাত্তে অমর হইয়াছে ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূৰ্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুণ্যের কার্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্তব্য; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, ছই জনের সাম্য, কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়বিহীন; সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রক্ষা আবরণপূৰ্বক শত্রুকে রক্ষা আক্রমণ করিলে কিনিমিত্ত জয়লাভে কৃতকাৰ্য্য না হইব? বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অশুচিত; ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূৰ্বক তাহাকে আক্রমণ করত আপনাদের কার্য সাধন করি। দুয়ান্না জরাসন্ধ পক্ষপালনা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজ্যলক্ষী ভোগ করিতেছে; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যদিও আমরা সেই দুয়ান্নাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিচাণনিবন্ধন স্বর্গ লাভ করিতে পারিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীৰ্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার? যে দুয়ান্না তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজলিত হতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! জরাসন্ধের বৈরূপ বীৰ্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিগ্রহাচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায় শরণ কর। পূর্বে তিন অকৌহিনীর অধীশ্বর, সমরার্চিত, রূপবান, ধনসম্পন্ন, অতুল বলবিক্রমশালী, নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধদেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে স্বর্ঘ্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালাস্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন। ইহার গুণগ্রান স্বর্ঘ্যাকিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি কাশিরাজের ছই পরম রূপবতী যমজ-কন্যার প্রাণিগ্রহণ করেন। রাজা আমি তোমাদের উত্তমের প্রতি সমান অমুরক্ত থাকিব বলিয়া, সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট নিয়ম করিলেন। ভূপতি সেই আত্মাহুতী প্রাণিগ্রহণের মধ্যবর্তী হইয়া করেগুহয়মধ্যবর্তী করিরাজের ন্যায় এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী মূর্ত্তিনান সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বিষয়রসে নিমগ্ন হইয়া সৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু বংশধর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না। পুত্রকামনায় হোম, যজ্ঞপ্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্র লাভ হইল না।

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কান্ধীবান্ গোতমের পুত্র উদারস্বভাব ভগবান্ চণ্ডকৌলিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া বদ্ভাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন গান্ধীদয় সমভিব্যাহারে তাঁহার সন্নীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যপ্রতি, সত্যবাক্ ঋষিসন্তন চণ্ডকৌলিক তাঁহার ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আত্মা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভাৰ্য্যাদয় সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম

করিয়া বাস্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিলেন, হে মহা-
শূন্য! আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরি-
ভোগপূর্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর
আমার বর লইবার আবশ্যকতা কি।

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে
অনুৰূপাশ্রয় হইয়া সেই আশ্রিতলে উপবেশনপূর্বক
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস
আশ্রয়লব্ধ হইতে অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত
হইল। মহর্ষি পুঞ্জোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরম রম-
ণীয় আশ্রয়লব্ধি গ্রহণপূর্বক কিরংকণ মনে মনে বিবেচনা
করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মহা-
রাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ
হইয়াছে; অচিরে পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার পাদ-
বন্দনপূর্বক পত্নীদয় সমতিব্যাহারে স্বভবনে গমন করি-
লেন। এবং শুভকণে সেই আশ্রয়লব্ধি হই সহধর্মিণীকে
ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে
বিতরিত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন।
ফল ভক্ষণানন্তর কার্যের অবশ্যাস্তাবিধি ও মহর্ষির সত্য-
বাদিতাপ্রভাবে তাঁহারা উভয়েই গর্ত্তবতী হইলেন। নৃপতি
তদর্শনে বৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকালে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা
উভয়ে এক চক্ষু, এক বাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ
ও অর্দ্ধক্ষিকৃবিশিষ্ট এক এক দেহাঙ্গীমাত্র প্রসব করিলেন।
রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধ কলেবরদয় দর্শনে ভয়ে
কম্পিতকলেবর ও বৎপরোনাস্তি উদ্ভিষ্ট হইয়া পরস্পর
মরণ করত ধাত্তীদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ
করিলেন। ধাত্তীরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে সেই
সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধকলেবরদয় সুসম্বৃত করত অন্তঃপুর
হইতে বহির্গমনপূর্বক এক চতুশ্চক্রে নিক্ষেপ করিয়া
আদিল।

অনন্তর মাংসশোণিতলোপী জরানারী এক রাক্ষসী
সেই অর্দ্ধকলেবরদয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি
অনির্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহাঙ্গী সুবাহু
করিবার নিমিত্ত যেন সংযোজিত করিল, অমনি উহা
একত্র হইয়া এক মহাবল পরাক্রান্ত যুধীর হইল। নিশা-

চরী তদর্শনে সাতিশর বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য
দৃঢ়কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বালক
বদনে ত্র্যম্বক মুষ্টি প্রদানপূর্বক সজল জলধরের স্তায়
গভীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল।
হৃৎপূর্ণস্তনভরাবনতা পরিমলবদনা সেই দুই রাজমহিষীও
পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন।
রাক্ষসী রাজীদয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও
বালককে সাতিশর বলবান দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি
এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানা-
ভিলাষী, ইনি পরম ধার্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহার এই
শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুরূচিত। মনে মনে
এই প্রকার চিন্তা করিয়া মহাব্যকলেবর ধারণপূর্বক সেই
শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করত কহিল, হে
বৃহদ্রথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে
তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এ, রাক্ষসের বয়-
প্রভাবে তোমার পত্নীদয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্তীরা
ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে
রক্ষা করিয়াছি। তখন রাজমহিষীদয় আনন্দিতচিত্তে
সেই বালককে গ্রহণ করিয়া স্তম্ভ হৃৎ হৃৎ অভিযুক্ত
করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই
সর্কাসহৃদয়ী মাহুযীবেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন,
হে স্তম্ভ! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে
পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার
ন্যায় বোধ করিতেছি।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রাক্ষসী কহিল, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক;
আমি কামরূপা রাক্ষসী, আমার নাম জরা। আমি প্রতি
দিন লোকের গৃহে গৃহে বাস করি। ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে
নির্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি
দানবগণের ক্রিয়ানিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। বে ব্যক্তি
নববৌবসসম্পন্ন সপুত্রা মনুষ্য প্রতিমুষ্টি গৃহভিত্তিতে
লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধনধান্য, পুত্র, কল্যা-

দিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মণীর প্রতি-মূর্তি চিত্রিত আছে, এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন্! এইরূপে তোমার গৃহে বাস করত সর্বদা ভক্তিসহকারে পূজিত হই বলিয়া আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে তোমার প্রত্যাশা পূরণ করিব। অদ্য দৈববশাৎ তোমার পুত্রের দেহাঙ্কুর দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র। হে রাজন্! আমি রাক্ষসী, সূমেরুও ভক্ষণ করিতে পারি; তোমার শিশু পুত্র ত অনায়াসেই ভক্ষণ করিতে পারি। তাম কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকস্মৃতি সম্পাদন করিলেন, পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহাৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয়পুত্র জরারাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকতনে হত হতানেনেয় ন্যায়, গুরুপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল। তদর্শনে তদীয় পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে বংগরোনাতি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভাৰ্য্যাঙ্কুর ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং পুত্র ও রাজ্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি, মহারাজের পূজা

গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি দিবা চক্ষুঃ দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার এই পুত্র বৈরূপ সৌভাগ্যশালী হইবে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কুমার রূপবান্, সজ্জন, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল্য ঐশ্বর্য্যাদিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অস্ট্রান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদীতরঙ্গে পর্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অজ্ঞাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ, সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য-অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ এই কুমার সকলের তেজঃ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গসকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধ জলসম্পন্ন নদীসকলকে শুষ্ক করে, সেইরূপ এ সমুদ্র ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। যেমন সর্বশস্ত্রধরা বহুধরা কি মহৎ কি নীচ, সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ, চারিবর্গ পালন করিবে। প্রাণিগণ যেমন সমস্ত ভগবতের আশ্রিত বায়ুর বশীভূত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে। এই কুমার ত্রিপুরাস্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্তব্য কার্য্যের অহুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি নগরে প্রবেশপূর্বক জাতিবান্ধব সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিব্যক্ত করিয়া বংগরোনাতি পরিভূত হইলেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক পত্নীস্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভ্রূজবীৰ্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভাৰ্য্যাঙ্কুর সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদ্র বর লাভ করিয়া নিরুদ্যম রাজ্য

শাসন করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব, কংস নরপতিকে সংহার করেন । কংসনিপাতননিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল । মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনিশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল । গদা মধুরাশিত অদ্ভুতকর্ম্মী বাসুদেবের একোনিশত যোদ্ধা অন্তরে পতিত হইল । পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল । তদবধি সেই মধুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল । হংস ও ডিম্বক নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ, জরাসন্ধের সহায় ছিল । উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ও শত্রুঘাতে অবধ্য ছিল । আসি ইতিপূর্বেই কহিয়াছি, উহারা দুই জন এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে । হে মহারাজ ! এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও যুগ্মিগণ “দুর্জয় ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্ধা করিবে না” এই নীতিবাক্যের অনুসরণ ক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ।

রাজস্বয়ম্বর পর্ব সমাপ্ত ।

জরাসন্ধবধ পর্বাধ্যায় ।

উনবিংশতিতম অধ্যায় ।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! হংস ও ডিম্বক নিহত হইয়াছে । কংসও সগণে মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিত হইয়াছে । এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত । সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও বুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না । অতএব আমরা মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত । দেখ ! আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জুন আমাদের রক্ষিতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিন জন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব । আমরা তিন জন নির্জনে অক্রিয়ণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে । সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্ঘ্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে,

সন্দেহ নাই । যম যেমন উচ্চ লোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন যুদ্ধপ্রথ-
তনয়কে সংহার করিতে পারিবেন । অতএব যদি তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ হও এবং যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ কর ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রকৃত্ত মুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিহন মধুসূদন ! তুমি আর ওরূপ কহিও না । তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি আমরা তোমারই আশ্রিত । তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই যুক্তসিদ্ধ বটে, লক্ষী স্ত্রীাদেবের প্রতি প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না । যখন আমি তোমার নিদেশানুযায়ী রহিয়াছি, তখন আমার জরাসন্ধকে বধ করিবার, বন্ধুভূপতিদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার এবং রাজস্বয়ম্বর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার আর অপেক্ষা কি আছে ? অতএব হে নরোত্তম ! এক্ষণে বাহাতে এই সমুদায় কাৰ্য্য ত্বরায় সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্ত চিত্তে তাহাই কর । আমি তোমাদের তিন জন ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থকামরহিত ও রোগার্জের ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিত্যকাল অসমর্থ, অর্জুন তোমা বিনা জীবন ধারণ করিতে পারেন না, তুমিও অর্জুন ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পার না । এই ভূমণ্ডলে তোমাদের দুই জনের অজ্ঞেয় কেহই নাই । আর এই মহাবীর্ঘ্যসম্পন্ন ভীমান্ বুকোদর তোমাদের দুই জনের সমভিঘ্নাহারে থাকিলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে ? সৈন্য সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকাৰ্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যের অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্তব্য । যেমন ধীরগণ যেখানে ছিদ্ৰ থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায় ; তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদ্রবশূন্য প্রদেশেই জড় সৈন্য লইয়া গমন করেন ; মহাবীরের নিকট কদাচ লইয়া যান না । অতএব আমরা নীতি-বিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কাৰ্য্য-সিদ্ধিবিরে যত্ন করিতেছি, হে যত্নবংশাবতংস ! তুমি প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়সম্পন্ন, অতএব ভীম ও

অর্জুন কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকেই অগ্রসর করিবে। এইরূপে আমাদের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্জুন তোমার অহুগমন করুক; এবং তুমি অর্জুনের অহুগমন করুক; তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলভেজা বাহুবলবান বৃষস্কিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে ভেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুসজ্জা মনোহর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অভিভূত জাতিবর্গের হিতসাধনে একান্ত উৎসুক এবং চন্দ্র স্বর্ঘ্য ও অগ্নির ন্যায় ভেজস্বী সেই তিন জনের কলেবর তৎকালে অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। অগ্রে ভীম-সেন, তৎপশ্চাৎ সংগ্রামে বিজিত ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রবর্ত্তিতা মহাত্মা ক্রীকৃষ্ণ, তদনন্তর অর্জুন গমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই মনে করিল, এই বীর জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হইবে। তখন কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন কুরুদেশে উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পন্থায় গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গওকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং একপর্ব্বতকে হ্রিত নদীসমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রমণীয় সরযু অতিক্রম করিয়া পূর্ব কোশলা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে মিথিলা ও মিথিলা হইতে মালার গমনপূর্বক চর্ম্মণ্ডী নদী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করত তিন জনে পূর্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিরংকর্ণপরে গোধনসমাকীর্ণ হ্রদভাঙ্গাদিযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরখ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বাহুবলবান কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ! বিবিধ পশু-সমাকীর্ণ বাণী-ভাঙ্গাদিযুক্ত সুরম্য হর্ম্ম্য অলঙ্কৃত উপ-ক্রমশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগরি ও চৈত্যক নামে পাঁচ পর্ব্বত রহিয়াছে! এই শীতল ক্রমশূন্যোদ্ভিত, উন্নতশিখর পর্ব্বত-

সকল পরম্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিভ্রমর রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমুদারে সূশোভিত, স্নগদযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনোহর লোধবনরাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে শংসিতব্রত মহাত্মা গোতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রত্নি অহুগ্রহ প্রকাশপূর্বক কাকীবপ্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জুন! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অত্র বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গোতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ! গোতমের আশ্রমসমীপে পরম রমণীয় অশ্বখ ও লোধবনরাজী জন্মিয়াছে। ঐ দেখ! অর্জুদ পর্ব্বত, শক্রবাণী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বাস্থ্যিক ও মণিনাগের আলয়। মম্বু, মগধরাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান, জরাসন্ধকে যথেষ্ট অহুগ্রহ করিয়াছেন। হ্রদাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে ঐ হ্রদাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে, আমরা অন্য তাহার দর্পচূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর বিপুলভেজা কৃষ্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে মগধপুরে গমন করিলেন এবং ছুটে পুষ্ট জন ও বর্ণচতুষ্টয় সমাকীর্ণ মহোৎসবময়, নিত্যন্ত হ্রদাক্রম্য গিরিভ্রম্রে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া বৃহদ্রথবংশীয় জনসমুদয় ও অন্যান্য নগরবাসিগণ কর্তৃক পূজ্যমান মগধ-রাজ্যের শোভাসম্পাদক নগরচৈত্যের সমীপে ক্রতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ মাংসাশী বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্মদ্বারা তিন তেরী প্রস্তুত করেন; ঐ তেরীজরে একবার আঘাত করিলে এক মাসব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি হইত। মহারাজ বৃহদ্রথ আপনার পুরে ঐ তিন তেরী রাখিয়াছিলেন। তেরী সকল দিব্য পুষ্প সমাকীর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইত। কৃষ্ণ-সমবেত ভীম ও অর্জুন ঐ তেরীজর ভগ্ন করিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্বারদেশ হইতে যেন জরাসন্ধের মস্তকে আঘাত করিতে করিতেই ক্রতবেগে চৈত্যপ্রাকারের নিকট গমনপূর্বক সূক্ষ্ম বাহ দ্বারা সত্তত গন্ধমাল্যে অর্চিত, সূত্রোত্তীর্ণ পুরাতন চৈত্যশূল তত্ত্ব ও নিপাতিত করত ছুটিতে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে জানাইলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। প্রতাপ-শালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্তশাস্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিরমস হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতকবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক জরাসন্ধের সহিত বাহুবল করিবার মানসে পুরপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, মালা, আপণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মালাকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিলেন। সেই দিব্য মালা দিব্য কুণ্ডলধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়, যেমন সিংহ গোনিবাস নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, তজুপ জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনাস্তকুচর্চিত সেই বীরজয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মৃগধপুর-বাসী জনগণ উদ্যত শালস্তম্ভের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই তিন জনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ ভিনি কক্ষা অতিক্রম করিয়া অহস্তার প্রকাশপূর্বক জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাজোথানপূর্বক পাদ্য, মধুপঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগতপ্রদ করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহঁরা নিরমস, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন; ভূপতি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে বজ্রাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধ রাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! মৃগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ রাত্র সময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিন জনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র “সত্যম্” বলিয়া

আশীর্বাদ করত কুশল প্রদ করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরজয়কে বসিতে কহিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে বজ্রশালায় উপবেশন করিয়া অধর-স্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সত্যগমনসময় ব্যতীত কখন মালা বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনারা-দের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অস্ত্রে পুষ্পমালা ও অমূল্যপনে সুশো-ভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষত্রভেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রকাশ্য করুন। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্ম-ণেরা বাক্য দ্বারা বীৰ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধা-মুখী করিয়াছেন। আরও আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করিলেন না? বাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে, মহামতি কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ, গভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তুমি আমাদের স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহঁদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্প্রতিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই ত্রীমান হয়, বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান; বাণীয়াশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অগ্রগলিত বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দোষিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অমূল্য দ্রব্য দিয়া পাইবে অনেকই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে ও অজ্ঞানগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! আমরা স্বকার্য-সাধনার্থে শত্রু গৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না । তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্মজ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই । আর দেখ! ত্রিলোকী মধ্যে সংপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্মবিৎ ব্যক্তির কেবল ক্ষত্রধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন । আমি স্বধর্ম নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া হির করিয়াছ, বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে ।

ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিরোগক্রমে তোমার প্রতি সমুদাত হইয়াছি । হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহারস্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হেনুপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্তব্য কর্ম? তবে তুমি কি জন্য ভূপতিগণকে আনরনপূর্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদেরিও স্বংকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী ও ধর্মরক্ষণে সমর্থ । আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? যে ব্রথামতি জরাসন্ধ! তোমরা ক্ষত্রিয়কে আর কোন্ ব্যক্তি সর্বর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারি? দেখ! যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে-যে কর্ম করে, সে, সেই সেই অবস্থায় তাহার কল-

ভাগী হয় । আমরা দুঃখার্ভ ব্যক্তির অহুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতিকর্মকারী, অতএব আমরা এক্ষণে জ্ঞাতিবুদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি । তুমি মনে মনে হির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কূলে তোমার নাম ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র । কোন্ স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসমুদ ভূপতি আত্মীয় জন রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক অতুল স্বর্গভোগ করিতে আসনা না করে? দেখ! ক্ষত্রিয়গণ স্বর্ণে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন । হে রাজন্! বেদাধ্যয়ন, মহৎ বশ, তপোহুতান ও যুদ্ধে যুত্যা, এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই । দেখ! অরুপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান্ প্রজ্ঞ বৈজয়ন্তের প্রভাবে অশুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন । সে, যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও বটে না । তুমি বহুসংখ্যক মাগধ সৈন্তের বলে দর্পিত হইয়া অজ্ঞাত ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না । প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে । এই ভূমণ্ডলে তোমার সমভেজা ও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেকে আছেন । হে রাজন্! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকিতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে । উহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম । হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, স্ত্রীমাতা ও সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে । মহারাজ কার্তবীৰ্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন । হে রাজন্! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে একরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় । আমি বহুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুভনয় । আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর; না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর ।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে কুরু ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই । বাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমনত কোন ব্যক্তি আছে । হে বাহুবল ! বিক্রম প্রকাশপূর্বক যোদ্ধাকে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছামুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । আমি ক্ষাত্র ত্রতাবলম্বী ; দেবপুত্রার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি ; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিব । আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক ছই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি ।

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্মী ব্যক্তি-গণের সমতিবাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক ছই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন । পুরুবশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরাত্মজ মধুসূদন, ঐ ভীমপরাক্রম শার্কুল-সমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতমস জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য ধারণ করিয়া ত্রক্ষর আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন বহুবংশাবতংস সুবক্তা বাহুবল, যুদ্ধে কৃতনিশ্চর মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, হে রাজন ! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল ? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে ? মহাত্মা জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য প্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন ।

ঐ সময়ে পুরোচিত রোচনা, মাণ্য ও অন্যান্য মাল্যাদ্রব্যজাত এবং ঋণমুচ্ছাদিনিবারক অঙ্গদ ও ঔষধসমুদায় লইয়া সংগ্রামেচ্ছ জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । মহারাজ জরাসন্ধ বর্ষাবী ব্রাহ্মণকর্তৃক কৃতশ্রুতায়ন হইয়া কাত্তধর্ম্মমুসারে বর্ষ পরিধার ও ক্রীড় পরিত্যাগপূর্বক কেশ বন্ধন করত বেগবান সমুদ্রের জ্ঞার সমুখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব । মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা

বলিয়া, বলাচ্ছর যেমন ইচ্ছা আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধোদ্যমকে আক্রমণ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্তৃক কৃতশ্রুতায়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন । এইরূপে সেই ছই নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহমাত্র অবলম্বনপূর্বক উভয়ে মিলিত হইলেন । প্রথমে তাহার কর গ্রহণপূর্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্বল্পে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমালোচন করিয়া পুনরায় আক্ষালন করিতে লাগিলেন । পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবদ্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এক্রূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে ফুলিঙ্গ ধিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বজ্রাঘাত হইতেছে । অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্বক মত বারংবার জ্ঞার ও শ্বনবটীর ন্যায় গভীর গর্জন এবং সুসংকুজ সিংহধ্বরের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত পরস্পরকে স্ব স্ব কটি ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কর্তৃক ও উদরে হস্তাঞ্চালন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মুচ্ছা এবং পূর্ণকুন্তপ্রভৃতি করিলেন । তৎপরে তাহার তৃণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুদ্রিক প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! তখন বাবতীর পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিভা ও বৃদ্ধগণ তাহাদেয় সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল । মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহদ্বারা উদ্যানক বাহুবল আরম্ভ করিলেন । পরস্পর জরাকাজী পরম প্রকৃষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের হিত্রাহুসন্ধান করিতে লাগিলেন । হে রাজন ! বীরদ্বয়ের ব্রজবাসব সন্তান তরানক তুল্য সংগ্রামে অন্যত্র লোক উৎসারিত হইল । প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অঙ্গকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও আহায়া আঘাত করিতে লাগিলেন । তদনন্তর কঠোর পক্ষে

ভৎসনা করত প্রত্যাখ্যানসূচক দৃষ্টিপ্রহারে অভিধাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিবৃত বন্ধ, উভয়েই দীর্ঘ বাহ, উভয়েই বুদ্ধবৃন্দল; পুত্ররা উভয়ে উভরকে দৌহার্গলসূচক বাহ দ্বারা সংস্কৃত করিলেন। দুই মহাত্মার বুদ্ধ কার্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবরাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দশ দিবসে রাজিতে মগধরাজ ক্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাহুদেব জরাসন্ধকে ক্রান্ত দেখিয়া ভীমকর্ণা ভীমসেনকে সোধন করিয়া কহিলেন, হে কোন্তের! ক্রান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড়্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীর নহেন। হে ভরতবর্ষ! ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর। শক্রনিহন ভীম, ক্রুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন জরাসন্ধবধাভিলাষে বাহুদেবকে কহিলেন, হে ক্রুফ! এই পাণ্ডাশ্রম কক্ষদেশে একগু বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিসৃত করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষবাত্ত বাহুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীম! তোমার যে দৈব বল ও বাহুবল আছে আশু তাহা জরাসন্ধে প্রদর্শন কর। মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া জরাসন্ধকে উৎকিণ্ট করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জাহ্নবী আকুলনপূর্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিশ্চেষণপূর্বক সিংহনাদসহকারে তাঁহার চরণস্থর করকবলিত করিয়া বিধা বিতক্ত করিলেন। নিশ্চিন্তমাণ জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশে ভীমসেনের গর্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ভয়ভীতিপূর্ণ গর্ভাব হইয়া গেল। ভীমসেনের চরণকবলিত হইয়া আগেরা বোধ করিল যে, হর হিমালয় পর্বতের ন্যায় দীর্ঘ হইতেছে।

জরাসন্ধের পলায়ন ক্রুফ, অর্জুন ও ভীম গভীরভাবে

নিবৃত্ত হইলেন। ক্রুফ জরাসন্ধের পলায়নশীল রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোহিত করিয়া বান্ধবগণকে কারাবৃত্ত করিলেন। মৌপালগণ মহাত্মর হইতে পরিজ্ঞাণ পাইয়া ক্রুকের নিকট গমনপূর্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত শত্রুসম্পন্ন জিত্তিরি বাহুদেব সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জুন দুই বোদ্ধা তাহাতে আকৃষ্ট এবং ক্রুফ তাহার সারপি হওয়াতে সেই রথ দ্বন্দ্বিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুজ্জ্বল; ইন্দ্র এবং বিষ্ণু বাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্বারা পুরন্দর নবনবতি বার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তপ্ত কাকনের ন্যায় বাহার আভা; মেঘনির্ঘোষের ন্যায় বাহার শব্দ; সেই কিঙ্কিনীজালজড়িত অপূর্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মাগধেরা মহাত্মাহ ক্রুফকে ভীম ও অর্জুনের সহিত সেই রথে আকৃষ্ট দেখিয়া বিস্ময়গণন হইল। বাহুদেবশালী সেই রথ দিবা রোডকে সংযুক্ত ও ক্রুফ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্মিত রথ শত্রুদ্বয় ন্যায় প্রান্তসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ক্রুফ গুরুত্বকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিদ্যুতানন, মহানাদ, গুরুদ্বান সমাক্রষ্ট হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈতাব্যকের উপমেন হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণাবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংগুর ন্যায় প্রাণিগণের হুনিরীক্ষা সেই রথ তেজঃ দ্বারা সমর্থক দীপ্যমান হইল। তাহার দিবা ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না এক্ষণে মীনবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে রথ রাজা বহু বাসব হইতে বৃহত্তর বহু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহত্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষবাত্ত অচ্যুত, ভীম ও অর্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রায়ণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকাক বাহুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নগরবাসীরা সংকার ও বিশিবিহিত কর্তব্য দ্বারা তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন। বন্ধনবিসৃত রাজারাও ভীতিপূর্বক যদুহ্মনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো!

ভীমার্জুনের লহিত আপনি যে ধর্ম রক্ষা করিলেন, অহা যে হুংকরণ পক্ষে পড়িল জরাসন্ধরূপ হুদে নিমগ্ন নৃপতি-গণের উদ্ধার সাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। হে বিবেকা! হে বহুদলন! আপনি, দারুণ গিরি-দুর্গে অবসর হুর্ভাগ্যাদিগের যোচনজনিত দীপ্ত বশোরাশি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের হৃদয় কর্ষ করিলেন, এক্ষণে এই তৃত্যাদিগকে কি করিতে হইবে অহুমতি কক্ষম।

মনস্বী দ্ব্যকেশ তাহাদিগকে কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য চিকীর্ষু ধান্নিকের সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ তাহাই করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরো-হিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতিবিনীত-ভাবে অগ্নিপাত-সহস্মারে বঁহ রত্ন প্রদানপূর্বক মরদেব বাহুদেবের উপা-সনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পূর্ববোসম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপোদত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সংকারপূর্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাআগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমদ্র পুরুষোত্তম ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জুনের সহিত ইজ্ঞপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্মোদন করিয়া আনন্দে সহিত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃকোদর, বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারা-রুদ্ধ তুপতিগণও বধন-মুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীম-সেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য হইয়া অক্ষত শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আক্লানিত হইয়া বাহুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃত্বরূপে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সত্যত্বকৃ যুধিষ্ঠিরের আর আক্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহার কনোহুগারে সংকার ও পূজা করিয়া তুপতিগণকে বিদায় করিলেন, তুপতিগণ যুধিষ্ঠিরের অহুজাত হইয়া প্রকৃত চিত্তে উজ্জ-রুচ বানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠান পত্রমিস্ত্রন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশজ্জ জরা-সন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্মরাজের অহুজাত হইয়া কৃতী, কৃষ্ণা, সুভক্তা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্মরাজ প্রদত্ত মনস্তল্যাগামী সেই দিব্য রথে দশ দিক্ সুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে অজাতশত্রুপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদ-ক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধ সাধন ও গিরিছর্গ হইতে বধার্থানীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার বশোরাশি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হে ভরতবংশাবতঃস জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ জ্যোপদীর প্রীতি বর্জন ও তৎকালোচিত ধর্ম-কামার্থো-পেত প্রজা পালন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগি-লেন।

জরাসন্ধবধ পর্ব সমাপ্ত।

দিগ্বিজয় পর্বাদ্যায়।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জুন উৎকৃষ্ট ধর্ম, অক্ষয় তুগীর, রথ, পতাকা ও সভা স্বীকৃতির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! নিভান্ত অহুলত অভিলষিত কোদণ্ড, সহায়, ছর্গ, বশ ও বলপ্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোবুদ্ধি ও তুপালগণ হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্তব্য কার্য। এক্ষণে আপনি অহুমতি করিলে শুভ মক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।

অর্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির দ্বিধ গভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আলীকৃত প্রহরণপূর্বক পত্রগণের বিরানন্দ ও সুস্ববর্ণের আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর্তব্য নিশ্চয়ই ও অতীতসিদ্ধ হইবে। তখন অর্জুন হুহু-পরিবৃত্ত হইয়া অগ্নিকৃত দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেন ও বমজ নন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া ক্রোড়-কাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তর দিক, দক্ষিণ পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও সকল পূর্বদিক জয় করিয়াছিলেন। বৃষ্টিতর খাণ্ডব-প্রহরখণ্ডে বৃহদর্শনে পরিবৃত্ত হইয়া পরম সমুদিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্তন করুন। আমি পূর্ব পুরুষদিগের অত্যাচার্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছু-তেই পরিতুষ্ট হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন, অতএব প্রথমতঃ অর্জুনের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কশ্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ভদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সৈন্যে মহীপাল স্তম্ভগুলকে পরাজয় করেন। তৎপরে স্তম্ভগুল সমভিব্যাহারে শাকলবীপে ও বিক্রা ভূধরসমিহিত পার্শ্বদিগকে জয় করিলেন। সপ্ত দ্বীপ মধ্যে শাকলবীপে যে সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জুন সৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুলুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জুন এই সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্জ্যোতিষ-ধর ভগদত্ত ক্রিান্ত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধাবর্গের সহিত পরিবৃত্ত ছিলেন। তিনি আট দিগ্ধ যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামবিধের বিগতরূপ অর্জুনকে লজ্জা বদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সেনাপতি ইন্দ্রের আদ্যক, তোমার এইরূপ বলবীৰ্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, আমি ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আমিও এক্ষণে বলবিক্রমপ্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা সূন্য নহি; তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি। অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়? আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। শিষ্টরই কহিতেছি,

তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। অর্জুন কহিলেন, আমি কুরুকুলভিষক ধর্ম্মনকন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বৃষ্টিতরের পার্শ্ববর্ত্ত সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে জয় প্রদান করুন। আপনি মদীর পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপন-কার বিলক্ষণ সন্তাষ জড়িল। সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক জয় প্রদান করুন। তখন ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জুন! বাৎস তুমি আমার প্রণয়তাজন, রাজা বৃষ্টিতরও তজ্জন অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে বল।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্তৃক ঐ-রূপ অভিহিত হইয়া অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! এই বিষয়ে অধীকৃত হইলে, আমাদেরই সমস্তই অস্বস্তি হয়।

অনন্তর অর্জুন ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাতি-থুখে প্রেরণ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত বন ও তদ্রূপ অনেকানেক ভূপালগণকে আরক্ত ও অধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর যুগ্মনাদ, রথধ্বজ-শব্দ ও মাতঙ্গগণের গৃহিত ধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকামনসবা-কীর্ণ বহুস্রা ধবলিত ও বিকলিত করিয়া এই সকল রাজলোকের সহিত উলুকাবাসী বৃহৎস্র নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহৎস্র অবিলম্বে চতুর্দিকী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহৎস্রের অতিমহৎ সাক্ষর্ষ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃহৎস্র তাঁহার বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জুনকে নিতান্ত দুর্ব্বিহীন করিয়া প্রভূত অর্ধের সহিত তথায় সরূপস্থিত হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন বৃহৎস্ররাজ্য বৃহৎস্রকেই সরূপ করিয়া উলুকা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দু নিকট উপস্থিত

হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোহাপুর, বাসদেব, হুদামন, সুসভুল এবং উত্তর উলুদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্মরাজ বৃষ্টিবীরের অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিশুই রাজধানীহইতে নির্গত ও দেবপ্রাশ্বে উপস্থিত হইয়া কঙ্কাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া পুরুষত পৌরবরাজ বিধগণের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্শ্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাদানে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণসহকারে পৌরবপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে পৌরব ও পর্কত-নিবাসী দস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসব-সঙ্কেতনামক স্রেষ্ঠজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসমুদ্রত কজিরবীরদিগকে ও দশ রাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত, দাক ও কোকনদেশীয় কজিরেরা অর্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জুন রম্য অভিমারী নগরী অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্য বিস্তারপূর্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সজ্ঞ ও সুমালানারী নগরী মনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশপূর্বক তিনি নিত্যন্ত দুর্ভ বাহ্যীকদিগকে নিরতিশয় মর্দন করিয়া পরিশেষে স্বপ্নে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাছোজ জয় করেন। পূর্ব ও উত্তরদেশে যে সকল দস্যুদল বাস করিতেছিল, আর বাহারা অরণ্যচারী তাহারও অর্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জুন লোহ, পরম, কাছোজ ও উত্তর ঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জুনের ষোড়শত ভরদ্বয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুন তাহাদিগকে সমরাদানে পরাজয় করিয়া ওকোদর-ভ্রাম আইটি অব আনয়ন করিলেন। আর রাজকরস্বরূপ

মহুরগদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগধারী তুরঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিকটপর্কত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল গিরিপৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া কজিয়াতক ভরদ্বয় সংগ্রাম দ্বারা ক্রমপুত্ররক্ষিত কিশ্কুরবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সট্টনো গুহকপালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানস সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানস সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুর্পার্শ্ববর্তী গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ সকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বনগর হইতে তিনি তিতিরি, কন্ডাম ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লুণ্ঠ করিলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তরহরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীরা মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্ব্যস্তঃকরণে কহিল, হে কুন্তীনন্দন মহাতাগ অর্জুন! আপনি এই গন্ধর্ব্বনগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপৰ্য্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রেম হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জুন! এখানে কোন বিষয়ই জ্যেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর কুরু। এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থান প্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যাক হইতেছে না। এখানে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রেয় সাফাৎকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনকার যদি কোন কার্য্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অর্হাৎ করিব। তখন অর্জুন হাঙ্গামুখে প্রত্যুত্তর করিলেন,

আমি ধীমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ-সকল নরলোকের সৎকারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তখন দ্বারপালেরা অর্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আস্তরণ, দিব্য অস্ত্রিন ও মহার্হ কৌম বস্ত্র, এই সমস্ত বস্ত্র কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তর কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক কজ্রিয় ও দম্ভাগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন রত্ন এবং ময়ূরসদৃশ, শুকশ্যাম, বেগ-শালী অশ্ব সকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতু-রঙ্গিনী সেনা সমভিবাহারে পুনরায় রাজধানী ইক্ষুপ্রহে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই অবসরে ভীম-পরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করিতুরগসকুল বহুল বল সমভিরাহারে পূর্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন, এবং অনতিকাল মধ্যে পাকালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্বক পাকালনগকে অবশ্যে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিককে পরাজয় করিয়া অভয়কালবিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধম্মা ভীমসেনের সহিত অতি ভয়ঙ্কর বাহুবল করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানকৃত করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী বলভরে বজ্রকরাণ্ডে কম্পা-য়িত করিয়া পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া বাহুবলে অম্লচরবর্গের সহিত অশ্বমেধ-ধ্বংস রোচমানকে পরাজয় করিলেন। ভীম, মহারাজ রোচমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্বদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও

সুমিজন্যমা কুপালবনকে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপাল-সম্মিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রায় সম্যক অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইয়া মাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সম্মিতবদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে কিরূপ কার্য সংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ? ভীমদৈন প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদ্বিঘ্ন বাস করিয়া শিশুপাল কর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া বলবাহন সমভিবাহারে নিষ্কান্ত হইলেন।

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম, কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান ও কোশলাধিপতি বৃহলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীত্র কর্ম দ্বারা ধর্ম্মজ মহাবল দীর্ঘবজ্রকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক, উত্তর কোশলপ্রদেশ, ও মল্লাধিপতিকে অবশ্যে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্বদেশে বল প্রকাশপূর্বক অল্প কাল মধ্যে সমুদ্রয় জলোদ্ভবদেশ অধি-কার করিলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেনে ভল্লাট ও শুক্রিমান পর্বত পরাজয় এবং নিজবাহুবলে কাশিরাজসহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্ব, যুদ্ধমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদ্বীপকে এবং পশুভূমি সকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্বক মদধার মহীধর ও সোমধেরদিককে জয় করিয়া উত্তরাত্তি-মুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তর দেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বঙ্গ প্রকাশপূর্বক বঙ্গভূমি অধিকার করি-লেন। তৎপরে ভগ্নের অধীশ্বর, নিবাদাধিপতি ও মল্লি-

মান প্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন । অনন্তর অনতিতীত্র কর্ণ দ্বারা দক্ষিণ মল্ল ও ভোগবান্ পর্কতকে পরাজয় করিলেন । তৎপরে সাঙ্ঘবাদ প্রয়োগ-পূর্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন । পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন, এবং চলপ্রকাশপূর্বক শক ও বর্ম্মরদিগকে আশ্ববশে আনিলেন । তৎপরে ইন্দ্রপর্কত সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্ত প্রকার ক্রিাতা-ধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন । অষ্টান্তর স্বপক্ষ হইলেও মুক্ত ও প্রমুক্তদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন । গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সাশ্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন । পরে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্কতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন ।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সন্ধ্যামে সংহার করিলেন । তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । তৎপরে সমুদ্রসেন, চক্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কল্-টাধিপতি, প্রভৃতি বঙ্গদেশস্থাবীষ্মদিগকে ও স্তম্ভদিগের অধীশ্বর এবং মহাশাগরকুলবাসী স্নেহগণকে জয় করিলেন ।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সঙ্গ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন । সাগরকুলবাসী স্নেহ রাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অমর, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কবচ, কাঞ্চন, রত্নত, বিক্রমপ্রভৃতি মহামূল্য জবাজাত প্রদান করিয়াছিল । ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পূজিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন । তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন । তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্যের বশীভূত হইলেন । অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দত্তবক্রকে জয় ও তাঁহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন । তৎপরে স্ককুমার ও নরাধিপ স্তম্ভিককে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎসাদিগকে পরাজয় করিলেন । তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্কত ও শ্রেণিমান্ পার্শ্ববিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন । তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুস্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । কুস্তিভোজ প্রীতিপূর্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য করিলেন । অনন্তর শ্রোতবর্তী চন্দ্রবর্তী তীরদেশে পূর্ববৈরী বাসুদেব কর্তৃক পরাজিত জন্তকাশ্বজ মহারাজকে দেখিলেন । তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন । পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন । সহদেব তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নন্দনা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথায় স্তম্ভক সৈন্যসমূহপরিবৃত্ত অবস্থিদেশসমুৎপন্ন মহানীর বিন্দ্যাবিন্দ্যকে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্বক ভোজকট পুরে গমন করিলেন । সেই স্থানে নিতান্ত দুর্দ্বন্দ্ব মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কোশলাধিপতি, বেমানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযোধ্যার পূর্বংশের অধীশ্বরদিগকে, সমরে পরাজয় করিলেন । তৎপরে নাটকের ও ছেরস্কদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সারথ ও মুক্ত গ্রাম বলপূর্বক অধিকার করিলেন । তৎপরে নাটবিক, নরকু ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করিতে লাগিলেন । অনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পাণ্ডারাজ্যের সহিত

তাঁহার এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ডুরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোক-বিখ্যাতা কিঞ্চিকানারী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্স ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় ক্রোধ ও সন্তোষ হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবশার্দূল! তুমি আমাদের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণ-পূর্বক এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্যা সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। অনন্তর তিনি তথা চইতে রত্ন গ্রহণপূর্বক মাহিমতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যাক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান্ চতানন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্তমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তি, পুরুষ ও কবচ সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব তীতি কর্তব্যাতাবিমুচ হইয়া রহিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা বৃধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, ভগবান্ বল্লি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্বে মাহিমতীবাসী ভগবান্ পাবক পারদারিক বলিয়া গৃহীত হন। নীল রাজার সর্কাস্ত্র-সুন্দরী এক কুমারী ছিল যে, সর্কাস্ত্র পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি, ঐ রাজকুমারীর রক্তগীর ওষ্ঠপুটিনির্গত বায়ু ব্যতিরেকে বাঞ্ছন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজলিত হইতেন না। অনন্তর বল্লি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপল্লিলোচনা সুন্দরী কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন, এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া

বিপ্ররূপী বল্লির শরণ গ্রহণপূর্বক শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তাঁহাকে কল্পা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজ-হৃহিতাকে প্রীতিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! বর প্রার্থনা কর। রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে কোন নরপতি মাহিমতী পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রী-লোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে “আবরণীয়া হও” এই বলিয়া বর দান করাতে, তদবধিই তাহারা সৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিতত্ত্ব ভীত হইয়া রাজগণ মাহিমতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত ও একান্ত ভীত দেখিয়া অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিন্তু রূপ পত্র শুচি হইয়া আচমনপূর্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্! আমি আপনকার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনকার নাম পাবক। বহনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনি হইতে বেদ জন্মিয়াছে, এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদী বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু সুরেশ ও অনল। আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী, হতাশন, জলন ও শিখী। আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ ও সর্কতেজোনিধান, কুমারস্ব, আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকুণ্ড। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃপ্রদান করুন, বায়ু প্রাণ দান ও পৃথিবী বলাধান করুন, জল মঙ্গল সাধন করুন। ভগবান্! আপনি হইতে বারি সঞ্চিত হয়, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ। আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে অগ্নে! আমি প্রীত

ও তুটি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে ভূটি, পুটি, ঋতি ও প্রীতি প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্প্রতিশালী, দানু ও সর্দপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিষ সম্পাদন করিবেন না। এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীর-ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নি, ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না। অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ গমনে প্রগত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাস্ত্রবাদ প্রয়োগপূর্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উথিত হও। তোমার ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অর্চনায় সমাক্ষ অবগত হইয়াছি, তথাচ যে পর্য্যন্ত নীল রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব। এক্ষণে তোমার যেক্রপ মনোরণ, তাহা সফল হইবে।

ইহা শ্রবণে মাজ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উথিত হইয়া কৃতাজলিপুটে নমস্কার করিয়া বহির পূজা করিলেন। বহিঃপ্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসম্মুখানি উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চনা করিলেন। সহদেব পূজা গ্রহণপূর্বক নীলরাজাকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভূত পরাক্রমশালী ত্রৈলোক্যরক্ষকে স্ববশে স্থাপন করিয়া পৌরবেধরকে বসনপূর্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দ্রুতর-বহুসহকারে সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্তী করিলেন। সুরাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটক মহাপাত্র রন্ধি ও পরম ধার্মিক দেবরাজবধ মহারাজ ভাষকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র, উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাজ্রীভূত সহদেব প্রীতিপূর্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শূর্পাকর,

তালাটক ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও মেন্দ্ৰযোনিসম্ভূত তুগতি, নিষাদ, রাক্ষস, কণ্ব, প্রাবরগ, নররাক্ষস যোনিজ কালমুখ, কোল-গিরি, সুরভীপটন, তাদ্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্বত ও ভিমি-দ্বিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, পঞ্চয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ডা, দ্রুবিড়, উড়্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উট্ট, কর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও জবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মাজ্রবর্তী-তনয় সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ ঋত্ন, অশুর চন্দন কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহাই বসন মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধীমান সহদেব বল, সাস্ত্রবাদপ্রয়োগ ও বিজয়দ্বারা পার্থিবদিগকে করদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরম স্নেহে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর নকুল যেক্রপে বাসুদেবজিত দিক্‌সকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্ত হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমজি-ব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনী-মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সহদেব গোকুলসঙ্কুল, প্রভূত ধনধান্যপরিপূরিত, সমৃদ্ধিশালী, সুরমা, কাণ্ডিকেশ-প্রিয় রোহিতক দেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাহর-মত ময়ুবগণ সমজিব্যাহারে তাঁহার তুযল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরীষক ও বহু-ধান্যসম্পন্ন মহেখদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি,

ত্রিগর্ভ, অঘট, আলব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসম্বন্ধে নানক গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীর-স্থিত ও জনপদবাসী শূত্র আভীষণগণ, বাহারী সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পূর্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্য কটপূর, ও দ্বারপালকে বলপূর্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারতুণ ও প্রতীব্যভূপালদিগকে আপনায় বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন, অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্বক বশীভূত করিলেন। মাজীস্থিত নকুল শল্য কর্তৃক সংকৃত হইয়া প্রভূত রক্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ স্নেহ পঙ্কবর্ষর, ক্রিান্ত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট জবাজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্শ্ববাদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। মহত্ব করত তাঁহার মহাধনকোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল।

বিধিভঙ্গ পর্ব সমাপ্ত ।

‘রাজসূরিক পরীক্ষায় ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির ঐযত্নাভিলষসহকারে প্রজামণ্ডলীয় রক্ষণাবেক্ষণ, সভা প্রতিপালন ও অসাতিকুল সমূলে উন্নয়ন করিলে প্রজাসকল স্ব স্ব কর্তব্য কর্মের অহুষ্ঠানে তৎপর হইল। বখাশাজকর গ্রহণ ও ধর্মতঃ রাজ্যশাসন করাতে জলদমালা বখাকালে সর্বাংশ পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; জনপদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কবি, বাণিজ্য ও

গৌরবপ্রভৃতি সমুদয় কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; কেহ কাহাকে প্রভারণা করিত না; দম্ভা, তন্দর, ধূর্ত ও রাজপুরুদিগের মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিতর ও অগ্নিভয়প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটনা ঘটিত না। সামন্ত ভূপতিগণ জিগীষাশূন্ত হইয়া কেবল উপহার প্রদান ও প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অমুসরণ করিতেন, তিনি কখন অধর্ম্মাচরণপূর্বক ধনাগমের চেষ্টা পাঠিতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি কোন্ডেয় স্বীয় বাসভবন ও কোবাগারের পরিমাণ সবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠানে মানস করিলেন। তদীয় স্নহবর্ষ একত্র ও পৃথক পৃথক হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল। হে মহারাজ ! আপনকার যজ্ঞাহুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরম্ভ করুন।

সকলে উক্তপ্রকার ধ্বনি করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচরশ্রেষ্ঠ তগবান্ ভূতভাবন সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয়, তদ্রূপ তিনি বহুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বাসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিদ্যম্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্বক চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহার নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্ব রথনির্ব্যোবে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন হর্ষ্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং নির্ঝাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনিচ্ছচর্চায় সুখানুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতকুল সমধিক সজ্জ হইয়া উঠিল। তদ্রূপ জনগণ প্রত্যাগমনপূর্বক কৃষ্ণের বখাবিধি সংকর করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধোম্য ও মহর্ষি বৈশম্পায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া অনাময়-প্রদপূর্বক সুখাঙ্গীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব ! কেবল তোমার অহুগ্ৰহে এই সাগরী বাসুদেব আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত

ধনসম্পত্তি বিপ্রসাং করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিশ্রাব যে, তোমার ও অমুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞাযুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভে অমু-মতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিম্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অমুজ-গণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর, তৎকর্তৃক অমুজ্ঞাত হইলেই আমি অমুজগণের সহিত যজ্ঞাযুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই। "

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণ কীর্তনপূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহারাজ! তুমিই মহাক্রতু, রাক্ষসের অমু-ষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতাযুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, তুর্ধি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ। আমার ইচ্ছামুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সকল সফল হইয়াছে এবং সিংহিলাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কর্তৃক অমুজ্ঞাত হইয়া দ্রাব্যগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞাযুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাদি দ্রব্য আয়ো-জনের অমুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদয় উপকরণ সামগ্রী, মাংসলাভ্য ও ধোম্যোক্ত যজ্ঞসম্পাদ-সকল সমস্ত আনয়ন কর। ইজ্রসেন, বিশোক এবং অর্জুনসারথি পুরু, ইহঁরা আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অগ্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ মনোহর, সুরস, সুগন্ধি সমুদয় কাম্য বস্তুর আয়োজন কর। যুধিষ্ঠিরের শাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনকার আদেশের পূর্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণবৈশ্যপান, বৃষ্টিমান বেদস্বরূপ কতি-পয় ঋষিক আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের

ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয় গোজ্যশ্রেষ্ঠজ্ঞানাম সাম গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ বাজবল্য অধর্য্য, বহুপুত্র পৌল ও ধোম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞ বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বত্তিবাচনপূর্বক সঙ্গ করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাজ্যোক্ত পূজা করি-লেন। পরে শিল্পকারেরা অমুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহ-সদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্মাণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্বত্র প্রেরণ কর। সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়া দিলেন, জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সন্নিধান শূদ্রদিগকে সমভিযাহারে আন-য়ন করিও। দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, দ্রাব্যগণ, ব্রহ্মবর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচারি-গণ, নানাদেশসমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত্ত বৃষ্টিমান ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞারতনে গমন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দিক হইতে সর্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগি-লেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্মাণ করিল। সেই সকল আবাসস্থ বহুবিধ অল্পপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চিত্রাভূষণে বিভূষিত এবং সর্বদ্রব্যপ্রদ দ্রব্যজাত সমাকীর্ণ ব্রাহ্ম-ণেরা রাজা কর্তৃক সংকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্য-গীতাাদি সম্পর্শনপূর্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরস্পর মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজন-সকল, আখ্যায়িকা তৎপর ও আশ্রয়লাগের নিমিত্ত বিপ্র-গণের কোলাহলশব্দ সর্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। কলতঃ তথায় সর্বদা কেবল "দীর্ঘতাং ভূতাতাং" এই মাত্র শব্দ শ্রবণগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গো, সমূহ শব্দা, অসখ্যা শূবর্ণ, ও দিব্যভূষণ

ভূমিতা রূপবোবনবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইজের জ্ঞান পৃথিবীর অধীতির অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও হৃষ্যোধানাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োদশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয় নম্র বচনে পরম সৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্য প্রমুখবিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করত যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কোতুললাজ্ঞাত হইয়া নানাদিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, হৃষ্যোধানপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, তুরিপ্রবা, শল্য, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী স্নেহগণ, পার্শ্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদল, পৌণ্ডাক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল মালবদেশীয় ভূপালসকল, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা, কুন্তিভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরায়ণ রাজগণ, বিরাট ভূপতি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিওপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নভাষ্য গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রহ্লাদ, শাশ্ব, চারুদেব, কক্ষ, উগ্ধক, নিশট মহাবীর অজবাহপ্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূর্য যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিতে অঙ্কমতি করিলেন। সকল গৃহই নানা-প্রকার তক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীর দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সূশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাস-

শিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র এবং মণিময় কুটিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দিক্ সুখাধবলিত অতুল প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্সসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমস্ত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষপ্রকার ধাতুতে সুঘটিত এবং সোপানপংক্তি এমত সুসংঘটিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসনসকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদয় গৃহ অতিমনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সত্যার পরম রমণীর শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাदन করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, জৌনি, হৃষ্যোধান ও বিবিশক্তিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞাষ্ঠানবিষয়ে আমাকে অহুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাঁহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্রতবীক্ষিত পাণ্ডবাগ্ৰজ সকলকে এই কথা বলিয়া বোণাতাম্বসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। হুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের ভাস্বাধারণের ভারার্পণ করিলেন, অশ্বখামাকে বিপ্র সেবায় নিযুক্ত করিলেন, সজয় রাজপরিচর্য্যার ভৎসন হইলেন, এবং মহামুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত সুবর্ণপ্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণা প্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরায়ণ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহারা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। হৃষ্যোধান উপারনপ্রতি-গ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজগণের পাদপ্রক্ষালনে

নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সত্বর শোভা ও ধর্ম-
রাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অমৃতমন্ডল লাভের
প্রত্যাশায় তথায় থম্বন করিলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন
উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার
দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কৌরবনন্দন
মৎপ্রদত্তধন দ্বারাই প্রারব্ধ বস্তু সমাপন করুন, মনে মনে
এইরূপ স্পর্ধা করত সকল রাজারাই বিপুল ধন দান
করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত্ত বিমানপ্রতিম বিচিত্র রত্ন
ও অশেষ প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম বমণীয় প্রাসাদমালা,
লোকপালনিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহসমূহ ও সমাগত
রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা
হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন;
বস্তু সমাপনকালীন অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে
ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে
মুকুটের রাজাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বর্গগণ
কর্তৃক সূচাক্রমে বস্তু অমুষ্টিত হইলে দেবতার পরিভূত
হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত, সকল ব্যক্তি-
কেই অভিলষিত বস্তুদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজহৃতিক পর্ক সমাপ্ত।

অর্থাভিহরণ পর্বাধ্যায় ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অতিবেকদিবসে
সংকারাহঁ মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে
অন্তর্কেন্দ্রীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা
রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওরাতে সেই প্রদেশ
কি অনির্কটনীর শোভিত হইয়াছিল। অমিততেজা
দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মত্ববনে সমবেত হইয়া কণ্ঠান্তর
উপাসনা করত নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন।
কেহ কহিলেন, ইহা এইরূপ হইবে, কেহ কহিলেন, এ
প্রকার নহে; এইরূপ ঘোরতর বিসম্বাদিতা প্রযুক্ত
অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন
বুদ্ধিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুরুত্বের
লাভ করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্তৃক

উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্মার্থকুশল মহাব্রত
সকল, ভাবার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গ কত প্রকার বিচার
করিতে লাগিলেন। বেদী, বেদজ দেব, বিজ ও মহর্ষি
গণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালা-বিভূষিত অতি বিস্তীর্ণ
নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূন্য বা কোন ব্রতবিহীন
অশুচি ব্যক্তির বাসাদিকার ছিল না।

দেবর্ষি নারদ ধর্মরাজের বস্তুবিধানজ্ঞা লক্ষী নিরীক্ষণ
করত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত
ক্ষত্রিয়গণ অবলোকন করিয়া চিন্তার্থে নিমগ্ন হইলেন।
পূর্বে ব্রহ্মত্ববনে ভগবানের অংশাবতরণবিষয়ে যে পুরা-
বৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে
আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসম্মত
জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ
করিলেন। সুরারিনিন্দন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ
স্বয়ং ক্ষত্রিয়কূলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতাদিগকে
আদেশ করিলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্বার
স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতা-
দিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং বহুবংশে জন্ম পরি-
গ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যাগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান,
ভজপ ভগবান্ অন্ধকবৃক্ষিবংশ মধ্যে বিরাজিত হইতে
লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ ধাঁহার বাহবলের উপাসনা
করেন, সেই অরিবিমর্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন
করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ সর্বস্ব পুনর্বার এই
ক্ষত্রিয়দিগের সংহার করিবেন। ধাঁহার উদ্দেশে লোক
বাগবজ্ঞের অমুষ্ঠান করে, সেই বজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া
বহমান প্রদর্শনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের মহাত্ম্যের অবস্থিতি
করিতেছেন। সর্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই
সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত! রাজা-
দিগের যথার্থ সংকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋষিক, সম্বন্ধী,
স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয় ব্যক্তি এই ছয়জন অর্থাহঁ।
ইহারা অর্থ পাইবার মানসে বহু দিবসাবধি আমাদের
অনুগত হইয়া রহিয়াছেন অতএব ইহাদিগের সকলের
নিমিত্ত এক একটি অর্থ আনয়ন কর; পরে যিনি সর্ব-
শ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাহাকেই অর্থ প্রদান করিবে।

যুগিষ্টির কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি কাঠাকে অর্থ-
দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন। ভীষ্ম স্বীয়
বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্যই নিশ্চয় করিয়া কহিলেন,
যেমন জ্যোতিষ্কসমূহায়ের মধ্যে লোকের প্রভা সর্বাতি-
শায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও
পরাক্রমবিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, যেমন ভিমিরাবৃত প্রদেশে
স্বর্ঘ্যরশ্মিসমাগমে লোকের অস্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন
নির্দ্রািত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আত্মাদের
পরিসীমা থাকে না ; তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের
সভা উদ্ভাসিত ও আত্মাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে
অর্থ প্রদান করা কর্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্ম কর্তৃক
অমুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধিঅর্থপ্রদান করিলেন।
কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিগুরুক সেই অর্থ প্রতিগ্রহ করিলেন।
মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না
পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম যুগিষ্টির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার
করিতে লাগিলেন।

সট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিলেন, হে পাণ্ডব ! এই সমস্ত রাজগণ
উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্থ হইতে
পারেন না। তুমি কামঃ কৃষ্ণের অর্জনা করিয়াছ, এক্রপ
ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক;
সুতবাঃ ধর্মের কিছুই জ্ঞান না, ধর্ম অতিদূর পদার্থ,
আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে
ভীষ্ম ! তোমার নাগ প্রিয়চিকীর্ষু ধার্মিক ব্যক্তি সাধু-
সমাজে অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা
নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্থ প্রদান করিলে এবং
সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ
করিল। অথবা কৃষ্ণকে স্ববির মনে করিয়া থাকিবে, যাহা
হউক, বৃদ্ধতম বনুদেব থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্থ
হইল হে কুকনন্দন ! কৃষ্ণ সর্গদাই তোমার অমুজ্ঞতি করে
এবং তোমার প্রিয়ার্থী, যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে
কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে
আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ
কেন অর্চিত হইল ? অথবা কৃষ্ণকে ঋষিক্ মনে করিয়া

থাকিবে, যাহা হউক, বৃদ্ধ বৈশ্যায়ন উপস্থিত থাকিতে
কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন !
স্বৈচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শাস্ত্রনবভীষ্ম, মহাবীর সর্গশাস্ত্র-
বিশারদ অশ্বখামা, রাজেন্দ্র দুর্ঘোদন, ভারতচার্য্য ক্রপ,
কিংপুরুষাচার্য্য ক্রম, রাজা কৃষ্ণী এবং মজাধিপশল্য,
এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্থ প্রদান
করিলে ? হে রাজন ! যিনি বানদ্রোণের প্রিয় শিষ্য, যিনি
আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদায় রাজলোক পরা-
ভব করিয়াছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণকে অতি-
ক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে। বাসুদেব
ঋষিক্ নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয় ; হে কুকশ্রেষ্ঠ !
কেবল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্থ প্রদান
করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্থ প্রদান করিবে, মনে
মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই
সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান
করিলে ? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্দীনা,
অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি
ধর্মচরণে প্রবৃত্ত এবং সাত্ত্বিক দীক্ষিত, এই বলিয়াই
কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান
রক্ষা করিলেন না। এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে
অর্থ প্রদান করিলেন, ইহার পর আর আমাদিগের অপ-
মানের বিষয় কি আছে। “ধর্মপুত্রের ধর্মায়তা” এই যশ
নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই। কোন্ ধার্মিক পুরুষ ধর্ম-
ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে ? যে রক্ষি-
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা
মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই হরাত্মা
কৃষ্ণকে অর্থ নিবেদন করাতে অন্য যুগিষ্টির নীচত্ব প্রদ-
র্শিত ও ধার্মিকতা বনষ্ট হইল। কৃষ্ণতনয়ের ভীষ্ম, নীচ-
স্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ ! তোমার সবিশেষ
পর্যালোচনা করা কর্তব্য ; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত
তোমাকে পূজা প্রদান করিল, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া
কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে ? যে ন গোপনে ঘৃণের
কণামাত্র ভক্ষণ করিবে। কুকুর আত্মপ্রাণা করে, তাহার
নাগ তুমি আপনায় অমুপযুক্ত পূজার বহ মান করিতেছ।
ওহে কৃষ্ণ ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই ;
স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই

বিক্রপ করিয়াছে। যেমন ক্রীবেব দারপরিগ্রহ ও অন্ধের
রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজাবিশ্বীনের রাজসম্মান
অতীব লজ্জাকর। রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মেব যেরূপ বিদ্যা
বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদুশ, তাহাও দৃষ্ট হইল। শিশুপাল
তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাজ্রোত্থান-
পূর্বক রাজগণসমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে
উদ্যত হইলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজাযুধিষ্ঠির সহরে
শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে লাঙনাপূর্বক
নম্রবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! তুমি যাহা
কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই, উহা
নিতান্ত অধমযুক্ত, পরুষ এবং নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ
হইতেছে ধর্ম্মকাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জাননা;
ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ,
যেসকল রাজারা তোনা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা
তাঁহাদিগের অভিলষনীয়, অতএব এবিষয়ে তোমার ক্ষান্ত
হওয়াই উচিত। হে চেদিপতি! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে
যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হও, কোঁরবকুল ইহঁকে যেমন
চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি সেরূপ জানিতে পার নাই।
ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চনা
যাহার স্নানভিনত, এমন ব্যক্তিকে অচুনয় বা সাসনা করা
অশুচিত। যে ক্ষত্রিয় সমরে ক্ষত্রিয়সত্ত্বকে পরাজয় ও
আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন,
তিনি সেই নির্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী
নৃপসভায় এক জন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাহাকে
কৃষ্ণ সেভাবে পরাভব করেন নাই, অত্যাচারেবল আমা-
দিগের অর্চনীয়, এমন নহেন, সেই মণ্ডাক্ষ ত্রিলোকীর
পূজনীয়, তিনি বৃদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়া
ছেন, এবং অথও ব্রহ্মাও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে;
এই নিমিত্ত অন্যান্য বর্ষিত ব্যক্তি থাকিতেও আমরা
কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার একপ
গর্ব্ব প্রকাশ করা লিভাস্ত্র অযোগ্য; অতঃপর আর যেন
তোমার বুদ্ধির একপ ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনে-

কানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি
এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ প্রকার
গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল
কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসঙ্গিন্যানে পুনঃ পুনঃ তৎ-
সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বলক হইলেও
আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য,
বীর্য়্য, কীর্ত্তি ও বিজয়প্রভৃতি সনস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই
ভূতস্থাবর জগদর্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি,
নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অহরোধে অথবা উপকার
প্রত্যাশায় তদীয় সংকার করি নাই। গুণবাহুলাপ্রযুক্ত
বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চনা করা
বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চ-
নীয়, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়,
বৈশ্যকুলে দানদান্যাসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্-
বংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সংকারাই হয়েন; কিন্তু কৃষ্ণের
পূজাতাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদ-
বেদান্তপারদর্শী ও সমদিক বলশালী। ফলতঃ নম্র-
লোকে তাদৃশ বলবান এবং বেদবেদান্তসম্পন্ন দ্বিতীয়
ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া অকঠিন। দান, দাক্ষ্য, প্রত, শৌর্য্য,
লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অহুপন ভী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ
প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাডিত রহিয়াছে।
অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ
পূজার্ত্ত কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদান করা তোমাদিগের
সংকতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক,
রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চিত্ত হইয়া-
ছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা।
তিনিই অবাক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের
অদীশ্বর, অতঃপর পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ
কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই
একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র,
দিব্ বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।
যাদুশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্রিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মহুসোর
রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের
আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের স্রমেক এবং বিহঙ্গজাতির গরুড়
মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে উদ্ধ, তিষ্ঠাক্
ও অধঃপ্রদেশে জগতের বাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে,

ভগবান্ কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্বদা সর্ব স্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না, এই কারণে তিনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যন্ত কৃষ্ণ ধর্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারেন, চেন্দ্রিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচ সমর্থ হইবেন না ; বালক, বৃদ্ধ ও ভূপাল-গণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না ? কোন্ ব্যক্তিইবা কৃষ্ণের সংকার বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন ? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অতিরিক্তি হয় করুন।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, কেশবনিস্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী, তিনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ; যে সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি, যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত উত্তরপ্রদানে সাহসী হউক। বাহারা বুদ্ধিমান, সদস্যং ববেচনা করিতে সমর্থ, সেই নৃপাধমেরা অবশ্যই কৃষ্ণকে পূজা করিতে অশঙ্ক্য করিবেন। সহদেব উক্ত প্রকার গল্প প্রদর্শনপূর্বক পাদোত্তোলন করিলে সেই সকল অভিমানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙুনিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবর্ণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্বজ্ঞ সর্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্বসমক্ষে কহিলেন, বাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরায়ুগ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত ব্যকালপে করিতে নাই। ব্রাহ্মণ-কায়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া কন্ম সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত কীর পুরুষ ক্রোধে কম্পাদিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্ভ্রান্তি বাদব ও পাণ্ডবকুলের সমুলোন্মুলন

করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব। চেন্দ্রিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাজারা নির্বেদ-প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার। স্বদ্বার্থ পরামর্শ করিঁতছেন।

অর্ঘ্যভিহরণ পর্ব সমাপ্ত।

শিশুপালবধ পর্বাধ্যায় ।

উনচত্বারিংশতম অধ্যায়।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগবসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষ-প্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সূষোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ। এই মহান রাজ-সমুদ্র সংজ্ঞাভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে বাচ্য কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন। বাহাতে যজ্ঞের বিষ ও প্রজাগণের অহিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুকুর কখন সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্বেই হৈহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রমুগ্ত হইলে কুকুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রমুগ্ত বৃষ্টিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজমণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যাবৎ আগরিত না হইতেছেন, তৎক্ষণ নৃসিংহ চেন্দ্রিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্শ্বব-শ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্শ্ববিদগকে বমালয়ে লইয়া বাইবার কাননা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রাজ্ঞতম! চেন্দ্রিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিভ্রম ঘটয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ বথন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেন্দ্রিরাজের ভ্রায় তাহাদিগের বুদ্ধি এপ্রকার বিপ্লবিত হইয়া

থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রম্যাপতি চতুর্দিক জীবের স্রষ্টা ও সংহর্তা। ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! পার্শ্ববর্গগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত লজ্জিত হইতেছ না কেন? বুদ্ধ হইয়া কি কুলদুষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিবাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রাণান হইয়াছে; অতএব ধর্মসম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাৎ ভাগে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অঙ্গসংস্পর্শ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাহুদেবের পুতনাবাতপ্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্তন করিয়া আনাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচৈতন্য হইয়া ছুরায়া কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে; তুমি জ্ঞানবুদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং বুদ্ধান-ভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাঠময় শকট পাদ দ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম? না বলীকপিওমাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাহুদেব পূর্ব্বতে গরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই ছুরায়া বলবান্ কংসের অগ্রে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কুরুকুলধর্ম ভীষ্ম! তুমি অধার্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধু ব্যক্তির স্মৃণীলদিগকে এই প্রকারে অহুশাসন করিয়া থাকেন যে, জী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা

ও প্রতিজ্ঞাখাসিত ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না। তোমাতে তৎসমুদায়েরই অনাথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবধর্ম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়ো-বৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবুদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা কারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসা-ভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে ও, আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে, তোমার বাক্যসমুদায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাই না। স্তাবকের স্তব অত্যাুক্তিদোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না, কারণ বাহার যে প্রকার স্বভাব, ভূমিস্তন্যামক শকুনির ন্যায় কে তাহারই অমুবর্তী হইয়া চলে। তুমি জঘন্যপ্রকৃতি, অধার্মিক ও সংপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজ্য, সেই পাণ্ডব-দিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম করিয়াছ, কোন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্মিক জ্ঞানিয়া সে প্রকার করিয়া থাকে? ধর্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজামানী হইয়া কোন ধর্ম্মাহুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সংপথ্যমুবর্তী ছিলেন, সুতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না। তুমি এমনই ধার্মিক যে, তোমার সম্মুখেই তাহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটয়াছিল, এমন মনে করিও না, তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহ প্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুজাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না, কারণ তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞব্যক্তি তদমু-সারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ বজ্র, এ সমুদায়ে অপত্যফলের বোড়শাংশও নাই; অগ্নুজ ব্যক্তির ত্রতোপবাসাদি সমুদায় বিফল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকটে হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে।

হে ভীষ্ম ! “পুরাণবেত্তারা এই গান করিয়া থাকেন, হে পত্রবধ ! অন্তরাঙ্গা নিহত হইলে পর রোমন করিতেছ” এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার করিয়া থাকেন, পূর্বকালে সমুদ্র-প্রান্তে ধর্ম্মভাবী অধর্ম্মচারী এক বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষিদিগকে ধর্ম্মের অন্তর্ধান কর, অধর্ম্মাচরণ করিও না, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত। অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষিগণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং ইহার নিকটে ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি, এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রকূলে নিমগ্ন হইত। পক্ষিরাই তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু হুয়াঙ্গা হংস আগনার কার্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত, সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত। সেই সমুদ্রায় ডিঙ্গ বিনষ্ট হইলে কোন প্রজাবান্ পক্ষী সন্ধি-হান হইয়া সেই হুয়াচারের পাগাচার দৃষ্টিগোচর করত সাতিশয় হুংখিত চিত্তে অন্যান্য পক্ষিদিগকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা লম্বীপবর্তী হইয়া প্রত্যেকে দর্শন করিয়া সেই কপটাদুরী সন্মালের প্রাণ সংহার করিল। হে ভীষ্ম ! তুমি সেই হংসের সমান ধর্ম্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণবৎ, অতএব ইহার ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ডভক্ষণরূপ অশুচি কন্ম তোনারই বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।

• একচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিলেন, মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিন্নত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাস্তবদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই একেশ্বর তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা বাহা করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে ? এই হুয়াঙ্গা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া বলপূর্বক অদ্বার দিয়া প্রবেশিত হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাঙ্গা জরাসন্ধ এই হুয়াঙ্গাকে পান্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অত্রাক্ষণ

জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি ক্রুদ্ধ, ভীম ও অর্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে ক্রুদ্ধ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ ! তুমি ইহাকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন ? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডব-দিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, এবং ইহার সেই ব্যত্বাহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তাহাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজসদৃশ স্বভাব বিক্ষারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিক-তর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখা ক্রকুটী ত্রিকুটস্থ ত্রিপথগামিনীগঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল, দশনে দূশন শীড়ন করিতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া দোষ হইল, যেন যুগান্তের কালা-ন্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধাবেগে উদ্ভিত হইতেছেন, এমন সময় মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন শশিশেখর মড়া-ননকে গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গোবদায়িত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপশাস্তি হইল। যেমন সমুদ্রের মহাসমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, ব্রহ্মণ অরিন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। ক্রুপিত সিংহ যেমন নৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীম পরাক্রম ভীম-সেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীষ্ম ! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতির নয়নগোচর করুন। তদনন্তর ক্রুদ্ধপ্রেরিত প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চোদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

দ্বাচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ইনি অ্যশ্বক ও চতুর্ভূজ ছিলেন, এবং জাতমাত্র রাঘবসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহার মাতা পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভাৰ্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, “হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান্ বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইও না, অমূল্য হইয়া প্রতিপালন কর, হে নরাদিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে, যিনি ইহার জীবনহস্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।” এই কহিয়া দৈবনিবৃত্ত হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাণী প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন, বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি বথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালাঙ্ক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, হে দেবি! তোমার পুত্র যাহার অঙ্গদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চদশ-ভূজ-প্রতিম অধিক ভূজস্বয় ক্ষিতিলে বিগলিত হইবে, এবং যাহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন।

অন্যান্য প্রার্থিবগণ তাহারই জিনেত্র ও চতুর্ভূজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সংকার করিয়া এককক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিল। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক পৃথক রূপে রাজসহস্রের অঙ্করূঢ় হইলেন। কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারাবতী নগরীতে ছিলেন, ইহার এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃস্বশাকে দেখিবার নিমিত্ত

চন্দ্রোপূরী আগমন করিলেন, তাঁহার্য্য জ্যোতীষক্রেমে ভূপতিকে ও পিতৃস্বশাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী যাদবী আশ্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভূজস্বয় খলিত ও ললাটস্থ জিনোচন তিরোহিত হইল, তখন শিশুপালজননী জ্ঞানিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভূজ! এই ভয়কাতরাকে বরপ্রদান কর, তুমি আর্ন্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অত্যগ্রদ। শিশুপালজননীর এবশ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আশ্রয় করুন, আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। রাজ-মহিষী কৃষ্ণকর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাবল যজ্ঞপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা। তখন বাসুদেব কহিলেন, পিতৃস্বশঃ! আর্পণি শোক করিবেন না; আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত পুণ্যসম্পাদনা করিব।

ভীষ্ম মুদিত্তিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাশাশ্রমী শিশুপাল, গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলস্ক অদ্য আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ পার্শ্বব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, বাহার প্রভাবে সে হুর্জুন্ধিপের তত্ত্ব হইয়া আনাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দূলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অচিরকাল মধ্যে সেই নিজতেজঃ পুনরাদান করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধ-
ভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । হে ভীষ্ম ! তুমি বল্লির
ন্যায় উদ্ভিত হইয়া নিরন্তর বাহার স্ততিবাদ করিতেছ,
আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন
যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে,
তাহা হইলে কেশবকে পবিত্র্যাগ করিয়া এই সকল
ভূপালগণের স্ততিবাদ কর, এই পার্থিবপ্রধান বাহুলীকরাজ
দরদের স্ততি পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী
কম্পিত হইয়াছিল ; হে ভীষ্ম ! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা
কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সঙ্কটস্থানদূর
বলশালী ; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতিভয়ানক, কুণ্ডল-
দ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্মিত ; এবং কবচ বালার্ক-
সদৃশ, যিনি দাসবের ন্যায় হৃৎকর জরাসন্ধকে বাহ-
যুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন ।
এই মহারথ দ্রোণ ও তৎপরে অশ্বখামার স্তব কর, যাহা-
দের এক জন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত
করিতে পারেন । ফলতঃ ইহাদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টি-
গোচর হয় না ; কি আশ্চর্য ! সেই অনন্যসাধারণ বীর-
যুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না ? হে
ভীষ্ম ! সাগরারোহী পৃথিবী ক যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র
হৃষ্যোধনকে অভিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্ততিবাদ করা কি
ন্যায়ানুগত ? না বুদ্ধিমানের কার্য্য ? কৃতান্ত দূর্বিক্রম
রাজা জয়দ্রথ, প্রাণতবিক্রম বিরাট্যাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের
শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্ধর কস্তুরীক, ভগদত্ত,
যুগকেন্দ্র, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, ক্রপদ, বৃহদল,
শকুনি, অবন্তিদেবী বিন্দ ও অম্ববিন্দ, পাণ্ডা, শ্বেত,
উত্তম, মহাভাগশত্ৰু, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও
মহারথ কালিঙ্গ, এই সমস্ত বীর পুরুষদিগের প্রতি
উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ ? হে
ভীষ্ম ! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা হইয়া
থাকে, তবে কেন শল্যপ্রভৃতি ভূপালগণকে স্তব কর না ?
তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই ;
অতএব আমি কি করিব । পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে,
আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপূজা, ও পরনিষ্ঠা ও পরস্তুব সাধু-
দিগের অকর্তব্য । তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অস্ত-
বনীর কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অমু-

মোদিত নহে, তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ হারায়া
পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই
বুদ্ধি প্রকৃতির অমুগত নহে ; আমি পূর্বেই কহিয়াছি
যে, ভুলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান, শিশুপাল
এই কথা বলিয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম ! শ্রবণ কর । হিমা-
লয়ের অপর পার্শ্বে ভুলিঙ্গ নামে এক শকুনি বাস করে ।
তাহার বাক্য অর্থ বিগর্হিত ও নিন্দনীয় । সে অন্যকে
সাহসু করিতে নিষেধ করে কিন্তু আপনিই যে অতীব
সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র
বুঝিতে পারে না । সেই নিরোধ শকুনি সিংহের বদন
হইতে দশনবিলম্ব মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু
সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে ।
সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই ।
হে অধ্যাত্মিক ভীষ্ম ! তোমার বাক্যও সেই প্রকার
প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার
ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার
প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার ভুল্য নিন্দিত কথা
আর কেহই নাই ।

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন, হে চেদিরাজ ! তুমি কহিতেছ “আমার জীবন
এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন ” কিন্তু আমি ইহা-
দিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না, ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে
ভূপতিগণ রোষাধিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন,
কেহবা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন । কোন কোন
ধনুর্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পাপ-
গর্হিত হৃদয়িত ভীষ্ম ক্রমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে
পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হস্তাসনে দগ্ধ কর ।

কুরু পিতামহ মতিমান ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, হে নৃপতিগণ ! তোমাদের কথোপকথন
শেষ হইবার নহে, আমি এই অধসরে কিছু বলিতেছি,
শ্রবণ কর । তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা
কট্যগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ
করিলাম । আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও
সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহার নিতান্ত মরণকণ্ঠ
হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাহুবলকে যুদ্ধে
আহ্বান করেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বান-

কারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই বাদব দেব
শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে ।

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত বিক্রমশালী চৈদিরাজ,
ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই বাহুদেবের সহিত সঙ্গ্রাম করি-
বার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । হে জনাৰ্দ্দন !
আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার ঋহিত
সঙ্গ্রাম কর; আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভি-
বাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি । হে কৃষ্ণ ! তুমি রাজা
নহ; তুমি দাস, দ্রুপতি ও পুঞ্জর অযোগ্যপাত্র; পাণ্ডব-
গণ বালতাপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে
পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ
পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্তব্য । শিশুপাল এই
বলিয়া ক্রোধভরে তর্জুন গর্জন করিতে লাগিলেন ।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যবশানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মূহু-
রুরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতি
গণ ! এই সাংতীনন্দন আমাদেরই পরম শত্রু; এই
দুরাত্মা সর্বদা অপকারী ন্যস্তগণের অপকার চেষ্টা করিয়া
থাকে । এই দুরাচার আমার পিতৃবর্গীয় হইয়াও আমার
প্রাগজ্যোতিষ পুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া
দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল । ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক
পর্বতে গমন করিলে এই পীঠিত তদীয় সহচরগণের মধ্যে
অনেককে বিলাশ ও অনেককে বধ করিয়া স্বপুরে গমন
করিয়াছিল । আমার পিতার অশ্বমেধাহুষ্ঠান-সময়ে
ঘিয়েংপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণ পরি-
বৃত্ত, পবিত্র যজ্ঞার্থ অপহরণ করিয়াছিল । এই দুরাত্মা
নিভান্ত অননুযুক্তা সৌবীরদেশগামিনী বক্রপন্নীকে এবং
কাক্ষবেশ্বর নিমিত্ত মায়ী জ্বলন পূর্বক স্বীয় মাতুল
বিশাখাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল ।
আমি কেবল পিতৃবর্গের অহুরোধেই এই পাপাত্মার
দুষ্কর্ম সকল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি ।
দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদায় ভূপতি-
গণ সম্মিলনে সমুপস্থিত আছে । এই পাপাশয় অদ্য
আমার প্রতি যেক্রপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপাল-

গণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে বাহা বাহা
করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন । এই দুরাত্মা অদ্য
সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে,
অতএব কোন ক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না ।
মৃত্যুশিত শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণীকে
প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্তের বেদশ্রবণপ্রার্থনার
ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল ।

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণা-
নন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগি-
লেন । চৈদিরাজ বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অটু-
অটুহাস্য করত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ !
তুমি এই সভামধ্যে বিশেষতঃ পার্থিবগণ সমক্ষে কৃষ্ণী-
নিকে মংপূরী বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না ? হে
মধুসূদন ! তুমি বাতিরেকে অন্য কোন পুরুষাভিমানে
ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অশ্রুপূরী বলিয়া নিদেণ করিতে
পারে ? হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিতে
ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; কলহঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে
আমার কোন ক্ষতি নাই এবং অসম হইলেও কোন
লাভ নাই ।

ভগবান্ মধুসূদন, দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্স্ববিনাশক স্বীয় চক্রাঙ্গ
স্বরণ করিলেন । চক্রস্বরণমাত্রই তাঁহার হস্তে উপস্থিত
হইল । তখন ভগবান্ চক্রপাদি ভূপতিগণকে সম্বোধন-
পূর্বক কহিলেন, হে মহীপালগণ ! তোমরা শ্রবণ কর,
দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্বে আমার নিকট প্রার্থনা
করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ
মার্জনা করিতে হইবে; আমিও তাহার প্রার্থনার সম্মত
হইয়াছিলাম; ভগ্নিমিতই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে
ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ
হইয়াছে, অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই
সংহার করিব ।

অরাতিমুহূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে স্তুতীক
চক্র দ্বারা চৈদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন । চৈদি-
পতি বজ্রহত পর্বতের ভ্রায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ।
তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় স্তম্ভহৎ
ভেজঃপুঞ্জ সমুৎথিত হইয়া সর্বলোকনমস্কৃত কমললোচন

কৃষ্ণকে অভিষেকপূর্বক স্তম্ভীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অকৃত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনা মেঘে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনার্দ্রনের অলৌকিক কর্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙনিম্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীভ্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাত্ত্বিক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তুব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমযোযনন্দনের অন্ত্যোষ্ঠি ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অমুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ প্রতিপালন করিলেন। পরে মহাবাজ যুধিষ্ঠির মণীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পান্ডুনন্দন সেই সর্বসমুদ্ভিসম্পন্ন পরম শ্রীভিক্রম, প্রভূত ধনধান্য সংযুক্ত, মহাক্রতু রাজস্বয় নিরীক্সে স্তম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শাঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনান্তর অবতৃণমান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মরাজ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাট; আপনি নিরীক্সে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীচ-বংশীয় ভূপতিগণের বশোবর্জন করিলেন। আমরা আপনকার মহাবজ্রে আসিয়া সর্বপ্রকার কামাবস্ত উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে বথাবিধি পূজা করিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ শ্রীভিক্রম আামাদের নিকটনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব

রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্যন্ত ইহাদের অনুগমন কর। ধর্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী যুধিষ্ঠায়, বিরাটের; অর্জুন, মহাত্মা মহারথজ্ঞপদের; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ভীম ও ধৃতরাষ্ট্রের; যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সহদেব, মহাবীর সপুত্র দ্রোণের; নকুল, পুত্র-সহিত সুবলের; দ্রৌপদীনন্দন ও সুভদ্রা-ভনয়গণ, পার্শ্ব-ভীম ইন্দ্রপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের অনুগমন করিলেন। তৎপরে সমুদায় ব্রাহ্মণগণ ও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকটনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজস্বয় স্তম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকায় গমন করি। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজস্বয় স্তম্পন্ন হইল। তোমার প্রত্যাশেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্কোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব, আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের বচনবশানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, হে পিতৃহসঃ! আপনার পূজগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি। কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অন্তঃপ্রবেশ কল্পিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্তুতি-বাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণসারথি দারুক মেঘবপু নামক মনোহর রথ যোজন্য করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক আয়োজন করিয়া দ্বারাবর্তী প্রস্থান করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে

ভাঁহার অহুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ কণকাল রথবেগ সম্বরণপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! পর্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাক্রম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তজ্জপ তুমি অশ্রমন্ত চিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তজ্জপ তোমার বজ্রবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন। এইরূপে বিবিধ কথাবাসনে ভাঁহার পরম্পর অহুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। বাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতীগমন করিলে কেবল রাজা দুর্যোধন ও শ্রবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব সমাপ্ত।

দ্রুত পর্বাধ্যায় ।

পঞ্চচহারিংশতম অধ্যায় ।

দৈবশাস্ত্রায়ন কহিলেন, মহাবীজ রাজস্বয় পরিসমাপ্ত হইলে ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আস্ত আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবোন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাথিন্যাসবিশারদ ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুবংশধর কোন্তেয়! তুমি অমূল্য সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতি সাধন করিলে। তোমাহইতে কুরুবংশ উজ্জল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি গ্রহণ করিব। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থক্য, এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতিদুঃসংসার উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন

কেহই নাই। তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! সেই ত্রিবিধ উৎপাত জরোদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্কুনের বলে তোমাকে উপলব্ধ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরাস্তক মহাদেব বৃষভাক্রুত হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! সেই স্বপ্ন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অশ্রমন্তস্থিতিমান এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসপর্বতে গমন করি, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সমস্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্বতে গ্রহণ করিলেন।

পিতামহ গ্রহণ করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পৌরুষ দ্বারা দৈব শক্তির অতিক্রম করা অতীব দুঃসহ কর্ম। মহর্ষি যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে; আমি ভাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। বদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিনাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অহুষ্ঠান করুন। সভ্যস্তুতি যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের কথাই চিন্তা করত ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; “আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতগণের নিদেশবর্তী হইয়া যোগ সাধন করিব; কি পুত্র কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর

ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না ; অতঃপর হইতেই সংগ্রাম ঘটনা হয় ; আমি বিগ্রহকে সূদূরপর্যন্ত করিয়া কেবল সকলের প্রিয় কার্য্যই অমুষ্ঠান করিব ; তাহা হইলে লোক মধ্যে নিশ্চিন্ত হইব না ; যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না ।" যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ব্রাহ্মণ ও জ্যেষ্ঠেরবাংলা অমুষ্ঠান করিতেন । ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণের সহিত সভা-মধ্যে সমাক্রান্ত হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানান্তর পিতৃ-গণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন । মহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ব্রাহ্মণে পরিবারিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন । দুর্যোধন, দ্রৌপদ এবং শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন ।

যট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

রাজা দুর্যোধন শকুনির সূচিত উপবেশন করত ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি তাহাতে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব দিব্য অভিজ্ঞায় দেখিলেন, তাহা কখন চিন্তনানগরে চুটিগোচর করেন নাই । দুর্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক ক্ষাটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলক্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ করিয়া দুর্শ্চর্যমান ও প্রবেশবিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর জলক্রমে সেই ক্ষাটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন । পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিষম মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তদনন্তর স্থলক্রমে ক্ষাটিকবৎ নিশ্চল জলে ও গগ্নে স্তম্ভাভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন । মহাবল ভীমসেন এবং স্তনীয় বিষ্ণুরগণ সুর্যোধনকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ততোয়া তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল । তিনি পুনরায় পূর্বের ভ্রায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন । কোপনস্বভাব দুর্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনেই রাখিলেন ।

তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না । তিনি পুনরায় এক্রপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎকর্ষণ করিয়া উত্তরগবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন । তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল । তিনি যে কেবল ক্ষাটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, ক্ষাটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আততমন্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন । সেইরূপ অন্যত্রানে ক্ষাটিক কপাটপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘটিত করিতে করিতে নিষ্কান্ত হইয়া পতিত হইলেন ।

পরে বিভতাকার অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় বিপ্রলম্ববিবেচনায় তথা হইতে বিরত হইলেন । হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া এবং রাজস্বয় মহাবজ্ঞে সেই অদ্বিত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অমুষ্ঠা গ্রহণপূর্বক চিন্তনানগরে প্রস্থান করিলেন ।

রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভা-সমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্শ্চর্য উপস্থিত হইল । তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়-গণের মহান্ মহিমা, মহান্ভাবতা, পার্থিবগণের বশবর্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন । দ্রুতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অল্পম সম্ভার শোভা চিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সস্তাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলস্য করিলেন না । সুবল্যায়জ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, দুর্যোধন ! তুমি কি নিমিত্ত এক্রপ বিষম মনে গমন করিতেছ ? দুর্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! মহাত্মা ধনঞ্জয়েন শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সগাগরা বহুদ্রুমকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশবদ এবং ইন্দ্রবজ্রসদৃশ সেই মহাবজ্র নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন বনজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইতেছে । দেখ, যখন বাহুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমত কোন ভূপতি ছিলেন, যিনি তাঁহার চরণাগ্রগত না হইয়াছিলেন । তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিত্রবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে

পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্ত কর্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধন্বরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার একরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজলিত হতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব, অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালায় হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন্ সম্ভবান্ পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনাদের অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজকুমারী দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না জ্ঞী না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ জ্ঞীলোক হইলে একরূপ যজ্ঞদী ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজকুমারী, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি না সম্বাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই, এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ আমি যাহাটুক বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অমূল্যলভ্যপ্রযুক্ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনর্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ম্যরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই স্ত্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়।

শকুনি হুর্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হুর্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে,

তদদর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি একরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারিও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্বে তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগও করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পার নাই। পরিশেষে তাহাদিগকে অংশপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভাষা, সপুত্র ক্রপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? ধনজয় হতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়া গাত্তী বধু: অক্ষয়-তুগীরদয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদায় লাভ করিয়াছে এবং সেই কাম্বুকের সাহায্যে ও আপনার বাকবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশমদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? পাণ্ডবদাহকালে ময়দানকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার দ্বারা সেই সভা নিষ্কাশন করিয়াছে, ময়দানবের অজ্ঞানবৃত্তি কিস্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে “আমার সভায় নাই” সে কেবল তোমার ভ্রান্তিমাত্র, কারণ ভ্রাতৃগণ তোমার অন্তগত এবং মহাধর্ম্মের কীর্তীবান্ ভ্রোণ, তাহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গোভম, আমি আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়: তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অথও ভূমণ্ডল জয় কর।

হুর্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন আমি আপনাকে ও পূর্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অথও ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! ধনজয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র ক্রপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যাত্ত নহে; ইহারা সকলেই মহারথ, মহাধর্ম্মের, কৃতান্ত ও যুদ্ধহর্ম্মদ। হে রাজন্! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।

দ্রুতগোপন জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতুল ! যে উপায় দ্বারা
সুন্দরগণের ও অন্যান্য মহাশয়দিগের মনোযোগে তাহা-
দিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন : সে উপায় কি
প্রকার । শকুনি কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির দূতপ্রিয়, কিন্তু
তাঁহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার
নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর । তিনি আহৃত হইলে
নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না । আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয়
দক্ষ, এই শিদ্ধি বনে আমার তুলা ক্রীড়াশীল আর কেহই
নাই । অতএব তুমি তাঁহাকে দূত আহ্বান কর, আমি
তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজ-
লক্ষ্মী গ্রহণ করিব ; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে
অবগত করাও, তাঁহার অশ্রুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পবা-
জয় করিব, সন্দেহ নাই । দ্রুতগোপন কহিলেন হে মাতুল !
আপনিই পিতাকে সান্ত্বিত করিবেদন করুন, আমি সেই
দুর্দ্ধর ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না ।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি দ্রুতগোপনের
অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রজ্ঞ,
রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
মহারাজ ! দ্রুতগোপন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, ক্রুশ, দীন ও চিন্তা-
পরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য হৃদয়-
শোক কেন অমুগম্য করিতেছেন না ? যুধিষ্ঠির শকুনি-
প্রযুক্ত অবগত হইয়া দ্রুতগোপনকে সন্তোষন করিয়া
কহিলেন, বৎস দ্রুতগোপন ! কিনিমিত্ত তুমি এত কাতর
হইয়াছ ; নন্দ্যাপ্ত আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে
প্রকাশ করিয়া বল ; তোমার মাতুল কহিতেছেন যে,
তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও ক্রুশ হইয়াছ ; কিন্তু চিন্তা করিয়া ও
তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না । বৎস ! প্রচুর
ঐশ্বর্য তোমাতাই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহ-
দগণ অপ্রিয়ারচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান
ও পিণ্ডিত্য ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম
তোমাকে বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি হৃৎখে বিবর্ণ
ও ক্রুশ হইতেছ ? মহামূল্য শব্দা, মনোহারিণী রমণী,
শোভাসম্পন্ন গৃহ ও সচ্ছন্দবিহার, এই সমস্ত বস্তু দেবতা-

দিগের ন্যায় তোমার উচ্ছাসমাত্র স্থলভ, তবে তুমি কি
নিমিত্ত দীনের ছায় শোক করিতেছ ?

দ্রুতগোপন কহিলেন, হে তাত ! কেবল কালযাপন
করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও
উগ্রতব ক্রোধ ধারণ করিয়াই সমুদ্র রত্নসমূহ, কিন্তু সে
বাহ্যিক জাতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজ্ঞাগণকে দশীভূত
রাপিতে পারে এবং অরিপরিভব হইতে মুক্তি উচ্চা করে,
সেই যথার্থ পুরুষ । মহারাজ ! সম্ভ্রাম শ্রী ও অভিমানকে
নষ্ট কর, আর যিনি কেবল অশ্রুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত
হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ব প্রাপ্ত হন না । যে দিন
যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদ-
বধি আমার ভোগ্য বিষয় আর আমাকে পরিত্যক্ত করিতে
পারিতেছে না । আমি সম্পদগণকে উন্নত ও আপনাকে
হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও
আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই
নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও ক্রুশ হইয়াছি । যুধিষ্ঠির
প্রতিদিন অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক ও গৃহমেধীকে এবং
ত্রিশং দাসীকে ভরণ পোষণ করেন । তাঁহার আঁলয়ে
অন্যান্য দশসহস্র বাক্তি স্বর্ণপাত্র উত্তমায় ভোজন করিয়া
পাকে । কাষোদ্বেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কবল, 'করিণীগর্ভ'-
সমুদ্র শতসহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বানী প্রদান করি-
য়াছে । সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজাপকরণ সমুদ্ভিষাহারে
উজ্জপ্ত সমাগত হইয়া সেই পূজপুথক রত্নজাত রাজ-
স্বয়ং যজ্ঞে কৌশল্যকে উপহার দিয়াছে । অধিক কি বলিব,
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যদুগণ দনাগম হইয়াছে, আমি পূর্বে
কোন স্থানে সেকপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই ।
সেই অসীম ধনরাশি সন্মুখে হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তা-
বিত হওয়াতে আমি স্থগী হইতে পারিতেছি না । স্বর্ণময়
কমণ্ডলুবারী স্নাত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ সমভি-
ষাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টে না পারিয়া
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । অমররাজনারা যেমন
অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল । বাসুদেব বহু-
রত্ননিভূষিত মহামূল্য শৈল্য ও প্রধান অশ্ব গ্রহণ করিয়া
যুধিষ্ঠিরকে অভিব্যক্ত করিলেন । শৈল্য লইয়া কেহ কেহ
পূর্ব সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ কেহ বা

পশ্চিম সাগরে গমন করিল। উত্তর সাগরে পক্ষী বাতীত কাহারও গতিবিধি নাই, কিন্তু হে পিতঃ! কেনন আশ্রয়োর বিষয় শ্রবণ করুন, অজ্ঞান সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক এক বার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মূলশ্রুতিঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান, দর্শনাভিলাষী পার্শ্ববর্গে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্গে বৈশ্যের ভ্রায় রত্নজাত লইয়া ধীমান যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী; তাহা দেবরাজেও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং শুভ্রাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেবীয়া অবধি আমার মন একরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

দুর্যোধনের বাক্যবাসনে শকুনি দুর্যোধনকে সঙ্ঘোদন করিয়া কহিলেন, হে সভাপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অল্পময় রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছে, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ করা। আমি অকবিশয়ে অভিজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, পণজ্ঞ, এবং বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরও দূর্তপ্রায়, কিন্তু তদ্বিশয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয় রীতাসম্মত দূর্তের বারগের নিমিত্ত আহুত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপটক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। দুর্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন! অকবিশংসাররাজ্যদ্যুত ঘাঁরা পাণ্ডু পুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অমুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাহার শাসনানুবর্তী, অতএব তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগতমন্ত্রণা দিবেন। দুর্যোধন কহিলেন, হে রাজেশ্বর! যদি বিদুর আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব। ধৃতরাষ্ট্র

দুর্যোধনের বিনয়গত কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ান্ত হইয়া অহুচরবর্ণকে কহিলেন, “ শ্লিগিগণকে আনাইয়া যুগাসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীর এক সভা নির্মাণ করাত, পরে তাহা রত্নাশ্রয়ণ-মণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।” ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পরিতাপশাস্তির নিমিত্ত কেবল অণতাদ্বেহের অহুরোধে পুরোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ, বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে জোষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, হে রাজন! আপনার এই ব্যবসারে অহুমোদন করিতে পারি না; বাহাতে দূর্তের নিমিত্ত পুত্রগণের পরম্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সমিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দূর্ত জনিত অধিনয় ঘটবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তুর্ণগামী তুর্ণজ-সোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রহ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটতেছে। ধীমান বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করতঃ হুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

অনন্যেজয় বৈশম্পায়নকে সঙ্ঘোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিশ্বম! বাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ বাসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান্ অনর্থকর দ্যুতক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভা ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিইবা অহুমোদন এবং কে কে বা প্রতিবেদন করিয়াছিলেন? পৃথিবীবিনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতক্রমে শ্রবণ করিতে

বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জন প্রদেশে পুনর্বার হৃদ্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিহ্বর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেব-রাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মধ্য পর্য্যন্ত অবগত আছেন এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের, উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিহ্বর যখন অজ্ঞদেবনে অজ্ঞমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিহ্বর বাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর; তাহার অন্যথা করিও না। দ্যুত হইতে স্রুজ্ঞেদ এবং স্রুজ্ঞেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়, অতএব পাশক্রীড়ার অধাবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞ! পুত্রের প্রতিপত্তি মাতার বাণী কর্তব্য, করা হইয়াছে, প্রতিপাণিত, অধীত-বান, কৃতাবদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনানুচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্জিত করিয়াছ ও প্রতিদ্বন্দ্বিত আশা প্রচার করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তবে তোমার হৃৎকের বিষয় কি বল?

হৃদ্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতুষ্ট হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্য শূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না। আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবস্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষণ্ডদের এই নিমিত্ত এক্ষণ হৃৎকণ্ড জীবিত বহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকে তিনে কদম্ব, চিত্রক, কোকুর, কাবন্ধর ও লোহজঙ্ঘপ্রভৃতি বৃক্ষসকল কলভরে আবাজিত হইয়া রহিয়াছে। মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায় ভূমি, ইহারী সকলেই রক্তাকর; এই সমস্ত রক্তাকর যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র গৃহে পরিতুষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ আনিয়া সংকারপূর্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তখন এক মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি

নাই। আমার হস্ত সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ এই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফটিক দলশালিনী প্রফুল্ল নলিনী নির্মাণ করিয়াছিল যে, আমি তদর্শনে জলন্ত প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিলভ্রমে সভাকূট্টমেই আপনার পরিচ্ছদ উৎকৃষ্ট করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রুসম্পত্তি দশনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেই খানেই তাহাকে নিপতিত করিতাম; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও শিশুপালের অহুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতঃস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দৌখিয়া কুক, পার্থ, দ্রোণদী ও অন্যান্য জীগণ মর্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক হৃৎকের বিষয় এই যে, দিক্করণগণ আমাকে অর্দ্ধবস্ত্র দৌখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রভীতমান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া কত-ললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দূর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া হৃৎকণ্ড প্রকাশপূর্বক গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হে রাজন্! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন; ভীমসৈন্য হাসিতে হাসিতে আমাকে সঙ্গোধিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়! এদিকে দ্বার; এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরি-তাপিত হইয়াছি।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হৃদ্যোধন কহিলেন, মহারাজ! নানা ক্লেশোপকৃত ভূপালেরা রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বস্তান্ত শ্রবণ করুন; আমি সেই সভায় যে সকল রত্নজাত দেখিয়াছি, পূর্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কাষোজরাজ উর্ধ্বানর্জিত, সান্দ্রিক

বিভাগেরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিভূত পরিচ্ছদ সকল প্রদান করিয়াছেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত অশ্ব, পরিপুষ্ট হিশত উষ্ট্র ও বড়গা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণনয় কম-গুলু এবং কার্পাসিক দেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভি-বাহারে প্রবেশিত না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা কৃষ্ণাঙ্গী দাবীকণী হেমভরণ-ভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রক্ষ্মঃগর অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ষপচাব পূজাপকরণ ও গন্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিদ্ধপারে ও সমুদ্র সন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকুট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, অভোর ও কিতব্রগণ বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, সদাঃ প্রস্তুত অজাহুজ, গো, হিরণ্য, গন্ধিত, উষ্ট্র, ফলজ মূল ও নানাবিধ কঞ্চল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। স্নেহাধিপতি শোণ্যবীর্ষ্য-দম্পত্য মহারথ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত যবনগণ সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুলসমুৎত দেগশালী অশ্বসমূহ ও সন্ধ্যাবলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল; তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া গোহিনির্মিত অশ্বভূষণ ও নির্মল গজদন্ত নির্মিত তসক-শোভিত অশিসমুদায় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলি চতুর্ললাট-দেশে, কতকগুলি উকীশ্মারী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোনক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেকগুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাহারা কৃষ্ণগীব মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাস্ত আহরণ করিয়াছিলেন। বজ্রতীরসমুদ্রব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের জায় রক্ত বর্ণ, শুক্ল বর্ণ, ইক্ষ্মায়ুবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদবর্ণ, এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চান, শক ও ওড়দেশবাসী এবং বনবাসী বর্কর-জাতি; বৃষ্ণিবংশীয়, হুণদেশীয়, হিমালয়, কঠোর এবং

নীপ ও অহুপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বজ্র-তীরনিবাসীরা কৃষ্ণগীব মহাকায় শতক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশসহস্র রাস্ত প্রদান করিয়াছিল। শক, ওড়ার, কঙ্ক, রোনক ও শূন্যুক্ত মনুষ্য, উর্গাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কুটীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্মিত ব্রহ্ম বস্ত্র, মেঘগুচ্ছকোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন; এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্জুন মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক স্বর্ণ ও সর্ষপ্রকার পূজাপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পৃক্দেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আগম, যান, শব্দা, মলিকাঞ্চনখচিত গজদন্ত-বিনির্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হস্তসম্পন্ন স্বর্ণলঙ্কৃত বহুবধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারচ, অর্জুনারচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হুয়োধন করিলেন, হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্তিনী শৈলোদা নদীর উভয় কূলস্থিত কীচক ও বেণু বর্মণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মন্ত্রীপালেরা দ্রোণপরিমিত অত্যাংকুট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরি-সমুৎত পুশ্পজ স্ববাদ মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ণ মালা, উত্তর কৈলাস হইতে আকৃত বলবিধারিনী ওষধি এবং অন্যান্য পার্বত উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কার্বদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতি-বর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রুরকন্দা, ক্রুরপশু, চন্দ্রবসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম, তাহারা চন্দ্রন ও অশুভ কাঠের ভার, চন্দ্র, রত্ন, স্বর্ণ এবং নানাপ্রকার পদ্মজবা, অযুত কিরাতধারী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্বতীয় হিরণ্যপ্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কৈরাত, দরদ, দর্ক, বৈয়মক, ঔজ্বর, পারদ, বাহ্লিক, কাক্মীর, হংসকায়ন, শিবি, জিগর্ত, বোধের, মজ, কেকর, অষষ্ঠ, কোকুর, তাক্য, পল্লব, বশতি, মৌলের, ক্ষত্রক, মালব, পোণ্ডিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড ও গয়প্রভৃতি ক্ষত্রিবর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ডক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপাবরণ-প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাহাদিগকে কহিল, সমস্ত উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে মুশিক্ষিত, পরীত-প্রতিম, কবচারুত, সচস্র কঙ্কর প্রদানপূর্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্বির চতুর্দিক্ হইতে সমাগত অনাঙ্ক জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাগবাহুচর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারিশত ঘোটক এবং তুষ্ণুকনয়মে অপর একজন গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূন্যরাজ একশত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরটারাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্ত মাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বহুদান বড়-বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত বহু-দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডব-দিগকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত বড়-বিংশতি রথ এবং বজ্রার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জুনের বহু মান করত তাঁহাকে চতুর্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা এবং অর্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোক ও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্শ্বও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাধীন হইয়া থাকেন। হেম-কুন্তসমাহিত সুরভি চন্দনরস, মলয় এবং মর্দুরাচলসমুৎপন্ন চন্দন ও অমৃতকরাদি, দীপ্তিমান মণিরত্ন ও হস্ত কাকনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈভব্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আভরণ উপহার

প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়া-
 ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার স্নেহজ্ঞাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্তলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন! রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত হৃৎখে আনার মুমূর্ষা উপস্থিত হইল। মুহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্য-বর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি; রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য অর্জু-
 ন রণ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ হইবে, কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন বাঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোণায় ও প্রত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পূণ্যাহ ধনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, ভূষণাতুর অনলঙ্কৃত ও অনংকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সকলেরই ভরণ পোষণ করেন, এবং তাঁহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুকর্য্য কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রের অন্ন বাঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করাইতেছেন। মহারাজ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুজ, বামন প্রভৃতির মধো কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা খচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাকালদিগের সচিত্ত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং অন্ধক বৃক্ষাংশীয়েয়া যুদ্ধে আহুত্যা করন, এই নিমিত্ত কেবল তাহারাই কুজীপুত্রকে কর প্রদান করেন না, নতুবা আর সকল রাজারাই করদ।

দ্বিপকাশতম অধ্যায় ।

হৃদ্যোধন কহিলেন, মহারাজ! তথায় আরও দেখি-
 লাম, মহাব্রত, ধর্ম্মব্রত, মহামান্য, ধর্ম্মাশ্রয় রাজার

যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণা দানার্থ কোম কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গলকলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক, সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ-শ্বেতকায় কাষোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল স্ত্রীণী প্রীতিপূর্বক রথার্থস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিঙপাল, স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বর্ষ, মাগধমালা ও উজ্জীষ, বহুদান যষ্টিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ, মুংগা সুবর্ণযুক্ত অক্ষ, একলব্য উপানদয়ুগল, আবস্ত্য এবং অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন। চেকিতান তুণীর, কাশ্ম ধনুঃ ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধোম্য ও বাস ইহারা নারদ, অসিত ও দেুবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ, বাসদেব, পুরণ্ডরাম এবং অপরায়ণ বেদবেদাঙ্গপারগু ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, যেরূপ স্বর্গে সম্পূর্ণগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহামুনি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শস্য প্রদান করেন, কুলশোধি সেই বাক্য শস্য যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্মানির্মিত মহামুলা শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে। লোকে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গমণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই বাইতে পারে না; তথা হইতেও শস্য আনয়ন করিয়াছিল, ঐ মাঙ্গল্য শস্য বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শস্যনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল। তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্শ্ববগণ, ষ্টেছায়, গঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহারা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা ভজহু ভূপালগণকে ও আমাকে বিসমস্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জুন হঠাৎকরণে ব্রাহ্মণগণকে বিশান-

বিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রত্নদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব ময়ূ, পৃথ, বৈশা, ভগীরথ, যযাতি ও নহষ ইহাদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজত্ৰীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজস্বয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ ধারণে আর সুখ কি। জ্যোতের হীন দশা ও কনিষ্ঠের অভ্যাদয় লাভ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্বাঙ্গাচ্ছ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিবেচ্যতাব প্রকাশ করিও না। যেহেতু হইলে অশুখী ও নিপন প্রাপ্ত হয়। তোমার ভুলা মনুষ্য অবাং-পন্ন, ভুলার্থ, ভুলানির্জ ও অদ্বৈষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই ঘেয করেন না, তুল্যান্তিনান-বীর্ষ্যসম্পন্ন হইয়া কেনইবা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তি লোভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রাত্তি-ক্রমেও যেন তেজোর একরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি একরূপ যজ্ঞ-সম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তু নামক মহাগজ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেও ভূপালগণ তোমার প্রীতি সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধনগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অস-তেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ বিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, তিনিই প্রকৃত শুখী। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও যোগার্জিত ধনের রক্ষণা-বেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিত্তবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বিনি বিপৎকালে নিরাশ্রয় হইয়া থাকেন, বিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও তিন্য উপখানশীল, এত-রূপ অপ্রমত্ত ও ধনীত লোক ইহ কালে প্রয়োজ্যত করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহ ভুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব

ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়।' এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিবেচ্যতাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অদম্য আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্কর্মেদিমধ্যে বিত্তদান, বিবিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! বাদৃশ দক্ষী সুপরস আশ্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অগচ্ছ শাস্ত্রজ্ঞান আছে; সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অমুখাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহদ্রথোক্তাসংযত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থ সাধনে আপনকার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিবেচ্য করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনকার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে।

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বুদ্ধসেবী ও জিতে-প্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকর্ম্ম সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়-বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্বদা অগ্রমত চিত্তে স্বার্থ চিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি অন্তঃপ্রবৃত্তি ইহা ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকল দিকেই অশ চালনা করে, তজ্জপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে সর্ব দিকে ধাবমান হয়। যে পুত্র কিম্বা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শত্রু-ধারীদিগের শত্রুস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন

লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমুদ্রবুদ্ধিবিশয়ে অসম্ভাব্যই মূল কারণ, অতএব অসম্ভাব্যবুদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ পূর্বসম্বন্ধে ধন অন্যে বলপূর্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র “কাহারও অপ-কার করিব না” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শির-চ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্ত্ততঃ অরতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাহার অভিমত। যেমন সর্প গর্ত্তস্থ জীব-জন্তুদিগকে সংহার করে, সেইরূপ ভূমি সম্পত্তি অবিরোধী রাজাও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জ্ঞাতি অনুসারে কেহ কাহার শত্রু হইতে পারে না, সমবাসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যাদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্ত্তিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষ-মূলজ বন্যুক যেরূপ আশ্রয় বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বগবীর্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে অর্জুন! চব্বৎশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোম বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবুদ্ধির অভিল্যব করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কারণ বিক্রম সদ্যই বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে, হয় পাণ্ডব-রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীর পাত করিব। হে মহারাজ! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই; পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমাদের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, হে দুর্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুবজিৎয়ের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি তুমি মিত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্বাতকীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আশ্রয় করি। এক্ষণে স্ত্রীদ্বাকে দ্ব্যতে আহ্বান কর, আমি অক্ষ

নিষ্কেপপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষ-বিদ্যার সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তথ্যবয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষ হৃদয় জ্যা ও হৃদয়ক্ষুর্তি মদ্যের রথস্বরূপ।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষ-বিশারদ মাতুল দ্রুত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অহুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা বিহুরের শাসনাত্মবর্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্যাবধারণ করিব। দুর্যোধন কহিলেন, মহাশয়! বিহুর যেক্রপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেক্রপ আমার হিতাভিলাষী নহেন; অতএব তিনি আপনকার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়ে দুই জনের বুদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মৃত ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকাধীন অর্জু তুণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি বাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কশ্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহ-নির্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থ সংগ্রাম ঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনুবধানতা হইতেই শাণিত সারক ও অসি নিকাশিত হইবে। দুর্যোধন কহিলেন, পূর্বতন ব্যক্তির দ্রুত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুলবচনে অহুমোদন করিয়া অন্য সভা নির্মাণের অহুমতি বরুন। দুর্যোধনক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাশয়! তুমি বাহ্যিক কহিতেছ, তাহা আমার প্রেক্ষাভেদ হইতেছে না। তোমার অভিক্রটি হয়, কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অহুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিহুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয়

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশবদ নহে, কত্রিয়াস্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্তী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রুতবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাগ্রযুক্ত দুর্যোধনের মতাস্ত-সারে ভূতাবর্গকে আদেশ করিলেন, “তোমরা সহস্রশত-শোভিত হেমবৈদূর্য্যচিত্ত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণক্ষাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্মাণ কর।” সুনিপুণ শিল্পীগণ অহুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আল্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, “মহারাজ! স্বল্পকালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরঙ্গে খচিত ও বিচিত্র হেমাঙ্গনে শোভিত হইয়াছে।” তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্ৰধান বিহুরকে কহিলেন, “তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি জাতুগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুদক্ষ্যে প্রবৃত্ত হউন।”

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বিহুর কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি একরূপ অহুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলীক্ষর ও সূক্তভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিহুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্তী হইয়া চলিতেছে; অন্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্ধ্ব কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিহুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিহুর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বিজাতিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবের ভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু তাঁহার যথাবৎ

পূজাপূর্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । হে ক্ষত ! আপনার মানসিক প্রহর্ষ প্রকাশ পাইতেছে । আপনি ত কুশলে আগমন করিয়াছেন ? হৃষ্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অমুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্তী আছে ?

বিহ্বল কহিলেন, ইন্দ্রকয়ল মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া কুশলে আছেন । তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন । সম্প্রতি অক্ষয় কুশল প্রমুখপূর্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, “হে পার্শ্ব ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভামুদ্রপ এই সভা অবলোকন কর এবং হৃষ্যোধনাদির সহিত স্নহদ্যুতে প্রবৃত্ত হও । তোমার সহিত সমাগত হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না ।” হে রাজন ! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র হুরোদর বিধান করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষদেবীদিগকে দেখিবে ; এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি ; বাঁহা উচিত হয় কর । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! হুরোদর কলহের আকর ; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষ বন্ধন করে ? আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন ? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞামুবর্তী হইয়া চলি ।

বিহ্বল কহিলেন, দাত বৈ অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ; আমি তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে বদ্ধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনিও আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে বাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন্ কোন্ অক্ষদেবী তথায় বিদ্যমান আছেন ? বলুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব । বিহ্বল কহিলেন, অক্ষনিগুণ কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবীগণ সেখানে রহিয়াছে, বুঝিলাম সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি যত্ন থাকিতে পারে না । হে বিহ্বল ! পুঞ্জপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে হুরোদরদেবনে ইচ্ছা করিতেছি

না ; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব । যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না ; যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না ; ইহাই আমার সনাতন ব্রত ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অমুশাস্ত্রিকবর্ণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন, তিনি পরদিনে দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিহ্বল, অমুচর ও সহচরবর্গ সমভিযাহারে বাহুলীকষোদ্ধিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন । যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে ; সমস্ত মহাবাই পাশবন্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্তী হইয়া আছে । মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গমনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, সোমদত্ত, হৃষ্যোধন, লুলা, মৌবল, হৃঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মন্তকাছাণ করিলেন । তদনন্তর পাণ্ডবগণ ভায়াগণ পরিবৃত্ত রোহিণীর ন্যায় স্মৃগাগণ-বোষ্ট গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন । কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশস্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ বীণায়ন করিয়া অন্যান্য কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিলেন । তদনন্তর দিব্য চন্দন-ভূষিত ও কৃতাত্মিক হইয়া কল্যাণমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনাদির রমণীগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । পরপুরুষ পাণ্ডবগণ স্নেহ রাজি বাঁপন করিয়া প্রভাতে বন্ধিগণ কর্তৃক জুয়মান হইয়া শয্যা হইয়া গোজোখান করিলেন । প্রাতঃকালে সকলে কৃতাত্মিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভা-মঞ্চপে প্রবিষ্ট হইলেন ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বজোষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হই-

লেন। প্রাণটাইয়া পূজার্থ পার্শ্ববগণকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আন্তরঙ্গসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্শ্ব! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষপেপ করিয়া দ্রুতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেখ, কপট পাশ-ক্রীড়া অতি পাপজনক; ইহাতে অগুরুত্ব ও ক্ষাত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রাতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্রুতের প্রশংসা করিতেছ; দ্রুতের কপটীচারণকে কেহ প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসংপথ অবলম্বনপূর্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।

একুনি কহিলেন, মহারাজ! যিনি গণনার স্মৃতিগুণ, ধর্ম্মহার-রীতি পদ্ধতি সমুদয় সর্বিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ, ইতিকর্তব্যাত্মক আলমাসূনা, অক্ষপেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্রুতবিদ্যার গারদশী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হইবেন না। পণ্ডিত পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ কবি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমস্ত জনসমাজদর্শী মনিসত্তম অশিত্রুও দেবল কহেন যে, দ্রুতের সহিত কপট দ্রুতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্রুতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্ষ্য লোকেরা মুখে স্নেহভাষা ব্যবহার ও কপটীচারণ প্রদর্শন করেন না। অকপট, মুকুই সংপুরুষের লক্ষণ। শক্রাহুসারে ব্রাহ্মণের উপকার সাধনার্থ বস্ত্র করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। অতএব দ্রুতক্রীড়া হইতে বিরত হও, হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া জয় ও ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। ধর্ম্ম ব্যক্তি প্রকাশে সত্যতারপরতত্ত্ব হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না। শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মতাবলম্বনপূর্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, বিদ্বান্ মুখের নিকট গমন করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতকে অক্ষদ্বারা পরাজয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি শঠতা দোষাবহ

নহে। বলবীর্ষাসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধর্ম্মতা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এখানে ঐরূপ ধর্ম্মতা ধর্ম্মতাই নহে। পার্শ্ব! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্রুতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্রুত হইতেই বিরত হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্রুতে আহৃত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিতান্ত, দ্রুতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত, অতএব বল, এই লোক-সমবায় মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব। আর এখানে অন্য সন্ডিক কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর। এই কথা শুনিয়া দুর্যোধন কহিলেন, হে বিশাল্পতে! আমি সমুদায় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার নাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শিঘ্র! একজনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসম্মত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রুতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা প্রবেশ করিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিহর অনতিপ্রসন্ন মনে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। সিংহগ্রীব মহাতেজা বেদ-বেত্তা শূর ভাস্করমুষ্টি কপতিপণের মধ্যে কতকগুলি যুগল-রূপে আর কতকগুলি পৃথক পৃথক রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুহৃদ্রুত আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত্তমন্ত্রিত কাঞ্চনখচিত্র এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি বাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্ত্র কৈ?

দুর্যোধন কহিলেন, আমার বস্ত্রের মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না; সে বাহা হউক, এক্ষণে দ্রুতে জয় লাভ কর। তদনন্তর অক্ষতকুবিং শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া আমি ত এই জিহিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলাম। তাহারই জয় হইল।

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে । আইস, পরস্পর পণপূৰ্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি ; আমার একলক্ষ অষ্টসহস্র সুবর্ণপূরিত ক্রীড়া, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ হইল ।

শকুনি আমি ত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে রথ ঠেঁহাদিগকে বহন করিয়াছে, এবং কুমুদেন আয় কান্তিবিম্বিত রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব বাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচন্দ্রাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিনী জালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার শত সহস্র তক্ষশী দাসী আছে, তাহারা নানা প্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূৰ্ব্ব মালা দামে বিভাষিত, মুতাগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আশ্রয়বর্তিনী ; হে রাজন্ ! আমি এই বার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাক্ত, মেঘাবী, দাস্ত, সুবা এবং দিব্যরাজ্য অতিথি ভোজন কলাতে সমর্থ ; হে রাজন্ ! এই বার আমার সেই দাস-রূপ ধন পণ হইল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দাস্ত, দীৰ্ঘকার, রাজবহনো-চিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মত্তক হুম্ম নালার সুশোভিত, দস্ত সুদীৰ্ঘ, বর্ণ নবীনমেঘের

সদৃশ এবং সকলেই পুর ভেদ করিতে পারণ । হে রাজন্ ! আমি এই বার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার যে সমস্ত ত্রৈলোক্য পতাকা-শোভিত বিনীত অশ্বসংযোজিত যৌধোপবিষ্ট বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ কক্ক বা নাচ কক্ক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র যুজ। যেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন্ ! এই বার আমার সেই ধন পণ রহিল ।

যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে কুবটের দ্বারা শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, গন্ধর্করাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রীতিপূৰ্ব্বক অর্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোষিক পদান করিয়াছিলেন, এই বার সেই সকল আমার পণরূপ ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নানা প্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শব্দ ও রথ রহিয়াছে, এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টি-সহস্র বীর পুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন্ ! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! তাম্রপাত্র ও ধৌত-পাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চজৌগিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্বস্বাপহারিনী দ্বাতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইলে সর্বসংশয়জনী

বিহ্বল করিলেন ; মহারাজ ! যেমন মূর্খ বাস্তবিক ঔষধ সেবনে মহতী অপ্রতি জন্মে, তজ্জপ মদীর উপদেশবাক্যে আপনকার অতিরিক্তি চাইবে না ; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ।

পূর্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃতভাবে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরতকুলান্তক দুর্ঘো-
ধন তোমাদিগের বিনাশের নিদানভূত, সন্দেহ নাই ।
দুর্ঘোধানরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহ-
বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না । হে মহারাজ ! সুরাপ
বাস্তি সুরা পান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা
জানিতে পারে ? যেমন আকর্ষ্য মদ্য পান করিলে মত্ততা-
প্রযুক্ত হয়ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোন স্থানে নিপ-
তিত হইয়া থাকে । সেইরূপ হুরায়া দুর্ঘোধান দূতমদে
মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া
অগ্নিরাং তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারি-
তেছে না । হে প্রাজ্ঞ ! আমার বিদিত আছে, ভোজ-
বংশীয় একজন রাজা পুরবাসিগণের হিতার্থে স্বীয় দুর্জাত
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও
ভোজ ইহারা মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলেন । পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্তৃক
কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাঙ্কাদে
কালযাপন করিতে লাগিলেন । তুমিও অর্জুনকে নিয়োগ
কর, তিনি পাপাত্মা দুর্ঘোধানের নিগ্রহ করিলে কৌর-
বেরা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন । কা-
শ্মীরালত্যা দুর্ঘোধানের পরিবর্তে ময়ূরশাব্দীলসদৃশ পাণ্ডব-
দিগকে ক্রম করুন । মহারাজ ! আপনি শোকার্ণবে
নিমগ্ন হইবেন না । শাস্ত্রে কথিত আছে, কুল রক্ষার্থে
এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার্থে কুল
পরিত্যাগ করিবে, জনপদ রক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ
করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে ।
সর্বজ্ঞ সর্বশত্রুভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্ৰাচার্য্য, জন্তনামক
দৈত্যের পরিত্যাগকালে অশুরদিগকে কহিয়াছিলেন,
কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্য
নির্জীবন করিত, একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ
নীড়ে বাস করিতেছে, ইত্যবসরে এক রাজা তথায় উপ-
স্থিত হইলেন, তিনি সেই অষ্টপুর্ক অকৃত ব্যাপার সম-

র্শনে লোভাক্রান্ত হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার
মানসে নিরপরাধী পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন ।
এইরূপ হুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হত্যাশাস
হইলেন, এমত নহে, ভবিষ্যৎ লাভেরও সম্ভাবনা থাকিল
না ; অতএব তুমি বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের
অনিষ্টচেষ্টা করিও না, তাহা হইলে সেই মোহাক্রান্ত পক্ষি-
হস্তার ন্যায় তোমাকেও অমৃত্যু করিতে হইবে । হে
ভারত ! মালাকর যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারি
সেচনপূর্বক কুসুম চয়ন করে, তজ্জপ তুমিও পাণ্ডবপাদপে
স্নেহসলিল সেচন করিলে সূজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ
করিতে পারিবে, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায়
সমূলে দগ্ধ করিবেন না ।

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও
পুল্লগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে,
সন্দেহ নাই, কারণ পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে
দেবতা পম্বিত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের
সহিত বৃদ্ধ করিতে পারেন না ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

বিহ্বল করিলেন, দূতভোড়া কলহের মূল; দূত হইতে
পরম্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দূতই মহৎভয়ের হেতু ।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্ঘোধান ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে ।
দুর্ঘোধানের অপরাধে জ্ঞাপিতের, শাস্তনব, ভীমসেন ও
বাল্লিক ইহারা সকলেই ক্রোধ প্রাপ্ত হইবেন । যেমন
বৃষভ মত্ত হইয়া আপনায় বিবাণ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন
করে, সেইরূপ দুর্ঘোধান মত্ততাপ্রযুক্ত রাষ্ট্র চাইতে আপ-
নার কল্যাণ সূদূরপর্যন্ত করিতেছে । যেমন বালনা-
বিকচালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তজ্জপ
যেব্যক্তি পরের চিন্তাহুবর্তী হইয়া চলে, সে অচির কাল-
মধ্যে বাসিনাপন্ন হয় । পণপূর্বক জীড়ার দুর্ঘোধানের
অয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতে-
ছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম
উপস্থিত হয় । আপনি কেবল কথাতোই প্রতিকূলতাচরণ
করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃ-
করণে নিহত রহিয়াছে । কলতঃ পরম বহু যুগিতিরের
সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত তাহার সম্বন্ধ

নাই। হে প্রাতিপের! হে শাস্তনব! তোমরা কৌরব-
গণের পরিহাস বাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ-
লিত হতাশনে পতিত হইও না। যখন অজ্ঞাতশত্রু হৃদি-
ষ্টির অক্ষমদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন
না তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের মধ্যে
কেন্ বাক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হই-
বেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও
মনে মনে ছুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদিপি বহু ধন-
সম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেইবা তাঁহা-
দের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডব-
গণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষকৌড়া অবগত আছি;
সৌবল দূত কৌড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব
উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের
সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।

দ্বিবিষ্টিতম অধ্যায় ।

হৃগোধন কহিলেন, হে ক্ষতঃ! তুমি দ্বুতরাষ্ট্রতনয়-
দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকৌর্ভন করিয়া প্লাঘা
করিয়া থাক। তুমি যাহাদিগের প্রতি অমুরক্ত, তাহা
আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদের পক্ষে
বালকেরন্যায় সন্দেহ অবমাননা করিয়া থাক। লোকের
নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত
বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার
জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে।
তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত বালের ন্যায় হইয়াছ
ও মার্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিত চিন্তা করিতেছ।
লোকে কি ভর্তুহল্য ব্যক্তিকে পানী বলে না? হে বিহর!
তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না?
আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎফল লাভ করিয়াছি।
তুমি আমাদের পক্ষ বাক্য কহিও না। তুমি সত্য
আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা
কর এবং মোহবশতঃ আমাদের নিন্দা করিয়া থাক।
লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা অন্যের শত্রু হইয়া
উঠে। দেখ, শত্রুর নিকট নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া
রাখাই কর্তব্য; অতএব হে নির্ভজ! তুমি আমাদের

আশ্রিত হইয়াও কি করিয়া উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে
প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে ভিরঙ্কর কর কিন্তু
আর তুমি আমাদেরকে অবমাননা করিও না; আমরা
তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি যুদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধি গ্রহণ
কর; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকর্তৃব্য আর ব্যাপৃত থাকিও
না। হে বিহর! তুমি আমি কর্তা এই মনে করিয়া আমা-
দের অবমাননা করিও না ও আমাদেরকে পরুষোক্তি
করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা
করিয়া; হে ক্ষতঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও
না। এক জনই এই জগতের শাস্তা; দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা
নাই। সেই শাস্তা মাতৃগুরু শয়ান শিশুকেও শাসন
করেন। জল সেমন নিম্ন প্রদেশে ধাবমান হয়, তজ্জপ
আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।
যিনি মন্তক দ্বারা শৈল ভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন
করান, তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে। আর যে
ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অশুশাসন করে, সে অমিত্র।
পণ্ডিত ব্যক্তি মিথ্যতা বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন।
যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন
না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষতঃ! শত্রুপক্ষীয়
ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতকারী মহুষ্যকে স্বীয় আবাসে
রাখিবে না। অতএব হে বিহর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়
গমন কর, দেখ, অসতী জীকে উত্তনরূপে সাস্তনা করি-
লেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।

বিহর কহিলেন, হে রাজন! এই প্রকার অত্যাচার
কারণবশতঃ যে বদ্বক্তি মহুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার
সখা কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি
অগ্নেই বিরক্ত হইয়া যায়; ইহার অগ্নে সাস্তনা করিয়া
পশ্চাৎ মুখল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র!
তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ
করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্নে
এক জনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি
দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি
শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত বহুভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গল
কর হয় না। যেমন কুমারীজী বটবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পতিক
তাচ্ছল্য করে, তজ্জপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করি-
তেছ। হে রাজন! যদি তুমি সমুদায় হিতাহিত কার্য্যে

প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর তবে জী, তড় ও পঙ্ক-
প্রভৃতি বাক্তিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এত ভ্রমশূন্যে
প্রিয়ভাষী পাশাপাশি নতুবা অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয়
অপচ হিতকর বাক্যের বস্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ।
যে ধর্মনিরত বাক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত না
করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেট যথার্থ সচর।
হে মহারাজ ! এক্ষণে তুমি অব্যাহত, কটুজ, শীক,
টিক, বশোনাশক, পঙ্ক, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধু-
গণের শ্রবণ অর্থজনক বাক্য শ্রবণ কর ; আর ক্রোধাক্রি-
বার আবশ্যকতা নাই ; আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার
পুত্রগণের ধন ও গণ বন্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে
সতৃপনেষ দিরাছিলাম এক্ষণে তোমার বাচ্য ইচ্ছা তাহাই
কর ; তোমাকে নমস্কার, ব্রাহ্মণগণ আমার মঙ্গল করুন।
হে কুরুনন্দন ! পণ্ডিত বাক্তি নৈত্রি বিষয় বিষয়কে ক্রোধ-
বিত্ত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপ-
দেশ দিতেছিলাম।

ত্রিযষ্টিতম অধ্যায়ঃ

শকুনি কহিল, হে যুধিষ্ঠির ! তুমি দ্ব্যক্রীড়ায় পাণ্ডব
গণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু
অপরাজিত ধন থাকে তবে বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে
সুবলনন্দন ! আমি জানি আমার অসংখ্য ধন আছে,
তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?
আমি অযুত, প্রযুত, পশু, পক্ষ, অক্ষুদ, শস্য, মতাপ্রা
নিষর্ক, কোটি, মধ্য ও পরাঙ্গণ্যাক ধন দ্বারা এই সমস্ত
জনসমক্ষে তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিহিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয়
হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন ! বহুসংখ্যক গো,
অশ্ব, গেষু, ছাগ, মেঘ এবং সিংহনদীর পূর্বে আমার যে
সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রাখিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিহিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে সুবলান্দ্রেরই
জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! পুর, জনপদ, ভূমি,
ব্রাহ্মণধন বাহীত অমান্য ধনসমুদায় ও ব্রাহ্মণ বাহীত
অমান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে ;
এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিহিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয়
হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! এই রাজপুত্রগণ সে
সমস্ত কুণ্ডল, নিকপ্রভৃত রাজদ্রব্যে বিভূষিত হইয়া
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, এবার আমার সেই
সমুদায় অলঙ্কার পণরূপ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিহিলাম
বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলান্দ্র ! এই শ্যামকলার,
মৃগা লেহিতনেত্র, সিংহরক্ত, মহাভূজ নকুলকে পণ রাখিয়া
তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি কহিল, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির ! এই তোমার
প্রিয়, রাজপুত্র, নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে
আব কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব ? এই বলিয়া শকুনি
অক্ষ গ্রহণপূর্বক এই জিহিলাম বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ
বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! এই সমস্তদেব ধর্মো-
শাসন কবেন ; ইনি লোকে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ; ইনি
আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অবোধ্য হইলেও ইহাকে
পণ রাখিয়া তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিহিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল, এবং কহিল, এই
তোমার পরম প্রিয় মাজীপুত্রদ্বয়কে জিহিলাম ; বোধ হয়,
ভীম ও ধনঞ্জয় মাজীপুত্রদ্বয়কে অপেক্ষাও প্রিয়তর ; উভা-
দিগকে কপুনই পণ রাখিতে পারিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে নয়ানভিজ মুঢ় ! আমার সাত-
শর মঙ্গল স্বভাবসম্পন্ন ; তুমি আমাদিগের পরম্পর ভেদ
করিলে দিবার অভিল্য করিয়া নিতান্ত অধর্মচরণ
কারিতেছ।

শকুনি কহিল, হে রাজন ! প্রমত্ত বাক্তি সর্বমমো বা
স্তাপুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্মরাজ ! তুমি পাণ্ডব-

গণের জোড় এবং বরিষ্ঠ ; তোমাকে নমস্কার । তে মহা-
রাজ ! দ্ব্যতমক ব্যক্তিগণ জীড়া করিতে করিতে উদ্ভাস্তের
নায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদয় আগরণবস্তার
দূরে থাকুক, উভারা স্বপ্নেও কখন দেখে নাই ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! যিনি নৌকার নায়
আমাদিগকে সমরসাগর পার করেন, সেই অব্যতি-
নিপাতন ভূদৈনকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য
হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত জীড়া
করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে
রাজন ! এই আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্ধর
সবাসানী অর্জুনকে জয় করিলাম, এক্ষণে তোমার পরম
পেনাম্পক ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া
জীড়া কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুব্রতানন্দ ! যিনি দানবারি
পুন্দরোব নায় সংগ্রামে আমাদিগেব নেতা, যাহার তুল্য
বলবান্ এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদাযুদ্ধবিশারদ, রাজপুত্র
মহাশ্মা ভীমসেন পণেব অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ
রাখিয়া তোমার সহিত জীড়া করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তে
কৌশল্য ! তুমি বহুবিধ ধন, চতু ও অশ্বসমুদায় এবং
অভয়গণকে হুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি
অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! আমি ভ্রাতৃগণের
শ্রেষ্ঠ ও দরিদ্র ; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার
সহিত জীড়া করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তুমি
অশ্রম জিত হইয়া বৎসোন্নতি পাশ্চরণ করিলে; অস্ত্রাভ্য
ধন অবলম্বিত থাকিতে আমাকে পণিত করানিভাস্ত্র মুক্তের
কর্ম । হুরাশ্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশজীড়ার মহা-
বীর যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল । এই
হুরাশ্মা উভাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে
কহিল, হে রাজন ! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও

পরাজিত হইয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া
আপনাকে মুক্ত কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুব্রতানন্দ ! যিনি নাতিহীন
নাতিদীর্ঘ, নাতিকৃশা নাতিস্থল । যাহার রূপ লক্ষ্মীর
নায় ; কেশবলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকৃষ্ট ; নেত্রযুগল
শরৎকালীন পদ্মপত্রের নায় ; গাত্রে পদ্মগন্ধ ; চতুর্দিক
শরদ পদ্ম শোভা পায় ; যিনি অনুশংসতা, সুরূপতা, সুশী-
লতা, অমূল্যতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির তেত-
ত্বপ্রভৃতি ভক্তির জিহ্বাভিষত শুণসমুদারে বিজয়িতা ;
যিনি গোপাল ও মেঘপালগণের নিয়মাত্মসারে শেষে
নিদ্রিত ও অগ্রণে জাগরিত হইয়েন ; যিহার সশ্বেদ মুপ-
পঙ্কজ মল্লিকার নায় ; মৃদাদেশ বেদীর নায় ; সেই
সর্বাত্মসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম ।

ধর্ম্মবান্ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র
সভাসদৃ বৃদ্ধগণ তাহাকে পক্ষার করিতে লাগিলেন । সভা
একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । ভূপতিগণ শোকসাগরে
নিমগ্ন হইলেন । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাশ্রাদিগের
কণোবর হইতে সম্মুখাবি নির্গত হইতে লাগিল । বিজয়
মন্তক ধারণপূর্বক পরগের নায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত
গত-সত্ত্বের নায় অধোমুখে চিহ্না করিতে লাগিলেন ।
যুধিষ্ঠির আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন
করিতে না পারিয়া জয় হইল কি ? জয় হইল কি ? এই
কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । কণ ও দ্রু-
শাসনাদির চর্চর অর পরিচিন্তা করিগ না । অন্যান্য
সভাগণ অক্ষ মোচন করিতে লাগিলেন । হুরাশ্মা শকুনি
অজ্ঞারে মগ্ন হইয়া এই জিহ্বালাম বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ
বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

চতুঃসপ্তিতম অধ্যায় ।

হুর্যোদন কহিলেন, তে কহুঃ ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডব-
গণের প্রাণ-প্রণয়নিনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর ।
অপূর্ণাশ্রীলা ক্রুকা এপক্ষন আমিয়া দাসীগণ সমভব্যাচারে
আমাদিগের গৃহ মার্জন করুক ।

বিজয় কহিলেন, রে মূঢ় ! তুমি আপনাকে পাশবক ও
পতনোদ্ভূত না জানিয়াই এইরূপ হুর্যোদন করিতেছ । তুমি

মৃগ হইয়া অমৃগণ ব্যাসগণকে কোপিত করিতেছে। রে মন্দাশ্বন! কুরু কালভূজঙ্গণ তোমার মস্তকোপরি রহি-
রাছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কোপিত করিয়া বমালয়ে
গমনের কার্য্য করিও না। দেখ কুম্ভা কখনই দাগী হইবার
উপযুক্ত নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার
অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে নাস্ত করিয়াছেন। বংশ
যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তজ্জপ এই
মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সম্মূলে নির্মূল হইবার নিমিত্ত দাত-
ক্ৰীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে।
অস্ত্রের মর্ষপীড়া দিবে না; কাছাকেও নির্ভর বাক্য কহিবে
না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে
না; এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এতদ্ব্যতীত
বাক্য প্রয়োগ করিবে না। চূৰ্ণাক্ষ লোকের মুখ হইতে
বিনির্গত হয়, কিন্তু বাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চা-
রিত হয়, উহা তাঁহার মর্ষম্পর্ক হইয়া অহোরাত্র তাহাকে
বিস্ময় দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি
সেক্ষপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন!
কাপুরুষেরাই শত্রুর শত্রুবাৎ সহ্য করে, অতএব তোমরা
এই নীতিবাক্যের অমৃগসংপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত
শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে
শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে হৃষ্যোধন! তুমি
যেদ্রুপ চূৰ্ণাক্ষ প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনেচর,
কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্যা, কি তপস্বী, কাছাকেও ঐরূপ
কটুক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ
প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়
ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধিত
পারিতেছে না। হৃঃশাসনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দাতক্ৰীড়ায়
হৃষ্যোধনের অহুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে নম্র
হইতে পারে, প্রস্তর প্রাণিত হইতে পারে, এবং নৌকা
নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাঙ্গজ কদাচ
আমার সহপদে কৰ্ণপাত করিবে না। হৃষ্যোধন
লোভপন্ন হইয়া স্বহৃদয়ের সহপদে প্রবণ করিতেছে
না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে কুরুবংশীয়গণ অচিরে
সম্মূলে উদ্ভূত হইবে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমত্ত হৃষ্যোধন বিচরকে ধিক্,
এই কথা বলিয়া সভায় প্রাতিকামী প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি শীঘ্র বাইয়া
দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছু
মাত্র ভয় নাই, বিচর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত
বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি
অভিলাষ করেন না।

সুতপ্রাতিকামী হৃষ্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমন
করত কুকুর যেমন সিংহযুগ্মে প্রবেশ করে, তজ্জপ পাণ্ডব-
গণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে জপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দাত-
ক্ৰীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়া
ছিলেন, হৃষ্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে
বাজসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কৰ্ম্ম-
করীর ন্যায় কৰ্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া
যাইতে আসিয়াছি। দ্রৌপদী কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্!
তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য কহিতেছ; কোন্ রাজপুত্র
পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,
রাজা দাতমদে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার কি অন্য কোন
পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, হে
দ্রৌপদী! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া
অগ্রে ভ্রাতৃগণকে তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাৎ
তোমাকে হরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী
কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধি-
ষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে
দাতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে সূতাঙ্গ! তুমি
যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এখানে আগমন-
পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত
হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।

প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক
ভূপতিমণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য
কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া
তাঁহাকে দাত সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে,

কি তাঁহাকে হুঃশাসনরূপে বিসর্জন করিয়াছেন ?” ধর্ম-
নন্দন প্রাতিকামির মুখে জ্যোপদীর এই বাক্য শ্রবণান্তর
অম্পনের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না ।
তখন হুঃশাসন কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্ ! পাকালী এই
স্থানে আসিয়া তাহার বাহা প্রাণ থাকে করুক সভাস্থ সমু-
দায় জনগণ তাহার ও বুদ্ধিতির প্রয়োজন শ্রবণ করুন ।

স্বত প্রাতিকামী হুঃশাসনের বচনান্তসারে পুনর্বার
পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্বক হুঃশাসনের ন্যায় জ্যোপ-
দীকে কহিল, হে রাজপুত্র ! সভাগণ তোমাকে আহ্বান
করিতেছেন, খোদ হয়, এই বার কুরুকুল সম্মেল উন্মূলিত
হইল । পাপাত্মা হুঃশাসন ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে
তথায় লটয়া যাইবার মানস করিয়াছে । জ্যোপদী কহি-
লেন, হে স্বতনন্দন ! বিধাতাই একরূপ বিধান করিয়া-
ছেন । পৃথীতলে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমরা সেই
ধর্ম রক্ষা করিব । বক্ষ্যামি ধর্ম অপশাই আমাদিগের
শান্তি বিধান করিবেন । আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম যেন
কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন । হে স্বতনন্দন ! তুমি
সভাগণ সমীপে যাইয়া ধর্মতঃ আমার কি করা কর্তব্য,
জিজ্ঞাসা কর ; সেই নরশালী বরিষ্ঠ ধর্মাত্মাগণ বাহা কহি-
বেন ; আমি নিশ্চয় তাহাই করিব ।

প্রাতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বচন শ্রবণান্তর সভায়
গমন করিয়া সভাগণসমীপে তাঁহার বাক্য কহিল । সভা-
গণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, হুঃশাসনের আগ্র-
হাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না । তখন ধর্মাত্মা
বুদ্ধিতির হুঃশাসনের অভিপ্রায় বুঝিয়া জ্যোপদীর নিকট
দ্রুত প্রেরণ করিলেন ; এবং কহিয়া দিলেন যে, একবজ্রা
অধোনিবী, রজঃস্রগা পাকালী রোদন করিতে করিতে
খুত্তরের সমীপে সমুপস্থিত হউন । দ্রুত ধর্মরাজের আদে-
শানুসারে সম্মুখে কক্ষার ভবনে গমন করত বুদ্ধিতির
বাক্য নিবেদন করিল । মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি
চঃখিত হইয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন । হুঃশাসন
হুঃশাসন পাণ্ডবগণের বিবর বদন নিরীকণে সাতিশয়
সঙ্কট হইয়া প্রাতিকামীকে কহিল, হে প্রাতিকামিন্ !
তুমি এই স্থানে জ্যোপদীকে আমনন কর, কৌরবগণ
তাহার সম্মুখে তাহার প্রেরণ উত্তর করুন । প্রাতিকামী
হুঃশাসনের বশবর্তী ; কিন্তু জ্যোপদীর তরে ভীত হইয়া

মান পরিত্যাগপূর্বক পুনর্বার সভাগণকে জিজ্ঞাসা করিল,
আমি কক্ষাকে কি বলিব । তখন হুঃশাসন প্রাতিকামীর
প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্বক স্বীয় অমুজ হুঃশাসনকে সন্মো-
ধন করিয়া কহিলেন, হে হুঃশাসন ! এই স্বতপুত্র প্রাতি-
কামী নিত্যন্ত অল্পচেতাঃ ; এ বুদ্ধোদরকে ভয় করে,
তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আমনন কর, অবশ শত্রুগণ
তোমার কি করিতে পারিবে ?

হুঃশাসন হুঃশাসন হুঃশাসনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্ত
নয়নে হুঃশাসন গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকটনে
প্রবেশপূর্বক জ্যোপদীকে কহিল, হে পাকালি ! তুমি
দ্রুতে পরাজিত হইয়াছ ; আমার সহিত আগমন করিয়া
লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক হুঃশাসনকে অবলোকন কর । হে
কমলনয়নে ! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর ; আমরা
তোমাকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছি ; সভায় আগমন কর ।
জ্যোপদী হুঃশাসন হুঃশাসনের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় চঃখিত
ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীর্ণগের সমীপে
দ্রুতবেগে গমন করিলেন । হুঃশাসন জ্যোপদীর
তর্জন গর্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া
বলপূর্বক কেশ গ্রহণ করিল । আহা ! যে কুণ্ডলকলাপ
ইতিপূর্বে রাজহৃদয়ের অবতৃপ্তমানসময়ে মন্ত্রপুত জল
দ্বারা দ্রুত হইয়াছিল, এক্ষণে হুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডব-
গণকে পরাভব করত সেই চিকুরচর বলপূর্বক গ্রহণ
করিল । হুঃশাসন হুঃশাসন সনাধা কক্ষাকে অনাধার জায়
কেশাকর্ষণপূর্বক সভাসমীপে আগমন করিল । দীর্ঘকেশী
জ্যোপদী বাতবেগে উল্লসিত কদলীপত্রের ঠার কম্পিত
হইতে হইতে অতিবিনীত বচনে কহিলেন, হে হুঃশাসন !
আমি রজঃস্রগা হইয়াছি ; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি ;
এ অবস্থায় আমাকে সভায় লটয়া যাওয়া উচিত নহে ।
হুঃশাসন হুঃশাসন তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া দ্রুতরূপে
কেশাকর্ষণপূর্বক কহিল, হে যাজ্ঞসেনি ! তুমি রজঃস্রগাই
হও, একাধরাই হও, বা বিবজ্রাই হও ; দ্রুতে নির্জিত
হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপত্নীর দ্বায়
দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে । জ্যোপদী এইরূপ
কটুবাক্যে অতীব পীড়িত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনায় নিমিত্ত হা
কৃষ্ণ ! হা অর্জুন ! হা হরে ! হা নর ! বলিয়া চীৎকার
করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

তখন হুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্তনশীল ও পতিভাঙ্গবসনা ক্রপদনন্দিনী এককালে লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন ; রে ছুরাশ্ব ! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রভূত্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার একুণ অবস্থার থাকা নিতান্ত অহুচিত । রে নৃশংসকারিন্ ! তুই আমাকে বিবজ্রা করিস্ না ; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না । মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিবেশিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন । আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাহ্য করি না । রে ছুরাশ্ব ! আমি রজঃবলা ; তুই কুরুবংশীর বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিহ্ ; ইহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উর্দ্ধাদিগেরও ইচ্ছাতে অনুমোদন আছে । হায় ! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে বিষ্ণু । কজ্জধর্ম্মজগৎপের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বেছেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন । বৃক্শলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণ ও দুর্ব্বোধনের এই অধর্ম্মাশুঠান অনারসে উপেক্ষা করিতেছেন ।

দ্রৌপদী করুণ স্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধ-কল্মিত কলেবর ভর্জুগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত রক্তাক্ত কটাক্ষপাতে বাতুল হুঃখিত হইলেন ; সমুদায় রাজ্য ধন বিবিধ বহুমূল্য রত্নসম্পদ বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের ভাদৃশ কোতর হইল না । ছুরাশ্ব হুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিংসজ্ঞপ্রাস করিল, এবং দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল । কর্ণসাতিশয় ছুট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন ; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে ক্ষণকালে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হুঃখিত হইলেন ।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সন্দোষক করিয়া কহিলেন, হে

হুতগে ! এমিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না । ওদিকে জী স্বামীর অধীন, এই উত্তর পক্ষই তুলাবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের বার্থ উত্তর বিবেচনার অসমর্থ হইতেছি । দেখ, ধর্ম্মাত্মা বৃষ্ণিষ্ণু সমুদায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে এক পদও বিচলিত হইতে পারেন না ; বিশেষতঃ তিনি আপনায় মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে আমি পরাজিত হইয়াছি ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের বার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না । শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় অধিতীর্ষ ; বৃষ্ণিষ্ণু স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী ; বিশেষতঃ তিনি আপনি তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না ।

দ্রৌপদী কহিলেন, ছুরাশ্ব দ্যুতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যুতক্রীড়ায় অহুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যুতক্রীড়াবি হইলেন ? কুরুপাণ্ডবাগ্ৰগণ্য মহারাজ বৃষ্ণিষ্ণু ছুরাশ্বাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সতিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে ; উনি পক্ষাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন । বাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন ।

পাণ্ডালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; ছুরাশ্ব হুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষবাক্য কহিতে লাগিল । বৃকোদর রজঃবলা পতিভোক্তরীয়া আকুবামনা ক্রপদতনয়ার সেইরূপ অহুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে বৃষ্ণিষ্ণুর প্রতি সাক্ষিয় ক্রোধাবিত হইয়া উঠিলেন ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ভীষ্মেন কহিলেন, হে বৃষ্ণিষ্ণু ! দ্যুতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বৈজ্ঞানিকগণের পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না ; তাহারা তাহাদের প্রতিও ক্রীড়া করে ।

ধাতক ! দেখ, কাশীর ও অন্যান্য ভূপালগণ বে সমুদ্র ধন, উত্তমোত্তম ক্রযজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন তৎসমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শক্রগণ দূতে পরাজয় করি-
রাছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায্য হইয়াছে। দেখ, দুরাশ্রম কুশ্রাশ্রম কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডব-প্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্রেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধাবিত হইয়াছি; অন্য তোমার বাহুঘর ভঙ্গসাৎ করিব; সহদেব ! দুরার অগ্নি আনয়ন কর।

তখন অর্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন ! তুমি পূর্বে কদাপি উদুশ চরিত্র্য প্রয়োগ কর নাই; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শক্রগণ তোমার ধর্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর ! শক্রগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্মচরণ কর; ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শক্রগণ কর্তৃক দূতে আহৃত হইয়া ক্ষত্রধর্মাসূ-
সারে তাহাদের অভিলাষানুসারে ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্ ঘস্কর। ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্মাসূসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উহার বাহুঘর ভঙ্গ করি নাই।

যুতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে হুংখিত এবং ক্রপদ-
নন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সঙ্ঘো-
ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ ! বাজসেনী
যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয়
বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার না করিলে
আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম,
যুতরাষ্ট্র ও মহামতি বিষ্ণু, ইহঁদের আসিয়া এ বিষয়ে
কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ-ও কৃপ, ইহঁদের কোন
কথা কহিতেছেন না কেন ? আর যে সকল ভূপাল চতু-
র্দিকে বলিয়া আছেন, তাহারও কাম ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক
যথামতি বলুন। দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন,
তাহার কোন পক্ষ কাহার অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া
বল। এইক্ষণে মহাত্মা দ্বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে তিনি
সভাসমূহকে তাহার নিকট বারংবার অনুরোধ করিলেন,

তাহাতে কোন ব্যক্তিই বাধু কি অস্বাধু কিছুই কহিলেন
না; তখন তিনি হস্তে হস্ত নিশ্চেষণ করিয়া নির্যাস-পরি-
ত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহী-
পালেরা বলুন, আর মাই বলুন; আমি বাহা ন্যায্য
বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া
পাকেন যে, রাজাদিগের বাসন চতুর্বিধ; প্রথম যুগ্মা,
দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় হুরোদর, চতুর্থ অভয়া বিষয়ে
অভয়াসুরাগ; মহাবোরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে
ধর্ম হইতে দূরীভূত হুয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যাসক্ত পুরু-
ষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহুত
যুধিষ্ঠির ব্যাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন;
বিশেষতঃ এই অনিষিত রমণী পাণ্ডবগণের সম্ভারণী
ভার্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্বে
স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বববজ্জিত হইয়াছেন;
এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোন্নয়ন করিতে
ছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়-
লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভ্যগণ এই
কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুল রবে বিকর্ণের প্রশংসা
ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

সেই তুযুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধের
ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে
লাগিল, হে বিকর্ণ ! এই সভায় অহবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হই-
তেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে,
তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই সকল ভূপালেরা
দ্রৌপদীর প্রবর্তনাগরতন্ত্র হইয়া ও যে কিছু কহিতেছেন
না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা পাকালীকে ধর্মন্তঃ
জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বাস্তবিক-
সুলভ অসহিবৃত্তায় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে হুবিজ্ঞোচিত
বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ,
ধর্মবিষয়ে যথার্থ অভিজ্ঞ নাই, তজ্জন্যই জয়লব্ধ
দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন
যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বের পণ করিলেন, আর দ্রৌপদী সেই
সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কথা জয়লব্ধ নহে কি
প্রকারে জানিলে ? পাণ্ডবদিগের অনুরোধসেই দ্রৌপ-
দীর নাম উল্লেখ করা বাইতেছে, কি নিমিত্ত দ্রৌপদী
তোমার মতে জয়লব্ধ হইতেছে ? অথবা একবস্ত্র

জৌপদীকে সভার আনয়ন করা হইয়াছে ইহাই কি অর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে? এক্ষণে তাহার কারণও প্রবণ কর, দেবতারা জৌপদীকে একমাত্র ভক্তাই বিধান করিয়াছেন, জৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভক্তার বশবর্তিনী হইয়াছে, তখন ইনি বারজী তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্যের বিষয় নহে। জৌপদী ও পাণ্ডবগণের বাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদায়ই ধ্বংস করিয়াছে; অতএব হে হুঃশাসন! বিকর্ণ অতিবালক, তুমিই পাণ্ডবগণের ও জৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর হুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্বক জৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে জৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা হুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাবোশিন! বিশ্বাত্মন! বিশ্বভাখন! আমি কুরুমধ্যে অবসর হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিজ্ঞাপ কর। সেই হুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবশুভীতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কুরুগময় কেশব যাজ্ঞসেনীর কুরুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে জৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। ছুরাত্মা হুঃশাসন জৌপদীকে বিবসন করিবার নিমিত্ত তাহার বস্ত্র বত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা! ধর্ম-প্রভাবে নানারাগবিরাগ-রঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাকৃত হইতে লাগিল। তদর্শনে সভামধ্যে বোরতর কলহব আরম্ভ হইল। মহাপালগণ হুঃশাসনকে তৎসনা করত ক্রপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার ওষ্ঠ-ধ্বংস জৌপদীর বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, তিনি করে করে নিশ্চেষ্টপূর্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে লোক-বাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর, কেহ কখন এক্ষণ কহে নাই এবং কহিতেও পারি/ব না, বদ্যাপি আমি যুদ্ধে বলপূর্বক এই ভারতাদম পাশাপাশী হুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কুখির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবশ্রকার ভীম বাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃশাসনের কুংসা করত তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

যখন হুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভাগণ দিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিককে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, সজ্জনগণ পুত্রমাতৃকে নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সর্বধর্মশ্রদ্ধা বিহুর উৎকিষ্ট বাহু দ্বারা সভাসদগণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভাগণ! ক্রপদনন্দিনী বাহী জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার নাম পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্জু বাক্তি প্রজ্জলিত চতুর্শনের নাম সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে সত্য এবং ধর্ম দ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন। আর্জুবাক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম-প্রেমের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাভাবগ-বিবর্জিত হইয়া জৌপদীকৃত প্রেমের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞাহুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রেমের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচার সম্মান্বে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্মদর্শী সভা চিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্থে কল প্রাপ্ত হন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার কল ভোগ করেন সন্দেহ নাই। এই কালে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞা এবং আর্জুর সন্নিহিত বাহাদুর্য্যক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

পূর্বে দৈত্যাধিরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র-সুধমার প্রতি উপজ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পরস্পর আমি জ্যেষ্ঠ আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া কন্যা লাভস্পৃহায় প্রাণপর্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈতহোজ ! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না। প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধমা রোষবশে প্রজ্জ্বলিত ত্রক্ষদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। রে প্রহ্লাদ ! যদি তুমি মিথ্যা বলি, অথবা প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখি, তাহা হইলে দেব-রাজ উল্ল বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক শতদা বিদীর্ণ করিবেন। সুধমা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ বাধিত মনে কশাপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহা-ভাগ ! আপনি দৈব ও অস্ত্রের ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরূপ উপস্থিত হই-
য়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রহ্লাদের প্রকৃত প্রভাত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন কোন লোক তাঁহার ভোগা হইয়া থাকে, বলুন ; এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে। কশাপ কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রহ্লাদের প্রকৃত প্রভাত্তর না দেয়, এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার সত্য সংখ্যক বাক্য পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসংসারে তাহা-
দিগের এক একটি মাত্র পাশ বিযুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

ধর্ম্ম অর্ধর্ম্ম দ্বারা অহুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন চানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সত্য তথ্য উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে। বাহ্যিক নিমিত্ত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দ্যবাদিমধ্যে যিনি সূর্য্যশ্রেষ্ঠ, উচ্চাতে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্তৃপক্ষীরদিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথার নিম্নার্ধ ব্যক্তির নিন্দ্যবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থলে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যপণ পাপপুণ্য করেন, কিন্তু যিনি কর্ত্তা তাঁহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্যিক মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাঁহাদিগের পর ও অপর একোনপক্ষাশ্রয়

ট্টে ও পূর্ত্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। দ্ব্যতসূর্য্য ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বর্ণভ্রষ্ট ও খণীর যে দুঃখ, পতিহীন স্ত্রী ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির যে দুঃখ, অপুত্র ও রাস্ত্রী কর্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসঙ্গে জীলোকের এবং কপট সাক্ষী কর্তৃক চলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশা-ধিপতির এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও এই সমস্ত দুঃখ ঘটয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোকে সাক্ষী বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থ বিহীন হয় না।

প্রহ্লাদ কশাপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, বৎস ! সুধমা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধমার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব এই সুধমাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন। সুধমা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

এইরূপে উপাধ্যান সমাপন করিয়া বিদূর কহিলেন, এক্ষণে সভ্যেরা এই পরম ধর্ম্মোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সচ্ছাত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন। বিদূরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ সমস্ত পার্শ্ববেরা কিছুই প্রভাত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ হুঃশাসনকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, হে হুঃশাসন ! এক্ষণে দাঁসী, দ্রোপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র হুঃশাসন বেপমানা সলজ্জা অনাথা দ্রোপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায় ।

দ্রোপদী কহিলেন, রে হুঃশাসন হুঃশাসন ! তুমি কর্ণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রেই তাহার প্রভাত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করার আমি একান্ত বিফলা হইয়াছি, এবং কোরব সভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অগ্রিয়

কহিতেছি, পূর্বে এই সকল অগ্রিম বাক্য একবারও বুঝে
আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি ?

তখন হুঃখে নিত্যস্ত কাতরা জ্যোপদী সতামধ্যে নিপ-
তিতা হইয়া এই প্রকারে আর্তবরে বিলাপ ও পরিভাপ
করিতে লাগিলেন । হায় ! আমি স্বরস্বরকালে রঙ্গমধ্যে
সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়া-
ছিলাম, ইতিপূর্বে বাহ্যেরা আর আনাকে দেখেন নাই,
এক্ষণে আমি তাহাদেরই সম্মুখে সতামধ্যে উপস্থিত হই-
রাছি । যাহাকে পূর্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য-পর্ষ্যস্ত
দেখিতে পান নাই, এক্ষণে তাহাকে সতামধ্যে সর্ব জন-
সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল । যে পাণ্ডবেরা পূর্বে
গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু-স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারি-
তেন না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই এই ভ্রাতৃ আ হুঃশাসন
আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনারাসেই সহ্য করিয়া
আছেন । সেই কৌরববর্গই মূরাকে ক্রেশে ক্লিষ্টমান্য

দেখিয়া অনারাসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে
স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটয়া থাকে ।
আমি জীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি
কষ্ট আছে । গুনিয়াছি ধর্মপরাগণা জীলোকে সতামধ্যে
আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সত্যপ্রবেশ
করিয়াছে, এক্ষণে ক্ষতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম
কোথায় রহিল । যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্মিণী পার্শ্বতের
ভগিনী কৃষ্ণের প্রিয়সখী জ্যোপদীকে সত্য আনিরাছে,
তখন কৌরবদিগের পূর্বপুরুষপরাগত নিত্যধর্ম নষ্ট
হইল । আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সখ্যা ভাষ্যা, আমাকে
দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই সম্মত আছি । এই
জুহাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দূত হুঃশাসন বলপূর্বক
আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্রেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য
করিতে পারি না । হে ভূপালগণ ! আমাকে জিতা বা
অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রাণ করিয়াছি, তাহার
প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে বাহা বলিবেন তাহাই করিব ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি ! ধর্মের গতি অতি
সূক্ষ্ম, বিজেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন
না । বলবান লোক ধর্মাত্মসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু
সেই ধর্ম অতিক্রান্ত হইয়া অধর্মকে প্রাণ দিতেছে ।
কার্যের সূক্ষ্ম গহন ও গৌরবপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার

এই প্রাণের সিদ্ধান্তকে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না ।
কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব
বোধ হয়, অচিরেই ইহাদিগের বংশলোপ হইবে । তুমি
যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত
হুঃখাতিহত হইলেও কদাপি ধর্ম হইতে বিচলিত হয় না,
অতএব হে পাণ্ডালি ! তুমি এইরূপ চরবস্থাভূত হইয়াও
যে ধর্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই
হইয়াছে । এই সমস্ত ধর্মবেত্তা বৃদ্ধ জ্যোপদী গতাত্ম
ন্যায় আনত হইয়া পূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন,
এক্ষণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রাণের যেরূপ সিদ্ধান্ত করি-
বেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হই-
রাছ, ইনি তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন ।

অকুসংস্থিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যস্ত সমস্ত রাজগণ বাহুবল-
ভীত কুরুদিগের ন্যায় বাস্পাকুললোচনা জ্যোপদীকে
নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে
পারিলেন না । তাহার মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া
দ্রুপদ্যাদন জ্যোপদীকে কহিলেন, যাক্সেনি ! এক্ষণে
তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর,
ইহারা তোমার প্রাণের উত্তর করিবেন । তাহার তোমার
নিমিত্ত অন্য লোক মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার
করুন, এবং সেই ধর্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে
দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন । এই সমস্ত কৌরবেরা
তোমার দূঃখে বৎসরোন্মত্তি দূষিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ
তোমার স্বামীদিগের হৃদ্যাগম দর্শন করিয়া ইহারা কখনই
যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না । সত্যসক্ মহাত্মা
যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তিনি বাহা কহিবেন, অবিলম্বে
তাহা প্রুতিপালন করিবে । সত্যেরা কুরুরাজের বাক্য
প্রবণানন্তর তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন,
এ বিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল । কৌরবেরা ও
কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কোতুলকাকাত হইয়া হর্ষেৎ-
কুর লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে
লাগিলেন, দেখ, ধর্মকি বলেন ; এবং ভীম, অর্জুন,
নকুল ও সহদেব ইহাদিগেরই বা কতকি ।

আর্তিনাদ নিরন্তর হইলে ভীমসেন ভূজোভোলন-পূর্বক কহিলেন, যদি এই উদারস্বভাব ভুলপতি ধর্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই কন্স্যা করিতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও ভগ্নসার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আমাদের পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি, সন্দেহ কি? আমার প্রভুকে থাকিলে কি অন্য পাকালির কেশাকর্ষণ করিয়া হুয়ায়া জীবিত থাকিতে পারে? কি করি ধর্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভূজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না, নতুবা আমার ভূজান্তরে নিপতিত হইলে ইচ্ছাও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্মরাজ কটাক্ষে অমুমতি করেন, তাহা হইলে যুগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে, তরুণ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাশায়া ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজলিত হইতেছে দেখিয়া ভীম, দ্রোণ ও বিহুর তাঁহাকে সোধোন করিয়া কহিলেন, ভীম! কাত্ত হও তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীম, বিহুর ও দ্রোণাচার্য এই তিন জন সবল আছেন, ইহারা স্বীয় স্বামীকে ছুই বলিয়া থাকেন; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাছা করেন, কিন্তু ব্যর্থ করেন না। আর দাস, পুত্র ও অশ্বত্থা নারী এই তিন জন অধন। দাসের পত্নী ও তাঁহার সখীরা খন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অমু-মতিক্রমে তুমি রাজত্ববনে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারের অন্তর্গত হও; হে রাজপুত্র! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যেব্যক্তি তোমাকে দ্বাভে পরাজিত হইয়া দানীত্বস্থলে বন্ধ না করে, কুহি এমন একজনকে পতিয়ে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্বাভে পরাজিত হইয়াছেন, কুহি নারী হইয়াছে, আর ঐ পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার অজ্ঞান অবিশ্যাসভা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিগাত্য করেন না; তিনি

এই সভামধ্যে রূপদাক্ষকে দ্বাভমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব-পেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত নিখাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি হৃতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাকালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া দ্বা করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পক্ষবোদ্ধি করিতে পারিত?

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্যোধন ভূকীভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সোধোন করিয়া কহিলেন, হে নৃপতে! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত; এক্ষণে বল, ক্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না? ঐখর্যমদে মত্ত হুয়ায়া দুর্যোধন ধর্মরাজকে এইরূপ ক্রহিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্বক সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুলা দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদর্শনে লাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে পরাধাতে এই উরু উন্নত না করি, তাহা হইলে অস্ত্রে আমার পিতৃলাকের সমান গতি হইবে না। অমরী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকেটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিহুর কহিলেন, হে পার্শ্ববর্গ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন; নিশ্চয় রোধ হই-তেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণ! তোমরা অন্যায় দ্ব্যতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু সভামধ্যে জী নাই। বিবর্ত করিতেছ। তোমাদের যোগ্যকর্ম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল; তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ। হে ক্রৌপদগণ! সভামধ্যে অধর্মপ্রচলন হইলে সমুদায় সভ্য যুধিষ্ঠির হয়;

একপে আমার ধর্ম্য বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি বুদ্ধিগণ আত্মপরাজয়ের পূর্বে জ্যোপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার বথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে বস্তুনির্জিত ধনের ন্যায়; অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইরা ধর্ম্মচ্যুত হইও না।

দুর্যোধন বিহুরের বাক্যবশানে জ্যোপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাজসেনি! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত; যদি তাঁহারা বুদ্ধিগণকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে, তোমার দাসীষ মোচন হইবে। তখন অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, একপে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট আপনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন।

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমনত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে গোমায়ু ও গর্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক পক্ষিগণ চতুর্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণে বিহুর ও সুবল-নন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। নিদান ভীম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তৎক্ষণে বিহুর ও গান্ধারী ঐ ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নির্বেদন করিলেন।

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্বিনীত দুর্যোধন! তুই একবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মী জ্যোপদীকে সতামধো সম্ভাবণ করিতেছিল। পরম প্রাজ্ঞ বাজবগণ, হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সাঙ্ঘনাবাক্যে জ্যোপদীকে কহিলেন, হে ক্রপদন্তনয়ে! তুমি আমার নিকট বীর অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্যোপদী কহিলেন হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্বধর্ম্ম-বৃত্ত শ্রীমান্ বুদ্ধিগণ দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনায়

পুত্রগণ যেন ঐ সমস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিদ্যা যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিদ্যা রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লাভিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষাত্মক এই বর প্রদান করিলাম; একপে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

জ্যোপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সর্ব সপরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনী! আমি তোমার প্রার্থনাত্মক বর প্রদান করিলাম; একপে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার বথার্থ সংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্যোপদী কহিলেন, হে ভগবন! লোভ ধর্ম্মনাশের তেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। একপে আমার পতিগণ দাসত্ব রূপ নারক পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন; উহারা পুণ্য কর্ম্মাহুতান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সকল অসামান্য রূপবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রী-লোকের এতাদৃশ কর্ম্ম প্রতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক জ্যোপদ্যতন্ত্র হইয়াছিলেন, একপে জ্যোপদী কৃতীপুত্রগণের শান্তিবরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ হৃৎকর জল প্রাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাকালী তরলী হইয়া তাঁহাদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।

অর্জুন, ভীমেন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্যোধনকে এইরূপে কহিলেন, “হে স্ত্রী পাণ্ডবগণের পতি হইল।” এই কহিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া, কহিতে লাগিলেন,

হে ধনঞ্জয় ! দেবল কহিয়াছেন যে পুরুষ গতপ্রাণ, অপবিত্র এবং জাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপভ্রাতা, কর্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাঁহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদী হুঃশাসন কর্তৃক অভি-মুষ্ট হওয়াতে এই অভিমুষ্টজ সন্তান কি প্রকারে জ্যোতিঃ-স্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।

অর্জুন কহিলেন, হীন ব্যক্তি পরুষ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া ভ্রম্ননা করেন না; তাঁহারা কেবল সংকার্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতে দেন না।

ভীম অর্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! আমাদের যে সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সভা-তেই কিংবা এতদন হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া সমূলে উন্মূলিত করিব। অথবা বিবাদ বা বাগ্ধিতগুণ আর প্রয়ো-জন কি; অদ্য এই সভাতেই সমুদায় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন। ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগ-সমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুচুমুচুঃ উদ্ভিগে দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন, অক্লিষ্টকন্ধ্যা পার্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধতা করিলে, তিনি অকৃতকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠি-লেন, রোষবশে তাঁহার শ্রোত্রাদি দেহরক্ষ হইতে সধুম-ক্ষুণ্ণ ও শিথাসহিত হতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রকটীভয়ঙ্কর হইয়া যুগাস্তকালীন কৃত-স্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে নিবৃত্ত হও বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগি-লেন।

একসপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্ ! আমরা কি করিব অহু-মতি করুন; আপনি আমাদের সৈন্য; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অজাতশত্রু ! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর; আমি অমুজ্ঞা করিতেছি সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্বক আপনার রাজ্য অন্তশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি ধর্মের স্বল্পগতি বুঝিয়াছ; বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। অদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাহারা বৈরা-চরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারা উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্বক কেবল শত্রুকৃত সং-কার্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার পরাশ্রয় থাকেন। অদম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষবাক্য না কহিলেও মধ্যম পুরুষেরা কঠোর বাক্য তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সজপ্রকার অহিত পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সংকার্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হন এবং কাহারও অর্থ ও ধন্যবাদ অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্থাভ্যুৎপত্তিঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত ! দুর্যোগ্যদের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণপ্রাতিহাশুণে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্ব্যতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, শেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অহুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্ ! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্তা এবং সর্কশাস্ত্রবিশারদ ধীমান বিহর ময়ী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য, বৃকোদ্ররে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশ্রদ্ধা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব হে বৎস ! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি থাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর, ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাতৃ এবং তোমার মন ধর্মে অহুরক্ত হউক।

ବୈଶମ୍ପାୟନ କହିଲେନ, ଜନମେଜୟ ! ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ-
ରାଜ ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ଏହି ଏକାର ଅଭିହିତ ହେଲା ଶିଟୀଚାର ଶ୍ରଦ୍ଧ-
ର୍ଶନପୂର୍ବକ ବ୍ରାତ୍ସଗ୍ନ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସହିତ ମେଘସଂହାର ରଥେ
ଆରୋହଣ କରିବା ଛଟାଚିତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହେ ଗ୍ରହାଣ କରିଲେନ ।

ଦ୍ଵାତ ପକ୍ଷ ସମାପ୍ତ ।

ଅଭ୍ୟୁତ ପର୍ବଦ୍ଵାୟ ।

ଦ୍ଵିସମ୍ପ୍ରତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଜନମେଜୟ କ'ହଲେନ, ହେ ତପୋଧନ ! ଧନରଞ୍ଜ-ସମସ୍ଥିତ
ପାଣ୍ଡବଗଣ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅବ-
ଗତ ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ଧୃଷ୍ଣୋଧନାଦିର ମନ କିରୂପ ଚିତ୍ତ ? ବୈଶ-
ମ୍ପାୟନ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ତର କରିଲେନ, ମହାରାଜ ! ତୁମ୍ଭେ ସାମାନ୍ୟ ଧୀମାନ୍
ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଣ୍ଡବେବା ଅଭ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅବ-
ଗତ ହେଲା ଅନତିବିଳମ୍ବେ ନିଜ ସହୋଦର ସମସ୍ତ ଧୃଷ୍ଣୋଧନର
ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଶ୍ରୁତି ମନେ କହିଲେନ, ହେ ମହା-
ରଥ ! ଆମରା ଅତୀବ କ୍ରେଶେ ସେ ସମସ୍ତ ଜବା ସଂହାର କରିବାଛି,
ସୁଦ୍ଧ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେନ, ଅଧିକାଂଶ ଶତ୍ରୁ-
ଦିଗେ ଓ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତେ ଭାଗ ମନ୍ଦ ଧାତା ହୟ,
ତୋମରାହି ବିବେଚନା କର ।

ଏହି କଥା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ଧୃଷ୍ଣୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକୁନି
ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ଉପର ଏବାସ୍ତୁ ଅଭିମାନପୂର୍ବକ ହେଲା
ଫତଗମନେ ମହାରାଜ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର ପରିଧାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେନ,
ଏବଂ ବିନୀତ ହୋଇ ସଂସାଧନପୂର୍ବକ କହିଲେନ, ମହାରାଜ !
ଦେବପୁରୋହିତ ବୃହସ୍ପତି ଦିଶାବିପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୋଽହୋପାଦେଶ
ଶ୍ରଦ୍ଧାନକାଳେ ସେ କଥା କହିବାଛନ୍ତିଲେନ, ବୋଧ ହୟ, ଆପଣ
ତାହା ଅବଗତ ନହେନ । ହେ ଶତ୍ରୁନିହନ୍ତ ! ସମସ୍ତ ଉପାୟ
ଦ୍ଵାରା ଶତ୍ରୁସଂହାର କରା ଅତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତାହାରା ସୁଦ୍ଧ ଓ ବଳ
ପ୍ରୟୋଗପୂର୍ବକ ଆପନକାର ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲେ, ଅତଏବ
ଯଦି ଏକାନ୍ତେ ଆମରା ପାଣ୍ଡବଜନ ଧନ ଧାରା ଶ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ
କରିବା ମହୀପାଳଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରି ; ତାହା ହେଲେ
ଆମାଦିଗେର ହାନି କି ? ଦେବୁନ, ପ୍ରାଣ ସଂହାରୋଦାତ କ୍ରୋଧାକ୍ତ
ଭୃଷ୍ଣଦିଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ପୃଷ୍ଠଦେଶେ ରାଧିବା କେ ପରିତ୍ୟାଗ ପାଟେ
ପାରେ ? ପାଣ୍ଡବେରା ଅନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ରଥାବୋଧପୂର୍ବକ
କ୍ରୋଧାକ୍ତ ଭୃଷ୍ଣେର ନାୟ ଆପନାର ବଂଶ ନାଶ କରିଦେ

ଉଦାତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶୁଣିଲାମ, ଅର୍ଜୁନ ଜୁନୀର ଓ ବନ୍ଧୁଗ୍ରହଣ-
ପୂର୍ବକ ଗୁଣ୍ଡଲେ ଗମନ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବ ଧାରଣ
କରିବା ବାରଂବାର ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଵାସ ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତତ୍ଵତଃ
ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ । ଭୀମ ଅବିଳମ୍ବେ ରଥ ଯୋଜନା
କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ଗଦା ଉଦାତ କରତ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ଗତ
ହେଉଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ ଓ ସତ୍ୟଦେବ ଇହୀନା ଧନୁ ଓ
ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଘିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ । ତାହାରା
ସକାଳେ ଉଦ୍ଘାତ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହସ୍ତାନ୍ତ ସଂହାରପୂର୍ବକ
ସୈନା ଆକ୍ରମଣେର ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମରା
ତାହାଦିଗେର ଏକବାର ଅପକାର କରିବାଛି, ଆମ ତାହାରା
ଆମାଦିଗେ କ୍ଷମା କରିବେ ନା । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରାବରୁଣ
କ୍ରେଶ କେ ସତ୍ୟ କବିରା ଧାକିବେ ? ହେ ମହାରାଜ ! ଆମରା
ବନବାସ ପଣ ରାଧିବା ପୁନର୍ବାର ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ସହିତ ପାଶ-
କ୍ରୋଡ଼ା କରିବ । ଆମରା ଯଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାତ, ଏହି ବାରେଟି ଆମରା
ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ରାଧିବା । ତାହାରା ବା
ଆମରା ଚିତ୍ତ, ଦ୍ଵାତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ବହୁଲାଜିନ ପରିଧାନ-
ପୂର୍ବକ ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ସଂସାଧନେ ନିମିତ୍ତ ବନପ୍ରାପ୍ତି କରିବ । ଏକ
ବଂସର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ବଂସର ଜ୍ଞାତ ଏହି ଧୃଷ୍ଣଦେଶ
ବଂସର ଧାତାବା ବା ଆମରା ଚିତ୍ତ, ପାରଜନଗଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟାହାର
ଅରଣ୍ୟେ ବାସ କରିବ, ଅତଏବ ଆପଣ ଦ୍ଵାତ ଅଭ୍ୟୁତ ପାଦନ
କରନ୍ତ । ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ଅତି ନିକ୍ଷେପପୂର୍ବକ ପୁନର୍ବାର
ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ା କରିଦେଲେ ଚିତ୍ତ । ଫଳତଃ ଏକାନ୍ତେ ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ା
ଆମାଦିଗେର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଶକୁନି ଅକ୍ଷୟିନୀୟ ବିଳ-
କ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବାଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ! ଆମରା
ମିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରମ ଉଦ୍ଘାତ ମହାବଳ ବହୁଳ ବାହନୀ-
ଗଣଙ୍କେ ସଂହାର କରତ ରାଜପଦେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏକାନ୍ତେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବେରା ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ବଂସର ଉତ୍ତମାଧନ କରିଦେ
ପାରେ, ତାହା ହେଲେ ଆମରା ଆପନକାର ଇଚ୍ଛାଧୁସାରେ ତାହା-
ଦିଗେ ପରାଜୟ କରିଦେ ପାରିବ ।

ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କହିଲେନ, ବଂସ ! ତୁମି କେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଣ୍ଡବ-
ଦିଗେ ଆନୟନ କର, ତାହାରା ଆସିବା ପୁନର୍ବାର ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ାର
ପ୍ରବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତ । ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାଲାଗି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମୋ-
ଦତ୍ତ, ବାହ୍ଲୀକ, ବିହର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ଅନ୍ଧଧାରା ବୈଶ୍ୟାପୁତ୍ର
ସୁସୁନ୍ଦର, ଭୃଷ୍ଣବାଂ, ଶାଞ୍ଜୁନକ୍ଷଣ ଭୀମ ଓ ବିକ୍ରମାଦିତି
ସଭାସ୍ଥଗଣ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର ନିବେଦ କରିବା କାହଲେନ, ମହାରାଜ !
ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରସଂହାର ଚିତ୍ତ । ତୁମ୍ଭେ ପୁଣ୍ୟବଂସର ମହାରାଜ

ধৃতরাষ্ট্র অর্ধদশী স্তব্ধবর্ণকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডব-
দিগকে আহ্বান করিতে অভিলষ করিলেন ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্ন ধর্ম-
পরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহে ধৃতষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ !
তুষোধান জন্ম গ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন,
এই কুলপাণ্ডুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল
হইবে । আর তুষোধান জাতমাত্র গর্দভের ন্যায় চীৎকার
কারয়াছিল । তুষোধান আমাদিগের কুলান্তক । ফলতঃ
একণে আপনি আত্মদোষে বিপদমাগরে নিমগ্ন হইবেন
না, দুর্বিনীত বাণকের কথায় কদাচ অন্তঃসন্দেহ করিবেন
না । এই যোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হত্যাশ্রম
করিতেছেন ? সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ
করিয়া থাকে ? নির্যাসপ্রায় অশ্লিষ্ট প্রজাতি হইতে
পারেন, একণে অবিরোধী শাস্ত্রস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে
কুপিত করিবে ? হে মহারাজ ! আপনকার আদর্শ
কিছুই নাই, তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ
দিব । জ্ঞানশাস্ত্র নিগ্রাণ্ড নিরোধের অস্ত্রকরণে কদাচ
শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারেন না । বাণস্বভাবে
বুদ্ধিভাব অবলম্বন করা একান্ত অসম্ভব । একণে আপন-
কার সম্মানেরা আপনাই অজ্ঞা পালন করিবে, ভয়মনাঃ
হইরা যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে ।
একণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাণ্ডুল
তুষোধানকে পরিত্যাগ করুন । হেনরনাথ ! আপনি
পুণ্যসংগতাবশীতঃ তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদ-
শন করিয়াছিলেন, একণে তাহাই কুলান্তক ফল উপ-
স্থিত হইয়াছে । শাস্ত্র, ধর্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে
আপনকার যেক্রপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহা যেন অবিকৃত
ভাবেই থাকে । অসমীক্ষকারিতা আপনকার নিগ্রাণ্ড
দোষাবহ । দেখুন, ক্রূরহস্তে নিপতিত হইলে রাজলক্ষ্য
ক্ষণধ্বংসিণী হয়, কিন্তু সরলের রাজশ্রী পরপুরুষপরম্পরা-
গত পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্যর্ধদশী স্তব্ধবর্ণী গান্ধারীর
উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! যদি

বংশনাশ হয় তাহা নিবারণ করিতে পারিব না কিন্তু
পুত্রেরা যেক্রপ উচ্চা করিতেছে, তাহার অনাথা না হউক,
পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহারাদিকে দূতাবাস্ত করিতে
হইবে ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তুষোধান ধীমান ধৃত-
রাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুদিষ্টিরকে কহিলেন, হে পার্শ্ব !
এই সভামণ্ডো বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, একণে
পিহা আদেশ করিতেছেন, আইস, অক্ষ নিষ্কপপূর্বক
দূতাবাস্ত করি । তখন যুদিষ্টিব প্রত্যাশ্রয় করিলেন,
লোকে দৈববলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে,
অতএব যদি পুনর্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল ভাগ্যে
যাহা আছে, কখনই তাহার অনাথা হইবে না । আমি
বুদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দূত আহত হইয়াছি, তদু-
পেক্ষা দূত ক্ষয়কর জানিয়াও একণে তদ্বিষয়ে পরাশ্রয়
হইতে পারি না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভীষ্মের তেজস্বয়
কলেবর হইয়া নিগ্রাণ্ড অসম্ভব উচ্চা জানিয়াও রঘুকুল-
তিলক রাজা রামচন্দ্র বর্ণমুগলুক হইয়াছিলেন, অতঃ
লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির বাহ্যক্রম
ঘটিয়া থাকে ।

অনন্তর যুদিষ্টি এই কথা বলিয়া ভাটগণের সহিত
মৌনভাব অবলম্বন করিয়া বহিলেন এবং সৌবলের
নায়বল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্বার দূত আসক্ত হই-
লেন । তাহাও পুনরায় দূতসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহা-
দিগের স্তব্ধবর্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহারা
বহুবিধ ভয় সম্মুখাগে কালান্তিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু
দৈব সর্বলোক সংহাবার্থে তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া
দূত প্রেরণ করিলেন । শকুনি যুদিষ্টিরকে সংবাদন করিয়া
কহিলেন, মহারাজ ! বুদ্ধ রাজা আপনাদগকে যে অর্থ
প্রত্যাশন করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু একণে
এক মহাবন পণ অব্যবহিত হইয়াছে এবং করুন । আমরা
আপনাদিগের নিকট দূত প্রেরণ হইলে ক্রতস্ব
পরিবানপূর্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর

অজ্ঞাত বাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা অসী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধানপূর্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আত্মন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষ নিক্ষেপপূর্বক পুনর্বার দূতায়ত্ত করি।

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশ-বাস্ত চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্বক কহিলেন, হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বাঁপাটের হস্তক্ষেপ করাইতেছ কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারি-তেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্বার দূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, হে শকুনে! মন্ত্রলা ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দূতে আহৃত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস এক্ষণে দূতায়ত্ত করি। শকুনি কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেঘ, অজ, গজ, সমস্ত দাস দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থ এই সকল একটি পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদেরকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আত্মন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ায়ত্ত করি। তখন যুধিষ্ঠির তাহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করি-মাত্র তাহার জয়লাভ হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দূতে পরা-জিত হইয়া বনবাসে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে হুঃশাসন তাহাদিগকে অজিনসংবৃত্ত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্য-

ভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, এক্ষণে একমাত্র হুঃখোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুঃখবস্তাপন্ন হইলেন। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জিত ও কৃতসংকল্প হইয়া বনপ্রবেশ করি-তেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাষার দিব্যাস্বর বলপূর্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্বপ্রতিজ্ঞাহুসারে কুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাহার ক্রীবা। হে দ্রৌপদী! তুমি নির্ধন অমর্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়-সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে খন্ডন করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ঠিচ্ছা হয়, পতিত বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দাস্ত কৌরব সতামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাদিগের এক জনকে পতিত বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুঃখভাগিনী হইতে হইবে না। যাদৃশ যশুতিল ও চর্ম্ম-ময় মৃগ নিস্ত্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। যশুতিলের উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।

মহারাজ! এইরূপে সেই নৃশংস হুঃশাসন অশেষ পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্বক পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিল। ভীম-সেন তাহার নিতান্ত হুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈশ্বরে যথোচিত ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে ক্রুর! পাপাচারু-পরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই ক্ষম্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্, তুই রাজগণ-মধ্যে গাঙ্কারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মপ্রাণা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদের বর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমিও এইরূপে তোমার চর্ম্ম ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হইয়া তোমার অহুভূতি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর বনালয়ে গমন করিতে হইবে।

নিরাক্ষর ছুশাসন অভিনয়ধারী বিবাসিত ভীমসেনকে গুরু গুরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, রে নৃশংস ছুশাসন ! শঠতাপূর্বক ধনসম্পত্তি অপচয়ণ করিয়া পরম্বাক্য প্রয়োগ বা আত্ম-শ্লাঘা করা কি উচিত ? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃবল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কৃত্তীপুত্র ব্রহ্মকানর যেন পুণালোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচিরকাল মধ্যে সমুদ্র ধাউরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শাস্তি লাভ করিব।

পাণ্ডবগণ সত্য হইতে বর্জিত হইতেছেন, পশ্চাত্তাপ নরাদম দুর্ঘোষন ভদ্রী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কোস্তরগণের অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধানবেগ সংবরণপূর্বক নিকৃষ্ট হইতে হইতে অর্জুনকে পবিত্রীকৃত করিয়া দুর্ঘোষনকে কহিলেন, রে মূঢ় ! আমি তোমাদিগকে সশ্রমে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যাহার দিতেছি, তুমি এ সকল কার্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সত্যমধ্যে পুনঃ মূঢ়কণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা টকা অবশ্যই সফল করিবেন ; আমি দুর্ঘোষনকে নিহত করিব, এবং ধনঞ্জয় কর্তৃক, সতদেব অক্ষয় শকুনিকে বিনষ্ট করিবে, আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্ঘোষনকে সংহার করিব, ইহার আপাদ মস্তক ভূমিতে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক নিষ্ঠুর ছুরায়া ছুশাসনের রক্ত পান করিব।

অর্জুন কহিলেন, হে ভীম ! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সত্যক অবগত হওয়া যায় না, প্রয়োজন বর্ষ অতীত হইলে বাহা হইবে, উহার। তাহা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, পৃথিবী ; দুর্ঘোষন, ছুশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই চুই চকুটের শোণিত পান করিবেন। অর্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন ! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাঘেব-পরবশ, বক্রা ও আত্ম-শ্লাঘা-সম্পন্ন কর্তৃক রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের মৃত্যু করিবার নিমিত্ত আমি শর দ্বারা কর্ণ ও শকুনির লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। বক্রা ও আত্ম-শ্লাঘা-সম্পন্ন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। পাণ্ডব-তাদৃশদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। উপযুক্ত বিচলিত হয়, সূর্য্য নিম্নত হইবে, চন্দ্রের চীৎকার, তখন, তখন আমার প্রতিজ্ঞা অনাথা হইবে। কেন দশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্ঘোষন আমা পাণ্ডব করিয়া যদি রাক্ষা প্রত্যাশ্রয় না করে, তাহা নিরপরাধী এই সমস্ত ঘটবে। নির্দোষসত্ত্বে

অর্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয়রা উত্তিত ? বধসাপন করিতে উচ্চা করিয়া ক্রোধের আশ্রয় করিয়া পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, রে মৌবল ! আমি কর্ণ-অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, কল-দি তোমার নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তেই, তাহারা চিস্তা ভীম তোকে ও তোর বন্ধুগণের প্রাণ কর, করিয়া দাড়া কহিলেন, আমি সেই সহই, ঠান করিব। রে জীব ! যদি তুই ক্ষতাপ করিতে থাকিস, তাহা হইলে আমি তোকে ও কর্ণ অরুণা-দিগকে বলপূর্বক হনন করিব। দেগের শোকে

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করি নানা প্রকার যে ধূতরাষ্ট্রপুস্ত্রেরা দুর্ঘোষনের প্রাণ অত্যন্ত নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়া প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রাণ বনপ্রস্থান প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা ক সমস্ত অবগত প্রেরিত এই সকল দ্রুতদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নৈকক্ষ প্রিষ্ঠা পূর্ণীকে ধার্ত্তর প্রত্যা করিব। র অস্ত্র-প্রচরণ

এইরূপে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। সন্নিধানে গমন করিল। ইরা ক্ষত্র বিদ্র

বিদ্রুত ধূতরাষ্ট্র
ভিতে তাহাকে

যটসুপ্তিতম রূপা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এক্ষণে আমি পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, তনয়, সৌর্য্যদত্ত, বিদ্রুত, ধূতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সত্যসদৃশের নিকট বিদ্রুত লইয়া

দিগের সচিত্র সাক্ষ্য করিব। তাঁহার
নৃ-যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন
নে তাঁহার শুভাহ্বান করিতে লাগিলেন।
বসাবা, পুণা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন
ট্ট উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা
কুবকাল স্থখে অভিযাত্রন করিয়াছেন;
একত চটরা আমার আবাসে বাস করুন।
তোমাংগের সর্বত্র মঙ্গল হউক। পাণ্ড-
বলিয়া নিবেদন করিলেন, মহাপর!
কী পিতৃবা, আমরাও আপনার একান্ত
তে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা
ভা কর্তব্য, যেহেতু আপনি পরম শুক।
হাঁ যদিও আর কিছু কর্তব্য থাকে,
যেকন। বিদুর কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির!
শর্ম্মাচরণপূরক কেত জয়গাত করিতে
দ্বৈপায়ন চটলে বংগেরানান্তি মনস্তাপ
যুগ্মি শর্ম্মজ, ধনস্বয়, যুদ্ধে ভেতা, ভীমসেন
ইহাশ্বসংগ্রহী, সচদেব সংঘনী, ধোমা
লী দ্রোণদী শর্ম্মচারিনী। তোমরা
হে প্রিয়দর্শন, সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ
হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তোমরা
কি হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষ
অক্ষয়শক্তি ও ইহাকে উপহাস করিতে
কোঁর্কে চিমাচলে মেক সাবর্ণী কর্তৃক
পরণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট
অরওক্ত রামের নিকট উপদেষ্ট হইয়াচ,
বৎসর নিকট জান লাভ করিয়াচ এবং
বাস মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াচ। দেবর্ষি
বাক্যে বিষয়ে পরিগ্রেসক এই ধোমা
মাত হে পাণ্ডক! যুদ্ধকাণীন অধিগ্রণ-
বুদ্ধিগতি পরিভাগ করিও না; তুমি
রাজ্য করিয়াচ, স্তুতিতে রাজলোক-
ভ, শর্ম্মাচরণে অক্ষয়কে অতিক্রম
জিত্রকে জিত্রিয়াচ, ক্রোধ সহরণে
অজিনানাতার কুবেরকে পরাজয় করি-
তাঁহাধীন করিয়াচ, কমাণ্ডবে পৃথিবীকে

অতিক্রম করিয়াচ, তেজে স্বর্ষ্যদেবকে হর করিয়াচ এবং
বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াচ। তোমাংগের সর্বত্র
মঙ্গল হউক। নির্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্বার সাক্ষ্য
হইবে। হে কোঁর্ক! তুমি সমুদায় কর্তব্যবিধির উপদেষ্ট
হইয়াচ, অতএব যখন বাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল
সম্পাদন করিও।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্তৃক এইরূপ অতিহিত
চটরা যে আজ্ঞা বলিয়া জীয় ও জোণকে অভিযাত্রন-
পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততম অধ্যায় ।

দৈশম্পায়ন কহিলেন, তিনি প্রস্থান করিলে পর
দ্রোণদী বিষয় মনে পৃথাসম্মিধানে উপনীত চটরা তাঁহাকে
এবং তদ্রূপ অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্থ বন্দনা ও
আলিঙ্গন করত স্বামীর্ অল্পময়নের প্রার্থনা করিতে
পাশ্চবাস্তঃপুরে মহান্ আর্জুনিয়ার চটতে লাগিল। কুন্তী
দ্রোণদীকে গমনোদ্যাত দেখিয়া শোক বিহ্বলা ও সান্তি-
শয় কাতরা হইয়া গল্পদ্বয়ের অতিকটে কহিলেন, বৎস!
হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি
জীৱন্তাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাক্ষী, ও সমাচারবতী, তোমার
শ্রুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর্ প্রতি
কিরূপ বাহ্যিক করিতে হক, তাহা তোমাকে উপদেশ
দিবার আবশ্যক নাই। হে অনন্য! কোঁর্কবেরা পরম
ভাগ্যবান, যেহেতু তোমার কোশাললে তাহারা দগ্ধ হয়
নাই। বৎসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভাহ্বান করি-
তেছি; তুমি বজ্রকণ্ঠ গমন কর; পথে কিছুনাও অমঙ্গল
হউবে না। ভবিতব্যতা অশ্বত্থীর জানিয়া বুদ্ধিমতী
জীৱ চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি শুভজন ও ধর্ম
কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচির কালমধ্যে শ্রেয়লাভ
করিবে, সন্দেহ নাই। বনে সর্বদা যজ্ঞপূর্বক সহদেবের
রক্ষণাবেক্ষণ করিও; তিনি যেন এই হুঃখ হুঃখ পাইয়া
বিষয় না হন। যুদ্ধবধী দ্রোণদী যে আজ্ঞা বলিয়া
শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্বক অবিবরণবিগলিত
জলধারাগুল লোচনে অমাধার স্নায় প্রবাহ করিলেন।
তিনি অশ্রুপূর্ণ হইয়া ধীনধীনের স্নায় গমন করিতেছেন।

নেই
বস্ত্রপন্ন
পাতিত,
ধনমদে মত্ত
ছিল, একপে
পবেশ করি-
ব্যাস্বর
করুচর্ম্ম
সদশ
তাভারাই
হাপ্রোজ
ইত্র পুণ্য
ব। হে
পাত্তরীয়-
থিয়া কি
ধাতিবে
কৌরব
জনকে
এইরূপ
ও চর্ম্ম-
ধাড়ে।
দিগের
ব।
পকৃষ
ভীম-
করিয়া
খাচিত
চারু-
কে,
জিগণ-
একপে
র্ষ ভেদ
র্ষ ছেদ
হইয়া
কালয়ে

দেখিয়া পলা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; নিরুদ্ধ গমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের বস্ত্রভঙ্গিবিহীন; যুগচন্দ্র পরিধান করিয়া সজ্জানন্দ মুখে গমন করিতেছেন; সজ্জার কট্টিতে চতুর্দিক বেটন করিয়া রহিয়াছে এবং একদিকবগল শোকাবৃত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিভাণ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কৃত্তী পুত্রদিগকে হননস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্বক নানাপ্রকার দিলাপ ও পরিভাণ করত কহিলেন, তায় কি বিধিবিপর্যায়! বাহ্যিক ভ্রমেও অসম্মুখে পদাৰ্পণ করে নাউ, সর্বদা য'গ যজ্ঞের অত্যাচারে তৎপর, অকপট ভক্তিসম্বন্ধে দেবর্চনা করে, উদ্যমভাণ ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই নিম্ন নাসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাভাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাষ্যদেব বলিতে চাইব। আমি অতি হতভাগিনী, আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত অশেষ দুঃখালঙ্ঘন হইলেও প্রেমাদিগকে এই দুঃসহ ভ্রম ও অসত্য ক্লেম ভোগ করিতে চাইল। তোমরা অসাধারণ বল, নীচ, ভেদ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীন হীনের ন্যায় বিরূপে দুর্গম বনহলিতে বাস করবে। যদিও পুত্র জ্ঞানিত পার্থক্যে, তোমাদিগকে বনে বাস করিতে চাইল, তাহা হইলে পাণ্ডব মরণান্তর আর আমরা বাধ্যবশে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই মনা, তাঁহাকে এই দুর্ভিক্ষই বরণ্য সহ্য করিতে হইল না, তান পরম স্নেহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এবং সেই সত্যজিগ্ঞান সম্পন্ন মাত্রীও পরম ধনা, যে তেজ তাঁহাকেও পুত্রদিগের দুঃখতা সন্দর্শন করিতে হইল না। আমি অতি পাপীমণী, সাদৃশ্য হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে অসুখে কষ্ট নাই, আমার জীবিতকাল খিঙ্ক, অসুখে যে কত ক্লেশ আছে, কিছুই বলিতে পার না, তে পুত্রগণ! আমি বহুকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি। তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তোমাদিগের সন্তিত বনে গমন করিব, যদিও এমন সংপূর্ণ আমি কখনই পরিভ্যাগ করিতে পারিব না, তা বৎসে জ্যোপদ। তুমিও কি আমাকে পরিভ্যাগ করবে। বৃক, বিপত্তা অত্যাচারে আমার অস্ত্র বিপদ করিতে দ্বিভূত হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেম জীবিত রহিত। হা তুচ্ছ! তুমি কোথায়

রহিলে! শীঘ্র আবাদিগের পরিভ্যাগ কর, তুমি সকলের জ্ঞানকর্তা, এই নিমিত্ত মোকে বিপদে পড়িয়া হইলে উঠেঃপরে তোমাকে অরণ করে, অতএব কোথায় যেন, তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, ইহারা স্নেহ প্রভাগ করিবার উপায় নহে, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীম, শ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ উপস্থিত হইল। হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপদেরা তোমার নিরপরাধী পুত্রদিগকে কণ্টদ্বায়ে পরাজিত করিয়া নির্দাসিত করে। নাথ! এমন সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত? বৎস সতদেব। তুমি নিরুদ্ধ হও, কৃপাজের ন্যায় আমাকে পরিভ্যাগ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি কণ্ঠকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরমধর্ম বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিরা আমার পরিভ্যাগ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অল্পতম ধর্ম প্রাপ্ত হইবে।

পুত্রবৎসলা কৃত্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিভাণ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাহনপূর্বক অরণ্যভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিহ্বল পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া শোকবিহ্বলা কৃত্তীকে নানাপ্রকার অশ্রাস প্রদানপূর্বক ধীরে, ধীরে তাঁহাকে অতঃপরে প্রবেশ করাইলেন। যতরাষ্ট্র পত্নীগণ কৃষ্ণার বনপ্রাণ ও দ্বাতনগুলে তাঁহার কেশকর্ষণরত্ন সমস্ত অংগত হইয়া কোরবদিগকে নিন্দা করত মুক্তকণ্ঠে অভ্যর্থন করিতে লাগিলেন এবং কপালে করার্ণব করিয়া অনেকক্ষণ চিৎকার করিলেন। তখন রাজা যতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অজ্ঞাতচরণ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সাতিশর উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাকুল ও ইতিকর্তব্যাহবিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিহ্বল সরিধানে দ্রুত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিহ্বল যতরাষ্ট্র সন্নে উপনীত হইলে, রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টম স্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন করিলেন, জনস্বর রাজা যতরাষ্ট্র সত্যজিগ্ঞান বিহ্বলকে লগ্নভ জ্ঞানিয়া ভীতচিত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ

করিলেন, হে কন্তা! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সনাতাজী, নকুল, সহদেব, ধোম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কিপ্রকারে গমন করিতেছেন বল; আমি তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিহ্বল করিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনায় যুগ্মশূল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুবল অবলোকন করিত গমন করিতেছেন; সনাতাজী বালুকা বণন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ বাটতেছেন; সহদেব আলিঙ্গিত মুখে ও পরশুসেন নকুল আকুল দন্দে ধূলিধূসরিত কণেবরে জোড়ের অঙ্গুগত হইয়াছেন। আরতলোচনা সুকুমারী ক্রমকুমারী আলুসারিত কেশপাশে যুগ্মশূল অশুভিত্তি করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অঙ্গগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধোম্য, যামা, সাম ও রোহি মন্ত্রসকল গান করত পথে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন।

যুতরাষ্ট্র বিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিহ্বল! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহাদের কারণ কি?

বিহ্বল করিলেন, হে রাজন্! ধোম্য যুধিষ্ঠির আপনায় যুগ্মশূল কর্তৃক ষষ্ঠতাপ্পরক হুতরাজ্য ও হুতসর্ষপ হইলেও তাঁহার বুদ্ধি মর্ষ হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি হর্ষোৎপাদনাদির প্রতি নিয়ত ককণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে চলপূরক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রবর নিম্নীকৃত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দৃষ্টি হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি যুগ্মশূল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুবল-দর্শি ভীমসেন “বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই,” এই মনে করিয়া শক্রগণের প্রতি বাহুবলের অঙ্গরূপ কন্দ করিতে ইচ্ছা করত বাহুবল প্রসারিত করিয়া বাটতেছেন। যনজর শব্দবর্ণন ক্রোধে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন; তিনি হুগত বালুকাবর্ষণের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শব্দবর্ণন করবেন; কেহ চিন্তিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আলিঙ্গিত হইয়াছেন। নকুল জীগণের মনমোহিনী মূর্তি গোপন করার আশয়ে সর্ষপ পাণ্ডুলিঙ্গ করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্জবলনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে করিতেছেন, আমি তাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দশ বর্ষ

তাঁহাদের রজস্বলা ভাব্যারা, পতি পুত্র বহুবাহুবল পিনটে হইলে শোণিতদিকালী, মুক্তকেশী ও মুক্ততর্পণা হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিবে। কুশহস্ত ধোম্য পুরোহিত “ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুত্ব এইরূপ সাম গান করিবে” এই কথা কহিয়া সাম ও যামা গান করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরবণ শোণিত চতুর্দশ হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, “হে দেব, আমাদের রক্ষাকর্ত্তারা গমন করিতেছেন; কুরুকুল গণের চেষ্টা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অহং-এ তাঁহাদের আচরণে দিক; তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্র হইতে নিব্বাসিত করিলেন; আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম; দুর্কিনীত লোকপতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের ক্রোধ কোথায়?” পুরাণিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডববধ ও আকার উদ্ভিত দ্বারা মনোগত বাবসায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেট মতাপকাষরা তপ্তিনা হইতে প্রস্থান করিল পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উদ্ধাপাত হইতে লাগিল; এবং রাহুগ্রহ বিনাশক দিবাকরকে গ্রাস করিল; মাংসভোজী গরু, গেঁমাষ ও বারসগণ দেবালয়, অশ্বখান, বৃক্ষ, পাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার হর্মস্থান ভরতকুল বিনাশের নিমিত্ত এই সকল আশঙ্কাত্মক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন করিলেন, হে জনমেজয়! ধোম্য বিহ্বল এবং রাজা যুতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন কবিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষিপরিত্র দেবর্ষিসত্তম নারদ সভান্থে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভরতের নাকো কহিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দশ বর্ষে হর্ষোৎপাদনের অপব্যুৎপাদন এবং ভীমার্জুনের বলে কুরুকুল নিম্নীকৃত হইবে। তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূরক শীঘ্র আকাশপথ অবলম্বন করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর হর্ষোৎপাদন, বর্ষ এবং স্থবলনন্দন শকুনি জ্ঞোণাচায্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সমুদায় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিল।

জ্ঞোণাচায্য, অসহিষ্ণু হর্ষোৎপাদন, হুণাসন ও বর্ষ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে

অবধা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত সর্ব প্রবন্ধে অসম্মত ধার্ত্ত্যবোধকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যাহা হউক, অতঃপর দৈবই মূল্যধার। পাণ্ডব-গণ ধর্ম্মভা পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদের অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ত্র্যম্বক্য আচরণ করিয়া প্রত্যেক জন্য রোষ ও অমর্ষপরবশ হইয়া বৈরনির্বাচন করিবেন। আমিও সখিবিগ্রহে ক্রপদ রাজাকে রাজ্য-চ্যুত করিলে, তিনি আমার প্রাণগংহারের নিমিত্ত বজ্র করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধর্ম্ম, কবচ ও শরণার্থী অগ্নিবর্ণ ধূতৈশ্বর্য পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিলিতা দ্রৌপদী কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধূতৈশ্বর্য পাণ্ডবগণের শালক; তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তম হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্ত্যধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। “ধূতৈশ্বর্য দ্রোণের মৃত্যু-স্বকপ” এই কথা বিশেষরূপে প্রণীত আছে, ক্রপদনন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈরনির্বাচনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী ক্রপদ তাঁহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জুন রথী এবং মহারথ গণনাসময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই স্বপ্ন হেমন্তকালীন তালছায়ার ন্যায় সুহৃদুর্ভাষ্য স্ত্রী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর; ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্বক বিচুরকে সঞ্চোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষতঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাশ্রিত কর। যদি তাহারা প্রত্যাশ্রিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শত্রু, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সংকৃত করিয়া বিদায় কর।

নবসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ার পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র ছঃখিত হইয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সসাগরা বহুদূরার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিবাদে কারণ কি? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারথ মহাবীর ধৃষ্টদিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা, তাহাদের নির্কিষাদ অগ্নের অগোচর। তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। বৎকালে তোমার পুত্র ত্র্যম্বক পাণ্ডবসহস্রাবধী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে; মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ ও বিচুর তাহাকে বারম্বার নিবেদন করিয়াছিলেন। দুরাশ্রা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া স্তূতপুত্র প্রাতি-কামীকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাজয় করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ঈতিকর্ত্তব্য-বিমুঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অনয় নয়ের ন্যায় অনর্থ অনর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদাত্ত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাঁহার প্রভাবেই লোকে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়। দুরাশ্রা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুলতাও সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, সর্বধর্ম্মজ্ঞা, বশস্বিনী অযো-নিজা, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দুরাশ্রা দ্যুতসমুৎপাদক ব্যতীত আর কাহার সাহস হয়? রজস্বলা শোণিতপরিপ্লুতা ক্রপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে দ্রুতরাজ্য, দ্রুতবজ্র, দ্রুতশ্রীক, সর্বকাম-বিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষারোপে অগত্যা বলবিক্রম প্রকাশে ওদাসীনা অবলম্বন করিলেন। দুরাশ্রা ত্র্যম্বক ও কর্ণ, সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও ক্রপদনন্দনকে কটুক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদায় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পতিব্রতা ক্রপদনন্দিনী

দ্ব্যধিতাতঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত
মেদিনীমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া যায় ; বোধ হয়, অদ্য আমার
পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্মচারিণী রূপবোধন-
শালিনী পাণ্ডব-প্রণয়িনী পাকালরাজনন্দিনীকে সভার
সমাগত দেখিয়া পাকালরাজ প্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ
ও সুসুন্দর প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল।
তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অশ্রুশোচন করে।
জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাকালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে
যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সারাহে অগ্নিহোজে হোম
করেন না। তৎকালে মহাঘোর নির্ধাতশব্দ, উচ্চাপাত,
শূণ্যগ্রহণপ্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল ;
প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারেণে মহাভয় উপস্থিত হইল ;
হঠাৎ রথশালা দৃষ্ট হইতে লাগিল ; কুরুকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত
ধ্বংসমুদয় ভয় হইয়া ভূমিসাৎ হইল ; শূণ্য সকল
দ্রাব্যধনের অগ্নিহোজগৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার
করিতে লাগিল এবং গর্দভগণ চতুর্দিকে শব্দ করিতে
লাগিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও
বাল্মীকি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি
বিহ্বলের পরমর্শাভাসে দ্রৌপদীকে তাঁহার অভিলষিত
বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম। পাকালীও আমার নিকট
বর প্রার্থনায় পাণ্ডবগণের অদাসতরূপ বর লইলেন।

হে সজ্ঞ! তদনন্তর সর্বধর্মনিঃ বিহ্বল আমাকে

কহিলেন যে, পাকালরাজনন্দিনী ককাদিকার লক্ষ্মী, ইনি
যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আমার নিত্যার
নাই ; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ,
পাকালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছে। উহার
এতদূর ক্রেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনও ভয়
থাকিতে পারিবেন না। বৃষ্টি ও মহারথ পাকালী-
সত্যসন্ধ বাহুদেব কর্তৃক সুরক্ষিত। অর্জুন পাকালগণে
পরিবৃত হইয়া আসিবেন, এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-
সেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে
করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই
অর্জুনের গাভীবিনির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদা বেগ সহ্য
করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডব-
গণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।
পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান, একাকী
ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহযুদ্ধে
সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি পাণ্ডব-
গণের সহিত সন্ধি কর ; নিঃশঙ্কচিত্তে উভর পক্ষ যোগ
করিয়া দেও ; ইচ্ছা করিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।
হে সজ্ঞ! বিহ্বল আমাকে এই ধর্মার্থসংযুক্ত উপদেশ
বাক্য কহিয়াছিলেন : কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিন্তী-
বীর তখন তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ কবিতাম না।

অহুতপাক সমাপ্ত।

সভাপর্ক সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

এই সভাপর্কেও পূর্বতন ত্রিপিণ্ডকরণের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়াদিক্য ও শ্লোকাধিক্য দৃষ্ট
হয় ; কিন্তু ঐ আধিক্য যে কোথায় হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না।

মহাভারত

আদিপর্ব.

অনুক্রমণিকাধ্যায় ।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কৰ্ম সমাপান করত, সকলে সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে স্থখে অধ্যাশীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোম-হর্ষণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । নৈমিষারণ্য-বাসি ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । উগ্রশ্রবাঃ সৌতি ততাজলিপটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্তার প্রীতি জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহারাও অতিথির যথোচিত সন্মান প্রদান করিয়া আসন প্রদান করত আপনাদের উপবেশন করিলেন । অনন্তর সৌতি নিম্নলিখিত উপবিষ্ট হইলে ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন । হে কমললোচন হনুমান! এগুন কোথায় হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন কোন পানেই বসিয়া থাকিলে তাহা আত্মপুস্টিক সমুদয় পূর্ণ করিতে এক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইলে অতিশাস্ত-প্রকৃতি তথ্য কি প্রকারে কহিতে লাগিলেন । হে মহর্ষিগণ! আমি বৈশম্পায়ন-বংশের সপ্ত-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম ।

মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম । অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ-তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমস্তপঞ্চকতীর্থে উপস্থিত হইলাম । পূর্বে যথায় কুর্ক ও পাণ্ডব এবং উভয় পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আগিয়াছি । যুহেতু আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপ । হে তেজস্বি ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতি পুত্ৰমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অমুমতি করুন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব । ঋষিগণ কহিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, স্মরণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যথা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সপ্তযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি; কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও মান্য শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদচতুষ্টয়ের অঙ্গ হইয়াছে, এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক মোমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয় । ঋষিগণের প্রার্থনা-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অথও প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বাবর

জন্ম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাহাকে একমাত্র পর-
ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করে, যাহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ
প্রজলিত হত্যাশনে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক বারম্বার আহতি
প্রদান করিতেছেন, যাহার সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায়
কেহ বা শত শত বৎসর নির্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন
ও অতি কঠোর তপাদির অমুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা
মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়া
যাহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিস-
র্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে
যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই
অতি দুষ্কর কৰ্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছে; সেই অনাদি
অনন্ত অভিলষিত-ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচর-গুরু হরির
চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত অতি পবিত্র
বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কত
শত মহাত্মা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই
কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা
বহুক্ষেপে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে
বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা,
সেই বেদশাস্ত্রের অঙ্গগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা
বেদব্যাস-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত
ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি স্পষ্টরূপে
নির্দিষ্ট আছে। ইহা নানা-সুচারু-শব্দ ও রমণীয়-ভাষায়
পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবদ্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত
হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ
সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে
আচ্ছন্ন ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর স্বীকৃত এক বস্তু
প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অ-
চিনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্বিকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম
প্রতিষ্ঠ হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি
ব্রহ্ম স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্বর্গ, স্বায়ত্ব-
ময়, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতু-
শ ময়, জন্ম লাভ করেন। মহর্ষিগণ একতান-মন্ডে যাহার
গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, সেই অগ্রমের পুত্র, দশ বিশ্ব-
দেব, দাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ,
সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন।

অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হই-
লেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক, সংবৎ-
সর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাজি, ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ
সম্পাদিত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই
বিশাল বিশ্বসংসার সমুদায়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন
হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ, কোন ঋতুর
পর্যায়-কালে সমুদায় ঋতুগুণ একৈকশঃ পরিদৃশ্যমান
হয়, তাদৃশ, যুগ-প্রারম্ভে নীচ, জন্ত ও অন্যান্য সা-
ব পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার
প্রলয় পুনর্বার উৎপত্তি ও স্থিতি এইরূপে সংসারচক্র নির-
বচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ
সম্ম্যক দেবতাগণ সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহজ্জাত, চক্ষু,
আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋতাক, অর্ক, ভাহু, অশ্বিনহ,
রবি, ময়, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। ময়ের পুত্র দেবভ্রাতৃ
ও সূভ্রাতৃ। সূভ্রাতৃের তিন পুত্র, দশজ্যোতি, শতজ্যোতি ও
সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র জন্মে।
শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির
শতজ্যোতি অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয়। এই সকল হইতে
বুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যমাবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ
এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষি বংশ সমুৎপন্ন হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিত স্থান,
ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র ধর্ম্মার্থ-জ্ঞান-
প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোক-বাহ্য-নিবধান এই সমস্ত
মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহা-
ভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন
এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তারতঃ ও সংক্ষেপতঃ কথিত।
কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের পুণ্যবোধ,
কেহবা আত্মীক-পর্কীবোধ, কেহবা উপরিচয়-পুণ্য উপ-
ধানবোধ আরম্ভ বিবেচনা করিয়া, পাঠ করিয়া থাকেন।
কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অমুখাবন করিয়া
সুপ্রচার করেন। কেহ নহা ইহা বাক্য কবিত্তে
সক্ষম, কেহবা ইহার ধারণা অনুনিপুণ। সত্যবতীস্থত
ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া
এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া
কিপ্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এরূপ মনে

মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বশক্তিমান ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যাবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতিবর্জন ও লোকের হিত-লাভনের নিমিত্ত তঁাথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত করিয়া সসম্মানে গাত্ৰোত্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। হিরণ্যগর্ত্ত আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অহুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সম্মুখানে অতি প্রীতমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অমুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্কণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিবা ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বাসুসন্ধান, অতিপরিভ্রূণ্য পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতি বিশেষ, লোকযাত্রাবিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে এক জন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখি-
হই না।

এ ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্ম! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহাত্ম্যভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জগদ্বাদি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনীবাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিলে; সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ, অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ, তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার লেখক হই-

বেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অস্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যাবতীভূত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্তুতি-মাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গণনাথক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাকাব্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মুন! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাস-দেব বলিলেন; হে বিঘ্ন-নাশক! কিন্তু আমি যাহা বলি তাহার যথার্থ অর্থ বোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না। গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থি-স্বরূপ কুট-শ্লোক রচনা করিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন যে, এই ভারত গ্রন্থে অষ্ট-সহস্র ও অষ্ট-শত একরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে। সঙ্কল্প পারেন কি না তাহা সন্দেহ স্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাস-কুটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না। অধিক কি গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থ বোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোক সকল অজ্ঞানতমিরে সমাচ্ছন্ন ছিলা, কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাজন-শলাকা-দ্বারা সেই মহাবর-উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে, এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সংক্ষেপ ও বিস্তার কীর্ত্তন করিয়া জীব-লোকের মোহক্ষিকার নিবারণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতি স্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুন্দ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিনির নিরাস করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্ব-রূপ ব্যাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সঙ্গ-হাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আন্তীক ইহার মূল, সম্ভবপর্ক বৃক্ষ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটক, অরণীপর্ক পর্ব্বতস্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব

পত্র, কর্ণপর্ব পুস্তকরূপ, শল্যপর্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐয়িক-পর্ব ইহার সুশীতল-চ্ছায়া, শান্তিপর্ব ইহার মহাফল, অশ্ব-মেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব ইহার আশ্রয়স্থান। শল্য-পর্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন, মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ, এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তর কালে সকল কবি-কুলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে ঐ ভারত মহাক্রমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদয় বলিব।

অতি পূর্বকালে ভগবান্ বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অমৃততীক্রেম এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্র-বীৰ্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়-প্রতিম অতি বীৰ্য্যবান্ তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিহুর। মহর্ষি ইন্দ্রাদিগকে উৎপাদন করিয়া পুন-র্বার তপস্তার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন পুত্র জরগৃস্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে, মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্প-সত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীষ্য বৈশ-ম্পায়নকে ভাষিত কহিতে অমৃতমতি করেন। বৈশম্পায়ন আত্মিক-কর্ম্ম-সমাধানান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্তন করিতে লাগিলেন।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিহু-রের, বৃদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডু-দিগের সুরম্যতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্কৃত্যতা, অগ্রহে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহাশয় দার্শনিকশ্লোকময়ী অমৃতমণিকায় ভারতীয় নিম্নলিখিত বৃত্তান্তের সারসঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রণীত করিয়াই সর্বত্র গৌরব পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অমরুপ শিক্ষামণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর যষ্টিদেব-শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ যষ্টিদেবের মধ্যে ত্রিশং লক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দশ, এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে

ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যালোকে ভারত কীর্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্ঘোষন ক্রোধময় মনোবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্বক, শকুনি শাখারূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অজুন স্বক, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল মহ-দেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ্য তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বৃদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে যুগ্মা-রসপরবশ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা যুগ্মাকালে সন্তোষাসক্ত একটি যুগ্মকে লক্ষ্য করিয়া শর-ক্ষেপ করিলে ঐ যুগ্ম মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভি-শাপ দিল, মহারাজ! আপনি সন্তোষসময়ে যেমন আমার প্রাণ সংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সন্তোষ-সুখ অমুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। সুতরাং তদবধি অনপত্যতা-নিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনাকুমারের ঔরসে পাণ্ডুদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবৃক্ষলধারী পাণ্ডবগণকে রাজ-ধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুত্র, অরণ্যে আমাদিগের প্রবৃত্তে রক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতা স্বরূপ, এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সক-লের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে কোরব ও পুরবাসি-গণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে, কেহ কেহ কহিল, তাঁহারই বটে, কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল পাণ্ডুরাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি

দেখিলাম । এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ-
হইতে নির্গত হইতে লাগিল । ঐ কোলাহল নিবৃত্ত
হইলে আকাশবাণী হইল । পুণ্ড্র-বর্ষণ-সহকারে সুগন্ধ
সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের
নগর-প্রবেশ কালে এই সকল বৃত্ত লক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত
হয় । পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া
অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্য-
য়ন করত পুজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথার
বাস করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠিরের বিদগ্ধ আচার ও
ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর
শুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে
প্রকৃতির অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল । অনন্তর অর্জুন
সমাপ্ত সমস্ত ভূপাল সম্মুখে অতি অদ্ভুতব্যাপার সমাধান
করিয়া স্বয়ম্বরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন । তদ-
বধি অর্জুন সকল ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন, এবং
সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের স্তায় নিতান্ত
হুনিরীক্ষ্য হইতেন । কেহই তাঁহার হুর্ষিসহ বীৰ্য্য সহ্য
করিতে পারিত না । মহাবীর অর্জুন নিজভূজবলে সমস্ত
ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সংপরামর্শে, ভীমসেন ও
অর্জুনের বাহবলে হুর্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের
বধ সাধন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে
বাকুগণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজস্বয় মহা-
এই সমাপন করিলেন । দেশ দেশান্তর হইতে পাণ্ডব-
দিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তি, অশ্ব, বিচিত্র-বসন,
কঙ্কল, প্রাণী, আভরণ ও আস্তরণ, রাশি রাশি এই সকল
উপঢৌকন আসিতে লাগিল । তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা-
কৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া হুর্দান্ত দুঃখোদনের
মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিল । বিশেষতঃ ময়দানব-
নিস্ত্রিত পরমার্চ্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ
পাইলেন । সন্ধ্যা-প্রবেশ-কালে জলে স্থল ও স্থলে জল
ভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে, দুঃখোদন নিতান্ত নীচের
স্তর ভীমকর্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ-
ভোগ-সুখ-সম্পন্ন হইলেও দিন দিন্যুবিবর্ণ, ক্লশ ও ত্রিভট

হইতে লাগিলেন । পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুঃখোদনের অভি-
মত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত
দ্যুতক্রীড়ার অমুজ্ঞা দিলেন । ইহা শুনিয়া ত্রীকৈবের
অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল । তাহাতে তিনি অত্যন্ত
অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদে অমুমোদন করিয়া দ্যুত প্রভৃতি
হুর্নীতির অপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোন
উপায় অবধারণ করিলেন না । স্ততরাং বিহ্বল ভীম দ্রোণ
ও কুপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্তা শ্রবণ ও
দুঃখোদন, কণ ও শকুনির অভিমত বিষয় শ্রবণ করিয়া
সজয়কে কহিলেন, হে সজয় ! আমি তোমাকে সমুদয়
কহিতেছি, শ্রবণ কর । কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা
অস্বা-পরবশ হইও না । দেখ, আমার জ্ঞাতি-বিবাদে
সম্মতি নাই, এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও
প্রীত নহি । আমার পুত্র, ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অন্য
বধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্ন ভাব প্রদর্শন করি নাই ।
তথাপি পুত্রেরা ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে
স্বর্ণা ও অবজ্ঞা করে । আমি অন্ধ, স্ততরাং পুত্রবৎসলতা-
বশতঃ সকলই সহ করিয়া থাকি । দুঃখোদন বিমো-
হিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই । দুঃখোদন
মহানুভাব পাণ্ডবদিগের রাজস্বয়-যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি
দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ-কালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া
কষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল । ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণ-
স্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্য-
সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাও মুখ হইয়া পরিণেবে
গান্ধার-রাজের পরামর্শ-গ্রহণ-পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত
কপা দ্যুত-ক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার করণ
করিল । হে সজয় ! আন্নি সে বিকৃত্যর যাহা কিছু জানি,
তাহা অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর । তুমি গুহজ, মেধাবী
ও বুদ্ধিমান; স্ততরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই
আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে ।

যখন শুনিলাম, অর্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসম্মত
রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও
দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ
হইয়াছি । যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-
প্রভাবে স্ততরার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্টিবংশ-

বতংস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ যুগিত ও নির্দিষ্ট কৰ্মে উপেক্ষা করিয়া পরমসখ্যতা ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র, নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অৰ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করত সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া পাণ্ডবদাত্তে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জহু গৃহের প্রজ্জ্বলিত হত্যশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন বিহুর তাহাদিগের অভিষ্ঠাসিদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞবান আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃষ্ট মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে, এবং দ্বিবিজয়-প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজহু মহাযজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবজ্রা, অশমুখী, হুংখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ছায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নিপোষ ছঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বশন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ ছুট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগত হই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বন-প্রস্থান কালে জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণতা-প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ-স্বীকার সহ্যের বিবিধ হিত-চেষ্টা করিতে শ্রবণ করিয়া এবং ভিক্ষাপঞ্জীবি মহাত্মা স্নাতক প্রাক্ষণগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অৰ্জুন ক্রান্তরূপী ভগবান মহাদেবকে বুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাণ্ডব মহান্ন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রদীক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদান-দৃষ্ট ও দেবতাদিগের অজয় পুণ্যোমাপুল্ল কালকেয়দিগকে অৰ্জুন পরাজয় করিয়াছে, এবং হৃদ্যস্ত দানবদল-দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকাব্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি

আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অত্যাচারী পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোঁষাত্মক মৎপুত্রেরা গন্ধর্বদ্বারা সংযত ও অৰ্জুন কর্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম স্বয়ং যজ্ঞের আকার স্বীকার করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিবাস হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহাঁর অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আমার আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বস্বতা উত্তরাকে অলঙ্কৃত করিয়া অৰ্জুনকে সম্ভ্রাদান করিয়াছেন, এবং অৰ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জিত, নির্ধন, নির্দাসিত ও স্বজন-বহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিজ্ঞান নারায়ণ, বাহুর বহুবিধ উদ্দেশ্য সমাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণাৰ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুবেরের বিবাদ-ভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চার-তর্খনা হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও ছযোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্ট আছেন, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থান-কালে নিতান্ত দীন কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ-সান্নাধ্যাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহুদেব ও ভীম উভয়ে পাণ্ডবদিগের

মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কারমনোবাক্যে নির-
বচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভামুখ্যান করিতেছেন, তখন আর
জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম ভীষ্মদেব, “তুমি যুদ্ধ
না করিলে আমি যুদ্ধে প্রযুক্ত হই না ” কর্ণকে এই কথা
কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর
জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুন বিষণ্ণ ও
যোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দশ-ভুবন দর্শন করাই-
য়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম,
ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার
করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে
বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই ।
যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট
আপনার বুধাপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন, এবং
তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে,
তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুন
শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্মকে
নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি
নাই । যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসম্ম্য লোককে
বিনষ্ট ও অরাবশিষ্ট করত শক্রপক্ষদিগের স্তুতিক্রম শরজালে
বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর
জয়াশা করি না । যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান
হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অমুজ্ঞা
করিলে অর্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করি-
য়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম,
বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইহারা পাণ্ডবদিগের অমুকুল আছেন
এবং হ্রস্বত হিংস্রজন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানা-
প্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর
আমি জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্ঘ্য
দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অঙ্গপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন
করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট
করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই ।
যখন শুনিলাম, মহারথ সংসপ্তকগণ, সাহারা অর্জুন-বিনাশের
নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্তৃক নিহত হই-
য়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই । যখন শুনি-
লাম, দ্রোণাচার্য্য অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, যাহা সতত সাবধানে
সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই হৃর্ভেদ্য বাহু ভেদ করত

তন্মধ্যে অভিমত্যাঁ অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে,
তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, সপ্তরথী
অর্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভি-
মত্যাঁকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে; তখন
আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অভিমত্যাঁকে
বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে
অর্জুন রোষ-ভরে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে
দৃঢ় প্রতিক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই ।
যখন শুনিলাম, অর্জুন শক্রসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া
অন্যাসনে প্রতিক্ষাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন
আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুনের অশ্ব
চতুষ্ঠয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাহুদেব বকন উন্মোচন করত
তাহাদিগকে জল-পান করাইয়া পুনর্বার রথে যোজনী
করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম,
কর্ণ পন্থর অগ্রভাগদ্বারা ভীষ্মসেনাকে আকর্ষণ করিয়া যথো-
চিত তিরস্কার করিয়াছেন, ও সে অশেষ ক্রোশ স্বীকার
করিয়া ভাগবলে আপনার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে, তখন
আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবন্মা
কর্ণ, কর্ণ, অশ্বখামা ও শল্য ইহারা প্রতীকারে পরাশ্রয়
হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথ-বধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন
আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, দেবরাজ-দত্ত
দিব্য-শক্তি ঘোরকর্ণের রাক্ষস ঘটেৎকচের বধনিমিত্ত
প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন
শুনিলাম, কর্ণ অর্জুনের বধ সাধন করিবার নিমিত্ত যে
এক পুরুষবাহিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস
ঘটেৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা
করি নাই । যখন শুনিলাম, পৃষ্ঠহায় যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ
আচরণ করিয়া মরণে স্থির-নিশ্চয়, বিশ্রম ও রথস্থিত
দ্রোণাচার্য্যের শিরচ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা
করি নাই । যখন শুনিলাম, অশ্বখামার সম্মুখীন হইয়া
মারীভূত নবুল অসম্ম্য-লোক-সমক্ষে ঘোরতর দৈরথ
সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন
শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বখামা নারা-
য়ণাজ পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির
প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি
নাই । যখন শুনিলাম, ভীষ্মসেন যুদ্ধে দৃশ্যসেনের ক্রুপিত

পান করিয়াছে, এবং হৃষ্যোদন প্রভৃতি অনেকই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন অতিপরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি হৃদ্বৈ হৃঃশাসন, মহাবীৰ্য্য কৃতবর্মা অশ্বখামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য বাহুবলকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্কদা স্পর্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্রুত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতি মার্যাবী প্রবল সৌবল্যকে যুত্মযুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, হৃষ্যোদন হতশৈল্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে ঔবেশ করত জলন্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, হৃষ্যোদন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অশুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বখামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রস্থপুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতিদুশিত ও নিন্দিত কর্ণের অহুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন “অস্তি” বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বখামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বখামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বখামা মত্তপুত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ত নাশ করেন, তদুপলক্ষে বৈশ্যময় ও বাহুবল উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গাঁধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদয় আত্মীয় স্বজনদের নিধনদশায় এতাদৃশ হ্রস্ববাহ্য গড়িয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরা অনার্য্যসে অতি দুর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে, এক্ষণে আমাদের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি, সমুদয়ে দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে, হে

সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রত্যয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিচল হইতেছে।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ ক্লেশলীল করিয়া সহসা মূচ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ হৃদশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহ বিসর্জন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৈশ্যময় ও নারদযুখে আপনি শুনিয়াছেন, শৈব্য, কৃষ্ণ, অহোজ, রত্নদেব, কাকীবান, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্বাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অশ্বরীষ, মক্কেত, মনু, ইক্ষাকু, গয়, ভরত, দাশরথি, রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীৰ্য্য, শুভকর্মা, যযাতি, ইহারা প্রখ্যাত রাজর্ষি-বংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্তি ও ধর্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই স্ত্রথম পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্বিংশ-শাও উপাখ্যান তাঁহার সম্মুখে কীর্তন করেন। তদ্বিস্ময়, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগন্থ, অণু, যুবনাথ, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অজ, তব, বেত, বৃহদগুরু, উপানর, শতরথ, কঙ্ক, ছলিহু, ক্রম, দম্ভোত্তব, বেণ, সগর, সঙ্কতি, নিমি, অজয়, পরশু, পুণ্ড্র, শঙ্কু, দেবার্ণধ, দেবাস্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহজ্জথ, সুক্রতু, নিবধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবলী, জাহ্নবজয়, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ, প্রিয়ভূতা শুচিব্রত, কেতুশ্রী, বৃহৎ, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধৃষ্ট, দৃঢ়বুধি, অবিক্রিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যক্ষ পরহা; এই সকলও অন্যান্য শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইহারা অপেক্ষ-ভোগ-সুখ বিসর্জন করিয়া নিধন দশায় নিপতিত হন। অনেকানেক সমিধান প্রধান কবিগণ, প্রাচীন ইতিহাস কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান রাজাদিগের অতুল বিক্রম, সমধিক যশ,

মহাস্বতা, সরলতা, আন্তিক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার সর্ব-
গুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছেন,
কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয়-সুভক্ত, লুকপ্রকৃতি ও
রোষণীয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সংহার-দশায়
এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি
মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধি-বুদ্ধি নিয়ত শাস্ত্রাভিগামিনী
আছে, অতএব এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারম্বার
শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত
নিষিদ্ধ ও অমুপযুক্ত। আপনি দৈব-নিগ্রহ ও অমুগ্রহ
উভয়ই বিদিত আছেন। যাহা ভবিষ্যৎ, অতি সাবধানে
থাকিলেও তাহা ঘটয়া থাকে, সুতরাং তাহার অমুশোচনা
করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহুই
দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ,
দৈবের অপরিবর্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য
নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে
নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল, সর্বজীবের সৃষ্টি ও
কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কাল সর্বজীবের দাহ
ও কালই তাহার শাস্তি করেন। ইহকালে যে সকল গুণ-
গুণ উপস্থিত হয় সমুদয় কাল-মূলক। প্রজার সৃষ্টি ও
সংহার সকলই কালসহকারে ঘটয়া থাকে। জীবলোক
সকলই নির্জিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল
সর্বত্র-সর্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা
অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্তমান আছে,
সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেনন হওয়া
সমুচিত নহে।

• এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোক-সমস্ত রাজা
ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থকিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদ-
বাক্য এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন,
এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীৰ্ত্তন
করেন।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাণ্ডের নাশ ও
পুণ্ডের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক
চরণ উচ্চারণ করিলেও পাণ্ডবের নিবারণ হয়। এই
গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস, ইহাদিগের
বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও

সত্য স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা যাহার অদ্বিতীয় গুণাব
ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য কারণ রূপ বিশ্বের
নিয়ন্তা, যে অগ্রমেয় পুরুষের স্রষ্টাশন অশ্বলিত ও অপ্ৰতি-
হতপ্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিয়-
বদ্ধিগুণ গুণ-সংসাধন করিতেছে, যিনি জন্ম মৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য
শৃঙ্খলে সংঘত করিয়া সর্বজীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ
যোগবলে আদর্শ-তলগত প্রতিবিশ্বের ন্যায় অন্তরে যাহার
বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, যাহার
তত্ত্ব নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ সকলই
অমুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত, ভূতভাবন, ভগবান্
বাসুদেবের স্মরণিত এই গ্রন্থে সম্যক-রূপে কীৰ্ত্তিত আছে।
ধর্মপরায়ণ ও পরম-শ্রদ্ধাবান্ নর, নিয়মপূর্বক এই অধ্যায়
পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দুই সন্ধ্যা এই
অনুক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্র-সঞ্চিত
পাপহইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের
কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া
যায়। দুধির মধ্যে নবনীত, হিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ-
চতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, ব্রহ্মের
মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে খেয়, যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ
ইতিহাসের মধ্যে বেদবাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট।
আত্মীক ব্যক্তির শ্রদ্ধা-কালে ব্রাহ্মণগণকে ভায়ত সংহিতার
স্তোত্রঃ এক চরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক
তদন্ত অন্নপানে পরিতৃপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মর্ষিপা-
য়নপ্রোক্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন
ও জ্ঞান-হত্যা প্রভৃতি অতি দুষ্কৃতি হইতে আশ্রয়
হয়েন। তিনি প্রতি পক্ষাহে অতি পুত্ৰমনে ইহার কৃতি-
পর আশ্রয় আশ্রয় করেন, তিনি সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন না
করিলেও তাহার সম্যক ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা
ও ভক্তি সহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোকশ্রবণ করেন,
তিনি দীর্ঘ জীবন, মহীয়সী কীৰ্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ
করেন।

পূর্ব দেবতার একদা সমবেত হইয়া তুলায়ন্ত্রের এক-
দিকে চারি বেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখি-
লেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদ-
চতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ব ও ভারবস্তু গুণে অধিক হইল, তদ-
বধি দেবতার ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দেশ করি-

লেন। তৎসার অহুষ্ঠান পাপ-জনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে, কিন্তু ইহার অশেষ ভাব দূষিত হইলেই পাপের সঞ্চয় হয়।

অহুক্রমণিকাধার সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পর্বসংগ্রহ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হৃতনন্দন! আমরা ভারতের অহুক্রমণিকা শুনিলাম, এক্ষণে সমস্ত-পঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার বাহ্য-কিছু বর্ণনীয় আছে। সমুদয় শ্রবণ করাইয়া আমাদেরকে চরিতার্থ কর। ঋষিদিগের এই রূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতিশিষ্ট-প্রকৃতি সৈমতি কহিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমস্ত-পঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে সমুদায় কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে পিতৃবধ-বার্তা শ্রবণ করত ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিশ্বশতিবায় নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্ত-পঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহুদ প্রস্তুত করেন। শুক্রি-
য়াছি, তিনি রোষ-পরবশ হইয়া সেই হুদের রুধির-ধারা পিতৃলোকের তপণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত-পিতৃভক্তি ও অসাধারণ-বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আপনায় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছামুগ্ধ বর-প্রদানে অহুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করত কে পাপরাশি, সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে বাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহুদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া বাহাতে প্রখ্যাত হয়, এক্ষণ বর প্রদান করুন। পিতৃগণ “তথাস্তু” বলিয়া পরশুরামের অতিমত বর-প্রদানপূর্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ

করিলেন। তিনিও তদবধি ক্ষত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না।

সেই শোণিতময় পঞ্চ হুদের সরিধানেন যে একল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পদ্মপবিত্র সমস্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দেশ করে। কারণ পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশে যে কোন বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত তাহা তন্নামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। এই সমস্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের যোঁরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষ-বর্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই তাহার যথার্থ-ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সেই তীর্থ অতিপবিত্র ও রমণীয়। হে ধর্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! ত্রিলোকে এই দেশ যেরূপ বিখ্যাত তাহা আপনাদিগের সমক্ষে কহিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হৃতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ তুমি সকলই জান; অতএব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব, ও কত নখে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা প্রমাণ করিয়া বল। সৌতি কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে একটি গতি হয়। তিন গতিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুহ্ম; তিন গুহ্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পুতনা; তিন পুতনায় এক চমু; তিন চমুতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে এক বিশ্বেশতিসহস্র অষ্টশত ও সম্ভৃতি-সংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চষষ্টিসহস্র ছয় শত দশ, অশ্ব থাকে। আমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সমস্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র সমাগত হইয়াছিল। সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া কালের অন্তত ও অচিন্তনীয় শক্তিসহকারে তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে পরমাজ্ঞ-বেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচদিন কৌরব সেনা ধ্বংস করিয়াছিলেন, পরবল-পীড়ক কর্ণ দুই দিবস, ও শল্য অর্দ্ধদ্বিবসমাত্র যুদ্ধ করেন। তৎপরে ভীষ্মসেনা ও দ্রোণ্যধর্মের গদাযুদ্ধ আরম্ভ

হয় ; তাহাও দিবসার্কিয়ায় । অনন্তর দিবসের অবসানে ও নির্ধারিত আগমন হইলে অশ্বখামা, কৃতবর্ণা ও কৃপাচার্য্য সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কতিতচিত্তে সুখ-প্রস্তুত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংগ্ৰহ করিলেন ।

• হে শৌনক ! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাত্মা ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্প-সজ্জ-কালে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পৌলোম ও আত্মীক পর্বে মহাহুতব তুপালদিগের বিচিত্র চরিত্র সম্যক-রূপে বর্ণিত আছে । ইহা বহুবিধ উপাখ্যান ও অনেকানেক লৌকিক আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণ । যাদৃশ, মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভ-সঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ, বিজ্ঞেরা মঙ্গল-লাভ-প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন । যেমন, সমস্ত জাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা, ও সকল প্রিয়বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠপদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভ্রমণে আর কথা নাই । যেমন সংকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যাদয়-বাসনার উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারত-সংহিতার সেবা করিয়া থাকেন । যেমন স্রব ও ব্যঞ্জনবর্ণ কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেই-রূপ এই অদ্ভুত ইতিহাসে বহুবিধে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে ।

হে ঋষিগণ ! এইক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য-সনাতন-ধর্মে অলঙ্কৃত অনন্তত্বপূর্ণ-বিষয়ের মীমাংসা-সহকৃত সূচক-রূপে বিরচিত ভারতের পর্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন । প্রথম, অহুজ্ঞমণিকা পর্ব ; দ্বিতীয়, সংগ্রহ পর্ব ; পরে পৌষ্য ও পৌলোম পর্ব ; আত্মীক ও বংশাবতরণ পর্ব ; তৎপরে পুরমার্শ্য্য সম্ভব পর্ব ; তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । তৎপরে অতৃগৃহদাহ ; তৎপরে হিড়িম্ববধ ; তৎপরে বক-বধ ; তৎপরে চৈত্ররথ পর্ব ; তৎপরে দৈবী পাঞ্চালীর স্বরস্বর-বৃত্তান্ত ; তৎপরে বিবাহ ; তৎপরে বিহ্বরাগমন ও রাজ্যলাভ পর্ব ; তৎপরে অর্জুনের অরণ্যবাস, তৎপরে স্তব্ধজাহরণ ; তৎপরে

যৌতুকাহরণ পর্ব ; তৎপরে ষাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন ; তৎপরে সভাপর্ব ; তৎপরে মন্ত্রপর্ব ; তৎপরে জরাসন্ধবধ ; তৎপরে দিগ্বিজয় পর্ব ; দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব মহাবজ্র ; তৎপরে অর্ঘ্যভিহরণ ; তৎপরে শিশুপাল-বধ ; তৎপরে দ্রুত, ও অমুদ্রুত পর্ব ; তৎপরে অরণ্য ; তৎপরে কীর্ষীরবধ ; তৎপরে অর্জুনের অভিগমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ ; ইহাকে কিরাত পর্ব বলিয়া নির্দেশ করে । তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন ; তৎপরে নলোপাখ্যান, ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয় । তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-যাত্রা পর্ব ; তৎপরে জটাসুর-বধ পর্ব ; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ ; তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব ; তৎপরে অজগর পর্ব ; তৎপরে মার্কণ্ডেয় স্মরণ্য ; তৎপরে দ্রৌপদী ও সভাভাষা সম্বাদ ; তৎপরে ঘোষ-যাত্রা ; তৎপরে মৃগস্বধোদ্ভব পর্ব ; তৎপরে ত্রীহিদ্ৰৌণিক উপাখ্যান পর্ব ; তৎপরে ঐন্দ্রহ্মায়, তৎপরে দ্রৌপদীহরণ ; তৎপরে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ ; তৎপরে রামচন্দ্রোপাখ্যান ; তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মীহান্বাবরণ ; তৎপরে কুণ্ডলাহরণ ; তৎপরে আরণ্যেয় ; তৎপরে বিরাটপর্ব ; তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময়-প্রতিপালন ; তৎপরে কীচকবধ ; তৎপরে গোগ্রহণ ; তৎপরে অভিমম্বার সহিত উত্তরার বিবাহ ; তৎপরে উদ্যোগ ; তৎপরে সঞ্জয়াগমন পর্ব ; অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রশ্নাগর পর্ব ; পরে সনৎসুজাত পর্ব ; তৎপরে যানসন্ধি পর্ব ; তৎপরে কৃষ্ণের গমন ; তৎপরে মালতীসুউপাখ্যান ও গালবচরিত ; তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান ; বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান ; তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব ; তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ; তৎপরে বিদ্রোহপূজ্ঞশাসন, তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান পর্ব ; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় করিয়া কার্য্য-ক্রিয়ন ; তৎপরে সেনাপতির্নিয়োগাখ্যান ; তৎপরে শ্বেত ও বামদেব স-বাদ ; তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ ; তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সেনা-নির্বাণ ; তৎপরে ঋষী ও অতিরথী সন্ধ্যা পর্ব ; অনন্তর অমর্ষ-বিবর্জন উল্লুকদূতের আগমন ; তৎপরে অম্বোপাখ্যান ; তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিব্যেক পর্ব ; তৎপরে জম্বুদীপনির্মাণ পর্ব ; তৎপরে ভূমিপর্ব ; তৎপরে ধীপ-বিত্তার-কথন পর্ব ; তৎপরে ভগবদ্বীতাপর্ব ; অনন্তর ভীষ্মবধ ; তৎপরে দ্রোণাভিব্যেক ; তৎপরে সংসপ্তকসৈন্য-

বধ ; তৎপরে অভিমত্য়াবধ পর্ব ; তৎপরে প্রতিক্ষা ; তৎপরে জয়দ্রথবধ পর্ব ; তৎপরে ঘটোটকচবধ ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধ পর্ব ; তৎপরে নারায়ণাজ্ঞ-প্রয়োগ পর্ব ।

অনন্তর কর্ণপর্ব ; তৎপরে শল্যপর্ব ; তৎপরে হৃদ-প্রবেশ ও গদাযুদ্ধ পর্ব ; অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশাঙ্ক-কীর্ত্তন পর্ব ; তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিক পর্ব ; অন-ন্তর দারুণ ঐষীকপর্ব ; তৎপরে জলপ্রদানিক পর্ব ; তৎপরে স্ত্রীবিলাপ পর্ব ; তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিক পর্ব ; তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চাক্ষরিক রাক্ষসের বধ পর্ব ; তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্ব ; তৎপরে গৃহপ্রবিভাগ পর্ব ; অনন্তর শাস্তিপর্ব ; এই পর্বে রাজধর্ম্ম, ক্রোধপঙ্কজ, ও মোক্ষ-ধর্ম্ম কথিত আছে । তৎপরে শুক-প্রশ্নাভিগমন, তৎপরে ব্রহ্মপ্রশ্নাভিগমন, তৎপরে ছর্কসার প্রাচুর্ভাব ও মায়া-সম্বাদ পর্ব ; অনন্তর অমুশাসন পর্ব ; অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণ পর্ব ; তৎপরে সর্বপাপ-প্রণাশক অশ্বমেধিক পর্ব ; তৎপরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয়ক অমুগীতাপর্ব ; তৎপরে আশ্রমবাসিক পর্ব ; তৎপরে পুত্রদর্শন পর্ব ; তৎপরে নারদাগমন পর্ব ; তৎপরে অতিভীষণ মোষণ পর্ব ; তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব ; তৎপরে স্বর্গারোহণিক পর্ব ; অনন্তর খিলনামক হরিবংশ পর্ব ; এই পর্বে বিষ্ণু পর্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্য পর্ব কথিত আছে । এই শত পর্ব মহাত্মা ব্রহ্মসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টাদশ পর্ব কীর্ত্তন করেন । সজ্জেকে এই মহাভারতের পর্বসংগ্রহ কহিলাম ।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়ম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর প্রম-স্বর, বৈবাহিক, বিহ্বরাঙ্গমন, রাজ্যলাভ, অর্জুনের বন্যাস, স্তম্ভদাহরণ, যোভুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দানবদর্শন, এই সকল আদিপর্বের অন্তর্গত । পৌষ্য পর্বে উত্তরের মাহাত্ম্য ও পৌলোম পর্বে ভৃগুবংশবিস্তার কথিত আছে । আস্তীক পর্বে সর্পকুল ও গন্ধড়ের সম্ভব, ক্ষীর-সমুদ্র-মহন, উচ্চৈঃ-শ্রবর জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞাহুষ্ঠান, ও মহাত্মা ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে । সম্ভবপর্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীর পুরুষ ও মহর্ষি বৈশ্যামনের জন্মবৃত্তান্ত, এবং দেবতাদিগের

অংশাবতারণ বর্ণিত আছে । দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণিদিগের সমুদ্ভব । যাহার নামের অমুরূপ লোকে ভারতকুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রমে ছন্দস্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে সেই ভার-তের জন্মলাভ । শাস্ত্রজ্ঞর আবাসে গন্ধার গর্ভে বহুদিগের পুনর্জন্ম ও তাহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত ; ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্য-পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারণ, প্রতিক্ষাপালন, এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের লক্ষ্য, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের রক্ষাবিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার ; অগ্নীমাণ্ডব্যের অভি-শাপে, ধর্ম্মের নরলোকের অংশে সম্ভব ও বরদান-প্রভাবে কৃষ্ণবৈশ্যামনের ঔরসে উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও পাণ্ডব-দিগের সম্ভব, বারণাবতপ্রস্থানে দুর্বোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডব-দিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কুটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে স্নেহভাষায় বিহ্বরের অশেষ উপদেশ, বিহ্বরের পরামর্শক্রমে অতিগোপনে সুরজনিস্থাপন ; রাজিকালে পঞ্চ পুত্রের সহিত নিমিত্তা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন-নামক স্নেহের সহিত দাহ, নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্ব-দর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোটকচের উৎ-পত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার পান্দুসুতক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন ; বকবধে পুরবাসিদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যায়ের জন্ম, ব্রহ্মাণ সন্ধিধাতবে দ্রৌপ-দার জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত স্বয়ম্বর-সভাদি-দৃশ্যক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণারত্ন-লাভের অভিলাষে পাঞ্চালদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গন্ধাভীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্কে পরাজয় করিয়া অর্জুনের তাহার সহিত পরমসখ্য-ভাব-সংস্থাপন ও তৎসমাগতে তপসী-বশিত্ত ও ঔর্কের রমণীয় উপাখ্যান-শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন ; তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপাল সমক্ষে লক্ষ্যভেদ-পূর্বক ধনজয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগুণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহামতি অতি-শিষ্ট-প্রবৃত্তি কৃষ্ণ ও বল-রামের ভীমার্জুনের সেইরূপ অগ্রমের ও অমাহুয-সাহস-সন্দর্শনে পাণ্ডববোধে তাঁহাদিগের সহিত সমাগত হইবার

বাসুন্ময় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ ; পঞ্চভ্রাতার এক ভাষা হইবে বলিয়া ক্রপদের বিমর্ষ ; এইস্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চ-
 স্ত্রের উপাখ্যানের উল্লেখ ; পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমাহুয
 বিবাহ ; পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বিহ্বল-প্রেরণ ;
 বিহ্বলের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন ; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডব-
 প্রস্থে বাস ও রাজ্যার্কের অধিকার ; নারদের আদেশে পঞ্চ-
 পাণ্ডবদিগের দ্রৌপদী-বিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন , স্রন্দোপ-
 স্রন্দের ইতিহাস ; অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপ-
 বিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিবৃষ্ট হইয়া অর্জুনের অঙ্গগ্রহণ ও ব্রাহ্ম-
 ণের গোপন আহরণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য
 অরণ্য-বাস এবং তৎকালে উলুপীনায়া নাগকন্টার সহিত
 পশ্চিমধ্যে অর্জুনের সমাগম ; পুণ্যার্থে গমন ও বজ্র-
 বাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে
 গ্রাহ্যোনি প্রাপ্ত পঞ্চ অশ্বার শাপমোচন ; প্রভাস-তীর্থে
 কৃষ্ণের সহিত অর্জুনের সাক্ষাৎকার-লাভ ; কৃষ্ণের অভি-
 মতে দ্বারকায় অর্জুনের স্তম্ভা-প্রাপ্তি ; যৌতুক-প্রদানের
 নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর স্তম্ভদ্বার গর্ভে
 অভিমতের জন্ম ; দ্রৌপদী-পুত্রের উৎপত্তি-কীর্তন ; যমুনা
 জল-বিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জুনের চক্ৰ ও ধনু
 লাভ ; খাণ্ডবদাহ ; প্রীত অনলমধ্য হইতে ময়দানব ও
 ভৃঙ্গের পরিজ্ঞান ; মন্দপাল নামা মহর্ষির ঔরসে শাক্তীর-
 গর্ভে স্রুতোপত্তি ; আদিপর্বে এই সকল বর্ণিত আছে ।
 বেদব্যাস এই পর্বে ছইশত সপ্তবিংশতি সংখ্যক অধ্যায়
 কহিয়াছেন, তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুর্দশিতি
 শ্লোক রচনা করেন ।

অনন্তর বহুব্রাহ্মযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব আরম্ভ হই-
 তেছে । পাণ্ডবদিগের সভা নিৰ্ম্মাণ ; কঙ্কর দর্শন ; দেবর্ষি
 নারদ-কর্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন ; রাজ-
 স্রয় মহাযজ্ঞের আরম্ভ ; জরাসন্ধবধ ; গিরিব্রজে নিরুদ্ধ
 রাজগণের কৃষ্ণকর্তৃক বিমোচন ; পাণ্ডবদিগের দিগ্ভ্রম ;
 ভূপালদিগের রাজস্রয় যজ্ঞে আগমন ; যজ্ঞে অর্ঘ্যদান-প্রসঙ্গে
 শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ ; পাণ্ডবদিগের
 রাজস্রয়-যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দ্রুপদ্যধনের
 বিবাদ ও কীর্ত্য ; ভীমকর্তৃক সভামধ্যে দ্রুপদ্যধনের প্রতি
 উপহাস ও তাহার কোপ ; তন্নিকট দ্যুতক্রীড়া ; ধৃত
 শকুনি কর্তৃক দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ; দ্যুতার্ণবমধ্য

হুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক উদ্ধার ; দ্রৌপদীকে বিপদ-
 তীর্ণা দেখিয়া দ্রুপদ্যধনের পুনর্বার পাণ্ডবদিগের সহিত
 দ্যুতারম্ভ ; দ্যুতে পরাজয় করিয়া তৎকর্তৃক পাণ্ডবদিগের বন
 প্রেরণ ; মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্বে এই সকল বর্ণন করি-
 য়াছেন । এই পর্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চ-
 শত একাদশ শ্লোক আছে ।

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব । মহাত্মা পাণ্ডবব্রহ্মণ
 বন-প্রস্থান করিলে পৌরজন কর্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনু-
 গমন ; ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত দ্রৌপদী
 মুনির উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠিরের স্বর্ঘ্যারাদনা ; স্বর্ঘ্যের অঙ্গ-
 গ্রহে অন্নলাভ ; ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক হিতবাদী বিহ্বলের পরিত্যাগ ;
 বিহ্বলের পাণ্ডবসমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্বার
 তাঁহার নিকটে আগমন ; কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসি পাণ্ডব
 দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দ্রুপদ্যধনের মন্ত্রণা ;
 তাহার দ্রুপদ্যধনকে জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন ;
 ব্যাস কর্তৃক দ্রুপদ্যধনের বনগমন প্রতিষেধ ; সুরভির উপা-
 খ্যান ; মৈত্রেয়ের আগমন ; ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের
 উপদেশ ; মৈত্রেয় কর্তৃক রাজা দ্রুপদ্যধনের প্রতি শাপ-
 প্রদান ; ভীমকর্তৃক যুদ্ধে কিশ্কীর রাক্ষস-বধ ; শকুনি ছল
 প্রকাশ করিয়া দ্যুতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া
 পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন ; কৃষ্ণ অভিযয় রোষা-
 বেশ প্রকাশ করিলে অর্জুনের সান্দ্রনা বাক্য ; কৃষ্ণের নিকট
 দ্রৌপদীর বিলাপ ; হুঃখিতা দ্রৌপদীকে বাহুদেবের আশ্বাস-
 দান ; শৌভপতি শাশ্বের বধ ; সপুত্র স্তম্ভদ্যাকে কৃষ্ণকর্তৃক
 দ্বারকায় আনয়ন ; দ্রুপদ্য কর্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে
 পাঞ্চালনগর প্রাপণ ; রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ;
 দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপ-
 কথন ; পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন ; যুধিষ্ঠিরের
 ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্থতি নামক বিদ্যালভ ; ব্যাস প্রতি-
 গত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যক-বনে গমন ; অমিততন্ত্র
 অর্জুনের অঙ্গ-লীভ-প্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী
 দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ ; ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন
 ও অঙ্গ লাভ ; অঙ্গলিকার্থে অর্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন ;
 পাণ্ডব ব্রাহ্মণ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা ; মহাত্মা
 মহর্ষি বৃহদেবের সন্দর্শন ; হুঃখিতা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ; ধর্ম-
 সঙ্গত ও করুণ-রসাম্রিত নলোপাখ্যান ; যুধিষ্ঠিরের বৃহদধ

হইতে অক্ষয়নামক বিদ্যালাত; পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন; লোমশ কর্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জুনের বৃত্তান্তকথন; অর্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন; তীর্থের ফলপ্রাপ্ত ও পাবনত্ব কীর্তন; মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ-যাত্রা; পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা; কুণ্ডলদ্বয়-প্রদানদ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে বিমোচন; গয়াস্থরের যজ্ঞ বর্ণন; অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপী-ভক্ষণ; অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ; কোমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্তন; প্রভূত-পরাক্রম পরশুরামের চরিত্র-বর্ণন; কার্ত্তবীৰ্য্য ও হৈহয়দিগের বধ; প্রভাস-তীর্থে পাণ্ডব-দিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম; স্ককন্যার উপা-খ্যান; শর্যাপতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন-মুনিকর্তৃক অশ্বিনীকুমা-রের সোমপান; অশ্বিনীকুমার কর্তৃক চ্যবনের যৌবন প্রতি-পাদন; মাক্ষাতার উপাখ্যান; জন্ত নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান; শত পুত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্ত নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন; যজ্ঞাহুষ্ঠান ও অভীষ্টফললাভ; শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান; শিবিরাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্মজিজ্ঞাসা; অষ্টাবক্রোপাখ্যান; জনকযজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত রূণাশ্রম বনৈয়্যিক বন্দির বিবাদ; মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্তৃক বিবাদে বন্দির পরাজয়; ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার; মহাত্মা যবজীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান; গন্ধমাদন-যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস; পুষ্পানয়নার্থে দ্রৌপদীকর্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ; পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের কদলীবনে হস্তমান্দ সন্দর্শন; কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সন্ধ্যাবে অবগাহন; তথায় অতি-ভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান প্রভৃতি মহাবীৰ্য্য যক্ষ-দিগের সহিত যুদ্ধ; জটাহুধ-নামক রাক্ষসবধ; তথায় রাজর্ষি বৃষপর্কার আগমন; অস্ত্রিষেণের আশ্রমে পাণ্ডব-দিগের গমন ও অবস্থান; দ্রৌপদীকর্তৃক ভীমসেনের উৎসাহদান; ভীমের কৈলাশ পর্বতে আরোহণ ও মণিমান প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত বোরতর যুদ্ধ; পাণ্ডব-দিগের সহিত বৈশ্রবণের সমাগম; দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া জাতুগণের সহিত অর্জুনের সমাগম; হিরণ্য-পুরবাসী নিবাতকবচ-গণ ও গুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণন; তৎকর্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণ-

সংহার; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মিধানে অর্জুনের অস্ত্র-সন্দ-র্শনের উদ্যম; দেবর্ষি নারদের তদ্বিবরক প্রতিবেধ; গন্ধ-মাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ; গৃহনবনে ভূজ-গেহ্র কর্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ; প্রমোত্তর-প্রদানপূর্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যক-বনে পুনরাগমন; তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্বার বায়ুদেবের আগমন; মার্কণ্ডেয়-সমস্তা; পৃথুরাজার উপাখ্যান; সরস্বতী ও মহর্ষি তার্কের সন্ধান; মৎস্যোপাখ্যান; ইন্দ্রহ্যোপাখ্যান; ধুন্ধুমারোপাখ্যান; পতিব্রতোপাখ্যান; অন্ধিরা ঋষির উপাখ্যান; দ্রৌপদী ৭৭ সত্যভামা সন্ধান; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন; ঘোষ-যাত্রা; গন্ধর্ব্বদ্বারা হৃষ্যোধনের বন্ধন ও অর্জুনকর্তৃক বিমোচন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যুগ-স্বপ্ন সন্দর্শন; রমণীয় কাম্যক-বনে পুনর্গমন; অতিবিস্তীর্ণ ত্রীহির্দ্রৌণিকো-পাখ্যান; মহর্ষি ছর্কাসার উপাখ্যান; আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ; মহাবল ভীমের বায়ু-বেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তর রামা-রণ উপাখ্যান; রামচন্দ্রকর্তৃক রাবণের বধ; সাবিত্রীর উপাখ্যান; কুণ্ডলদ্বয় দানদ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি; পরিতুষ্ট ইন্দ্রকর্তৃক এক পুরুষবাতিনীশক্তি প্রদান; আরণ্যে উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুত্রাহুষ্ঠান; বর লাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন; তৃতীয় আরণ্যক পর্বে এই সকল কীর্তিত আছে। ইহাতে দুইশত একোদশশ্লোক আছে।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব শুভুন। পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া আশানে অতিপ্রকাণ্ড শমীযক্ষ নিরো-ক্ষণ করত স্বীয় সমুদয় অস্ত্র তাহাতে লুংস্থাপন করিলেন ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাসকরিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোদ্ভূত হইয়া দ্রৌপদী নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তা-হার প্রাণসংহার করেন। রাজা হৃষ্যোধন পাণ্ডবদিগের অধে-বণার্থে চতুর্দিকে অতি সূচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অহুসজ্জান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্তেরা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয়। শক্রপক্ষ বিরাট রাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া

যাইতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন সবিক্রম-প্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপছন্দ গোধন প্রত্যা-
হরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ
করিলে, অর্জুন বাহবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরা-
ভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। বিরাট স্তম্ভভ্রা-
গর্তসমূহ অভিমুখ্যে উদ্দেশ করিয়া হুহিতা উত্তরাকে
সম্প্রদান করিলে, অর্জুন তাহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদ-
বেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট নামক চতুর্থপর্বে এই সকল
কীর্তন করিয়াছেন, এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায় হইে সহস্র
ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

তৎপরে উদ্যোগ নামক পঞ্চমপর্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ড-
বেরা জিগীষাগ্রবশ হইয়া উপপ্লব্য নামক স্থানে অবস্থান
করিলে দ্রুপদ্যোন ও অর্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হই-
লেন। “তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর” তৎসম্মি-
ধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন,
আমি এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব, ও
অন্য পক্ষে আমি একাকী থাকিষ্য, কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মজ্জী হইব।
একণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর, বল। অন-
তিজ্ঞ দ্রুপদ্যোন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, ও অর্জুন
তাঁহাকে মন্ত্রিস্ব-স্বীকার করিতে অহুরোধ করিলেন।
পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মন্ত্র-
রাজকে পশ্চিমধ্যে দ্রুপদ্যোন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া
“তুমি আমার সাহায্য কর” এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।
শল্য তাহাতে সন্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন
করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দের বৃত্তা-
ন্তর-বিজয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পাণ্ডবেরা কৌরব-সমীপে
পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃত-
রাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি স্থাপন-প্রত্যা-
শায় সজ্জকে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন।
কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিবলবতী
চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রকে
বিবিধ হিত-বাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি মনঃস্বজাত রাজাকে
শোক-সমুদগত দেখিয়া অতিউৎকট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন।
ঐভাভ সময়ে সম্ভাষণে উপস্থিত হইয়া সজ্জ বাসুদেব
ও অর্জুনের অভিন্ন স্বকীর্ণন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপা-

পরায়ণ হইয়া সন্ধি বাসনার হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন,
কিন্তু রাজা দ্রুপদ্যোন, উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে
প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দ্রুপদ্যোনের উপাখ্যান,
মহাত্মা মাতলীর বরাহেশ্বণ, মহর্ষি গালবের চরিত, বিহ্বলার
স্বপ্নজ্ঞানশাসন বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ ও দ্রুপদ্যোনের
নিভান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে
স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ
করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু
কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না।
তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডব-
দিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহার
কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্বক যুদ্ধ সজ্জা
করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রাম
বাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদয় ক্রমশঃ নির্গত
হইতে লাগিল। রাজা দ্রুপদ্যোন যুদ্ধের পূর্বে দিবস পাণ্ডব-
দিগের নিকট উলুক নামক দূত প্রেরণ করেন। রথ ও
অতিরথ-সংখ্যা; অশ্বোপাখ্যান; বহুবৃত্তান্ত-সংযুক্ত সন্ধি
বিগ্রহবিধিষ্ট উদ্যোগ পর্বে এই সকল কথিত হইল।
ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্বে
ষট্ সহস্র, ষট্ শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব। ইহাতে সজ্জ জম্বুদ্বীপ
নির্ম্মাণ-বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষয়
হয়। দশদিবস অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি
বাসুদেব মুক্তি-প্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া
অর্জুনের মোহজ্ঞানিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের
হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সম্বরে রথ হইতে লক্ষ-প্রদান-
পূর্বক প্রত্যাগমন হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার
করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং সকল ধনুর্গারিশ্রেষ্ঠ
অর্জুনকে বাক্যরূপ অসি দ্বারা আঘাত করেন। অর্জুন
শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে
ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম পরশযায় শয়ান
হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব সমাখ্যাত
হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দিষ্ট আছে।
বেদবেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্বে পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও
চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর বহুব্রাহ্মণ্যগত অতি বিচিত্র দ্রোণ পর্ব আরম্ভ

হইতেছে। প্রবল প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভি-
ষিক্ত হইয়া হৃষ্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত “ধীমান্
যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া-
ছিলেন। সংসপ্তকগণ অর্জুনকে সমরাক্ষণ হইতে অপস্থত
করিয়াছিলেন। শত্রুতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত
সুপ্রতীক নামক হস্তির সহিত অর্জুন কর্তৃক নিহত হন।
জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অশ্বাশু-যোবন একাকী বালক
অভিমহ্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জুন অভিমহ্যুবাধে
ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অর্কোহিণী সৈন্যের সহিত জগ-
দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবাহু জীম ও মহারথ
সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অমুমতিক্রমে অর্জুনের অশ্বেষ-
ণের নিমিত্ত অতি হুরূর্ধ্ব কৌরব-সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হই-
লেন। হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলঙ্ঘ্য,
শ্রুতায়ুঃ, মহাবীর জলসন্ধ, সৌমদত্তি বিরাট, মহারথ ক্রপদ
ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণ
পর্বে কথিত আছে। সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্ব-
খামা ক্রোধাক্ত হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাক্ত প্রয়োগ কুরিয়া-
ছিলেন, তাহাও এই পর্বে বর্ণিত আছে। এই পর্বে
অত্যাংকুষ্ঠ ক্রমমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণা-
র্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মাহাভারতের
সপ্তম পর্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণ পর্বে যে
যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায়
সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তত্বদর্শী মহামুনি পরাশরা-
য়জ্ঞ এই পর্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র, নব
শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ণপর্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই
পর্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনি-
পাতন-বৃত্তান্ত, গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ,
কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্য-কর্তৃক হিংসকাক মৌপাখান-কথন,
মহাত্মা দ্রোণায়জ্ঞ কর্তৃক পাণ্ডুর নিধন, দণ্ডসেন ও
দণ্ডের বধ, সর্ষপহস্তকগণ-সমন্বিত কর্ণের সহিত বৈরথযুদ্ধে
যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের পরস্পরের
প্রতি পরস্পরের ক্রোধ, কৃষ্ণকর্তৃক অমুনয়-বাক্য-
দ্বারা অর্জুনের ক্রোধ-শান্তি-করণ, ভীমসেন-কর্তৃক যুদ্ধে
হুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণ-পূর্ব্বক রক্তপান, এবং অর্জু-
নের সহিত বৈরথযুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত

আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব নির্দিষ্ট হইল। এই কর্ণ পর্বে
একোন সপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত, চতুঃষষ্টি
শ্লোক কীৰ্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্বের বিষয় কথিত হইতেছে।
কুরুসৈন্য বীরশূন্য হইলে, মদ্রাধিরাজ শল্য সৈন্যপত্যা-
কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্যপর্ব যাবতীয় রথযুদ্ধ ও
প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্বে
মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক শল্যের বধ, ও সহদেবকর্তৃক শকু-
নির বিনাশ, কথিত আছে। হৃষ্যোধন, অন্নমাত্রাবশিষ্ট
সৈন্য দেখিয়া দৈপায়নহৃদে প্রবেশ পূর্ব্বক জলন্তু করিয়া,
তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদমধ্যে
হৃষ্যোধনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহা-
মানী হৃষ্যোধন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার-বাক্য সহ্য
করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উথিত হইলেন, ও ভীমের
সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম-সময়ে
বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্বে সরস্বতী
ও অন্যান্য তীর্থ সমুদয়ের পবিত্রতা-কীৰ্ত্তন, ও তুমুল
গদাযুদ্ধ-বর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে
হৃষ্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব
নির্দিষ্ট হইল। এই পর্বে নানা-বৃত্তান্ত-যুক্ত একোনষষ্টি
অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত
হইতেছে। কুরুবংশ-মলঃকীৰ্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই
পর্বে তিন সহস্র, ছইশত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া
গিয়াছেন।

অনন্তর দারুণ দৌষ্টিক পর্বের কথা লিখিত হইতেছে।
পাণ্ডবেরা সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে,
সায়ংকালে ক্রতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামা কুরিয়ার-
কলেবর, ভগ্নোক্রয়ুগল, অভিমানী রাজা হৃষ্যোধনের সমীপে
সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত
আছেন। মহাক্রোধে দ্রোণায়জ্ঞ প্রতিজ্ঞা করিলেন, “যু-
দ্রায় প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে
বিনষ্ট না করিয়া বর্ষত্যাগ করিব না।” রাজাকে এইরূপ
কহিয়া তিন জনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া
প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে অশ্ব-
খামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে
দেখিয়া, পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত-স্মরণ-পূর্ব্বক ক্রোধাক্ত হইয়া

নিজাত্মের পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমন-পূর্বক দেখিলেন, যে একটা বিকটমূর্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশপর্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অস্থখামা অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, কৃতবর্ষী ও রূপাচার্য্যের সহকারে, সুবৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ কবিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারণি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে “অস্থখামা প্রস্তুত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।” দ্রৌপদী পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাগণের নিধন-বার্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশ্বন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম দ্রৌপদীর মনস্তস্তি করণার্থ ক্রোধাশ্বিত হইয়া গদাগ্রহণ-পুরঃসর অস্থখামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অস্থখামা ভীম-ভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে “অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীন করিব” এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ “এমন করিও না” এই বলিয়া অস্থখামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জুন পাণ্ডব অস্থখামাকে অনিষ্টাচরণে অভিিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা অস্থখামার অস্ত্র-চ্ছেদন করিলেন। এবং অস্থখামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণ-অজের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিকপর্ব নির্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমভেজাঃ বেদব্যাস এই পর্বে, অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করি-
ছেন। এইক-পর্ব এই পর্বের অন্তর্গত।

একশ্রে কুরু-রসোদ্বোধক জৌপর্বের বিষয় কথিত হই-
তেছে। এই পর্বে, পুত্রশোকাক্ত প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃত-
রাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লোহময়ী
ভীম-প্রতিমূর্তি ভগ্ন করেন। বিহ্বল মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ
দ্বারা পুত্রশোকাভিসম্পত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক
মোহনিবারণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকাক্ত
ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত রণস্থল দর্শনার্থ গমন
করেন। বীরবনিভাগণের করুণস্বরে রোদন এবং গান্ধারী

ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। ক্ষত্রিয়পত্নীগণ, সম্মুখে অপ-
রাধু, নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ
পুত্র-পৌত্র-শোকাকুল গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন।
সর্বধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতি-
গণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া
আরম্ভ হইলে, কুন্তী কর্ণকে আপনায় গুণ্ণোৎপন্ন পুত্র বলিয়া
স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ
পর্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব শ্রবণ কিস্তি পাঠ করিলে
ব্রহ্মদয় জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ
হয়। এই পর্বে, বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত-
শত, পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ধীশূক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্বের কথা লিখিত হই-
তেছে। এই পর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ, ভ্রাতৃ, পুত্র,
সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া সাতিশয় নির্ঝিল্ল
হইলেন। শর-শযাশায়ী ভীষ্মদেব, রাজা যুধিষ্ঠিরকে
রাজধর্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সকল ধর্ম সম্যক
জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ সমস্ত
ধর্মের যথার্থ-জ্ঞান দ্বারা লোকে সর্বজ্ঞতা লাভ করে।
ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্মের কথাও সবিস্তরে কথিত
আছে। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। হে
তপোধনগণ! এই শান্তিপর্ব মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত,
উচ্চচারিংশ অধ্যায় ও চতুর্দশসহস্র, সপ্তশত, সপ্ত
শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর অত্যাংকষ্ট অমুশাসন পর্ব। এই পর্বে,
কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম-
নিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থিরচিত্ত হই-
লেন। এই পর্বে, ধর্মার্থ-সম্বন্ধ ব্যবহার সমুদায়
কথন, বিবিধ দানের কিবিধ-প্রকার বল নির্দেশ,
সংপাত ও অসংপাতের বিশেষ বিবেচনা, দান-বিধান-
কথন, আচার-বিনির্গম, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও
ব্রাহ্মণগণের মহত্ব-কীর্তন, দৈশ-কালানুযায়ী ধর্মরহস্য-
কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্ভ্রান্তি কীর্তিত আছে।
ধর্ম-নির্ণায়ক-নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অমুশাসনাবিধান, ভার-
তের ত্রয়োদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। এই অমুশাসন পর্বে,
মুনিসত্তম পরাশরাস্বজ একশত, ষট্চচারিংশ অধ্যায় ও
অষ্টসহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দশ পর্বের বিষয় কথিত হইতেছে । এই পর্বে, সম্বর্তমুনি ও মরুত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত স্বর্ণরত্নপ সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । পরীক্ষিৎ অশ্বখমার অস্থানে দক্ষ হইয়াছিলেন ; ক্রমশঃ তাঁহাকে জীবিত প্রদান করেন । অত্যাংকুষ্ট যজ্ঞতুরঙ্গ-রক্ষার্থ তৎপশ্চাদ্গামী অর্জুনের নানাদেশে ক্রৌঞ্চ-রাজপুত্র-গণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভূত স্বমুত বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয় । মহান্ অশ্বমেধযজ্ঞের সমাপ্ত্যনন্তর নকুলের বৃত্তান্ত । এই পরমাদৃত আশ্বমেধিক পর্বের বিষয় কথিত হইল । এই পর্বে, অশেষ তত্ত্ববিৎ ভগবান্ পরাশরস্বহু ত্র্যম্বিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র, তিন শত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব । এই পর্বে, রাজা ধৃतरাষ্ট্র রাজ্যত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিহুরের সহিত অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন । গুরুশ্রবায় একান্ত অমুকুলা, সাক্ষী কুন্তী ও ধৃतरাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । রাজা ধৃतरাষ্ট্র সময়ে নিহত লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন । তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অতশেষে শোক পরিত্যগী করত পিণ্ডমসিদ্ধি লাভ করিলেন । বিহুর ও জিতেন্দ্রিয় গবলুগণ নন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদগতি প্রাপ্ত হইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোদান নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যজ্ঞকুলধ্বংসের কথা অবগত হইলেন । এই ব্যত্যুত আশ্রমবাসাখ্য পর্বের বিষয় কথিত হইল । মহামুনি বেদব্যাস এই পর্বে, দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ও এক সহস্র পঞ্চাশত ষট্শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।

হে তপোদানগণ ! অতঃপর দারুণ মৌষল-পর্ব জানিবেন । এই পর্বে, লবণ-সমুদ্র-সমীপে ব্রীক্ষশূপগ্রস্ত পুরুষ-সিংহ বাদবগণ আপানে মদ্যপান দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈবহুর্কিপাক-বশতঃ এরকারূপ বজ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করেন । ক্রমশঃ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও লব্ধসংহতী সমুপস্থিত

কালের করাল-কবলে নিপতিত হইলেন । নরোত্তম অর্জুন দ্বারবর্তী নগরীতে আগমন করিয়া, ঐ নগরীকে বাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বাহুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে ক্রমশঃ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্টিগণেরও সংস্কার করিলেন । অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গান্ধীবে প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাজ সমুদয়ের অগ্রসরতা দেখিলেন । তৎপরে তিনি বাদব-মহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নিকের্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের বাসনা করিলেন । ষোড়শ-সংখ্যক মৌষল-পর্ব কীর্তিত হইল । তত্ত্ববিৎ পরাশরাস্বজ এই পর্বে, আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন ।

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্বের বিষয় লিখিত হইতেছে । এই পর্বে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয়-রাজ্য-পরিত্যাগপূর্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন । তাঁহার লৌহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন । অর্জুন মহাহুতব অগ্নিকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যাংকুষ্ট দিবা গান্ধীব-ধম্ম প্রদান করিলেন । যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন । মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব কথিত হইল । এই পর্বে, অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত, বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক ধর্ম্ম-পর্ব জানিবেন । এই পর্বে, দয়াজ্জিহ্বিত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনায় কুকুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরোহণে সম্মত হইলেন না । ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অমুরাগ বৃত্তিতে পারিয়া কুকুররূপ পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন । পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন । দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে মরক দর্শন করাইলেন । পরম-ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশাশুবর্তী ভ্রাতৃ-

গণের করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্গিকায় স্নান করিয়া মাহুয-কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজধর্মার্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাভিষেক-কর্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষ-ধীশক্তি-সম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব-রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্যৎপর্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব-সংগ্রহ নির্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া-ছিল। সেই ধীর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

যে দ্বিজ অন্ধ ও উপনিষদের সন্নিহিত চারি বেদ উত্তম-রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাত্ম্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত ধী-শক্তিনান্ন বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম-সুমধুর পুংস্কাকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে, অন্য শাস্ত্র শ্রবণে ক্রটি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস ইহাতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্রা মানসিকক্রিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাদায়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন আহার বিনা শরীরী শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই স্থলিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভ্রমণে অন্য কথা নাই। যেমন সমুদ্র-প্রেক্ষে ভূভাগ সন্নিবৃত্ত প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিরাগ্ৰণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা

গৃহশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্ম মতি হউক; কারণ লোকান্তরগত জনের ধর্মই অদ্বিতীয় বস্তু। অর্থ ও জী-সাতিশয়াচর্য্য পূর্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদৈর্ঘ্যায়নের ওষ্ঠবিনির্গত, অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিব্যভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠ্যদ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইবেন; আর নিশাকালে কর্ম, মম ও বাকাদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনক মণ্ডিতশৃঙ্গ গো শত দান কর্ত্ত, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত কথা প্রত্যাশ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন অর্ঘ্যপোতাধিয়ারা সুবিস্তীর্ণ অগাধ জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেই রূপ অগ্রে পর্বসংগ্রহ শ্রবণকারী অত্যাশ্রুত, মহাশ্রুত এই উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

পর্বসংগ্রহাধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ।

পৌষ্যপর্ব ।

উগ্রশ্রবঃ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিষাহারে এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর; শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহাদিগের শঙ্কাজুটানকালে একটা কুকুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসন্ধিধানে গমন করিল। সরমা তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, “তুমি কেন কাঁদিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, বল।” জননীকর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সে কহিল, “জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন” তাহা শুনিয়া দেবকী

কহিল, “বোধ হয়, তুমি তাঁহাদিগের কোন অপকার করিয়া থাকিবে।” সে পুনর্বার প্রত্যুত্তর করিল, আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি নাই, যজ্ঞের হবিঃও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন। তৎশ্রবণে সরমা অতিদুঃখিতা হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বছবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, আমার পুত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপকার করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবক্ষণ ও অবহেলন করে নাই, তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ, বল। তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব ক্ষমপূর্ণিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। জনমেজয়, দেবগুণী সুরমার এই রূপ অভিলাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিবল ও সজ্ঞাস্ত হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সতমাশাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশত প্রযত্ন-সহকারে এক অমুরূপ পুরোহিত অমুরক্ষান করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জনপদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় ঋতশ্রবাঃ নামক এক ঋষি বাস করিতেম। তাঁহার সোম-শ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিলেন। জনমেজয় ঋষিপুত্রের সম্মিহিত হইয়া তাঁহাকে পুরোহিত্যে বরণ করিলেন, এবং ঋষিকে নমস্কার করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। রাজার এই-রূপ কথা শুনিয়া ঋতশ্রবাঃ কহিলেন, হে জনমেজয়! একদা এক সর্পা আমার গুত্র গান করিয়াছিল। ঐ পুত্র তাহার গুত্র সঞ্চার কর; আমার এই পুত্র ঐ গুত্রে জন্মেন। ইনি মহাতপস্বী অধ্যয়ন নিরত ও মদীর তপোবীৰ্য্য সন্মত। মহাদেবের অভিলাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপশাস্তি করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহার একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইহাকে লইয়া যাও। ঋতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনি বাহা অমুমতি

করিতেছেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। এই কথা কহিয়া পুরোহিত সহিত স্বনগরে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি এই মহাত্মাকে পুরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন বাহা অমুমতি করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে, কিছুতেই যেন তাহার ব্যতিক্রম না হয়। সহোদর-দিগকে এই রূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

ইত্যবসরে প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে। আয়োদ-ধোম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমহুয়া, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি এক দিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাধিতে অমুমতি করিলেন। আরুণি উপাখ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। কোন সময়ে উপাখ্যায় আয়োদ-ধোম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চাল দেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে। তাহারা কহিল, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাধিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাখ্যায় কহিলেন, যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই। অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উঠে:স্বরে এইরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন “ভো বৎস আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আইস।” তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উখিত ও উপাখ্যায়ের সম্মিহিত হইয়া অতিবিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা ঔষারগীষ, সুতরাং তৎ প্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করত সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি অমুষ্ঠান করিব, অমুমতি করুন। আরুণি এই রূপ কহিলে উপাখ্যায় উত্তর করিলেন, বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উখিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্ধালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার

শ্রেয়লাভ হইবেক । সকল বেদ ও সকল ধর্মশাস্ত্র
সর্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে।
পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত
দেশে গমন করিল ।

আরোদ-ধোম্মের উপমম্বা নামে আর একটি শিষ্য
ছিল । একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমম্বা !
সন্তত সাবধানে আমার গোধান রক্ষা কর । এই বলিয়া
তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন । উপমম্বা তাঁহার
অমুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরু-
গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে
দণ্ডায়মান থাকিতেন । এক দিন উপাধ্যায় তাঁহাকে
স্থলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমম্বা ! তোমাকে
ক্রমশঃ অতিশয় জটপুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার
করিয়া থাক, বল । তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আমি
এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । তাহা শ্রবণ করিয়া
উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ
দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে । উপমম্বা
তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষায় আহরণপূর্বক গুরুকে
প্রত্যর্পণ করিলেন । উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষায় গ্রহণ
করিলেন । ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না । অনন্তর
উপমম্বা দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে
আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করি-
করিলেন । উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া
কহিলেন, বৎস উপমম্বা ! তোমার ভিক্ষায় সমৃদ্ধ্যই
গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থলকায়
দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল । তিনি
এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্ !
একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার
কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদরপূরণ
করিয়া থাকি । উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের
ধর্ম ও সমুচিত কর্ম নহে । ইহাতে অস্ত্রের বৃত্তিরোধ
হইতেছে, আরও এইরূপ অমুষ্ঠান করিলে তুমিও
ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে । উপাধ্যায়কর্তৃক এইরূপ
আদিষ্ট হইয়া উপমম্বা পূর্ববৎ গোচারণ ও সায়াংকালে
গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন,
বৎস উপমম্বা ! তুমি ইত্যন্তঃ পর্যটন করিয়া যে ভিক্ষায়

আহারণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং প্রতি-
বেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না।
তথাপি তোমাকে পূর্বাপেক্ষা সমধিক স্থলকায় দেখিতেছি
এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল । এইরূপ অভিহিত
হইয়া উপমম্বা কহিলেন, ভগবন্ ! এক্ষণে ধেমুগণের
দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি । উপাধ্যায়
কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অমুমতি করি নাই,
সুতরাং ধেমুদুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অজ্ঞায় হই-
তেছে । গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমম্বা পূর্ববৎ
গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন । গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ
স্থল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমম্বা ! তুমি ভিক্ষায় ভক্ষণ
ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্যটন কর না, এবং ধেমুর দুগ্ধপান
করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে
অতিশয় স্থলকলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার
করিয়া থাক, বল । উপমম্বা কহিলেন, বৎসগণ মাতৃস্থন
পান করিয়া যে ফেন উল্গার করে, আমি তাহা পান করি ।
উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শাস্ত্র-স্বভাব বৎসগণ তোমার
প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উল্গার
করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত
করিতেছ । অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয়
নহে । এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পূর্ববৎ গো রক্ষা করিতে
লাগিলেন ।

এইরূপে উপাধ্যায়কর্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর
ভিক্ষায় ভক্ষণ করিতেন না ; দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্যটন
করিতেন না । ধেমুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের কেনোপযোগেও
বিরক্ত হইলেন । একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত
হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন । সেই সকল ক্ষার, তিক্ত,
কটু, রক্ষ ও তীক্ষ্ণ বিপাক অর্কপত্র উপযোগ্য করিতে
চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন । অন্ধ হইয়া ইত-
স্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত
হইলেন ।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে
উপাধ্যায় আরোদ-ধোম্মা শিষ্যাদিগকে কহিলেন দেখ,
উপমম্বা এখনও আসিতেছে না । শিষ্যেরা কহিলেন,
ভগবন্ ! উপমম্বাকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে

প্রেরণ করিয়াছেন। উপাধায় কহিলেন, দেখ আমি উপমহ্যাকে সর্বপ্রকার আহ্বার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে। এই বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্বক “বৎস উপমহ্য কোথায় গিয়াছ” এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমহ্য উপাধ্যায়ের স্বর-সংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে নিপতিত হইয়াছ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অর্কপত্র ভঙ্গণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম। উপাধায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে। উপমহ্য উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাস্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চ স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশ কাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়াকৃত চৈতন্যরূপে দোহন-মান আছে; তোমরা শরীররূপে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতায় আবশ্যকতা রূপে না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি-দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নিরুদ্বিগ্ন হইবার জন্য শ্রবণ মনন ও নিদিষ্টমগন দ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রারম্ভ হইয়াছি। তোমরা পরম রমণীয় ও নির্মিত্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়া বিকার রহিত, এবং জন্ম মৃত্যু বিবর্জিত; তোমরা সর্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিন রাত্নিরূপে গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র-দ্বারা সংসাররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ; তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর; তোমরা পরমাত্ম-শক্তিরূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষীকে মোক্ষরূপে সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানাত্মকারা ছন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইচ্ছাপরতন্ত্র

থাকে, তাবৎ তাহারা সর্বদোষ স্পর্শশূন্য চৈতন্য স্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে, ত্রিশত বষ্টি দিবস স্বরূপ গো সকল, সংসাররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজ্ঞানীরা এই বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ ফল ক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ দুগ্ধ প্ৰদোহন করেন; উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্র-স্বরূপ সপ্তশত বিংশতি অর, সংসাররূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশ মাসস্বরূপ প্রাণী দ্বারা পরিবেষ্টিত সূর্য্য প্রকাশিত নৈমিশ্য মায়ায়াক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। দ্বাদশ রাশিরূপ অর, ছয় ঋতু স্বরূপ নাভি; ও সংসাররূপ অক্ষ সংযুক্ত এবং ধর্ম্য ফলের আধার-ভূত একগানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনীকুমার-যুগল! তোমরা এই চক্র হইতে আমাদের মুক্ত কর, আমি জন্মমরণ ক্রোশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্ব স্বরূপ; তোমরাই কর্ম ও কর্ম-ফল স্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড় পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তোমরাই অবিদ্যা-প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জন করিতে বিমুগ্ধ হইয়াও বিঘ্ন বিষয়-রসাস্বাদ-সুখ-ভোগ দ্বারা ইচ্ছিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সংসার মায়াজালে জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্বে দশদিক, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ; মহর্ষিগণ সূর্য্য-বিহিত সময়ানুসারে বেদ-প্রতিপাদ্য কাণ্ড কলাপ নির্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পক্ষীকরণ করিয়াছ, সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইচ্ছিয় পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য, অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশা-রুল্লিখিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যমুক্ত কাম্য-ফলদাতা অশ্বিনীকুমার যুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য সাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনী-কুমার! তোমরা অগ্রে মুখদ্বারা জন্মরূপ গর্ত্তগ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ, ইচ্ছিয় দ্বারা সেই গর্ত্ত প্রসব করে; এই গর্ত্ত প্রসূতমাত্র মাতৃস্তনপানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা

আমার চক্ষুঃস্বয়ং অক্ষয় মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। অশ্বিনীকুমার-যুগল উপমম্বার এইরূপ হবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। এই রূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন; তুমিও সেইরূপ কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমম্বা কহিলেন, আপনাদিগকে অমুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া, অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দস্ত সকল লোহময়; তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষুঃ ও শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমম্বা অশ্বিনীকুমারের বরদান প্রভাবে পূর্ববৎ চক্ষুরত্নলাভ করিয়া গুরুসন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গললাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্মশাস্ত্র সর্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে। উপমম্বার এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদ ধোম্বের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল, গুপ্তা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ তদীয় বাক্য শিরোধার্যপূর্বক গুরু-গুপ্তাষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু বখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত

ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ, গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্বভ্রতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অমুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যাদিগকে কোন কর্মে নিয়োগ বা আশ্রমশ্রম করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরুক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্রেশদিত্তে পরামুখ হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি বাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার অনবহীণ কালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসম্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অমুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

এক দিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। এসময় তোমার গুরু গৃহে নাই। যাহাতে তাঁহার ঋতু নিফল না হয় তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। উতঙ্ক এতদূশ অসম্মত কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্বীলোকের কথায় এরূপ কুকর্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই। কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করি। উতঙ্কের সূচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কাৰ্য্য অমুষ্ঠান করিব বল। তুমি ধর্ম্মত আমার গুপ্তাষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাকে অমুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোমুখ সফল হউক; গমন কর। গুরু কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন! আমি গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি, কারণ এইরূপ প্রতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে

একজন মৃত্যু বা বিদেশ প্রাপ্ত হয়। অতএব অমুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি। উপাধায় কহিলেন, বৎস উত্ক! অবসরক্রমে আদেশ করিব। উত্ক আর এক দিন গুরুকে নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, দিক্রূপ দক্ষিণা আপনকার অভিমত, তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহা শুনিয়া উপাধায় কহিলেন বৎস উত্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার বাঁহা অভিরুচি সেই রূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর। উত্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নী-সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, মাতঃ! গৃহে বাইতে উপাধ্যায় আমাকে অমুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনকার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস! পৌষ রাজার ধর্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থাঙ্গদিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব, অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সূকঠিন।

উত্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি বৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐবৃষ বৃহৎকায় এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উত্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ওহে উত্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উত্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্বার তাঁহাকে কহিলেন, উত্ক! তুমি ননামধ্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উত্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসন্ত্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষের সম্মুখানে গমন করিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! আমি অর্ধিতাবে আপনকার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি। রাজা

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কিল্কর আপনকার কি উপকার করিবে বলুন। উত্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পৌষ কহিলেন, মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্মিণীর নিকট উহা বাচুণা করুন। উত্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনর্বার পৌষের নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতি এইরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়! বোধ হয় আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতি পতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না। এইরূপ অভিহিত হইলে উত্ক সমুদয় স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি বৃষ-পুরীষ ভক্ষণানন্তর সত্বরে উথিত হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনার ইচ্ছাই বাতীক্রম হইয়াছে। উথানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য। তখন উত্ক প্রায়ুখে উপবেশন এবং কর, চরণ ও বদন প্রক্ষালন-পূর্বক নিঃশব্দ অক্ষণে অমুঠ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি এইরূপ পরিমাণে ভাল তিনবার আচমন পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্র সত্বরে উথিত হইয়া অভিবাদন করিলেন, এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ কিল্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন। উত্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি আমাকে তাহা দান কর। রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সংপাত্র বোধে তৎক্ষণাত্ কর্ণ হইতে উন্মোচন পূর্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয় সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন। উত্ক কহিলেন, তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না।

মিশ্র কহিতেছি, তরুণ আমার কিছুই করিতে পারিবে না ।

উতক ইহা কহিয়া সমুচিত সংযত্বে পূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পোষ্যসকাশে গমন করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ ! অভিলষিত কলনাতে আমি অতিশয় প্রীতি হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য কহিলেন, ভগবন্ ! সকল সময় সুপাত্র-সমাগম হয় না। আপনি গুণবান অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় আতিথ্য করি অতএব কালনির্দেশ করুন। উতক প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি আপনি অন্ন আময়ন করুন। রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন। তিনি তাহা শীতল ও কেশ-সংস্পর্শে অণুচি দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ অতএব অন্ধ হইবে। পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ প্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি অদূষিত অন্ন দোষারোপ করিলে অতএব তোমারও বংশলোপ হইবে। তখন উতক কহিলেন, দেখ তুমি অণুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ ইহা তোমার সমুচিত কর্ম হইল না। বরং তুমি আমার দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। পৌষ্য আমার অণুচি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পরে উতককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি সবিশেষ না জানিতে পারিয়া এই অণুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমি অন্ধ না হই এইরূপ অনুগ্রহ করুন।

তখন উতক প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখ আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সূতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুমান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। পৌষ্য কহিলেন, এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই অতএব শাপ প্রতिसংহার করিতে পারি না। আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার সুরের ন্যায় নিত্য তীক্ষ্ণ ; ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত অর্থাৎ তাহাদিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় সুরধার তুল্য সূতীক, সূতরাং আমি স্বভাবজলভ তীক্ষ্ণভাব প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারি না। উতক

কহিলেন, আমি অদূষিত অন্ন দোষারোপ করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অহনয় বিনয়পূর্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ বিমোচন করিয়া লইলে। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না এই প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না। আমি চলিলাম এই বলিয়া কুণ্ডলধর গ্রহণপূর্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পশ্চিমমুখে দেখিলেন, এক নগ্নকর্ণক আসিতেছে কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতক সেই সময়ে পৌষ্যমহিষীদত্ত-কুণ্ডলধর ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পনাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে কর্ণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্তর আগমন ও কুণ্ডলধর অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতক স্নানান্তিক সমাপনান্তর অতি পূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই কর্ণকের সন্নিহিত হইবামাত্র সে কর্ণকরূপ পরিহার-পূর্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল, এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক মহাগর্ভ সন্মুপন্ন হইল। তক্ষক সেই মহাগর্ভ দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখন উতক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে বহুবান হইলেন, এবং প্রবেশ-দ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাত্মকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বজ্র ! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর। বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদগ্রে দণ্ডকাঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ভদ্বার বিদীর্ণ করিল। উতক তক্ষকার রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হস্তা, বলভী ও নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

“সাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ, এবং যাহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনীসহকৃত পুংস-চালিত মেঘ-

মালার ন্যায় বেগবান, সেই সকল সর্পদিগকে স্তব করি। ঐরাবত-সমূহ অন্যান্য স্বরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন, এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে যে সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল স্তম্ভহং পরগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে স্তব্যা ক্রিণে বিচরণ করিতে পারে। যখন ধৃতরাষ্ট্র-সর্প গমন করেন তৎকালে বিংশতি সহস্র, অষ্টশত, অশীতি সর্প তাঁহার অঙ্গসরণ করেন। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতিদূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্বে খাণ্ডব-প্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব বরি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া শ্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন। মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতসেন যিনি সৰ্বনাগের আধিপত্য লাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়া স্তবোপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করি।”

উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল-দ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ছুটি জলীলোক সূচাক বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র সকল গুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ এবং দেখিলেন, ষাটশ অঙ্গ যুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্তৃক পরিবর্তিত হইতেছে। আর এক জন পুরুষ ও অতিমনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

“সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্বিংশতি পঞ্চযুক্ত এই চক্রে হতন-শত, ষষ্টি তন্ত্র সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয়জন কুমারে পরিবর্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ হুই যুবতী গুরু ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এইতন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই হুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দশ ভুবন উপাদান করেন। নিখিল-ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মাসুর ও নমুচির হস্তা ব্রহ্মধর ইন্দ্র যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকীনাথ পুন্দরকে নমস্কার করি।”

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, তোমার এই-রূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, এক্ষণে কি উপকার করিব বল। উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! এই করুন যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, ভাল তুমি এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর। তদীয় বাক্যামুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধুমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়রক্ষ হইতে অগ্নিকুলিক সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্বারা নাগলোক সাতিশয় সমস্ত হইলে পর, তক্ষক অগ্ন্যুপাত ভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা নিক্ষেপ হইলেন এবং উতঙ্ক-সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনকার এই কুণ্ডল-দ্বয় গ্রহণ করুন, উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতি দূরে রহিলাম অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে! পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি আমার এই অশ্ব আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকূলে উপস্থিত হইতে পারিবে। উতঙ্ক তাঁহার আদেশামুসারে অশ্ব অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্বান-পূজাদি সমাপনানন্তর কেশব-বিন্যাস করিতে ছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! ভাল আছত? বৎস! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ভাল আছত? এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণ বিষয়ে অতিশয় বিম্ব করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আমি

নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম, তথায় দেখিলাম ছইটি জীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ স্বত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বসন করিতেছেন, তাহা কি ? ছয়টি কুমার ষাদশ অর-সংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্তিত করিতেছে তাহা কি ? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহৎকায় অশ্ব দেখিলাম তাহা কি ? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্বে তোমার উপা-ধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তাহার নির্দেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম, ঐ বৃষ ও বৃষাদিকৃত পুরুষই বা কে ? আপনি অহুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভি-লাষ করি ।*

উত্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস ! তুমি যে ছটি জীলোক দেখিয়াছ, তাহার পরমাত্মা ও জীবাশ্মা । ষাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর । শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তন্ত্র দেখিয়াছিলে, উহা দিব্যরাত্রি । ছয়টি কুমার ছয় ঋতু । যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জন্য । আর অশ্বটি অগ্নি । পথিমধ্যে যে বৃষভ অবলোকন করিয়া-ছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত । আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র । যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত । বৎস ! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিভ্রাণ পাইয়াছ । ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি রূপারস-পরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত । বৎস ! এক্ষণে আমি তোমাকে অহুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং জ্ঞোমার শ্রেয়ো লাভ হউক ।

উত্ক উপাধ্যায়ের অহুজালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকাল বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন । তৎ-কালে মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া বসিয়াছিলেন । উত্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্বাদ বিধানপূর্বক কহিলেন, মহারাজ !

প্রকৃত কার্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ।

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সংকার করিয়া কহি-লেন, হে দ্বিজোত্তম ! আমি স্মৃতির্নির্দেশে প্রজ্ঞাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম প্রতীপালন করিতেছি, এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন । উত্ক কহিলেন, মহারাজ ! আমি যে কার্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনাই কুর্ভব্য কর্ম । দ্বায়া তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন । ঐ অবশ্যকর্তব্য কর্মের অহুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ ! আপনার পিতৃ-বৈরি তক্ষককে সমুচিত প্রতিকল প্রদান করুন । সেই দ্বায়া বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহা-তেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ প্রাপ্ত হইলেন । বলদৃষ্ট পন্নগাদম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি ছক্ষ্ম করিয়া-ছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন । কাশ্যপ বিষ-চিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষি-বংশ-রক্ষক দেবতাহুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে । অতএব মহারাজ ! অবিলম্বে সর্পসজের অহুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হাঁতশনে আহুতি প্রদান করুন । তাঁহা হইলে তোমার পিতার বৈরনির্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে সন্দেহ নাই । মহারাজ ! আমি শুক্ল-দক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথি-মধ্যে আমার ষথেষ্ট বিয় অহুষ্ঠান করিয়াছিল ।

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন । যেমন যুত-সংযোগে অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, উত্কের বার্যে রাজার রোধানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । তখন রাজা জনমেজয় অতি-শয় হঃস্থিত হইয়া উত্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উত্কমুখে পিতৃবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও হঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন ।

পৌষ্যপর্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পৌলোমপর্ব ।

সোতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের ষাটশব্দব্যাপি যজ্ঞে যে সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, স্তবংশসমুদ্র লোমহর্ষণাশ্বজ উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ কৃতাজলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন, হে মহর্ষিগণ ! উত্তমচরিত আদ্যোপাস্ত কহিলাম, এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আজ্ঞা করুন।

মুনিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন ! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদয় বর্ণনা করিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি স্রাস্ত্র, মহুযা, সর্প, গুরুক্ষাদিষটি বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন, বিদ্বান্ ধীমান্ কন্দম্বক, ব্রতপরায়ণ, বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শাস্তিগুণাবলম্বী, তপোনিরত, সেই মহর্ষি আমাদের একলেরই মান্য, তাঁহার অপেক্ষা কর। তিনি পরমার্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভাল, সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব। কণকাল পরে বিগ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকধর্মি দৈবযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্বক সমাপ্ত করিয়া যেখানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ অধ্যাসীন আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ঋষিক ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, বৎস স্তনন্দন ! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছ ? তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত সকল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে

প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞালাভানন্তর স্তনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বিজ্ঞাগ্রহী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি বাহা সম্যকরূপে অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার পিতা বাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট আমি বাহা প্রবন্ধপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ ইজাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয়। এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাঘি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুৎপন্ন হইলেন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি প্রমতির কক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; ককর ঔরসে প্রমদরার গর্ভে আপনকার প্রপিতামহ শুনক জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, বশবী, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও স্তিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে স্তনন্দন ! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানারী প্রিয়তমা ধর্মগতী ছিলেন, তিনি ঐ মহর্ষির সহযোগে গর্ত্তিণী হইলেন। একদা ধার্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমানামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ পাগায়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভৃগুগৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জরিত ও মূচ্ছিতপ্রায় হইল। সূচাকদর্শনা পুলোমা অনার্যসন্ত্য বন্য ফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথিসংকার করিলেন। অর্জবৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া “এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব” এইরূপ সঙ্কল্প করিবারাজ সাতিশয় কষ্টমনা হইল। পুলোমা রাক্ষস পূর্বে ঐ সূচাকদর্শিনী কতাকে ভাষ্যাক্রূপে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্বক কন্যা সম্প্রদান করেন।

সেই অন্যায় কার্যের অমুষ্ঠান তাহার মনে সর্বদা জাগরক ছিল, এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল।

রাক্ষস, পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্জ্বলিত হতাশন-সমীপে গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, হে হতাশন! তুমি সৰ্ব দেবগণের মুখ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুল্লরী কাহার ভাৰ্য্যা? আমি পূর্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যাদান না করিয়া ভৃগুকে সম্ভ্রাদান করেন। অতএব যদি এই নিৰ্জননিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভাৰ্য্যা হয়, তবে বল আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্বপ্রার্থিত সুরুপারমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধায়িতে আমার জন্ম অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে। হুরায়া রাক্ষস ভৃগুপত্নী বিষয়ে এইরূপ সন্ধিগুচিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল। পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে হতবহ! তুমি সর্বদা সৰ্বজীবের অন্তরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিতি কর, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাণিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্ব-প্রার্থিত ভাৰ্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার যথার্থ্য শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব। অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর এক পক্ষ মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং মূহুরে কহিতে লাগিলেন, হে দানবতনয়! পূর্বে তুমি ইহাকে বরণ করিয়াছিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত বশন্তিনী পুলোমার পিতা সংপাত্র-লাভে ইহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন। মহাতপা ভৃগু বেদবিধি পূর্বক আমার সমক্ষে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি ইহাকে পূর্বে বরণ করিয়াছিলে বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী হইতে পারেন। আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, যেহেতু মিথ্যাবাদী সর্বত্র অনাদরণীয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবা: কহিলেন, হুরায়া রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্বক ভৃগুজায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এইরূপ গর্হিত অমুষ্ঠান অবলোকনে ক্রোধাধিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন। তাহাতেই তাহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস, স্বর্ঘ্যের ন্যায় তেজস্বী সদোজাত সেই শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগপূর্বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সৰ্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাশ্পাকুলিত-লোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশ্রুপূর্ণ প্রবোধ-বাক্যে তাহাকে সাহসনা করিলেন। ভৃগুপত্নীর নয়ন নিম্পতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধু পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম “বধূলরা” রাখিলেন।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নান-পূজাদি সমাপনান্তর প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় ধর্মপত্নী ও পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধাধিত হইলেন, এবং সহধর্মিণী পুলোমাকে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুরহাসিনী! হরণেচ্ছ হুরায়া রাক্ষস তোমাকে আমার ভাৰ্য্যা বলিয়া জানিত না, তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিল? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপপ্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্ট কন্ঠের অমুষ্ঠানে সাহস হইল? আমার শাপে ভীত না হইয়া এমত লোক কে? ভৃগু কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা কহিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের প্রমদরূপে আমার পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাত্মা রাক্ষস রিতে লাগিল। রোক্ষদ্যমীনা কুরুর ন্যায় অপহরণ করিল। যখন কি হইতে তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মী সেই সর্বাক-ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমি ব্রহ্মা পাইলাম। যদি দান, পুলোমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাধিত হইয়া

“অদ্যাবধি তুমি সর্বভক্ষ হইবে” বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ফুঙ্ক হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন । আমি তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সত্য কথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি ? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে । আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । বাহা ইউক আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি, এই নিমিত্ত বিরত হইলাম । আপনি সর্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি শ্রবণ করুন । আমি যোগবলে আত্মাকে বৃহদা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ত্তাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি । বেদোক্তবিধিপূর্বক আমাতে হত যে হবিঃ তদ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেন । হুম্মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া একত্র দর্শ ও গৌর্যমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ, এবং প্রতি পক্ষের কখন একত্র কখন বা পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন । আমাতে যে আহুতি সকল প্রদত্ত হ’ সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণভক্ষণ করেন । তন্নি-

ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখ স্বরূপ । অমা-

ত পিতৃগণকে ও পুণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ্য

শৌনক আমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, ঔহোরাও আমারই মহর্ষি বেদব্যাংহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে ছিলেন, তুমিও ?

তোমার পিতাঅগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নি-কথা সকলদি যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন ।

আর অন্তর্দীনানন্তর প্রজাগণ ও কার, বঘটকার, ও

স্বধাস্বাহা বিবর্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল । ঋষিগণ তদর্শনে উষ্মমনে দেবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ ! অগ্নির অন্তর্দীন প্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য হয়, শীঘ্র নিধান করুন, আর কালাতিপাতে করিবেন না ।

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি ভৃগু কোন কারণ বশতঃ অগ্নিকে “সর্বভক্ষ হও” বলিয়া শাপ দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ-ভোক্তা হইয়া ক্রুরূপে সর্বভক্ষ হইবেন । বিধাতা ঔহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আত্মহন করিলেন এবং মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস ! তুমি সর্বলোকের কর্তা ও সংহর্তা এবং অগ্নি-হোত্রাদি ক্রিয়া কলাপের প্রবর্ত্তনিতা, তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হতবহ ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়াকলাপেয় উচ্ছেদ না হয় তাহা কর । তুমি সর্বলোকের ঈশ্বর হইয়া একরূপ বিমূঢ় প্রায় হইতেছ কেন ? তুমি সর্বলোকে সর্বদা পবিত্র এবং সর্বজীবের গতি-স্বরূপ ; অতএব আমি বলিতেছি তুমি সর্বশরীরে সর্বভক্ষ হইবে না । অপানদেশে তোমার যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে, এবং তোমার মংসক্ষিকা যে তরু আছে সেই সর্বভক্ষ হইবে । যেমন রবিকিরণ সংস্পর্শে সকল বস্তু শুষ্ক হয়, সেইরূপ তোমার শিখা দ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুষ্ক হইবে । হে হতাশন ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত হইয়াছ, এক্ষণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষিরা শাপ সত্য কর এবং তোমার মুখে হত দেবভাগ ও অ-ভাগ গ্রহণ কর ।

অগ্নি সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া তদীয় আজ্ঞা পালনার্থে গমন করিলেন । দেবগণ ও ঋষিগণ আত্মলাভিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । মহর্ষিগণ পূর্বের ন্যায় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে নরগণ অত্যন্ত দৃষ্টচিত্ত হইলেন । অগ্নিও

শাপ-বিনিমুক্ত হইয়া সাতিশয় প্রীত লাভ করিলেন। পূর্ব-কালে ভগবন্ অগ্নি মহর্ষিভূক্ত হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপ, পুলামা রাক্ষসের নিধন, ও চ্যাবনের জন্ম-বৃত্তান্ত ঘটত প্রাচীন ইতিহাস এই।

অষ্টম অধ্যায় ।

মৃত কহিলেন, হে ব্রহ্মন! ভৃগুনন্দন চ্যাবন স্বকন্যার গুপ্তে পরম তেজস্বী প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যুতাচীর গুপ্তে প্রমতির রূরু নামা এক সন্তান হয়। রূরুর ঔরসে প্রমতির গুপ্তে শুনক নামে তনয় জন্মে। সেই মহাতেজা রূরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিত্তার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্বকালে সর্বভূতহিতৈষী, সর্ববিদ্যাবিশারদ, তপো-নিরত, স্থলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অম্বরী মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল। অকারণে মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভ-বিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল। সেই গুপ্তে এক পরমসুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল। তপোধনাগ্রণী স্থলকেশ ক্রিয়াক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, সেই সুরকজাতুল্য সদাপ্রসূত কন্যাকে অসহায়িনী নির্জনে পতিতা দেখিয়া, কারুণ্য-রসে আর্জচিত্ত হইলেন এবং তৎ-ক্ষণে তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্কিংশেবে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার জাতক-

কর্মাদি সমস্ত কর্ম বিধিপূর্বক নিরূহ করিলেন। কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলীর ভ্রায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি স্থলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে, সর্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমদরা রাখিলেন।

একদা প্রমতিনন্দন রূরু স্থলকেশের আশ্রমে সেই প্রমদরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। পরে আপন বয়স্যগণ দ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থলকেশের নিকট গিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি স্থলকেশ ক্ষণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রূরুকে প্রমদরা সম্ভাদান করিলেন।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদরা আপন সহচরীগণ সমভি-বাহারে ক্রীড়া-কৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রস্থ ও কেলি-ভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পাদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাক্ত দংশন-পঙ্ক্তি দ্বারা তৎক্ষণে তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা, ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদরা ভূজঙ্গবিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনঃ-কর্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন অকাতরে নিজা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থলকেশ ও অন্যান্য মূর্ত্ত্যুগণ প্রমদ-রাকে বিগতাস্ত্র ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শম্মমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কেটুগকুৎস, আষ্টিষেন, গোতম, প্রমতি, রূরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্য-রস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরম-সুন্দরী কন্যাকে আশীর্ষ-বিষাদিত, মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রূরু প্রিয়-তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত ও এতদ্ভীত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

নবম অধ্যায় ।

সোতি কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রূরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অরণ্যানী প্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদরাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণস্থরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমার ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে আমার ও বন্ধুবর্গের শোক-বর্দ্ধিনী সেই সর্বদা-সুন্দরী রমণী ধরাতে পড়িয়া আছে। আমি যদি দান, তপস্চরণ, ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার

প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিতা হউক। আমি জন্মাবধি আশ্রয়-সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদরী সেই পুণ্যবলে ভূমি-শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করুক।

কুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদরীকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, কুরু! তুমি দুঃখার্ত হইয়া যেক্রপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব; বেহেতু মনুষ্য একবার কাল-গ্রাসে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জীবিত হয় না। এই প্রমদরী গন্ধর্বের ঔরসে অশ্রাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অতএব চে বৎস! তুমি আর শোকসাগরে নিমগ্ন হইও না। পূর্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটা উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার তবে পুনর্বার প্রমদরীকে লাভ করিতে পারিবে। কুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কর্ম করিব। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বীয় ভার্গ্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনর্জীবিতা হইবে। কুরু কহিলেন, আচ্ছা আমি প্রমদরীকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করুক। তখন গন্ধর্বরাজ ৮ দেবদূত উভয়ে যমসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন হে ধর্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে ককর মৃতভার্গ্য প্রমদরী স্বীয় ভর্তার অর্দ্ধায়ুঃ লইয়া পুনর্জীবিত হয়। ধর্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ককপত্নী ককর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জীবিত হউক। ধর্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদরী ককর অর্দ্ধ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুপ্রোখিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্ৰোত্থান করিল। এইরূপে প্রমদরী পুনর্জীবিত হইলে, ককর পিতা এবং প্রমদরীর পিতা উভয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, শুভলগ্নে পুত্র কস্তার বিবাহবিধি নির্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরম্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন। কুরু এই রূপে কমল-সমপ্রভা সুহৃদভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্ববংশ ধ্বংস

করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সর্প অবলোকন করিবামাত্র তিনি ক্রোধে কল্মাকিত-কলেবর হইয়া শজ্ঞাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অতি জীর্ণ-কলেবর ডুণ্ডু-সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কুরু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধাক্ত হইয়া যমদণ্ডের স্ত্রায় নিজ দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধনসাধনে উদ্যত হইলেন। ডুণ্ডু তাঁহাকে জিহ্বাংশ দেখিয়া কহিল, হে তপোধন! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষ-পরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ?

দশম অধ্যায় ।

কুরু কহিলেন, হে ভূজঙ্গম! এক ছুঁট সর্প আমার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অমূলজ্বনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণসংহার করিব। অতএব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অন্য আনার হস্তে তোমার প্রাণ সংহার হইবে। ডুণ্ডু কহিল, হে ব্রহ্মন! যে সকল সর্পেরা মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেদে সেরূপ নহে। ইহার কখন কাহারও হিংসা করে না; অতএব হে মহর্ষে! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধী ডুণ্ডুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কর্ম হয় না। ডুণ্ডুভগিণের সুখভোগাভিলাষ অন্যান্য ভূজঙ্গের সদৃশ নহে, কিন্তু ইহার অনর্থ ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী, অতএব তুমি ধার্মিক হইয়া এবস্তৃত হতভাগ্য নিরপরাধী ডুণ্ডুভগিণকে বধ করিও না।

কুরু ভয়ান্ত ডুণ্ডুভের এই কাতোরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত দয়াজ হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরামুগ্ন হইলেন এবং শাস্তবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল। সর্প কহিল, আমি পূর্বে সহস্র-পাদনামা মূনি ছিলাম। পরে ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইয়া ভূজঙ্গ-কলেবর ধারণ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া কুরু কহিলেন, হে ভূজঙ্গোত্তম! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে

শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আর কত কালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে, সবিস্তর শুনিতে ইচ্ছা করি ।

একাদশ অধ্যায় ।

উগ্ৰ ত কহিল, সত্যবাদী ও তপোবীৰ্য্যসম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন । একদা তিনি অগ্নিহোত্র কার্য্যান্তর্য্যানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত আছেন, এমন সময়ে আমি বাল্যস্বভাবস্বলভ কৌতুকের পরতন্ত্র হইয়া তৃণনির্ম্মিত ভূজঙ্গম দ্বারা তাঁহাকে বিভৌষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম । তদর্শনে তিনি মুচ্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে ক্রোধে ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি আমাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীৰ্য্যহীন সর্প নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি সেইরূপ নিৰ্কীর্য্য সর্প হও । আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতান্তজলিপুটে নিবেদন করিলাম, “ব্রাতঃ ! আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত কর ।”

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পুরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা কহিয়াছি তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি তাহা স্মরণধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল মনে করিয়া রাখিবে । মহাত্মা প্রেমতির রুক্ম নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপমোচন হইবে । আপনি সেই প্রেমতিপুত্র রুক্ম, আজি আমি আপন-কাব সন্দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় পূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন ।

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্প-কলবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভাস্বরমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাত্মন রুক্মো ! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীবহিংসা করা উচিত নহে । বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদান্তবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন ।

অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য-ধারণ এইগুলি ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম । দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম । আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করা অযুক্ত । দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জন মেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । কিন্তু তপোবল-সম্পন্ন, বেদবেদান্তপারগ, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, আন্তীক মহাশয় ভয়াব্ধ সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

রুক্ম কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জনাই বা ধীমান্ আন্তীক মুনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি । “আপনি ব্রাহ্মণ-দিগের মুখে আন্তীক-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন” এই বলিয়া মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন । রুক্ম তিরো-হিত শ্রবিকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন । পরিশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত মোহ পরতন্ত্র হইয়া অচেতন-প্রায় ধরাভূত পড়িলেন । অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া সহস্রপাদের উপদেশ-বাক্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় জনক-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাত্তে, তিনি তাঁহাকে আন্তীকাত্মান সবিস্তার শ্রবণ করাইলেন ।

পৌলোমস্পর্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

আন্তীক পর্ব ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে সৌমত ! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোবনাগ্রগণ্য আন্তীক মুনি প্রাণ-ত্যাগন হইতে ভূজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর । যে রাজা সর্পসত্ত্বের অনুষ্ঠান করিয়া তিন কাহার পুত্র, এবং সেই দ্বিজবর আন্তীক বা কাহার পুত্র, ইহাও বর্ণন কর । উগ্র-শ্রবাঃ কহিলেন, হে মুনিবর ! আমি আপনার নিকট অতি বিস্তীর্ণ আন্তীকোপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি,

শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র ! প্রাচীন মহর্ষি আত্মীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসী বিপ্রগণকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, সর্বপাপ-বিনাশক ব্যাসোক্ত ঐ পুৰাতন ইতিহাস তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধন আত্মীকের পিতা জরৎকার মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মচারী, উৰ্দ্ধরেতা ও পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি সর্বদা ব্রতাহুষ্ঠান, উগ্রতপস্তা ও আহার-সংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন। সেই তপোবল সম্পন্ন মহাত্মা সর্বদা তীর্থ-পর্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন, এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুকাল আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইত্যন্ততঃ পর্যটন করিয়া তিনি শীর্ণ-কলেবর হইয়াছিলেন, তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্বক কঠোর ব্রতের অহুষ্ঠান করিতেন।

একদা জরৎকার মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি উৰ্দ্ধ-পাদ ও অধোমুখ হইয়া মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছেন; তদর্শনে তিনি রূপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে ? কি নিমিত্তেই বা মুষিকচ্ছিন্ন-মূল উশীর-স্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছেন ? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি ; সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি ! আমরা নিতান্ত হতভাগ্য ! আমাদের জরৎকার নামে এক পুত্র আছে; সেই দ্রষ্টব্য, পুত্রার্থ দ্বারপরিগ্রহ না করিয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যার কালাতিপাত করিতেছি। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছি। আমাদের বংশ বর্ধন জরৎকার থাকিতেও আমরা অনর্থক কৃতীর-ন্যায় হইয়াছি। তুমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদের দুঃখ দেখিয়া বাক্যবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি।

জরৎকার তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহি-

লেন, আপনারা আমার পূর্বে-পুরুষ ; আমারই নাম জরৎকার ; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করির। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস ! তোমার এবং আমাদের পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা বিষয়ে যত্ববান হও। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম-কল দ্বারা সেরূপ সঙ্গতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব হে পুত্র ! আমাদের নিদেশানুসারে দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্ববান হও। ইহা করিলেই আমাদের পরম হিতসাধন করা হইবে। জরৎকার কহিলেন, আমি সন্তোগার্থে দার-পরিগ্রহ বা জীবিকার্থে ধনোপার্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে উদ্বাহ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতীজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সন্যাসী হয় এবং তাহার বঙ্গ-বাক্যবগণ স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করিব। কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে না। হে পিতামহগণ ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্ববান হইব, অন্যথা এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর জরৎকার মুনি গাহস্থ-আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কর হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহী-মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিল না। একদা তিনি পিতৃলোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বন-প্রবেশ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষা-বাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকার সেই কন্যা সন্যাসী নহে এই ভাবিয়া, তাহার পাণিগ্রহণে পরাধু্য হইলেন; কারণ মহাত্মা জরৎকার প্রতীজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সন্যাসী কন্যা পান, ও তাহার বঙ্গ-বাক্যবগণ স্বেচ্ছাপূর্বক ভিক্ষা-

স্বরূপ তাঁতাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহধর্মিণী করিবেন ।

অনন্তর মহাপ্রাজ মহাতপাঃ জরৎকার বাহুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূজঙ্গম ! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভগিনীর নাম কি ; বাহুকি কহিলেন, হে বিজ্ঞাতম ! আমার এই অমৃত্যুর নাম জরৎকার, আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন । এই বলিয়া বাহুকি জরৎকারকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন । তিনিও বিধিপূর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সন্োধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞান-পারদর্শিন ! পূর্বকালে সর্পগণ স্বীয় জননীর নিকট এইরূপ শাপ-গ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন । ভূজঙ্গরাজ বাহুকি সেই শাপ বিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করেন । জরৎকার বিধিপূর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদগর্তে আত্মীক নামে পুত্র উৎপাদন করেন । মহাত্মা আত্মীক বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপশ্চর্য্যা নিতান্ত অমুরক্ত ছিলেন । তিনি পিতৃ মাতৃ উভয়কূলের দাহতয় নিবারণ করেন । পাণ্ডুলোভব রাজা জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্ত্ব নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেই সর্পকুল-কালান্তক যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাতপাঃ আত্মীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।

জরৎকার পুত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা পিতৃ-লোকের উদ্ধার-সাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা মুনিগণের তুষ্টিসম্পাদন এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন । তিনি এই রূপে পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ, ঋষিগণ, ও দেবগণ-স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব-পুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ করেন । হে ভূজঙ্গশাবতংস ! আমি যথাক্রমে এই আত্মীকোপাখ্যান

কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন ! তুমি যাহা কীর্তন করিলে, পুনর্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর ; আত্মীক বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে । আত্মীকোপাখ্যানটি অতি মূল্যবান ও সুমধুর বোধ হইল । ইহা শুনিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি । ফলতঃ তুমি পুরাণ-কীর্তন বিষয়ে স্বীয় পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ । তোমার পিতা যেমন অনন্যবিষয়ামুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্য-মনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাত্মন ! আমি পিতার নিকট আত্মীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেই-রূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন । মাতাযুগে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও বিনতা নামে দুই পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন । মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন । একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রেম হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন । পরস্পর সমান পরাক্রান্ত, এইরূপ সহস্র নাগ অজ্ঞার পুত্র হউক বলিয়া কক্ষ বর প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, আমার দুইটি মাত্র পুত্র হউক ; কিন্তু তাহারা যেরূপ বল, বিক্রম ও শরীরে কক্ষ পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় । মহর্ষি কশ্যপ তথাস্ত বলিয়া তাহাদিগকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন । বিনতা স্বামি, মন্নিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্ততি ও কৃতজ্ঞ-মন্য হইলেন । কক্ষও তুল্য ভেজস্বী পুত্র সহস্র লাভে আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞান করিলেন । মহাতপাঃ কশ্যপ পরীক্ষাকে “তোমরা স্বীয় প্রিয়তমে গর্ত্তধারণ করিও” এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন ।

বহুকালের পর কক্ষ ও সহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন । পরিচারিকাগণ সেই সমুদয় অণ্ড

উপশ্বেদযুক্ত ভাওমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন । তৎপরে কক্ষ প্রস্থত অণ্ড-সহস্র হইতে এক একটা পুত্র বহির্গত হইল । কিন্তু বিনতার অণ্ডবয় তদবস্থই রহিল । পুত্রাখিনী বিনতা তদর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া স্বপ্রস্থত অণ্ডবয়ের অন্যতর ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্বার্দ্ধকায়মাত্র সূসজ্জ্বলিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ অতিশয় অপকাবস্থায় রহিয়াছে । তখন সেই সদ্যঃপ্রস্থত পুত্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, “লোভ পরতন্ত্র হইয়া অপকাবস্থায় মেও ভেদন পূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম হইয়াছে ; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায় কার্য্যের অমুষ্ঠান করিলে-পঞ্চাশত বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে ।” আরও বলিলেন, এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে অণ্ডভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাজ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে । যদি তুমি আপন পুত্রকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর । ইহার জন্মের আরও পঞ্চাশত বৎসর বিলম্ব আছে ।

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপপ্রদান করিয়া আকাশ পথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গদেবের সারথ্য কার্য্য নিযুক্ত হইলেন । সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন । তিনি জন্মিবামাত্র দ্বুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধাতৃ-বিহিত স্বকীয় আহার সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে উড্ডীন হইলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন ! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কক্ষ ও বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল । দেবগণ, অমৃত-মহনকালে উৎপন্ন সেই সর্কোৎপাদিত ও সর্কমূলকণ-সম্পন্ন হয়-রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

শৌনক কহিলেন, হে স্তপুজ ! তুমি কহিলে, সেই মহাবীৰ্য্য অশ্বরাজ সূধ্যমহন সময়ে উৎপন্ন হয় ; অতএব

জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, দেবগণ কি কারণে ও কোন স্থানে অমৃত মহন করিয়াছিলেন ?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সূমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে । যাহার সূবর্ণময় শৃঙ্গপরম্পরার প্রভাঙ্গাল প্রদীপ্ত স্বর্ঘ্যের প্রভামণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যে অর্ধমেঘ ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস-স্থান, যাহাতে দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্কদা বিচরণ করে, যে পর্ব্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানাপ্রকার ওষধি দ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্ব্বত উন্নতি দ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্কদা সূমধুর স্বরে কলরব করিতেছে, যে সূবর্ণময় মহীধর প্রাকৃত জন-সমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপোনিয়মামুরক্ত, প্রবল পরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্ব্বতের নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃত-প্রাপ্তি বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন । ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধি মহন করিতে আরম্ভ করুন । মহন করিলে সমুদ্র হইতে অমৃত উথিত হইবে । তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন, হে অসুরগণ ! তোমরা সমুদ্র মহন কর, কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্ন-সমূহ পাইয়াও মহনে ক্ষান্ত হইও না । ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অনবরতই মহন করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবগণ অমৃত-মহনে আদেশ পাইয়া মন্দর-ভূধরকে মহনদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু গগনস্পর্শী শিখর মালায় সুশোভিত, বহুতর লতা-জালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গ নিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ ব্যালকুল সমাকীর্ণ, অঙ্গুরাগণ ও কিম্বরগণ কর্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত, গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাজ্ঞা-

পুটে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতসাধনার্থে কোন সছপায় নির্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রয়াস করুন ।

অগ্রমেষায়্যা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশপূর্বক ভূজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অমুমতি করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমস্ত বন ও বনবাসিগণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন । অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সন্োধন করিয়া কহিলেন, আমরা অমৃত লাভের জন্য তোমার জল মস্থন করিব । অর্ণব কহিলেন, মন্দর-ভ্রমণ দ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই । তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ কুর্শরাজকে কহিলেন, তুমি গিরিবরের অধিষ্ঠান হও । কুর্শরাজ তথাস্ত বলিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দর গিরি ধারণ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র, কুর্শরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন ।

এইরূপে দেবগণ মন্দরগিরিকে মস্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মস্থন-রজ্জু করিয়া অস্তোনিধি মস্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত দানবদল রজ্জুভূত বাসুকির মুখ-দেশ ও সুরগণ পৃচ্ছদেশ ধারণ করিলেন । ভগবান্ অনন্তদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ-স্বরূপ, এই নিমিত্ত তিনি আপন হুঃসহ বিষ-বেগ সঘরণ করিলেন । মস্থন-কালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধূম ও অগ্নি-ক্ষুলিজের সহিত নিঃশ্বাস-বায়ু নির্গত হইতে লাগিল । ঐ ধূমায়ি সহিত নিঃশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া, নিত্যন্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাসুরের বারি-বর্ষণ করিতে লাগিল ; এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল ।

দেবাসুরগণ মন্দর-ভূধর দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমস্থনে প্রবৃত্ত হইলেন । মধ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর বন-ঘটার গভীর গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল । মন্দরাদ্রির মর্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিপ্লিষ্ট হইয়া পঙ্কজ পাইল এবং খাতাল-তলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জল-জন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । সেই গিরিরাজ

অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল পরস্পর সজ্জ্বল হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । মন্দর-গিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সজ্জ্বল হইয়া সমুদ্র তহাশন-শিখা দ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িত-পটলাবৃত নবীন নীরদৈর ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল । পরে ঐ অনল ক্রমেক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যাগী-বিনির্গত কুঞ্জর কেশরিগণ ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল । সজ্জ্বল হইয়া তহাশন এইরূপে পূর্বতন সমস্ত জীবজন্তুগণ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সুরপতি ইন্দ্র মেঘসমুদ্র তলিল সেচন দ্বারা তাহা নির্ধারণ করিলেন ।

অনন্তর নানাবিধ মহীকহগণের নির্ঘাস ও মহৌষধি-রস গালিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল । অমৃতসম-গুণ-সম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্ঘাস ও কাঞ্চন-নিম্বের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন । সমুদ্রজল পূর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট রস দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল । সেই ক্ষীর হইতে স্নাত উৎপন্ন হইল ।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি । কোন কালে মস্থন আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু এপর্যন্ত অমৃত সমুখিত হয় নাই । তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সন্োধন করিয়া কহিলেন, তুমি ইহাদের বলাধান কর ; তুমি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গতান্তর নাই । নারায়ণ কহিলেন, যাহারা এই কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অস্তোনিধিকে আলোড়িত করুন ।

সমস্ত দেবদানবগণ বিষ্ণুর এই রাক্ষস শ্রবণ করিবামাত্র বলপ্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্বার পূর্বা-পেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মস্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । তদনন্তর মধ্যমান মহাসাগর হইতে সূর্য্যোদয়-সম্পন্ন সৌর্য্য, ত্রি, নির্মল, শীতাত্ত উৎপন্ন হইলেন । তৎপরে স্নাত হইয়া স্নেহপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন । উচ্চৈঃশ্রবাস নামে স্নেহবর্ণ হরয়ত্ন ও স্নাত হইতে উৎপন্ন হইল । পরে মহোজ্জল কোমল-মণি স্নাত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল । লক্ষ্মী, সুরা-

দেবী, চন্দ্র ও মনোজব অশ্বোত্তম উজ্জৈশ্রবাঃ সূর্য্যমার্গী-
বলম্বন-পূর্ব্বক সুরগণকে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তি-
মান ধনুস্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কনকলুহস্তে লইয়া সমুদ্র
হইতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্যগণ এই অমৃত ব্যাপার
নিরীক্ষণ করিয়া “এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার”
এই বলিয়া দোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল।
তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়-বিশিষ্ট, ঐরাবত নামে
মহাগজ সমুৎপন্ন হইল। বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার
করিলেন। সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই
মর্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন
হইল। সধুম জলদগির স্থায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল
আকুল করিল। কালকূটের কটুগন্ধু আত্মাণ করিয়া
ত্রিলোকী মুচ্ছিত হইল। ত্রীকাতদবলোকনে ভীত হইয়া
অহুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি
তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম রাবিরূপি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ-
পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দানবগণ এই অমৃত ব্যাপার নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া
অমৃত ও লক্ষ্মী-লাভার্থে দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর
বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী-
মায়ী আশ্রয় করিয়া নারী রূপ ধারণ পূর্ব্বক অমৃত সমূহের
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দানবদল মোহিনী-
রূপ-ধারী ভগবানের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও
তদগতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

উনবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ ঐ ত্রিত
হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আক্র-
মণ করিল। তদবলোকনে মল্লপ্রভাবশালী ভগবান্ নারা-
য়ণ নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেশ্বরদিগকে বধনা করিয়া
অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট
হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাচ্ছাদে পান করিতে বসি-
লেন। দেবগণ অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে রাহু
নামে এক ছুষ্ট দানব অবসর বুঝিয়া দেব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক
সুরগণের সহিত অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত,
রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও

সূর্য, দেবতাদিগের হিতসাধনার্থে ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত
করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সূদর্শনাস্ত্র দ্বারা
তৎক্ষণাৎ সেই ছুষ্ট দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন।

রাহুর পর্ত্ত-শিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন-মাত্রে
গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণ নাদে গর্জন করিতে
লাগিল। তাহার কবন্ধ-কলেবর সকাননা, সঙ্গীপা, সপ-
কর্তা, বসুন্ধরাকে কম্পিত করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।
তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহু-মুখের চির-শত্রুতা
জন্মিল। এই নিমিত্তই অদ্যাপি ঐ রাহু-মুখ তাঁহাদিগকে
গ্রাস করিয়া থাকে। পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী-
বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে
আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লাবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর
সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাস, তোমর, ভিল্লিপাল
প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাশ্র শস্ত্র-বর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন
হইল। ধনু, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ
কধির বমনপূর্ব্বক মুচ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহা-
দিগের তণ্ডুকাঞ্চনাকার মস্তককপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্ন
ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল।
যুদ্ধে হত দানবগণ কধিরাক্কলেবর হইয়া ধাতুরাগ রঞ্জিত
গিরি-কূটের স্থায় ভূমি-শয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের
শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেব-
গণ দূর হইতে লৌহময় পরিখাবাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি-
প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও
ঐ রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকল ধ্বনি
গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে কেবল, “ছিল্লি,
ভিল্লি, প্রধাব, ষাতয়, পাতয়, মারয়,” ইত্যাদি ঘোরতর
শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময়ে নর
ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ
নরদেবের হস্তে দিব্যধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুল ধূম-
কেতু স্বীয় চক্রাশ্র স্রবণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী,
সূর্য্যসম-তেজস্বী, অপ্রতিহতবীৰ্য্য, ভীমদর্শন, সেই অরিনি-
হদন, সূদর্শনচক্র স্রবণমাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ
হইল। আজ্ঞাভুলবিত্তভূজ, ভগবান্ চক্রপাণি সেই
প্রজলিত-হতাশনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ

করিলেন। নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ সূদর্শনাজ মহাবেগে ধাক্কা মাইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণ সংহার করিল। কোন স্থলে সমুদ্রত হতাশনের ভ্রায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুলনিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরতলে পরিত্রমণপূর্বক পিশাচের ভ্রায় তাহাদিগের রুধির পান করিতে লাগিল।

নবমেঘাকৃতি, মহাবল পরাক্রান্ত, দানবেরাও আকাশে উথিত হইয়া সহস্র সহস্র পর্বত নিক্ষেপ দ্বারা দেবগণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভয়সামু অতি প্রকাণ্ড মহী-ধরগণ পরম্পরাতিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোরতর মেঘের ভ্রায় চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দুর্দান্ত দানবগণ এইরূপে গভীর গর্জনপূর্বক নিরন্তর পর্বত বর্ষণ করিয়া সকাননা সমীপা মেদিনীকে কল্যা-মিত করিল। তখন নরদেব স্ববর্ণমুখ শিলীমুখ দ্বারা দানববিক্ষিপ্ত পর্বতসমূহ বিদারণপূর্বক নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণ দেবগণকর্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জলন্তাগ্নিসদৃশ সূদর্শন চক্রকে জ্বলু দেখিয়া কেহ ভূগর্ভে কেহ বা লবণাবর্ণ গর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সংকার পুরঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। জল-ধরগণ নভোমণ্ডল এবং সুরলোক নিনাদিত করিয়া যথা-স্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আত্মদ-সাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিগণ! অমৃতমহন সময়ে ত্রীমান অতুলতেজাঃ উট্টেঃশ্রবানামিক যে অশ্বরাজ জল-নিধি হইতে সমুথিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইল। কক্ষ সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয় সপত্নী বিনতাকে কহিলেন, বিনতে! বল দেখি উট্টেঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ? বিনতা কহিলেন, উট্টেঃশ্রবাঃ গুরুবর্ণ; তোমার কি বোধ হয়? আইস এ বিষয়ে দুইজনে পণ করি। কক্ষ কহিলেন, হে মধুর-

হাসিনি! আমি বোধ করি এই অশ্বের পুচ্ছ কুরুবর্ণ; আইস এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অমৃতমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞাক্রম হইয়া “কলা এই অশ্বকে দেখিব” এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যা-গমন করিলেন। কক্ষ নিজ নিকেতনে আগমন করিয়া কোটিল্য করিবার মানসে স্বীয় সহস্রপুত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমাদিগকে কুরুরূপ ধারণপূর্বক উট্টেঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লব্ধমান হইয়া তৎপুচ্ছের কুরুবর্ণ সম্পা-দন করিতে হইবে, দেখিও যেন আমাকে দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়। যে সকল ভূজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাধীন হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, তোমরা পাণ্ডুবংশাবতঃস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্ত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কক্ষদত্ত সেই অতি নিষ্ঠুর শাপ স্বকর্মে শ্রবণ করিলেন। পরে সর্পসংখ্যার আতিশয়াগ্রযুক্ত কক্ষ-দত্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়ঙ্কর হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, “এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ অতিশয় তীব্র ও বীৰ্য্যবৎ; সেই তীব্রবিষে প্রজাগণের সর্কদাই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে; অতএব কক্ষ ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কর্ম করিয়াছেন। তাহারা যেমন সর্কদা প্রজাগণের অহিতা-চরণ করে, তেমনি দৈব তাহাদের উপর প্রাণাত্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন।”

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপে আনন্দপ্রকাশ করিয়া কক্ষকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন, এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সন্নিধানে আত্মদানপূর্বক কহিলেন, হে পুণ্ড্রশালিন! যে সকল ত্রীক্লবিশ, মহাফণ, ভূজঙ্গমগণ তোমার গুণসে জয়গ্রহণ করিয়াছে, কক্ষ তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অতএব হে বৎস! এ বিষয়ে তেঁর ক্রোধ করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্বাগর বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা, কশ্যপপ্রজা-পতি এইরূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কক্র ও বিনতা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি পণ করিয়া এবং তজ্জনা সাতিশয় অমর্যাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । পরদিবস প্রভাতে সূর্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুইজনে অনতিদূরবর্তী উট্টৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দূর গমন করিয়া অগ্রমের, অচিস্তনীয়, অগাপ, সর্ক-ভূত-ভয়াবহ, পরমপবিত্র, আন্তোনিধি অবলোকন করিলেন । যে জলাধি তিমি, তিমিজিল, মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, নক্রচক্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর বিকৃতাকার জলচরণে এবং ভীষণাকার সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ; চক্র, লক্ষ্মী, উট্টৈঃশ্রবাঃ; অথ, পাকজনা, শম্বা, অমৃত, বাড়বানল ও সর্কপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন; পর্কতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধিরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন; যে, সমুদ্র দানবগণের পরমমিত্র ও স্থলচর জন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তু সকল সর্কদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে, এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্কতাকার তরঙ্গমালা সমুখিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন পূর্বক নিরন্তর মৃত্যু করিতেছে; চক্রেয় হ্রাস বৃদ্ধি অহুসারে যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; অমিততেজাঃ ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণপূর্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জন্ম বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অমুভব করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অম্বরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে; যে সমুদ্র স্বীয় গর্ভস্থ বাড়বানলকে সর্কদা তোরু রূপে হবিঃ প্রদান করিতেছে; সহস্র বৃক্ষ দহানদী পরস্পর স্পর্শ করিয়া যেন অভিসারিকার দ্বায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

মৌতি কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, আমাদের জননীর অন্তঃকরণে যেহেতু লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁহার মনোভিলাষ সফল না

হইলে রোষপরবশ হইয়া আমাদেরগকে ভক্ষণ করিবেন । কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্ন হইয়া আমাদেরগের শাপ বিনোচন করিতে পারেন । অতএব চল সকলে একমত হইয়া উট্টৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি । নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল । ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কক্র ও বিনতা গগনমার্গে উষ্ণীয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিজিল মকরসার্বসমুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর, বরুণ দেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্যমাণ, অগ্রমের, অচিস্তনীয়, অগাপ, অতি দুর্দর্শ, অক্ষোভ, পবিত্রজলধিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরমপ্রীতিসহকারে তাহার অপরপারে উপস্থিত হইলেন ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কক্র ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতি সত্তরে তুরঙ্গসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অষ্টটি শশাঙ্ককিরণের স্রাব শুভ্রবর্ণ; কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ । তদবলোকনে বিনতা অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন । পরে কক্র তাঁহাকে দাসীর কার্য করিতে আদেশ দিলেন । বিনতা পণে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্য কর্ম আশ্রয় করিতে হইল ।

এই সময়ে গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার ঐষভব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ড বিদারণপূর্বক বহির্গত হইলেন । মহাসমুদ্র, মহাবলসম্পন্ন, সৌদামিনী-সমন্বজ, কামরূপ, কামবীর্ষা, কামচারী, বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত হত্যাশনরাশির স্রাব স্বকীয় প্রভামণ্ডলে সহস্র দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাট পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন । তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন । পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্বরূপী ভগবান্ অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতিপূর্বক অতি বিনীতবচনে কহিলেন, হে হত্যাশন ! তুমি আর পরিবর্দ্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদেরগকে দক্ষ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ? ঐ দেখ পর্কতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে । অগ্নি

কহিলেন, হে অনুরনিহন জুরগণ! তোমাদিগের আপাততঃ বাহ্য বোধ হইতেছে উহা বস্ততঃ সেরূপ নহে। আমার তুল্য তেজস্বী, বলবান, বিনতানন্দন, গুরুভজ্ঞ প্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; তাঁহার তেজোরশ্মি নিরীকণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইরাছ। ঐ নাগকুলান্তক কস্তপাক্ত সর্বদা দেবতাদিগের তিতা-মুষ্ঠান ও দৈত্যাক্সসদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই, আইস আমরা সমবেত হইয়া গুরুভের নিকট যাউ।

• অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসন্নিধানে গমন করিয়া গুরুভকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হরগ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সূর্য, তুমি হুঃ, তুমি বিপ্। তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহঃস্বপ্নঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পরিপ্রাপ্তান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমুদ্ভিমান, তুমি অস্তক, তুমিই হিরণ্মির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি হুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভুতকীর্্ত্তে গুরুভ! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তোমা হইতেই ঘটতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইরাছ। তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জ সূর্য্যের তেজোরশ্মি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ। হে হতাশন-প্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা-সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত-স্বয়ং ন্যায় নিত্যক ভরস্বরূপ ধারণ করিরাছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত, বিহুৎসমানকান্তি, গগন-বিহারী, অমিত পরাক্রান্তশালী, খগকুলচূড়ামণি, গুরুভের শরণ নইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয় তেজোরশ্মি দ্বারা এই অপরাধল নিরন্তর সমগ্ৰ হইতেছে। তুমি ভরবিহ্বল, ও বিমানারোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে ইত্যন্ততঃ পলায়মান জুরগণকে পরিপ্রাপ্ত কর। হে খগবর! তুমি পরম দয়ালু মহাত্মা কণ্যপের পুত্র, অতএব ক্রোধ সমরপ করিয়া জগত্তের অজিহ্বা প্রকাশ কর। তুমি ইন্দ্র, এক্ষণে ঐশ্বর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে ভক্ষণ কর। আমরা বিবম বিপদে আক্রান্ত হইরাছি। তোমার বজ্রনির্ধোষ-সদৃশ বোরববে নভোমণ্ডল, দিগ্‌মণ্ডল,

দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে। তুমি অগ্নিতুল্য স্বীয় শরীরের সঙ্কোচ কর। কুপিত ক্রুতান্তের ন্যায় তোমার অতি ভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শূন্য হইতেছে। হে ভগবন খগাদিপতে! এসন্ন হইয়া শরণাগত জনের স্খাভব হও।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

গুরুভ, দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতি প্রকাণ্ড কলেবর অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন এবং কহিলেন, আমি আশ্বতেজের সঙ্কোচ করিতেছি আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না। এই বলিয়া বিহঙ্গম-রাজ গুরুভ অরুণকে আশ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপার-বর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া প্রথর করজাল বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন।

করু কহিলেন, সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? এবং দেবতারা বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এই রূপ কুপিত হইলেন? প্রমত্ত কহিলেন, যৎকালে তন্ত্র ও সূর্য্য রাহকে প্রজ্বরভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিলুম তখন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত বাহুর বৈরাগ্যবদ্ধ হওয়াতে ঐ ক্ষুরগ্রহ রাহ মধ্যে দেবকে গ্রাস করিত। পরে ভগবান সূর্য্য এই রোবরিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই নিক্ত নিমিত্ত রাহরূপে পড়িলাম এবং তজ্জন্ত আমি একাকী বহু অনর্থকর পাপের ফলভাগী হই। যৎকালে কাহাকেই সাহায্য করিতে দেখি যখন, আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে রাও তাহা অনারামে সহ করিয়া থাকে; অতএব সমস্ত লোক বিনাশ করি সন্দেহ নাই। ইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্ত্রচলচূড়াবলবী বিশ্ব-সংসার সংহার করিবার মানসে স্বকীয় পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলাম। তদনন্তর

মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, অদ্য নিশীথসময়ে সর্বলোক ভরাবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে ।

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিষাহারে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! কোথা হইতে ভরস্বর মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না অথচ সর্বলোক-কর উপস্থিত । না জানি সূর্য্য উদিত হইলে কি চূর্ণশা খটিবে । পিতামহ কহিলেন, দিবাকর সর্বস্ব হারে উদাত হইয়াছেন । তিনি উদিত হইয়া কণকাল মধ্যেই আমা-দিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন । কিন্তু ইতি-পূর্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি । মহাত্মা কশ্যপের অরুণনামে এক মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে । সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারণ্য কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা । প্রমতি কহিলেন, তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হইলেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন । সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারণ্য কার্য্য স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় শীর্ণন করিলাম । এক্ষণে পূর্ব্বোন্নিখিত প্রণের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কাম-চারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ থাকিয়া বিনী-সন্নিধানে গমন করিলেন । তথায় তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া আশ্রয় লব্ধীর দাস্যবৃত্তি করিয়া পূর্ব্বক হুঃসহঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন । ক্রমা-বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন এমন সময়ে কক্ষ-তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দেখ বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম সুমণীর দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে কাল উপাস-করে, তথায় আশীর্বাদ লইয়া চল । বিনতা আশীর্বা-দ্যাজে কক্ষকে পূর্ত্তদেশে আরোহণ করাইয়া গেলেন ।

এবং গরুড়ও মাতৃনিদেশক্রমে কক্ষপুত্র-নাগগণকে পূর্ত্তে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন । বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্যোতিমুখে গমন করাতে পরগগণ হুঃসহ তপন-তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া নৃচ্ছিত হইতে লাগিল ।

কক্ষ স্বীয় পুত্রদিগের তাদৃশী হ্রবহা দেখিয়া বৃষ্টিবৎ সুনায়-স্রবপতি ইজ্রকে তব করিতে আরম্ভ করিলেন । হে শচী-পতে, সহস্রলোচন, দেবরাজ ! তুমি বল, নমুচি ও বৃষ্টি-স্রকে নষ্ট করিয়াছ । এক্ষণে তোমাকে নমস্কার করি । প্রচণ্ড রবিকিরণ-সন্তপ্ত মদীয় পুত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর । হে স্রবপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমা-দিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই ; যে হেতু তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ । তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচাণিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিস্বরূপ; তুমি আদিভা; তুমি বিভাবহু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাত্ম; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি বিষ্ণু; তুমি মহাত্মা; তুমি দেব; তুমি পরম গতি; তুমি অক্ষর অমৃত; তুমি পরমপূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি গুরুপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ক্রীট, মাস, ঋতু, সম্বৎ-সর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বহু-ক্ষরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যাসংকৃত আকাশ; তুমি তিমি-তিমিঙ্গিল সহিত ও উজ্জ্বলতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহাগর্ভ; তুমি অতি যশস্বী । এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন । আর তুমি তবে পরিভূট হইয়া অজ্ঞানদের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিজ হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক । ব্রাহ্মণেরা এক মাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় সতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন । হে বিপুলবিক্রমশালিন! অখিল বেদ ও বেদান্ত তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীৰ্ত্তন করে এবং বজ্রপরাধন বিজ্ঞাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধা-রণের নিমিত্ত প্রবৃত্ত সহকারে সতত সেই সকল বেদবেদা-দের নীমাংসা করিয়া থাকেন ।

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবরাজ ইহু কক্ষকৃত শুভ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলধ্বজ জলদজালে দিম্বাগুল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত ঘূষলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন । জলদগণ ইহুের আদেশ পাইয়া ঘোরতর গভীর গর্জনপূর্বক মুহূর্ত্তঃ সোদামিনীক্ষুবণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল । তৎকালে ধোম হইল যেন আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিবা মেঘনির্ঘোষ, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বায়ুচালিত নীলধারা দ্বারা যেন আকাশ-মণ্ডল নৃত্য করিতেছে । সেই মেঘাচ্ছন্ন হৃদ্বিনে চক্স স্বর্বা এককালে অস্তহিত হইলেন । তখন নাগগণ যংপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল । বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্নপ্রায় হইল । সুশীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । পরিশেষে সর্পগণ মাতার সন্তিঃ রামণীয়ক-দীপে উপনীত হইল ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ প্রচুর জলধারার অভি-বিক্ত হইয়া অতিপ্রকৃষ্ট মনে সুপর্ণ-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সেই মকরসমূহের আকর ভূমি, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত, রামণী-রকদীপে উগ্ধনীত হইল । তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি ভয়ঙ্কর লবণ-মহার্ণব অবলোকন করিল । পরে সেই দীপের অন্তর্ভুক্তী পরমশোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল । ঐ কানন সাগর-জলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে ; উহাতে বহুবিধ বিহ-জমগণ সর্বদা মধুররবে কলরব করিতেছে : বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে ; যন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরমা হস্তা, পদ্মাকর ও স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ অলৌ-কিক হ্রদসমূহ সর্বদা উহার অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে ; তথায় সুগন্ধ সসীরণ অমৃত-সুস্বাদু ইত্যাদি : সন্নি-রূপ করিতেছে ; অত্যন্ত চন্দন অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে ; ঐ সন্নি-বৃক্ষ বায়ুধ্বংস-সহ-কারে মিকল্লিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে ; মধুকরগণ মধুগন্ধে অক্ল হইয়া মধু-মধুর-রবে আশ্রয়-ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে । ঐ উদ্যান গন্ধর্ব্ব ও

অলরাদিগের প্রীতি-স্থান এবং উহা দেখিলে তদন্তেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে ।

কক্ষ-পুঞ্জেরা সেই কাননে কিয়ৎকণ বিহার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বকে কহিল, দেখ তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্মল জল সম্পন্ন সুরমা দীপে লইয়া চল । তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান ; কারণ তুমি গগনে উদ্ভূত হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না । গন্ধর্ব্ব সর্পদিগের এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিবলমনে স্বীয় জননী সন্নিধানে নিবেদন করিলেন ; মাতঃ ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল । বিনতা কহিলেন, বৎস ! আমি হ্রদপৃষ্ঠে ক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপক্ষীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । গন্ধর্ব্ব, মাতৃ-সন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে নাগগণ ! কোন বস্ত্র আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল, হে বিহ-জমরাজ ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় ।

বাঃ কহিলেন, গন্ধর্ব্ব এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতৃ-পুত্র হইয়া কহিলেন, জননি ! আমি অমৃত আর-পিতে চলিলাম ; পথে কি আহরণ করিব, বলিয়া দেখ তা বলিলেন, বৎস ! সমুদ্র মধ্যে বহু সহস্র নিধি-করে, তুমি তাহাদিগকে ভোজন করিয়া অমৃত আন-; কি হে বৎস ! দেখিও যেন ত্রাজ্ঞগ-প্রে-র বুদ্ধি না জন্মে । অনল-সমান, ত্রাজ্ঞগণ-বধা । ত্রাজ্ঞ ক্রুপিত হইলে ক্ষয়ি, স্বর্বা, বিস-হয়ন । ত্রাজ্ঞ সর্ব্বভীষের গুরু । এই নিমিত্ত তর-আদায়ণীর । সন্তুষ্ট হইবে বৎস ! তুমি ত হইয়াও যেন কোনক্রমে ত্রাজ্ঞের হিংসা

বা তাঁহাদিগের সহিত বিজোহাচরণ করিও না । নিত্য নৈমিত্তিক ভগ্নহোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিরত, বিতুঙ্গ ত্রাক্ষণ ক্রুদ্ধ হইলে যে রূপ দক্ষ করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কেহই সেরূপ পারেন না । ত্রাক্ষণ সর্ব্বজীবের অগ্রজাত, সর্ব্ববর্ণের প্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের পিতা ও গুরু ।

গরুড় মাতৃসন্নিধানে ত্রাক্ষণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ ! ত্রাক্ষণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও কিরূপই বা পরাক্রম । ত্রাক্ষণ কি হত্যাপনের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত, কিম্বা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি ; যে সকল শুভলক্ষণ দ্বারা ত্রাক্ষণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতু নির্দেশপূর্ব্বক তাহা আমাকে সবিশেষ-রূপে কহিরা দেও । বিনতা কহিলেন, বিনতোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বড়িশের ন্যায় নিত্যন্ত দুঃসহ ক্লেশদারক হইবেন এবং প্রজলিত অঙ্গারের ন্যায় কণ্টদাহ করিবেন, তিনিই সূত্রাক্ষণ । তুমি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ত্রাক্ষণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না । বিনতা পুত্র-বাৎসল্যপ্রযুক্ত গরুড়কে পুনর্বার কহিলেন, বৎস ! বিনি তোমার জঠর-দেশে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সূত্রাক্ষণ বলিয়া জানিবে । সর্ব্বপঙ্কিতা পরম-দুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরাক্রম বৃত্তিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, বৎস ! বায়ু তোমার দুই পক্ষ রক্ষা করুন, চক্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি মস্তক এবং বহুগণ স্বর্গীয় সর্কাক সর্ব্বদা নির্ঝিঁয়ে রাখুন । ৫২ পুত্র ! আমিও তোমার প্রতি শান্তি বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর স্বর্গীয় শুভাক্ষর্য্যে এই স্থানেই রহিলাম । তুমি কার্য্যালিক্রিয় নিরন্তর সিন্ধু-গর্ভে প্রস্থান কর ।

গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণান্তর পক্ষবদ্য বিজয়পূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বৃক্ষাণ্ড প্রযুক্ত সাক্ষাৎ ক্রাক্ষণের ন্যায় নিবানপন্নীতে উপনীত হইলেন এবং বিজয়-কোহারের নিমিত্ত ধূলিরাশি দ্বারা নভোমণ্ডল ক্রিষ্ট ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত পানীয় বিচলিত করিতে লাগিলেন । পরিশেষে বিহঙ্গরাজ ক্রাক্ষণ মুখব্যান্ধানপূর্ব্বক নিবান-নগরীর পথ ক্রম করিয়া গেলেন । বিবাননগরে নিম্নর নিবানগণ প্রবলবাত্যাহত হইয়া পিটলে অর্দ্ধপ্রায় হইয়া, ভুজবলভোজী গরুড়ের পদ-বিনতি

আননাভিমুখে ধাবমান হইল । যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেইরূপ নিবানদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল । পরিশেষে ক্রাক্ষণ বিহঙ্গরাজ মুখ, মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিবান ভক্ষণ করিলেন ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ত্রাক্ষণ ভাৰ্য্যা সমভিষাহারে গরুড়ের কণ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি অশান্ত অঙ্গারের ভ্রায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগিলেন । তখন গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিজোহম ! আমি মুখ ব্যান্ধান করিতেছি, তুমি অতি মত্তর বহির্গত হও ; ত্রাক্ষণ সর্ব্বদা পাপাচার-তৎপর হইলেও আমার অবধা । ত্রাক্ষণ খগাধিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, “তবে আমার ভাৰ্য্যা নিবানীও আমার সহিত বহির্গত হউক ।” গরুড় কহিলেন, ভাল, তুমি নিবানীকে লইয়া অবিলম্বে আমার আসা-বিবর হইতে বহির্গত হও । তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভ্রমাবশেষ হও নাই ; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর । তখন ত্রাক্ষণ নিবানীর সহিত নিকৃষ্ট হইয়া গরুড়কে সন্দর্শনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন ।

এইরূপে ত্রাক্ষণ ও ভদ্রীর ভাৰ্য্যা নিবানী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে অন্তরীক্ষে উখিত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পিতা কল্পপকে দেখিতে পাইলেন । বহুবিধ কল্পণ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশলপ্রশ্নান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! কল্পবালোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার লাভ হইয়া থাকে ? তখন গরুড় কহিলেন, পিতঃ ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্কাকীন মঙ্গল বটে, কিন্তু মর্ত্তলোকে আমার প্রচুর আহারদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া হক্কর হইয়াছে । আরও কহিলেন, নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে ; আমি জননীর দাসীতাব ঘোচন করিবার নিমিত্ত অন্য তাহা আনয়ন করিব । মাতা নিবানগণ ভক্ষণ করিতে কহিয়া-

ছিলেন, বহুসংখ্যক নিবাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই। অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। হে প্রভো! বলবতী কুংপিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে।

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন, বৎস! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবামুখ হইয়া কুর্শ-রসী স্বকীয় জোষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপাশু বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবস্থ নামে অভিহিত-স্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্তে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এই নিমিত্ত তিনি আপন জোষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্বদা পৈতৃক ধনবিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবস্থ ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ অনেকেই মোহ-পরবশ হইয়া পৈতৃক-ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগান্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ব্যক্তির স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রুগুণ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয়, এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্বদাই সর্বনাশ ঘটবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধনবিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কল্লাই বারবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণানি প্রাপ্ত হও। সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবস্থকে কহিলেন, তুমিও কচ্ছপবানি প্রাপ্ত হও।

এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবস্থ পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজ ও কচ্ছপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্যগ্‌বানি-প্রাপ্ত, পরস্পর বিবেচনরত এবং শরীরের শুষ্ক ও বলহর্ষে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরাহ্যসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ

দেখ গজের বৃহৎ শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্বর উখিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রাণ্ড ও শুণ্ডাদও, আফালনপূর্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডাদও, লাঙ্গুল ও পাদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিকো-ভিত হইতেছে। অতি পরাক্রান্ত কুর্শ ও মৃতক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আরত। কুর্শ তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস! উহার পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কর হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অতীষ্টসিদ্ধি কর। যাও তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররসী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।

মহর্ষি কশ্যপ গুরুড়কে ভক্ষ্য-দ্রব্য নির্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, বৎস! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকৃত্ত, গেষ, ব্রাহ্মণ এবং আর যে কিছু মামলা বস্ত্র আছে, সে সকলই তোমার শুভীন্দ্র হউক। হে মহাবল-পরাক্রান্ত! বৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ, ও রহস্য, তোমার বলাধান করিবে। গুরুড় পিত্তর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্জল-জল-পূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষী সকল কলরব করিতেছে দেখিলেন, তখন বিচিন্তা করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ হরণ করিয়া সত্বরে আকাশপথে উখিত হইলেন। নামক তীর্থে স্নানপূর্বক হইয়া দেব-ভক্ষণের উপায় করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিটপিমণ্ডলী গন্ধবনে আহত হইয়া শাখাজলতরে শঙ্কিত ও কণ্ঠে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভীষ্ট ফল-প্রদ, স্নান করিয়া সন্মুখের সমীপে গমন করিলেন। কণ্ডলির ফল সকল কাকনমর, শাখা সমুদয় উহাদিগের মূলদেশ সর্বদা সাগরজলে আছে। তন্মধ্যে অকৃত্য এক বটবিটপী ক আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, হে

গরুড়! তুমি আমার এই শতবোজন বিত্তীর্ণ, অতি
প্রকাণ্ড শাখার উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর।
মহীধর-তুল্যকলেবর পতংগের প্রবলবেগে বহঃসহস্রপক্ষি-
বেষিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন
হইল।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত, গরুড়, -পার্দ-
স্পর্শমাত্রেই তরুশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা
ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখাভঙ্গ করিয়া বিস্ময়-
বিস্ফারিতলোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন,
ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিলা ঋষি-
গণ অংশুরি। হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন। গরুড়
তদ্বর্ণনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা
ভুতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে
অতএব গজ ও কচ্ছপকে নথ দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া
ঋষিদিগের প্রাণ রক্ষার্থে ঐ অতিবিশাল বৃক্ষশাখা চকুপুট
দ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক
কর্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণ নির্দেশপূর্বক তাঁহার
এই নাম রাখিলেন, যেহেতু এই বিহঙ্গম অতি গুরুতার
গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড় ভীন হইল;
অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।
অনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্বত বিচলিত
করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

গরুড় গজকচ্ছপ লইয়া বালখিলা ঋষিগণের প্রাণ-
রক্ষার্থে এইরূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাপি
উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। গিরিশেবে
গর্জমান পর্বতে উপনীত হইয়া শীর পিতা ঋষি কশ্য-
পকে তপস্যার অতিনিবৃতি দেখিলেন। তখন কশ্যপ
সেই বলবীৰ্য্য ভেজঃসম্পন্ন, মন ও ব্যুৎসন্ন
তনীয়, অনতিভয়নীয়, সর্বভূত-ভয়ঙ্কর, অদ্বৈত
বিধিধার
ন্যায় সমুজ্জল, অদ্বৈত, দুর্জয়, সর্বপর্বত
সমুদ্র-শোষণে সমর্থ, সর্বলোকসংহারে পটু, ভীতান্তর
ভীমদর্শন, উত্তমুগগিরি-শৃঙ্খলকার, দিবাকরণ
বিহঙ্গমরাজ
গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অধি-
কৃত বৃত্তিতে

পারিতা কহিলেন, হে পুত্র! তুমি মহলা সাহসের কর্ম
করিও না, তাহাতে অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা।
স্বর্ঘ্যমরীচিমাত্র-পারী বালখিলাগণ রোষ-পরবশ হইলে
তোমাকে এই দণ্ডে ভক্ষণ করিবেন। এই কথা বলিয়া
মহর্ষি কচ্ছপ পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত মহাভাগ বালখিলা
ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ!
ঐজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কর্ম সাধন
করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে, তোমরা অস্বস্তা কর।
বালখিলাগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা
পরিত্যাগপূর্বক তপশ্চরণার্থ পর্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে
প্রস্থান করিলেন।

বালখিলাগণ গমন করিলে খিনতানন্দন নিজ পিতা
কশ্যপকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি এখন এই
বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন
নির্দ্ভীমুখ দেশ নির্দেশ করিয়া দিন। তখন কশ্যপ মাছুষ-
শূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন ভুবারণাশি-সমাকীর্ণ এক পর্বত কহিয়া
দিলেন। পক্ষিরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে
সেই পর্বতের অতিমুখে যাত্রা করিলেন। গরুড় যে শাখা
লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থল যে, শতগোচর-
নিশ্চিত রক্ষা দ্বারাও বন্ধন বা বেটন করা যায় না। পতংগ-
ের গরুড় অনতিবিলম্বে শতসহস্র বোজনান্তরে স্থিত
সেই মহাপর্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে
তদুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয়
পক্ষপবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল, তরুগণ
পুশ্ববৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং যে সকল মণিকাকনমর
শৈলশৃঙ্গ পর্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিশীর্ণ
হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষশ্রেণী পর-
স্পরের শাখাঘাতে অতিহত হইয়া সৌদামিনীভূষিত
নবীন নীরদের ন্যায় কাকনমর কুসুম সমূহে শোভিত
হইল। গৈরিকরীগরজিত পাদপ সকল অবিকল ভুতলে
পতিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। তৎপরে
গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ
করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কৃষ্ণ ও কুঞ্জরকে উপ-
যোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড় ভীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাগণের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত
আরম্ভ হইল। ইজের বজ্র ভগ্নে প্রছলিত হইয়া উঠিল।

অন্তরীক হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উৎপাত হইতে লাগিল । বহু, ক্রম, আদিভা, সাধা, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্র শস্ত্র সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । দেবানুর-সংগ্রামেও এরূপ অতুতপূর্ব দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে নাই । বায়ু, প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শত সহস্র উৎপাত হইতে লাগিল এবং মেঘশূন্য নভোমণ্ডল অতিগভীররবে গর্জন করিতে আরম্ভ করিল । অধিক কি বলিব, যিনি দেবাদিদেব তিনিও অনবরত শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন । দেবতাদিগের গুলদ্রেশের মাল্য স্নান ও তেজোরশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল । প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় বনাবলী মুলধারে রক্ত বৃষ্টি করিতে লাগিল । ধূলিজাল গগনমার্গে উড়্‌ডীন হইয়া দেবগণের মুকুট সকল নিশ্চিন্ত করিল ।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এই রূপ অতি নিদারুণ উৎপাদ দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! যুদ্ধে আমাদেরকে আক্রমণ করে এরূপ শত্রু ত লক্ষ্য হয় না । তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল ? বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবেশ ! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালখিল্যগণের তপোবলে বিনতা-গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরাপী এক পুত্র জন্মিয়াছে । সেই কামরূপী, মহাবল, বিনতানন্দন অমৃতহরণে সমর্থ । তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে । সে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে ।

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, “মহাবীৰ্য্য মহাবল এক শকী অমৃত-হরণে উদ্যত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিচ্ছি, দেখিও যেন সে বলপূর্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে ; বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল বলশালী ।” তাহা শুনিয়া দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেটন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথার অবস্থিতি করিলেন । বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত, পাপম্পর্শ রহিত, নিরুপম বলবীৰ্য্যসম্পন্ন, অমৃত পুর-বিদারণে পটু, সুরগণ, কাঞ্চনময় বৈদূর্য্যমণিময় ও চন্দ্রাস্বক মহামূল্য প্রভাতাজ্বর স্নগ্ধ, কবচ ; ভীষণধার, তরঙ্গর, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ; ধূম, অগ্নি ও ফুলিঙ্গ সহিত চক্র ;

পরিধ ; ত্রিশূল ; পরশ ; বহুবিধ স্তোত্র শক্তি ; নিশ্নল করবাল ; এবং উগ্রদর্শন গদা ; এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহার এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া সুর্য্যকিরণবিকাপিত বিগলিতাকার আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

শোনক কহিলেন, হে স্তনন্দন ! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অবস্থানতাই বা কিরূপ ? বালখিল্য ঋষিগণের তপঃ-প্রভাবে গরুড়ের সন্তব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরাপী পুত্র ইহারই বা কারণ কি ? ঐ পক্ষিরাপী কিরূপে সর্ব-ভূতের অবধ্য, অনভিতবনীয়, কামবীৰ্য্য ও কামচারী হই-লেন ? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিলে নিতান্ত কোতূহল জন্মিয়াছে, যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্তন কর ।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয় ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে, আমি সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রবাসনার এক মহাবজ্র আরম্ভ করুন । তাঁহার বজ্রাস্ত্রানকালে ঋষিগণ, দেবগণ, ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়া-ছিলেন । মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য কুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে বজ্রীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন । ইন্দ্র আপন বীৰ্য্যস্বরূপ প্রচুর কাষ্ঠ-নিয়নকালে পবিত্র দেখিলেন, অসুষ্ঠপ্রমাণ বাল । সকলে সমবেত হইয়া বহুকষ্টে একটি পত্রবৃন্ত আহ-রিতেছেন । তাঁহার অতি ধর্ম্মাকৃতি, ছক্কল ও নিরা-ভরাং জলপূর্ণ এক গোম্পদে মগ্ন হইয়া রূপ পাই-ন । বলবন্ত পুত্রের তদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গুলকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন, এবং অতি সঙ্কর-পদে তথা হইতে প্রস্থান করি-লেন । এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশর বোঝা-এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ করিলেন । তাঁহার ঐ যুদ্ধে এই কামনার

আহতি প্রদান করিতে লাগিলেন, যে আমাদিগের তপঃ-
প্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্যবীৰ্য্য-সম্পন্ন, কামরূপ,
কামবীৰ্য্য, কামগামী, সৰ্বদেবের অধিপতি অন্য এক
দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন ।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্য-
পের শরণাগত হইলেন । কশ্যপ ইন্দ্রমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত
অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া
কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন । সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ
তৎক্ষণাৎ “অতীষ্টসিদ্ধি হইবে” এই কথা বলিলেন । তখন
প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর সন্তোষে পরিতুষ্ট
করিয়া সাদর-বচনে কহিতে লাগিলেন, দেখ ব্রহ্মার
নিরোগজন্মে টুনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা
আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ ; তাহা করিলে ব্রহ্মার
নিয়ম অন্যথা করা হইবে, কিন্তু তোমাদিগের সমস্ত মিথ্যা
হয় ইহা আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব তোমরা যে
ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেজ হউন ।
হে ঋষিগণ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা
তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও । এইরূপ অতিহিত হইয়া বাল-
খিল্যগণ কশ্যপকে ঋণবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করি-
লেন, হে প্রজাপতে! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার
পূজার্থে এই মহাবজ্রের অমুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই
কর্ণের ভার তোমার প্রতি জ্ঞপিত হইল, তুমিই ইহা
প্রতিগ্রহ করিয়া বাহা প্রেরণ কর, কর ।

এ কালে, কল্যাণবতী কীৰ্ত্তিমতি, ব্রতপরায়ণা, দক্ষ-
সুতা, বিনতা দীর্ঘকাল তপোমুঠান করণান্তর ঋতুমান
করিয়া পূজ-বাসনার স্বামি-সন্নিধানে আগমন করিলেন ।
মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সন্নিহিত দেখিয়া কহিলেন,
দেবি! অর্ঘ্য তোমার অনোরথ পূর্ণ হইবে, বালখিল্য মুনি-
গণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সমস্ত-বলে তোমার গর্ভে
মহাভাগ ও ভুবনবিজয়ী দুই বীর পুত্র জন্মিবে । তাহারা
ত্রিভুবনপুজিত ও ত্রিলোকীয় ঋষীশ্রয় হইবে । তুমি
প্রদানশীল হইয়া এই সমুদায় গর্ভ ধারণ কর । সৰ্ব-
লোক-সংকৃত কামরূপী এই দুই বিহঙ্গম সমস্ত পিতৃভক্তির
উপর ইন্দ্র করিবে । অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ বিনতা-
মনে ইন্দ্রকে কহিলেন, সেই দুই মহাবীৰ্য্য বিহঙ্গম তোমার
ভ্রাতা ও সহায় হইবে, এবং তাহারা তোমার কন্যাকে

অপচর করিবে না । তোমার সকল সন্তান দূর হউক,
তুমিই ইন্দ্র থাকিলে, কিন্তু হে বৎস! তুমি অহঙ্কার পর-
তন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগকে পরিহাস
বা অবমাননা করিও না । তাঁহাদিগের বাক্য বজ্ররূপ
এবং তাহারা অতিশয় কোপনশীল ।

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপ কর্তৃক এইরূপ অতিহিত
হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বরলোকে প্রস্থান করিলেন । বিনতাও
চরিতার্থা হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন । পরে
কশ্যপবনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই
পুত্র প্রসব করিলেন । অরুণ অক্ৰমিকল্য প্রযুক্ত সূর্য্যের
সারথী হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্র-
পদে অতিবিক্ত হইয়াছেন । হে তুণ্ডনন্দন! সেই বিনতা-
নন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি,
প্রবণ করন ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে বিজ্ঞেজ! দেবতারা সকলে
সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন
এই অবসরে গরুড় অতিসম্বরে তাঁহাদিগের নিকট উপ-
স্থিত হইলেন । দেবতারা সেই মহাকুল গরুড়কে দেখিয়া
ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনাদিহ পৰস্পর অস্ত্র-
ঘাত করিতে লাগিলেন । তথায় অশ্রমেয় বল ও অগ্নির
ন্যায় উজ্জল-বিশ্বকর্মাও অমৃতরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি
মুহূর্ত্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পশ্চি-
শেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চকুপুট দ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও
মুচ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । পরে গগনচারী
বিহঙ্গরাজ পক্ষপবনে ধূলিপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত
লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন । দেবতারা ধূলি-
জালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে
অমৃত রক্ষকেরাও অকুপ্রায় হইলেন । এইরূপে গরুড়
দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষভাঙন ও ভূগ্ৰহের
দেবগণকে বিদীর্ণ-কলেবর করিলেন । তখন সহস্রলোচন
ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন, দেখ পবন! তুমি এই
রজোবর্ণ নিরাকরণ কর, ইহা তোমারই কর্ম্ম । বায়ু তৎ-
ক্ষণে তাহা অপসারিত করিলেন ।

অনন্তর অন্ধকার নিরন্তর হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত গরুড় মহামেঘের ন্যায় গর্জতুতজ্বরকর ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে মৈত্রেয়গুণে উখিত হইলেন। দেবতারা গরুড়কে অস্ত্র-রীতিতে আক্রমণ করিয়া পট্টিশ, পরিষ, শূল, গদা, প্রজ্জ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণ কর্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আবাত্তে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুরগণ এইরূপে গরুড়কে পরাক্রান্ত ও কধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। গরুড় ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বহুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, এবং অশ্বিনীকুমার দুইজন উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতঙ্গের গরুড় অশ্বত্থক, রেণুক, ক্রথনক, তপন, উলুক, স্বমন, নিমেষ, প্রকুজ ও পুলিন এই সমস্ত বক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রলয়-কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেক্রপ অতিভীষণ হইলেন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অত্যাগ্রহীত পক্ষ, তুণ্ডগ্র দ্বারা সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। সেই মহাবল, মহোৎসাহ, বীরপুরুষেরা ক্ষত বিক্ষত হইয়া কধিরবর্ষী ধারাবরের ন্যায় শোভমান হইলেন।

গণেশ্বর সেই সমস্ত বক্ষদিগের প্রাণ সংহার করিয়া যেস্থানে অমৃত রহিয়াছে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন অমৃতের চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বিভাবন্ত বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাবধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখ দ্বারা নদী পান করিয়া প্রচণ্ডবেগে তথায় আগমনপূর্ব্বক নদীজলে ঐ জলন্ত অনল নির্বাণ করিলেন। অগ্নি নির্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মুখো প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক খামি শাপিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অগ্নিভূল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসমভেজস্বী ঐ ঘোররূপ বস্ত্র অমৃত হরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যাহের কণ্ঠনাগী ছেদন করিবার নিমিত্ত নিশ্চিত হইয়াছে। গরুড় অঙ্গসঙ্কোচপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জল, মহাবীৰ্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষনেত্র, দুই সর্প অমৃত-রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের বিদ্যাতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুদ্বয় নিরন্তর বিব উল্কার করিতেছে। তাহাদিগের একতর বাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মভূত হইয়া যায়। তখন বিহঙ্গমরাজ ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের কল্লোবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক অতিদ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃতপান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্ব্বক অপরিশ্রান্ত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন অমৃতহরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরুড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরমসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। গরুড় কহিলেন, আমি আপনার উপায় অবস্থান করিতে বঞ্চিত করি। এই বলিয়া নারায়ণকে কহিলেন, আর আমি যাহাতে অমৃত-পান করিতে পারি সেই বর প্রদান কর। বিষ্ণু কহিলেন, “তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বর লাভ করিলেন, তখন কহিলেন, ভগবন্! প্রার্থনা কর আমাকে বরপ্রদান করিব। নারায়ণ মহাবল হইলেন, “তুমিও আমার বান্ধব হও” এবং আর অন্যথা না হয় এই জন্য পুনর্বার কহি-

লেন, “তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।” পতগেখর “তথাস্তু” বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে ধ্বজপ্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন, “দেখ দেব-রাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই; কিন্তু যে মূনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরিভ্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের অন্ত নাই” এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ পরিভ্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ উৎকৃষ্ট পক্ষি অতি সুন্দর দেখিয়া হষ্ট মনে কহিলেন, এই পক্ষ (অর্থাৎ পক্ষ) অতি সুন্দর, অতএব অদ্যাবধি গরুড়ে নাম সুপর্ণ হইল। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে, ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ওহে বিহঙ্গম! আমি তোমার অলৌকিক বলবীৰ্য্য জানিতে এবং অনন্তকালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব সংস্থাপন হইল। আমার বল নিত্য দুঃসহ ও একান্ত মহৎ। যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বল প্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর পক্ষমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা প্রতিশয় অন্যায়, তথাপি, তুমি আমার সখা এবং অসমাপ্তিশয়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ এই নিমিত্ত কহি প্রবৃত্ত হইলাম, শ্রবণ কর। আমার বলের কথা শুনি কি বলিব, আমি পুরুতকাননাদি-সহিত এই সমস্ত পক্ষ-করাকে একত্রে এক পক্ষে বহন করিতে পারি। যদি তুমিও ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে তুমি লইয়া যাইতে পারি। এই চরাচর বিশ্বকে পরিভ্রমণ করিতে হইলেও, আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না।

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্বলোক-হিতকারী দেবরাজ কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে আমার সহিত সখা সংস্থাপন কর এবং অমৃত যদি প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমার উপর উপদ্রব করিবে। গরুড় কহিলেন, হে সহস্রলোচন! আমি কোন কারণবশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি প্রার্থনা করিলে ইহার বিলুপ্তমাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না; কিন্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সজ্জ হইলাম, এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন গরুড়, কুরুপুত্রদিগের দৌরাশ্রয় ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যেন মহাবল সর্পসকল আমার ভক্ষ্য হয়। দানব-নিসূদন ইন্দ্র “তথাস্তু” বলিয়া দেব-দেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজ-মুখে সমস্ত ব্রতান্ত্র অবগত হইয়া গরুড়-ভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পরে ভগবান ত্রিশেখর গরুড়কে পুনর্বার কহিলেন, তুমি অমৃতসংস্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব; এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননীর সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্বক হষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন, এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি; এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর। দেখ তোমরা যাহা কহিয়া ছিলে তাহা আমি সম্পাদন করিলাম, অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন। সর্পগণ “তথাস্তু” বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল। এই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রকৃত মনে অমৃতপান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন তথায় অমৃত নাই। পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছল-

ক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি হলে অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলম্বন করিতে লাগিল, তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা ছই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি কুশের নাম পবিত্রী হইয়াছে। মহাত্মা পঞ্চ এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট মনে সেঠ কাননে বিহার করিয়া ভূজঙ্গমগণ ভক্ষণপূর্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই অপূর্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিলে, সে মহাত্মা খগবাজ গুরুভের চরিত কীর্তন প্রযুক্ত পাপস্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে হৃতনন্দন! তুমি ভূজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুত্রশাপের কারণ এবং বিনতাগর্ভ-সমূত পক্ষিহরের নাম কীর্তন করিলে, আর কক্ষ ও বিনতা স্বভর্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপ বর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও কীর্তন করিলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্তন কর নাই। আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পঙ্গগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পসংখ্যার বহু প্রযুক্ত সকল সর্পের নামোন্মেষ করিব না, কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শে নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাহুক, তাহার পর ঐরাবত, ভক্ষক, কর্কটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপ্পর, পিজ্জরক, এলাপজ, বামন, নীল, অনিল, কলমাব, শবল, আর্ধ্যক, উগ্রক, কশপাতক, সুরাশুখ, দধিযুখ, বিমলপিণ্ডক, আশ্রু, করোটক, শম্ব, বালিশিখ, নিষ্ঠানখ, হেমগুহ, নহব, পিজ্জল, বাহুকর্ণ, হস্তিপদ, মুদগরপিণ্ডক, কষল, অম্বতর, কালীরক, বৃত্ত, সম্বর্তক, শম্বযুখ, কুম্ভাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুন্দ্রাণ্ডক, বিধক, বিধ পাণ্ডর, মুখকাদ, শম্বশিরাঃ,

পূর্ণভদ্র, হরিভদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কোরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শম্বপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহ, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিষ্টরক, সুসুখ, কোণপাশন, কুটর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুম্ভ, কুম্ভদাক, তিত্তিরি, হলিক, কন্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকরক, কুণ্ডোদর এবং ব্রহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্তন করিলাম, বাহুল্য প্রযুক্ত অন্যান্যের নামোন্মেষ করিলাম না। হে তপোধন! ইহা বাতিরেকে আরও সহস্র সহস্র, প্রযুক্ত প্রযুক্ত, অর্কুদ জুর্কুদ সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, বৎস হৃতনন্দন! তুমি, মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্বর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননীদত্ত শাপ শ্রবণ-নন্তর শপক করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতু-হলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাদিগের সর্বকোষ্ঠ মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুতক্ষ্য, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিত্ত, জটাবক্ষল-ধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যভূমি গমনপূর্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোহুষ্ঠানকালে তাঁহার গাত্রেয় মাস, চন্দ্র ও শিরাসমুদায় শুকপ্রায় হইয়া গেল।

সর্ব লোকুপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় একান্ত অহুঃ দ্বিগ্না স্বয়ং তৎসন্নিধানে আগমন পূর্বক কহি গরাজ! তুমি এ কি কন্ম করিতেছ? অতঃপর তাঁহার হিতসাধনে সচেষ্ট হও, তোমার তীব্র তপস্যায় সমস্ত প্রজাগণ মাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর তাঁর প্রয়োজন নাই, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

তখন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অগ্নি মূঢ়, অন্ধা সর্পদিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না, অসুখ দ্বিগ্ন অহুঃমতি প্রদান করুন। তাহারা সর্বদা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, অতএব

আমার আর যেন তাহাদিগকে দেখিতে না হয়। * এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সৰ্বদা সপুত্রা বিনতার অনিষ্ট চেষ্টা করে। বিহঙ্গম-শ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তিনি পিতা কশ্যপের বরপ্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সৰ্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করে। তন্নিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে তপোহুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই ছরাসাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না।

ব্রহ্মা শেব-নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস শেব! আমি তোমার সোদরগণের আচার ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে তাহাও জানি। অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পরমগোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মে মন হইয়াছে, দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইলাম; আশীর্বাদ করি, তোমার বৃদ্ধি ধর্মে সুস্থিরা হউক।

শেব কহিলেন, হে সৰ্বলোক-পিতামহ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যেন ধর্মে, শমশুণে ও তপস্যায় আমার অচল ভক্তি থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শমশু ও দম দেখিয়া সাতিশর সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু হে বৎস! তোমাকে এই সৰ্বলোক-হিতকর কার্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্ত্তকাননাদি সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন উহা আর বিচলিত না হইতে পারে। শেব কহিলেন, হে বরদ প্রজাপতে! হে ধরনাথ! হে ভূতনাথ! হে জগদ্রাথ! আপনি বৈরূপ আঁজা করিতেছেন, আমি এইরূপে মহীধারণ করিব; কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আঁজিয়া স্তম্বকোপরি স্থাপন ককন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূতনাথ! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ প্রদান করিবে, সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে গমনপূর্বক স্তম্বকোপরি স্থাপন কর, তাহা হইলেই আমার পরম আভিলাষ সিদ্ধ হইবে।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, ভূজঙ্গমাত্রেয় শেব “বে আঁজা” বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা স্নাতলে প্রবেশপূর্বক স্নানগর্য বহুদূরকে স্তম্বকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মার নিদেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সৰ্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ, ভগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, ভূজঙ্গোত্তম বাহুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপ মোচন হইবে, তদ্বিষয়িনী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন। তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরভ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই জান; অতএব আইস আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ চেষ্টা করি। সর্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। জননী অবায়, অগ্রমের, সনাতন, ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, এবং সৰ্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। * ঋধ করি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সন্মূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি সম্প্রতি বাহাতে সমস্ত ভূজঙ্গগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, মন্ত্রণাধারা অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিতে পারিব। দেখ পূর্বকালে আমি গুহামধ্যে জিহ্মাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন। অতএব এক্ষণে বাহাতে জনমেজয়ের বক্ষ না হয়, অথবা নিফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক।

মন্ত্রণাবিশারদ সর্পগণ ভূজঙ্গরাজ বাহুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, “আইস আমরা ভ্রাতৃগণের সহায় ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট বাইয়া, তিনি

যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি । কোন কোন পণ্ডিতাতিমানী ভূজঙ্গম কহিলেন, চল আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের পরামর্শ লইয়া সকলকার্য্য অমুষ্ঠান করিবেন । তিনি যজ্ঞবিষয়িনী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তদমুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানা প্রকার দোষ ঘটতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অজ্ঞাত কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয় এরূপ পরামর্শ দিব । কেহ কহিলেন, রাজার হিতসাধনে তৎপর যে কোন সর্পযজ্ঞ-বিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভূজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে ; উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে ক্ষতরাং যজ্ঞামুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে ; তত্ত্বিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্পসজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋদ্ধি হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলেই আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না ।

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ দয়াবান্ নাগগণ কহিলেন, তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ ; ব্রহ্মহত্যা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্তব্য, কারণ অধর্ম্মামুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী । কতকগুলি ভূজঙ্গম কহিলেন, আমরা জলধর-কলেবর ধারণ করিয়া মূলধারায় জলবর্ষণ দ্বারা প্রজলিত যজ্ঞাগ্নি নির্মাণ করিব, কিবা রাত্রিকালে ঋদ্ধিকণ অনবহিত হইলে কোন সর্প তপায় উপস্থিত হইয়া অগ্নিতাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয়দ্রব্য সমুদায় অগ্নিহরণ করিবে, তাহা হইলে যজ্ঞের বিষ ঘটবে । অথবা শত শত ভূজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তদ্রূপ সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে, তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে । কিবা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্ৰী সমুদায় স্বীয় মূত্র ও পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে তাহাতেও যজ্ঞবিষয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ।

অন্যান্য নাগগণ কহিল, আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋদ্ধি হইয়া প্রথমেই দক্ষিণ্য প্রদান কর বলিয়া যজ্ঞবিষ সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদের বশীভূত হইবেন, এবং বাহা বলিব তাহাই করিবেন । অপর ভূজঙ্গমগণ

কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনাদিগের আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া রাখিব । কোন কোন পণ্ডিতাতিমানী ভূজঙ্গম কহিলেন, আইস আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলে সকল অনর্থের মূল-চ্ছেদ হইবে । পরিশেষে সকলে বাহুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্ ! আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রাতি হয় করুন, আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । এই বলিয়া সমস্ত নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

বাহুকি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ঋণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভূজঙ্গমগণ ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দেশ করিলে তন্মধ্যে একটিও আমার মনোগত হইতেছে না, যাহাতে সকলের হিতসাধন হয় তাহাই করা কর্তব্য, অতএব এবিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার প্রেরণকর বোধ হইতেছে । জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ ও আত্মনেহবশতঃ আমি তোমাদিগের বাক্যামুসারে কর্তব্য করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যোষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্তব্য, এ বিষয়ে দোষগুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে, এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

কহিলেন, বাহুকির ও অন্যান্য নাগগণের ক্য শ্রবণ করিয়া ঈশাপজ্ঞানামক সর্প বাহুকি করিয়া কহিলেন, হে ভূজঙ্গনাথ ! সেই তাই হইবে সন্দেহ নাই, এবং যে জনমেজয় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও পারা যাইবে না । হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতো- কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার আর কোন উপায়ান্তর নাই । হে পদ্ম-

গৌতম ! আমাদেরিগের এ ভরকে দৈব ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হইতেছে । এ বিষয়ে আমি বাহা কহিতেছি তোমরা অবধানপূর্বক শ্রবণ কর । যখন মাতা আমাদেরিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রীশাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেব-গণের এই কথা শুনিয়াছিলাম । দেবগণ সাতিশয় ভূঃধিত হইয়া ত্রজ্ঞার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে পিতামহ ! পাশাণদ্বয় কক্ষ আপনকার সম্মুখে স্বীয় প্রিয় পুত্রগণকে যেক্ষণ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতৃ হইয়া পুত্রের প্রতি সেক্ষণ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না । আপনিও “এবমন্ত” বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন ; অতএব হে ব্রহ্মন ! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্ব সমক্ষে শাপ প্রদানে উদাত্তা দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি ।

ব্রহ্মা কহিলেন, সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিশ, খল ও প্রজাগণের অতিকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিত-কামনার শাপপ্রদানোদাত্তা কক্ষকে নিবারণ করি নাই । কিছু সর্পসত্ত্বে কেবল তীক্ষ্ণবিশ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষয়দিগেরই বিনাশ হইবে । ধার্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না । তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর । যাবাবর-বংশে অম্মদ্বারং ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয় ধরং-কার নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন । তাঁহার ঔরসে আতীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন । তিনি মহারাজ জনমে জয়কে সর্পগণের অমুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন । তাহা হইলে ধর্মশীল সর্পগণের পরিভ্রাণ হইবে ।

ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন ! মহাতপ্যঃ মহাবীৰ্য্য মুনিবরঃ জরংকার কাহার গর্ভে সেই মহাতপ্যেব পুত্র আতীককে উৎপাদন করিবেন ? ব্রহ্মা কহিলেন, “বীৰ্য্যবান জরংকার সনাতী কস্তাতে সেই মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন । সর্পরাজ বাহুকির জরংকারনামী এক কস্তা হইবে । তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তৎকালেই সর্পকুলের পরিভ্রাণ হইবে ।” দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া “ভথাস্ত” বলিলেন । সর্বলোকপিতা ব্রহ্মাও জাহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিশালয়ে গমন করিলেন ।

অতএব হে নাগাদিরাজ বাহুকে ! নাগগণের ভয়-শাস্তির নিমিত্ত সেই সূত্রত, ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরংকারনামী ভগিনী ভিক্ষারূপ সম্প্রদান কর । তাহা হইলেই নাগকুল পরিভ্রাণ পাইবে । আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আত্মদ্রুত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । নাগরাজ বাহুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরং-কারনামী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

কিয়ৎকাল পরে দেবাসুরগণ একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন । সর্বনাগ-শ্রেষ্ঠ বাহুকি তাহাতে মন্থন-রজ্জু হইয়াছিলেন । সমুদ্রমন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাহুকিকে সমভিষাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্বক নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! এই নাগকুলাগ্রণী বাহুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন । আপনি অনুগ্রহ করিয়া এত জাতিকুল-হিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপস্বরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন । ইনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অমুকুল হইয়া আপনাকে ইহার মনোবাধ্য নিবারণ করিতে হইবে ।

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্বে এলাপত্র সর্প ইহাকে বাহা কহিয়াছেন, যে আমারই বাক্য । ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহা বসময়ও উপস্থিত হইয়াছে । বাহারা ছুরাচার ও পাপিষ্ঠ তাহারাই সর্পসত্ত্বে বিনষ্ট হইবে । ধর্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই । সেই জরংকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অমুষ্ঠান করিতেছেন । নাগরাজ বাহুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন । হে দেবগণ ! এলাপত্র বাহা কহিয়াছেন উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগাদিপ বাহুকি সর্বলোক-

পিতামহ ত্রাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎ-
কারকে ভগিনী প্রণাম করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং ঐ
সঙ্কল্পে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সন্নিধানে সত্তত অব-
স্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভূজঙ্গম-রাজ তাহাদিগকে
এই কৃত্তি দিলেন, “ভগবান্ জরৎকার যে মুহূর্ত্তে দার-
পরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা তৎ-
ক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।”

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে স্মৃতনন্দন! তুমি জরৎকারনামা
যে মহর্ষির বিবরণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে
জরৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জরৎকার
শব্দের যথাশ্রুত অর্থটী বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা
করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরাশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারুশব্দের
অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর অতিশয় দারুণ ছিল,
তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরী-
রকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরৎকার
হইল এবং উক্ত কারণবশতঃ বান্ধকের ভগিনীও জরৎ-
কার নামে বিখ্যাত হইলেন। মহর্ষি শৌনক তৎপ্রবণে
কিঞ্চিৎ হস্তে করিয়া কহিলেন, হাঁ তুমি যাহা বলিলে
ইহা মুক্তিগুদ্ধ বটে। তুমি ইতিপূর্বে যাহা যাহা কীর্তন
করিলে তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আত্মী-
কের জন্মসূক্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রা-
নুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাহুকি ভূজঙ্গমগুণের
প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারকে ভগিনী
প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত
হইল, তথাপি উক্তেরতাঃ স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দার-
পরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না। তিনি কেবল তপস্বাদি
ধর্মকর্মে নিত্য অগ্ররত হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে সমস্ত
মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে কোরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধি-
রাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায়
অদ্বিতীয় ধর্মধর, যুদ্ধবিশারদ ও যুগ্মপ্রিয় ছিলেন। মহা-

রাজ পরীক্ষিত সর্বদাই মৃগ, বরাহ, তরঙ্গ, মহিষ ও
অন্যান্য বিবিধপ্রকার বন্যজন্তু শীকার করিয়া মহীমণ্ডল
পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব শর-
দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্বক,
যজ্ঞরূপী মৃগের অঙ্গসারী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায়, সেই
মৃগের অঙ্গসরণক্রমে নিবিড় তরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হই-
লেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীব-
তাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু এই মৃগ যে
বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার
অচিরাতঃ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অঙ্গসরণ প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে
অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরি-
শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া এক গোপ্রচারে উপস্থিত হই-
লেন এবং অবলোকন করিলেন এক তপস্বী, স্তন্যপায়ী
বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন ধারণ
করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত রাজা সেই মূনির
সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
হে মূনিগন্তম! আমি অতিমহুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ,
তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি আমি এক মৃগকে বাণ-
দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম সে পলায়ন করিয়াছে,
কোন দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ?
মূনিবর যৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, কোন কথাই কহিলেন
না। তখন রাজা ক্রোধাক্ত হইয়া আপন ধর্ম অগ্রভাগ
দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্বদদেশে
অর্পণ করিলেন; ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং
ভাল কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ

দেখি । পরিত্যাগপূর্বক ব্যাধিতমনে আপন রাজধানী
গম্ভীর ন। কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ
ক্ষণে, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্মনিরত বলিয়া
জানি এই নিমিত্ত তৎকর্তৃক অবমানিত হইয়াও
ভীষ্মপাত করিলেন না। কুরুবংশাবলম্বী
পরীক্ষিৎ তাঁহাকে তাদৃশ ধর্মপরায়ণ বলিয়া না
জানি রিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন।
যে শূদ্রী নামে এক তপস্বব্রত পুত্র ছিলেন।
যে রোষ পরবশ। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে
ক প্রসন্ন করা হুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি

সময়ে সময়ে স্তম্ভযত হইয়া সৰ্ব্বভূত-হিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে বাইতেন। একদা শূদ্রী সৰ্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনান্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে তৎ-সন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত-বর্ণন করিলেন। কৃশ-স্বভাব শূদ্রী কৃশমুখে পিতার অপমানবাক্য প্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্বদেশে মৃতসর্প বহন করিতেছেন, অতএব হে শূদ্রিন্! বাও বাও আর তুমি কৃথা গর্ব করিও না এবং আদৃশ সিন্ধু, ব্রহ্মবিৎ, ভূপতী ঋষিপুত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না। হে শূদ্রিন্! কৈ এক্ষণে তোমার সেই পুরুষদ্ব্যভিমান এবং তাদৃশ সর্গর্ভ বাক্যই বা কোথায় রহিল। তোমার পিতা সেইরূপ অবমানিত হইয়াও ঔদাসীণ্য অবলম্বনপূর্বক রহিয়াছেন। তদ্বিবরে বাহ্য কর্তব্য কিছুই করেন নাই। আহা! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইরাছি।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, মহাতেজাঃ শূদ্রী স্বীয় জনন্তের স্বন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে শুনিয়া সূতিশর সংক্রুদ্ধ হইলেন। এবং মৃহমধুরথের কৃশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃশ! কিরূপে আমার পিতার স্বন্ধে মৃত সর্প সংলগ্ন হইল? কৃশ কহিলেন, সখে! অদ্য মৃগবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই আমার পিতার স্বন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তখন শূদ্রী ক্রোধে দুই চক্ষুঃ রক্তদুর্গ করিয়া কহিলেন, আমার পিতা সেই ছুরায়া নরাধম রাজার কি অপরাধ করিয়াছেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমার বল দেখাইতেছি।”

কৃশ কহিলেন, অভিমত্যা-তনয় রাজা পরীক্ষিৎ অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক মৃগ-বাণ-বিদ্ধ করেন। বাণাহত মৃগ প্রাণভরে দৌড়িয়া গেল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সেবে

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অঙ্গসরণক্রমে নিবিড়কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। মৃগও ক্রমশঃ তদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজা বহুক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্যটন করিয়াও তাহার অঙ্গ-সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া তদীয় পিতার সন্নিধানে গমনপূর্বক বিবহার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি একটি শরবিদ্ধ মৃগকে এস্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন? তোমার পিতা মৌনব্রতভাবাবলম্বী, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলনপূর্বক তাঁহার স্বদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

শূদ্রী কৃশের মুখে নিরপরাধী পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপেণ্ড্রপরক্ত নরনে আচমনপূর্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন “বে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী মদীর্ঘ বৃদ্ধ পিতার স্বন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিবধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যম সদনে প্রেরণ করিবে।” শূদ্রী রাজাকে এইরূপে শাপপ্রস্তু করিয়া গোচারণিহ স্বকীয় পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সত্যই তাঁহার স্বন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে। তিনি তদর্শনে পুনর্বার সূতিশর সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোহুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় পিতাকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, পিতাঃ! ছুরায়া পরীক্ষিৎ বিনা অপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া, আমি তাহাকে এই উগ্র শাপ প্রদান করিয়াছি যে “পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে মর্শন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।”

শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতাভিধান শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুরুক্ষ করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এক্ষণ ধর্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্বক আমাদেরকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কখন কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়-

পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত । আরও দেখ, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ধর্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম উপার্জন করিতেছি । অস্বত্বপার্জিত ধর্মে রাজাদিগেরও ধর্মতঃ অধিকার আছে । অতএব হে পুত্র ! রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত । বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিত আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন । প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম । সেই মহামুভব রাজা পরীক্ষিত ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন । ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌন-এতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম করিয়াছেন । অপিত দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না । রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করেন । রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্বার ধর্ম ও শাস্তির সংস্থাপন হয়, এবং ধর্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয় । রাজার প্রভাবেই সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া স্বচরুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া, দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা সমুদ্রের পরমোপকার দর্শে । ভগবান্ মহু কহিয়াছেন, রাজা সমুদায়দিগের বিধাতা-স্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান । সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবস্তৃত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই । অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতা প্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজর্ষির প্রতি এই কুকর্মের অনুষ্ঠান করিলে । সেই ভূপতি কোন মতেই আমাদের শাপ প্রদানের পাত্র নহেন ।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শুদী পিতার ভিরঙ্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ ! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস

প্রকাশ করাই হউক বা ছুতর্ম করাই হউক, এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্ট হই হউন বা অসন্তুষ্ট হই হউন, বাহা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে । মহাশয় আমি আপনাকে বথার্থ কহিতেছি ইহা কখন অন্যথা হইবে না । আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে । শমীক কহিলেন, পুত্র ! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি স্নাতিশয় উগ্র-প্রভাবশালী সূতাবাদী এবং পূর্বে কখন মিথ্যা কহ নাই ; স্তত্রাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না । কিন্তু হে পুত্র ! পিতা বয়ঃস্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু তদ্বারা ক্রমেক্রমে পুত্রের গুণ ও বশোভুক্রিয় সম্ভাবনা ; তুমি বালক অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনাই । আমি জানি তুমি সর্বদা তপোভূতান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মার অতিশয় কোপন-স্বভাব হইয়া থাকেন । কিন্তু হে বৎস ! তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক, তাহাতে আবার অত্যন্ত সাহসেব কার্য করিয়াছ, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভৎসনা করিলাম । এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি শাস্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফল মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্মকর্ম হইবে না । দেখ ক্রোধ, সংযমী-তপস্বিগণের বহুবল্লভ সঞ্চিত ধর্মরাশি লোপ করে । ধর্মবিহীন লোকদিগের সদগতি লাভ হয় না । শমগুণই ক্রমাশীল তপস্বিগণের সর্বত্র সুসিদ্ধি-দায়ক । কি ইহলোক কি পরলোক । পিতার সর্বত্রই মঙ্গল । অতএব হে পুত্র ! তুমি ক্রমাশীল ও দ্বিতৈশ্বর্য হইয়া কালবাপন কর । গুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে । শম-পরায়ণ অতএব এক্ষণে আমার যত-দূর নরপুত্রির উপকাব্য করা কর্তব্য । সম্রাতি এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ধর্মগুণ-বুদ্ধি, সে সংকৃত নদীর অবমাননা পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে ।

মহাতপাঃ শমীক ঋষি, রাজা পরীক্ষিতের বাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রতীশীল-বিশিষ্ট

গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়াদিলেন যে, তুমি অগ্রে রাজার ও রাজকাৰ্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে। গৌরমুখ শুক্লর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজত্ববনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সন্মানের পূর্বক পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজ-কৃত সৎকার গ্রহণ ও কিরীটপাশ প্রাপ্তি দূর করিয়া শরী-কোপদৃষ্ট বাক্য সকল অবিকল কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত, দান্ত পরমধার্মিক, শরীক নামে এক মহাতপাঃ মহর্ষি আপনকার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির কন্ডে এক মৃত সর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শমন্তাবলম্বী মহামুনি শরীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রীর পুত্র শরী সাতিশর উগ্রব্রতাব। তিনি আপনার গর্হিত অমৃতান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করি-রাছেন যে, সপ্তমদিবসে তক্ষকদংশনে আপনকার প্রাণ বিরোধ হইবে। শরীক মুনিশাপ নিবারণার্থ পুত্রকে যথেষ্ট অমুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে সে শাপ অন্যথা করে। মহর্ষি কোপাধিত পুত্রকে কোনক্রমে শান্ত করিতে না পারিয়া আপনকার হিতার্থে আমাকে এই শাপ-সম্বাদ দিতে পাঠাইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুর্ভাগ্য স্বরণ করিয়া অত্যন্ত বিষম হই-লেন। মুনিস্বর শরীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না। ইহা শুনিয়া রাজার শোকার্তি দ্রিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “শরীক মুনীঃ শান্ত-ব্রতাব যে, তিনি মংকৃত তাদৃশ অবস্থান করিয়াও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তায়! আমি কি কৃষ্ণ-মুখ হইয়া সেই পরম কারুণিক মুনিস্বরের উপর তক্ষক-প্রাচীর করা আমার নিত্যকৃত অনায় হইরাচে।” রাজার বিরা-রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিনা অপরাধে সেই মুনিস্বরের তাক্ষী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া বেক্রপ শোকার্ত হইলেন, আপনার দুর্ভাগ্য প্রবেশে

সেব্রপ হইলেন না। অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহামুখ! আপনি অমুরোধ করিয়া সেই মুনিস্বরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি আমার প্রতি সুগ্রসর থাকেন।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া মিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমতিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক একান্ত সুবক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুবক্ষিতরূপে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ সম-তিব্যাহারে রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না। অধিক কি বলিব, সর্বত্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চার রহিল না।

বিষবিদ্যা-বিশারদ বিজ্ঞোত্তম কাশাপ মুনী শ্রবণ করিয়া-ছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রোষধি-বলে তাঁহাকে সজীবিত করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বাসনার একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজত্ববনে গমন করি-তেছেন, এমন সময়ে বৃহদ্রাক্ষণ-বেশধারী নাঃরাজ তক্ষক পশিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তে মুনিস্বর! তুমি অননামনাঃ হইয়া এতৎ সত্তর গমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ? কাশাপ কহিলেন, অম্বা কৃষ্ণ কুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উত্তরগরাজ তক্ষক-বিশ্ব-নলে দগ্ধ হইবেন তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! আমিই সেই তক্ষক, আমি অন্য সেই মহীপালের প্রাণসংহার করিব, তুমি কান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। কাশাপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নির্জীব করিব, সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

তক্ষক কহিলেন, হে কাশ্যপ ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সমুদ্রস্থ এই বট-বৃক্ষে দংশন করিতেছি তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনাতঃ মন্ত্রপ্রভাব দেখাও । কাশ্যপ কহিলেন, হে ভূজগেজ ! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি । ভূজগেশ্বর তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদ্রস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন । বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিদ্যাবলে মূল অবধি পল্লবগ্রাণ পর্যন্ত প্রজলিত হইয়া উঠিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল । তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিরূপে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! এই বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিতে যত্নবান হও । মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভয়ানক বৃক্ষের ভস্ম-রাশি গ্রহণ পূর্বক তক্ষককে কহিলেন, হে ভূজগেজ ! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমারসমক্ষেই এই ভয়ানক বনস্পতিকে পুনর্জীবিত করিতেছি । অনন্তর দ্বিজ-সন্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভয়ানক ভূপ্রোধ পাদপকে পুনর্জীবিত করিলেন । প্রথমে অঙ্গুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্র সমূহ, পরিশেষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি, সমুদায় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল ।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলেই বট-বৃক্ষ পুনর্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! তুমি যে, বিদ্যাবলে আমার বা মাদৃশ অন্য ব্যক্তির বিষ-ক্ষয় করিবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ভবানুশ মনুষ্যশারদ ভেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নাই । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই নৃপের নিকট বাহিতেছ, তাহা অতি-দুঃশ্রাণ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব । ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব তাঁহার রক্ষণ বিষয়ে রূতকার্য্য হইতে পারি না । যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে তুমি তাঁহাকেও রক্ষা করিতে পার । আমি তোমার জিলোকী বিক্রম বশে তাঁহাকেও কালনির্য্যাসিত করার একবারে অস্বহিত হই । হে ব্রহ্মন ! কি তপস্যা, কি কাশ্যপ তক্ষক বাক্য ?

হয় ! আমি ধনাধী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমাকে প্রচুর ধন দেও তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি । তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! তুমি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও । দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পশ্চীমকিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে । তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বহস্তে প্রস্থান করিলেন ।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হস্তিনা নগরে উপস্থিত হইলেন । গমন সময়ে শুনিলেন, রাজা দিবহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন । তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, রাজাকে মন্ত্রপ্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে ; অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সর্পগণকে আহ্বান করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে এই হল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে, রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহারে আশীর্বাদ করিবে । নাগগণ তক্ষককর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহপূর্বক রাজসমিধান্নে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলে, রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন ; পরে কার্য্য সমাধানন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন । ছদ্মতাপসরূপী ভূজগেশ্বর গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সহস্রগণকে কহিলেন, আইস আমার সকলে একত্র হইয়া এই সুকল তাপসদত্ত সুবাদ ফল গ্রহণ করি । হৃদৈববশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্রযুক্তি হইবে কলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈব-আ-ক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লই-রহি-লেন । কলবিহার সময় ঐ ফল হইতে এক অম-হই-ককনরন, তাত্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল । রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, রাজাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার সন্নিহিত নাই । এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে কাম-ক । তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং রাজ্যও সত্য হয় । মন্ত্রীরাও কালপ্রয়োজিত

হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অহুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার হৃৎকি ঝটিল। তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবার রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজ দেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেঁটন করিল। তখন রাজার চৈতন্য হইল। তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রীবা-দেশ বেঁটনপূর্বক ভীষণ গর্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

চতুঃষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

উগ্রশ্রবঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিবর বদনে ও হুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তক্ষকের সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সেহান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভূজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নি-শিখাদূশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন। পরিশেষে সেই একান্ত পৃথক তক্ষকের বিবাসি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদদর্শনে শঙ্কাকুলিত-চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন, এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিত এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পার-ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রবাতী কুরুপ্রবীর সুপাশ্র-জের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি জয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত ছিল। করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাশ্রা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পাত-রূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজাও নবীন রাজার রাজকাব্য সম্পাদনে বিলক্ষণ সক্ষম হইয়া, অস্মিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশী-রাজ্যে বর্ম্মার নিকটে গিয়া তদীয় কন্যা বপুটমাকে প্রার্থনা করিলেন। কাশীর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিদ্যা শিক্ষা বিনা বপুটমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় রাজ্যে আসিয়া ললাটভূতা নিতম্বিনীকে পাইয়া পরম পরিচরিত্র প্রবণে

হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। পূর্বকালে পার্শ্ববাগ্নী পুরুষ বা যেমন উর্দ্ধশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তক্ষপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনীকে পাইয়া কদা-চিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিত্ত বিচিত্র উপবনে, তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমমুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুটমাও বিহারকালে সাতিশয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়পতিকে বৎপরোন্মত্তি সন্তুষ্ট করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

উগ্রশ্রবঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপঃ জরংকাক মূনি বায়ুমাত্র ভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোহুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে যান করিয়া অবসীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়াংকাল উপস্থিত হইত সেই স্থানেই অব-স্থিত করিতেন। একদা তিনি পর্ষটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ু-মাত্রভোজী, পরিভ্রাণেচ্ছ অতি দীনভাবাপন্ন, স্বকীয় পিতৃ-গণ উর্দ্ধপাদ ও অধোমুখে তত্ত্বমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ভাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ভে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে। সে প্রতিদিন সেই বীরগুপ্তের মূল সক্রল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরংকাক তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীন-ভাবাপন্ন ও পরিভ্রাণেচ্ছ দেখিয়া দয়ার্জচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীর-স্তম্ব অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধপাদে ও অধোমুখে মহাগর্ভা-ভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন উহার একমাত্র তত্ত্ব অবশিষ্ট আছে। এই গর্ভনিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ভমধ্যে কি যে ভুক্তিত্ত্ব হইবেন। আপনাদের এই দুর্দশা দর্শনে দংশন করিলে আমি হুঃখ হইতেছি। আজ্ঞা কখন নির্ভয় করিব, সন্দেহ না করিব? আমার তপস্তার চতুর্-ধর্ম্মভাগ লইয়া যদি আপ- হইতে পারেন, লউন।

অধিক কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্যা দ্বারাও আপনাদের এই হুঃসহ হুঃখ নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সন্তুষ্ট আছি।

পিতৃগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধব্রহ্মচারিন! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদের পরি-
ত্ৰাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যা দ্বারা আমাদের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমাদেরও তপঃসিদ্ধি আছে। কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন “সন্তানই পরম ধর্ম।” আমরা এই গর্ভে লব্ধমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার গৌরব সর্বলোক বিস্তৃত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের হুঃখদর্শনে স্নাতিশয় কাতর হইয়াছ, অতএব তোমাকে পবিত্র প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা বাঘাবর নামে ব্রতশীল ঋষি, সন্তানক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরংকার নামে এক সন্তান আছেন। তিনি বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয় সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কালযাপন করেন। তিনি তপস্যা-লোভে নিত্য আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দশা ঘটয়াছে। এই যে উশীরকুম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, উহা আমাদের কালকলিত সন্তান-সমূহ। অর্দ্ধ ভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরংকার। আর এই যে মুষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুপ্ত, মৃত্যুভীত জরংকারকে ক্রয় করিতেছেন। জরংকার কঠোর তপস্যা আমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতি মলভাগ্য, আমাদের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ আমরা কলোপহতচিত্ত হইয়া দুরাত্মদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সধাক্ষে এই গর্ভে পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি

যজ্ঞ কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদের নাথস্বরূপ। তোমার সহিত সেই মৃত্যুভীত জরংকার সাফাৎকার হইলে তাঁহার নিকট আমাদের এই দুর্দশা বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে তুমি দ্বার্য দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের পরি-
ত্ৰাণ কর। সে বাছা হউক তুমি যে আমাদের দুর্দশা দেখিয়া পরম বহুঃ ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?

উগ্রশ্রবঃ কহিলেন, জরংকার তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণে স্নাতিশয় শোকাকর্ষিত হইয়া সবাশ্প গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমাদেরই পূর্ব-
পুরুষ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন গুহ; আমার নাম জরংকার। সন্ততি আপনা-
দিগের কি প্রিয় কায্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! আমাদের নৌভাগ্য-বলে তুমি বৃদ্ধাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দূরপরিগ্রহ কর নাই? জরংকার কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্বদাই এই ভাব উদ্ভিত হয়, যে আমি উদ্ধারের তাই হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক দেহ ত্যাগ করিব, কদাচ দার-
পরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ভ-
ময় র ন্যায় লব্ধমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বা-
ধা রীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে আ-
বাহ করিব, কিন্তু তুষ্টিবয়ে এই এক প্রতিক্ষা রহি-
য়াই আমার সনাতী কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ প্রাপ্ত হই-
যাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হই-
লেই পাপগ্রহণ করিব, প্রকারান্তর হইলে তুষ্টি-
ইব না। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহ-
গণ! আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে রিতে পারিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ শোনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভৃগুবংশাবতঃস! মহর্ষি জরৎকার এইরূপে পিতৃ-গণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাশ্রদানে উদ্যত হইল না। যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎ-সম্পাদনে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখান্বিত মনে অরণ্যানী প্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পিতৃলোক-হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎ-কার এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন, “এখানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্তমান আছে অথবা বাহ্যার অস্তিত্ব আছে, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাবাবর বংশে সমুদ্ভূত। আমার নাম জরৎকার। জন্মাবধি এতাবৎ কাল পর্যন্ত কেবল বক্ষ-চর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পৰি-ভ্রমণ করিলাম কিন্তু কৃত্রাপি কন্যালাভ হইল না। অত-এব এক্ষণে আমি ব্রাহ্মদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করি তেছি তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎ সনাত্নী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণপোষণ করিতে না হয় তবে আনয়ন করুন, আমি তাহার পাণি-গ্রহণ করিব।”

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারের দারপরিগ্রহাভি-লাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্তর যাইয়া বাস-কিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহার সম্মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সৈন্যসহ একাধিক কন্যাকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎ-কার-সম্মিধানে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে ভিক্ষা-স্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু মুনিবর জরৎকারের ভরণ পোষণ বিষয়ে সন্দেহান হইয়া নাগরাজ বাসুকিকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি ইহার ভরণপোষণ করিতে পারিব না। এইরূপে মহর্ষি জরৎকার মুগ্ধ হইয়াও দার পরিগ্রহণ করিয়া হইয়াছিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি জরৎকারকে কহিলেন, হে তপোধন! আমার এই ভগিনী আপনাকে সনাত্নী এবং ইনি তপঃপরায়ণ। আপনি ইহার পাণি-গ্রহণ করুন। আমি ইহাকে আপনকার সহধর্মিণী করিয়া দিব বলিয়াই এতাবৎকাল পর্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি। আর অঙ্গীকার করিতেছি আমি সাধ্যানুসারে ইহার ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ঋষি কহিলেন, তবে এত নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, যদি করেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলে মহাতপাঃ জরৎকার তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহ-কালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জরৎকার ভাৰ্য্যা-সমভিবাধারে ভূজঙ্গরাজ্যে বনবাসী অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক স্তচাক স্তান্তরণ-পটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে ভাৰ্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদুৎপত্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও তদীয় বাস-গৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না। দেখিও যাহা কহিলাম যেন কদাপি ইহার অন্যথা না হয়। পিতৃ-কুল হিতৈষিণী নাগ-রাজ-ভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্ভিগ্ন চিত্তে অগত্যা তথাস্ত বলিয়া স্বামী-বাক্য অঙ্গীকার করিলেন, এবং অতি সতর্কমনে তত্ত্বশ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ংকাল পরে ভূজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্রাতা হইয়া বর্ষা-বিধি স্বামিসেবার নিয়ুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভ সকার হইল। ঐ গর্ভ গুরুপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মহাশয্যাঃ জরৎকার একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরঃনিবেশপূর্বক শয়িত ও নিদ্রিত হইলেন। বিজ্ঞেজ্ঞ নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিন-রাত্রি অন্তাচলে গমন করিলেন। মনস্বিনী নাগভগিনী সায়ং-কাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দ-নাতি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, সম্প্রতি

আমার কি কর্তব্য, তত্ত্ব নিদ্রাভঙ্গ করি কি না ? ইনি অতি কোপন-স্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন । কিন্তু আগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে । অতএব এক্ষণে কি করা উচিত । ফলতঃ কোপ ও ধর্মশীল ব্যক্তির ধর্মলোপ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্মলোপই নিতান্ত দুষণাবহ । অতএব বাহাতে ব্রাহ্মণের ধর্মরক্ষা হয় তাহাই করা কর্তব্য । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিনী বাসুকি-ভগিনী অলস্তুভাশন-সন্নিভ তেজঃ-পদ্মাকৃতি সুখপ্রসুপ্ত মহাতপাঃ জরৎকারকে সন্বেদন করিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন, মহাভাগ স্বর্গদেব অস্ত্রাচল-শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছেন । সন্ধ্যাতিমির পশ্চিমদিক অগ্নি অগ্নি আচ্ছন্ন করিতেছে । গারোথান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত । তদন্ত-বান্ জরৎকার আগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণপূর্বক রোষভরে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে ! তুমি আমার অবমাননা করিলে অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না, যথাস্থানে গমন করিব । হে বামোদর ! আমার একপদ দৃঢ় নিশ্চয় আছে, আমি নিদ্রাতাবস্থায় থাকিলে স্বর্ঘ্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অন্তগত হন । অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব ।

তদীয় এতাদৃশ নির্দয় বাক্য শ্রবণে বাসুকি-ভগিনী কহিলেন, ভগবন্ ! ধর্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনকার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশ্যে করি নাই । তখন জরৎকার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভাষ্য-পরিভ্যাগ-বাসনায় বলিলেন, হে ভুজঙ্গমে ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব । আমি ত পূর্বে তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম । অতএব হে ভদ্রে ! এত দিন তোমার নিকট পরমস্বখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম ; আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও নদীর অদর্শনে শোকাভিভূতা হইও না ।

তাহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগ-স্বসা জরৎকারের মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল । পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক বাসুকুল লোচনে ও গদগদবচনে কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ধর্মজ !

নিরপরাধে আমাকে পরিভ্যাগ করিও না । আমি কখন অধর্ম্যাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনকার প্রিয়কার্য ও হিতাহুষ্ঠান করিয়া থাকি । ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, হ্রদদৃষ্টক্রমে আমি অদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না । তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন । আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন : আপনকার গুণসে আমার গর্ত্তে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র চতুস্তে তাঁহাদিগের শাপমোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, কৈ তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না । অতএব এক্ষণে বাহাতে তাঁহাদিগের ঐ গনোরথ নিফল না হয় তাহা সম্পাদন করুন । হে ভগবন্ ! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এই অপরিদ্রুত গর্ত্তাধানপূর্বক নিরপরাধে আমাকে পরিভ্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন । মহর্ষি জরৎকার সহ ধর্ম্মগীর এইরূপ অল্পরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে স্তম্ভগে ! তোমার গর্ত্তে পরম ধার্মিক বেদবেদান্ত-পারগ্গ অগ্নিকল্প এক ঋষি জন্মিবে, এই বলিয়া অতি কঠোর তপস্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অকটহারিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোবন ! অনন্তর নাগ-স্বসা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্বভর্তার গমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন । তখন ভুজঙ্গরাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয় সন্বাদ শ্রবণ করিয়া বৎপরোনাস্তি পরিভ্যাগ পাই- এবং কহিলেন, ভদ্রে ! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমার রৎকার-হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ হইয়া সম্যক্রূপে অবগত আছি । যদি তাহার র সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সর্পাদিগের কার দর্শিবে, অর্থাৎ ঐ পুত্র রাজা জন্ম- হইতে আমাদিগকে পরিভ্যাগ করিবে ; তামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে দেবগণের নিকট হইয়াছিলেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি র গন্তসংকার হইয়াছে কি না ? আমার এই দৃশ্য এই যে, জরৎকারকে ভগিনী সম্প্রদান

করা কতদূর সফল হইল জানিতে ইচ্ছা করি। মৃত্যুবা তোমাকে আমার একুপ প্রেরণ করা কোনক্রমেই ন্যায্য নহে, কিন্তু কি করি নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা একুপ অহুচিৎ প্রেরণ করিতে হইল। তোমার ভর্তা তপস্যায় একান্ত অহুরক্ত ও নিতান্ত রোষপরবশ, বোধ করি আমি অহুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অহুগমন করিতে চাহি না। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ভর্তৃ বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত কদরশল্য উদ্ধৃলিত কর।

জরংকার নাগরাজ বাহুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! সেই মহাত্মা যৎকালে গমন করেন তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে “অন্তি” অর্থাৎ আমার ওরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ত্রয়ক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, স্মৃতরাং একুপ বিষয়ে কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না। তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! আমি নিষ্কান্ত হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক। অতএব হে ভ্রাতঃ! একুণে তোমার সেই মনোহুঃখ দূর হউক। বাহুকি ওল্লাস বলিয়া ভগিনী বাক্য স্বীকার করিলেন এবং আশ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া মধুর সন্তাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ গুরুপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরংকার যৎকালে পিতৃ মাতৃ কুলের ভয়াপহারক দেবকুমার-সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজ-গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রাচীণ লিখিত হইতে লাগিলেন, এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি দ্বারা কালেই ভুগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ বিদ্যাদি অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ত্তাবস্থান-কালেই পিতা “অন্তি” বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন এই কথা তিনি আত্মক নামে বিখ্যাত হইলেন। বাহুকি বাহুকিক-দীপক-সম্পন্ন সেই বালককে পরম যত্নে পালন

করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্মারোহণ বৃত্তান্ত মন্ত্রিগণকে বেক্রপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে স্মৃত-নন্দন! তুমি একুণে তাহা সবিস্তরে কীর্তন কর। উগ্র-শ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে মন্ত্রীদিগকে পিতার নিধনবার্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার বেক্রপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজা জনমেজয় স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধন-বৃত্তান্ত সমুদায় জান, একুণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান চেষ্টা করিব। ধার্মিক ও প্রজাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজন! আপনকার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের বেক্রপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিত মৃতিমান ধর্ম্মের ন্যায় প্রজা-পালনপূর্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকার কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অহুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও ঘেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে তরণপোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিত শায়ন হইতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবেশে অহুরক্ত ছিল। কুরুকুল পরিব্রাজ হইলে আপনকার পিতা, অভিমহার ওরসে উত্তরার গর্ভে উৎপন্ন হইলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং বড়্‌বর্ণ বিজেতা ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিত বহুবর্ষ বয়স্ক পর্ব্বান্ত প্রজাপালন করিয়া সংসার-

নীলা সঙ্করণ করেন। তদীয় নিধনকালে সকলেই শোকা-
ভিত্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুলক্রমগত এই
রাজ্যতন্ত্র ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, এবং অতি শৈশবা-
বস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ
শাসন করিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন, মদীয় পূর্ব পুরুষদিগের বিচিত্র
চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে
এমত কোন রাজা ছিলেন না যে তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়-
কার্য সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা
তথাপি রাজা হইয়াও কি প্রজাদের বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন
তাহা যথার্থরূপে বর্ণন কর, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা
করি। রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ তদীয় আদেশ-
ক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে
আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপন-
কার পিতা পাণ্ডুরাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়া-
তৎপর ছিলেন। একদা তিনি আনাদিগের প্রতি সমস্ত
সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়াই অরণ্যানী প্রবেশ-
পূর্বক শাগিত বাণ দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়া-
ছিলেন। বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত অতি সহস্রপদে
তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পলায়িত বাণ-
বিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎ-
কালে তিনি ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়া
ছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত
ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ
পর্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে
পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্বক একতান-মনে
ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উপনীত
হইয়া মৃগের কথা গিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই
প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত
ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরামুখ দেখিয়া
তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত
না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্বক ধরাডল হইতে ধনু-
কোট দ্বারা এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুষ্কচিত্ত
মুনিবরের স্বন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি
কিছুই না বলিয়া অক্ষুৎ-চিত্তে স্বন্ধে মৃত সর্প ধারণপূর্বক
পূর্ববৎ অবস্থিত রহিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

অমাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ক্ষুৎপিপাসার্ত রাজা
পরীক্ষিত এইরূপে সেই মুনির স্বন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ
করিয়া স্ব-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির
মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন অতিকোপন-স্বভাব শূদ্রী নামে এক
গোগর্ত-সমুদ্ভূত পুত্র ছিলেন। ঋষিকুমার প্রজাপতির
আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে
ভূলোককে প্রত্যাগমনপূর্বক সগাশস্ত্রধানে নিজ পিতার
অশ্রমস্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন,
বয়স্য! তোমার পিতা একতান-মনে ধ্যান করিতেছিলেন,
এই অবসরে রাজা পরীক্ষিত আসিয়া অকারণে তাঁহার
স্বন্ধদেশে এক মৃত সর্প নিক্ষেপপূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন।
মহারাজ! শূদ্রী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীন-প্রায় ছিলেন।
তিনি সখা মুখে নিজ পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিবারাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমনপূর্বক
আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, “যে
ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্বন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ
করিয়াছে, হর্ষসহবীৰ্য্য-সম্পন্ন নীলরাজ তক্ষক আমার
বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভক্ষ্যসাৎ
করিবে।” ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! অদ্য আমার ত্রুপ-
প্রভাবে দেখ। পরে শূদ্রী, পিতার নিকট আগমনপূর্বক
স্ব-দত্ত শাপবৃত্তান্ত সমুদায় নিকেনন করিলেন। তখন সেই
সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া, সুশীল গুণসম্পন্ন
গৌরমুখ নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনকার
শিত্রী-কট প্রেরণ করিলেন, “আমার পুত্র আপনাকে
অভিহ্বাচ্ছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের
মধ্যে তেজঃ দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে, অতএব
হে মহারাজ! তুমি অদ্যাবধি সাবধান হও।” গৌরমুখ
রাজা উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যো-
পাস্য করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার
স্বস্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত
সাবধানে রহিলেন।
সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি
কামরূপের নিকট আগমন করিতেছিলেন। ত্রাণ-গ-

বেশধারী নগরাজ তক্ষক পশ্চিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন, এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন? মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন, হে দ্বিজ! শুনিলাম অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিতকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি। আমি সমুপে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দণ্ড করিতে পারিবেন না। দ্বিজকপী তক্ষক কহিলেন, মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক। আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না। বৃণা কেন কন্দভোগ করিবে। তুমি আমার অদ্ভুত বীৰ্য্য দেখ, এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্তী এক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশনমাত্রই ভস্মাবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধন লাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। উদীয় এতাদৃশ প্রেমোদকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলାষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া ঋষি দুঃসহ বিষবহ্নি দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্মিক-বরভদ্রীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় নিঃশব্দে করিলাম; এক্ষণে আপনকার পিতার ও মহর্ষি উভয়ের পরামর্শ বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিকল প্রদান করুন।

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তর গম্য হইয়া শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমাত্যগণ! তক্ষক যে বটবৃক্ষে ভস্মগাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তক্ষককে পুনর্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কেন নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ হয় পশুপদ্য তক্ষক মনে

এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন সংশয় নাই; সুতরাং আমাকে সর্বলোকের উপহাসাশ্রয় হইতে হইবে, অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকর্ম। সে বাধ্য হইল এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি তদ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিকূল প্রদান করিব। কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্ভরন অরণ্যমধ্যে ঘটয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এবং কি প্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্বকুল সংহার করিব।

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। এক ব্রাহ্মণ শুককান্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষমলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয়। কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের এই সম্বাদ প্রদান করেন। মহারাজ! যেদিক দিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন।

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অক্ষমোচনপূর্ব্বক ক্রিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মণ্ডীদিগকে কহিলেন, হে অমাত্যগণ! পিতার পরামর্শ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর। দুরাশ্রা তক্ষক, শূদ্রকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণ-হিংসা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিকূল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই বাচিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাশ্রা যে তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিদিগের মন্ত্রণাবলে জীবন লাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত। তাহার এ অত্যাচার

আর কিছুতেই সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি, আমার আপনার, তোমাদিগের ও উভয়ের সম্বোধনের নিমিত্ত পিতার বৈরনিধাতনে দৃঢ় নিশ্চয় করিলাম।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞা-
কৃত হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিক্গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্যের অমূল্য এই বাক্য বলি-
লেন, “দুরাশ্রয় তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুমতি করুন; হে মতালয়গণ! আপনাদের এমত কোন কর্ম বিদিত আছে, যদ্বারা আমি সেই দুরাশ্রয়কে ও তাহার বহুবান্ধবদিগকে প্রজ্জলিত হত্যাশনে নিক্ষেপ করিয়া সর্বংশে ধ্বংস করিতে পারি? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষায়িত দগ্ধ করিয়াছে, তজ্জন আমিও সেই পাগাশ্রয়কে ভস্মসাৎ করিব।” ঋত্বিক্গণ কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে দেবতার। তোমার নিমিত্ত সর্পসত্তা নামে এক অতি মহৎ সত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। পোরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি বাতীত সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান কর্তা আর কেহই নাই। সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান-প্রণালীও আমাদের বিদিত আছে, অতএব আপনি সর্প-সত্তা আরম্ভ করুন; তাহাতেই দুরাশ্রয় তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই। রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবা-
মাত্র বোধ করিলেন যেন তক্ষক প্রজ্জলিত হত্যাশনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রাজ্ঞা ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিব, আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ বস্ত্রীয় প্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে। তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিক্গণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরি-
মাণ করিয়া মহামূল্য রত্ন সমূহে ও প্রভূত ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিক্গণ এইরূপে যজ্ঞ-ভূমি প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্তা আপনারা ব্রতী হইলেন, এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন, কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্বেই যজ্ঞবিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া ছিল। যজ্ঞারম্ভের নিম্নলিখিত একজন বাস্তবিক্যাবিশারদ

পুরাণবেত্তা স্ত্রীধার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক জন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।” রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, “যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবেশিত হইতে না পারেন।”

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্তা আরম্ভ হইল। পুরো-
হিতগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরি-
ধান ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে
লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্কে তাহাদিগের চক্ষুঃ রক্ত-
বর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোচ্চারণপূর্বক আহুতি দিতে
আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে
নাগগণ দ্বিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন
নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গলদ্বারা বেটন
করিয়া সক্রোধস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে
সেই প্রদীপ্ত হত্যাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল।
শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, ব্যালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশ প্রমাণ,
যোদ্ধা প্রমাণ, অস্বাকার, ক্ষরি-গুণ্ডাকার, মহাকায় মহা-
বল পরাক্রান্ত, শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্কুদ
অর্কুদ, বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগুণ মাতৃশাপ-দ্বারা অবশ
হইয়া সেই প্রজ্জলিত হত্যাশনে পতিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

সর্পসত্তা করিলেন, হে স্ত্রীধারজ! সর্পকুল-
সংহর্ত্তে শাবতংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্তা
কোন ঋষি ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন, এবং নাগগণের
সেই দীক্ষণ যজ্ঞে কোন কোন ঋষি বা
সদস্য ছিলেন? হে, ধর্ম! তুমি তৎসমুদায় বর্ণন
কর। হইলে আমি সর্পসত্তা-বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের
নাম উচ্চারণ করিতে পারিব। উগ্রপ্রবাঃ কহিলেন, রাজা
জনমেজয় যজ্ঞে যে সকল মনীষিগণ ঋত্বিক্ ও সদস্য

ছিলেন, তাহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীর সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাবল হোতা ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদগাতা, এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিল্লল, অসিত, দেবল, নারদ, পরীত, আত্রেয় কুণ্ডল, কাল-বট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্মা, মৌদগলা, সম-দৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইহারা সকলে সেই সুমহান্ সর্প-সত্ত্বে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণ-কার সর্প সকল প্রজ্জলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদঃ দ্বারা শত শত কৃত্রিম সরিং প্রবাহিত হইল এবং পুতিগন্ধে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আৰ্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়ের সত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ইজ্রালায়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন, নাগেন্দ্র ! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি, অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি ? মনোহুঃখ দূর কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইজ্রালায়ে পরমস্থখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মা-বশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, স্বজন-হিতৈষী বাহুকি বন্ধুবান্ধব-গণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত-ও ক্রমে ক্রমে মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরাজ ধরিবার-বর্গের অত্যন্তমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ-পত্নীকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! আমার কষ্ট-প্রত্যঙ্গ সকল শোকাবেলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও ক্লান্ত হইতেছে এবং ইচ্ছা-বিদীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি কি কহিব, বোধ হয় বুঝি অদ্যই আমাকে সেই পিতামহকে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমেজয়কে সৎসঙ্গে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসত্ত্বে পরিণত হইয়া ছেন, সুতরাং আমাকেও যম-সদনে গমন করিতে হইবে,

সন্দেহ নাই। হে ভগিনি ! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্বে পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি আত্মীক জনমেজয়ের সর্পসত্ত্বে নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎস ! অধুনা তুমি আমার ও আমার পরিজনবর্গের জীবন রক্ষার্থ অস্থিতীয় বেদবেত্তা আপন পুত্রকে আদেশ কর।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগরাজ-ভগিনী জরৎ-কার স্বীয় সন্তান আত্মীককে আহ্বান করিয়া বাহুকির বাক্যানুসারে কহিলেন, পুত্র ! আমার ভ্রাতা যে অভি-প্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহা কর্তব্য হয় কর। আত্মীক কহিলেন, মাতঃ ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীর পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়া ছিলেন আজ্ঞা করুন জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি। তখন বান্ধবহিতৈষিনী নাগভগিনী কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর। সর্পকুলজননী ক্রন্দ, সপত্নী ক্লান্তাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, তোমরা সত্বর বাইয়া উঠে-শ্রবা অশ্বের অন্তবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বা-ধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে ক্রন্দ ক্রোধভর তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিহিত করিলেন ; “তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্ত্বে দগ্ধ ও পক্ষাণ্ড প্রাপ্ত হইবে।” সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাও “তথাস্তু” বলিয়া সেই শাপবাক্যে অনুমোদন করেন। নাগরাজ বাহুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদন বাক্য শ্রবণ করিয়া ছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্রমন্ধানকালে ক্ষমা প্রার্থনা বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ দুর্ভাগ্য-অমৃতলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমার ভ্রাতাকে সন্দেহ হইয়া, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতিবাক্যে

কমল-যোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্ম কহিলেন, জরৎকার মুনি জরৎকারুনারী যে স্ত্রীর পানিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবে, তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন। নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্ত্ব আরম্ভের ক্রিয়াকাল পূর্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন, হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্ট সিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ হইতে মাতুল-কুলের পরিভ্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা কলবন্তী কর।

আন্তীক যে আজ্ঞা বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, হে ভূজঙ্গেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমার শাপমোচন করিব, এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না; হে মাতুল! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞস্থিষ্ঠান রহিত হয় তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুনাশ সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাসুকি কহিলেন, বৎস আন্তীক! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ের হতজ্ঞান হইয়াছি, দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদ্ভূর্ণিত হইতেছে। তখন আন্তীক কহিলেন, আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি অচিরেই সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব। আন্তীক এইরূপ আশ্বাসবচনে বাসুকির মনোহঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণপূর্ব্বক সর্পগণের পরিভ্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্বাঙ্গব্যব-সম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যাকর ও অগ্নিকর সদন্তগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

তপোধন তদ্রূপে প্রীত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার গুণকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুর্দিক্ সর্বাঙ্গ সূর্য্যাকর ও সদস্যগণের, এবং রাজার ও হোমায়ির স্তব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

আন্তীক কহিলেন, হে ভারতবংশাবতংস! চক্ষু, বক্রণ ও প্রজাপতি প্রয়োগে যে প্রকার যজ্ঞস্থিষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আপনকার এই সর্পসত্ত্ব তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রত্নিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয়রাজা, শশবিল্বরাজা, বৈশ্রবণ, নৃগরাজা, অজমীঢ়রাজা এবং রাম-রাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনকার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনকার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা নূন নহে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্ত্ব করিয়া এই সত্ত্ব তিনি স্বয়ং ঋষিকের কর্ম্ম করেন। এই সর্পসত্ত্বও তদ্রূপ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাশ্রয়! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। র যজ্ঞস্থিষ্ঠান এই সকল সূর্য্য-সমতেজাঃ স্তব যজ্ঞস্থিষ্ঠান কর্ত্তাদিগের সদৃশ, ইহাদিগের করা অতি দুষ্কর, ইহাদিগকে দান করিলে আপনার এই ঋষিকের কথা অধিক কি

বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইহঁর সমান লোক ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না, ইহঁরই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্ব-ধর্ম নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন। আপনকার এই প্রজলিত চোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশ্য-প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনকার সমান প্রজা-পালন কর্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষ্য-ধর্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিম্প্রহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ক্লাম্বিনী খট্টাক, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি, নাক্ষাত্রা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্র-গণের সদৃশ, মহর্ষি বাস্কীকির ন্যায় নিগূঢ়-মহৎ, বশিষ্ঠের ন্যায় জিতক্রোধ, ইন্দের ন্যায় প্রভূতশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, ঔরুজিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্মনিরস্তা এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ও ভূপয় যাগাদি সংক্রিয়ার পথপ্রদর্শক। মহারাজ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাভীর্য্য প্রভৃতি যে সকল সদগুণ প্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রামাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন। আত্মীক এই-রূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, ঐদম্য ঋষিক ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইন্দ্রিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষান্ত হইতে লাগিলেন।

যটুপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ইনি বালক কিন্তু ইহঁর যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি তাহাও বালক বলিয়া কোনক্রমে প্রতীতি হয় না। যাহা হউক আমি ইহঁর অধিষ্ঠিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, হে দ্বিজগণ! আপনাদের কি অমুমতি হয়? সদস্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয়। যদ্যপি ইহঁর বতঃ ইনি সর্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, অতীত তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা পাইতে পারেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে

উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশিত হইল। তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও ইহঁর সম-
জনে উপস্থিত হইল না। তখন জনমেজয় কহিলেন, সেই যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষয় শত্রু-
তক্ষক শীঘ্র সমুপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা বধাসাধ্য যত্নবান্ হউন। ঋষিকগণ উত্তর করিলেন, আমরা শাস্ত্র-
প্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ স্মৃতও এই কথা কহিয়া-
ছিলেন। রাজা তৎশ্রবণে স্মৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, রাজন্! ঋষিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হই-
য়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া-
ছেন, “তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।” রাজা স্মৃত-বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিষম হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আপনি ইন্দের আরাধনা করুন। হোতা তদমু-
সারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অনুরক্ত বিনামে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দিকে দেবতার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘমালা, বিদ্যাদরগণ ও অঙ্গরগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুকায়িত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যদি সেই চুরায়া তক্ষক ইন্দের নিকট পলায়ন করিয়া লুকায়িত থাকে, তবে ইন্দের সহিত তাহাকে অগ্নিসং-
কর। হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবা-
মাত্র নাগেন্দ্র কম্পিত-কলেবর হইয়া ইন্দ্র-সমভিব্যাহারে আকাশপথে উপস্থিত হইল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগপূর্বক স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহীন তক্ষক ঋষিকগণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেষে হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজলিত পাবক-
শিখার সমীপবর্তী হইল।

ঋষিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, মহা-
রাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশবদ হইয়াছে।

বোধ হয় ইহা উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ঐ দেখুন সেই পন্নগেজ্ঞ আমাদিগের মন্ত্র-প্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিত-কলেবরে স্বর্ণ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে । অতএব আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই । এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন । রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-কুমার ! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । ওার্ধিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাধু্য হইব না ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই আত্মীক কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহা হইতে যেন আর সর্পের দগ্ধ না হয় । ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিদ্রষ্ট-মনে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি স্রবণ, রজত, গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞস্থিঠানে নিবৃত্ত হইতে পারিব না । আত্মীক কহিলেন, মহারাজ ! আমি স্রবণ, রজত, গো, অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই । মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে আসিয়াছি । অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃত-কার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজত স্রবণাদি লইয়া কি করিব । আত্মীকের এইরূপ অতর্কিতচর বর প্রার্থনায় রাজা বিবাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং বরাস্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না । তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে অস্বীকার করিয়াছেন অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে স্তনন্দন ! যে সকল সর্প সর্প-সত্ত্বে দগ্ধ হইয়াছে তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি । উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র প্রযুক্ত প্রযুক্ত, অর্কুদ

অর্কুদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে । বাহলাগ্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে । তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিবোধণ প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্ণ, শল, পাল, হলীমুক, পিচ্ছল, কোণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহ, শরণ, কক্ষক, কালদন্তক, ইহারি বাহুকির পুত্র ; এই সকল সর্প এবং বাহুকির কুলজাত মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প মাতৃশাপে দগ্ধ হইয়াছে । পুচ্ছা-গুণক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেন্তা, রভেণক, উচ্ছিধ, শরভ, ভঙ্গ, বিব্রতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মুক, স্রুতুমার, প্রবে-গন, মুদগর, শিণ্ডরোমা, সুরোমা, মহাহমু, ইহারি তক্ষকের বংশজাত ; এই সকল বিষধর প্রদীপ্ত দহন দগ্ধ হইয়াছে । পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃষ্ণ, বিহঙ্গ, শরভ, নেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারি ঐরাবতকুলে জাত ; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে । এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহক, শৃঙ্গবের, ধূর্তক, প্রাতরাতক, কোরবকুলোৎপন্ন এই সকল সর্প ভয়সাং হইয়াছে । শঙ্কুবর্ণ, পিঠরক, কুঁঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহট, কানুঠক, সুষেণ, মানস, বায়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উগ্রপারক, ঋষভ, পিণ্ডা কর, রক্তাঙ্গ, সর্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীর-গন্ধ, স্রুচিভ, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুল জাত এই সকল নাগগণ ভয়ঙ্কিত হই-য়াছে । বাহলাগ্রযুক্ত ইহাদিগের পুত্র পৌত্রের নাম করিতে পারিলাম না । এতদ্ব্যতিরিক্ত জিশিরাঃ, সপ্ত-শিরাঃ, দশমুণ্ড, মহাবেগবান্, পর্বতাকার, যোজনবিস্তীর্ণ, বিস্তীর্ণ, কামবল, কামরূপী, অতি ভয়ঙ্কর নানা-বিধ বিষধরগণ প্রজাপতির শাপদণ্ডে নিপী-ড়িত অনবরত প্রদীপ্ত দহনে দেহত্যাগ করিয়াছে ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অধুনা আত্মীকের দ্বিত্যঙ্ক উপাখ্যান শ্রবণ করুন । দেবরাজ-প্রদত্ত নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়া তাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা

জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস স্তননন্দন! বল দেখি তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিশ্রামের মন্ত্র-বলে হোমানলপতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, মহাশয়! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজাঃ মহর্ষি আত্মীক ইন্দ্র হইতে ত্রিষ্ট নাগরাজকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার “ত্রিষ্ট তিষ্ঠ” এইবাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা সদস্যগণের প্রবর্তনা-পরতন্ত্র হইয়া আত্মীককে অভিলষিত বর প্রদানপূর্বক কহিলেন, নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ হউক, আত্মীক ঋষি প্রসন্ন হউন, এবং সেই স্তবাক্য সত্য হউক। আত্মীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল। রাজা প্রীতমনে ঋষিক ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্বে যে লোহিতাক্ষ-স্বত “এক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায় স্বরূপ হইবেন” এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তুপকি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত স্নান করিলেন। পরিশেষে অশ্বন বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদানপূর্বক আত্মীককে পরিতুষ্ট করিয়া, গৃহে প্রেরণ কালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।

আত্মীক অতি মহৎকার্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকারপূর্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদিগের কুশল সম্বাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আত্মীককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক কহিল, বৎস! তুমি আমাদের স্তননন্দন দান করিলে, আমরা তোমাকে অতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তাহার। ভূয়োভূয়ঃ বলিতে লাগিল, বৎস! আমরা তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল তোমার কি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিব।

আত্মীক কহিলেন, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়া থাকেন তবে এইমাত্র অমুগ্রহ করিবেন যে, যে সকল ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সারাহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্তিমান ও স্নানীথের নাম স্মরণ করিবেন কিম্বা (যে আত্মীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্ত্ব হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আত্মীকের বচন স্মরণ কর, যে সর্প আত্মীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাশ্বতী বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিভীর্ণ হইবে;) এই ধর্মপাথান পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না। সর্পেরা প্রসন্ন-মনে আত্মীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন, হে ভাগিনেয়! আমরা কদাচ তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না। স্ততঃ শৌনককে সঙ্ঘোদন করিয়া বলিলেন, হে ষিঞ্জোত্তম! আত্মীক সমাগত নাগেন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। হে ভগ্নতম! আপনকার পূর্বজ প্রমতি স্বীয় পুত্র ব্রহ্মর কোতুক নিবৃত্তি নিমিত্ত আত্মীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিলাম। এই পুণ্যবর্দ্ধক আত্মীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্পভয় বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ স্নেহের সঞ্চার হয়, এবং পবিত্র ধর্মলাভ হয়।

আত্মীকপর্কপাখ্যান সমাপ্ত।

আদিবংশাবতরণিকা ।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, বৎস স্তননন্দন! ভৃগুবংশ বর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয় উপাখ্যান সকল কীর্তন করিয়া তুমি আমাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিলে, এক্ষণে সেই অতি-বিস্তীর্ণ সর্পযজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম সমাধানস্তর সদন্তমণ্ডলী প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্ত্ব দৈনন্দিন কর্মানুষ্ঠানের মধ্যাকালে

দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন । শৌনক কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয় কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগান-স্বরূপ মহাভারত নামে যে ইতিহাস কীর্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি । হে হৃতপুত্র ! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম, তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, অতএব সেই বিগুহ্বাত্মা মহর্ষির মনঃ-সাগরসমুদ্ভূত অমৃত-নির্কীর্ণ শ্রেয় মহাভারতীয় কথা কীর্তন কর । তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর ! কৃষ্ণবৈশম্পায়ন-প্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্তন করিতেছি । উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি যমুনাভীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে বাগক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তপোমুগ্ধান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও রোষ দ্বারা ধাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই । যিনি এক বেদকে চতুর্দ্বি বিভক্ত করেন, যিনি শাস্ত্রমু রাজার বংশ-রক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকীবিদ্রুত মহাকবি ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ দর্শনার্থ গভাগমে প্রবেশ পূর্বক রাজগণ ও সদন্তগণে পরিবৃত্ত অখ্যাতী রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । জনমেজয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভাগণ সমভিব্যাহারে সখর উত্থিত হইয়া অতি প্রীতমনে তাঁহার প্রবেশমণ্ডল করিলেন, এবং সাদরসম্ভাবণপূর্বক উপবেশনার্থ স্বর্ণবর্মণ আসন প্রদান করিলেন । মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জনমেজয় বিধিপূর্বক তাঁহার সংকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পান্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপূর্ব নিবেদন করিয়া দিলেন । মহর্ষি তদন্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট

হইলেন । রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তি সহকারে পূজাবিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্বক তদীয় কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময় প্রশ্ন করিলেন । তৎপরে ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিলেন ।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাজ্ঞানি-পুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের ব্যবহারীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি ইহাদিগের পরস্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্বভূত-ভয়ঙ্কর বোরতর সংগ্রাম ঘটনার কারণ কি ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন । বেদবাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট নিজশিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন, বৎস বৈশম্পায়ন ! তুমি আমার নিকট কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যবহারীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্তন কর । বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে রাজা, সদস্য ও অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদাদিঘটিত অতিপ্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

এক ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরু-চরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্ভগণকে প্রণাম করিলেন । পরে মহর্ষি বেদবাস-প্রণীত অপূর্ব উপাখ্যান কীর্তনবিষয়ে কৃতসম্মত হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উৎসুক পাত্র লাভ করিয়াছি ; অতএব ভারত ঋতনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে । হে মহারাজ ! তাঁহালাভ প্রযুক্ত কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্বভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্রুতিমূলক বনবাস সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন ।

রজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুদ্ধিষ্টিবাদি পক্ষপাণ্ডব

অরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধর্মবিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতিলাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অম্মরক্ত হইয়া উঠিল। কোরবতুল তদর্শনে সহসা অম্মাপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, কুরকর্মা, কর্ণ ও দুর্মতি দুর্ঘোধন, ইহারা ঐকমত্যে অবলম্বনপূর্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্ঘোধন শকুনির পরামর্শক্রমে রাজ্যান্তাভ্যর্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অগ্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষায় তক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গজাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্মতি দুর্ঘোধন তাঁহার হস্তপাদাদি বন্ধনপূর্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্ব-নগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উখিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে দুর্ঘোধন এক ভয়ঙ্কর ক্লক সর্প দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার শ্রোণ বিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্ঘোধনের পক্ষে থাকিয়া ও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্ঘোধন গুহা ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অমুমত্যানুসারে বারণাবতে জতুগৃহে প্রস্থত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভে সঞ্চারন করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করে। পাণ্ডবগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহাজন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহ বাসের আদেশ দিলেন; তাঁহারা এক বৎসর কাল তথায় নির্বাসিত বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্ঘোধনের দুর্মতী পুরোচনকে নষ্ট করিয়া সাতিশয় শক্তি মনে রজনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যানানপূর্বক তাঁহাদিগকে তক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন সবিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আশ্বপ্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান কালে ভীমসেন হিড়িম্বানারী রাক্ষসীর পাণ্ডুগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে বটোৎকচ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্বক কয়েককাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল-দেশে আগমনপূর্বক দ্রৌপদীলাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন। তখন মহরাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন, তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রহ্নে তোমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সন্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথাকলাপ-মণ্ডিত খাণ্ডবপ্রহ্নে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্বক স্বজনগণ সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রহ্নে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া এক-বৎসর তথায় অবস্থিত করেন। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রু-দমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশা ভীমসেন পূর্বদিক্, অর্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্, ও সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই সমাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য ও সূর্যসদৃশ পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন বট-সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জুনকে বনে বাইতে কহিলেন ; পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন । পরে এক দিবস দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার স্তুতজ্ঞানান্বী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন । যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আত্মাদিত হইয়াছিলেন, স্তুতজ্ঞা অর্জুনকে পতিলাভ করিয়া তজ্জপ আত্মাদিত হইলেন । পরে বাসুদেব সমভিব্যাহারে অর্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হত্যাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন । অগ্নি পরিতৃপ্ত হইয়া অর্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ, অক্ষয় তুণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন । অর্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রত্যাগ্রহ করিলেন, এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন । ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাক্ষন-মণ্ডিত ও পূর্ণ রমনীয় এক সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেন । দ্বন্দ্বিতি হুয়োধন ময়নির্মিত সভার লোভ সঞ্চরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশ-ক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন । ধর্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বকীয় ধন-সম্পত্তি প্রার্থনা করেন । তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় । পরিশেষে তাঁহারা বিপুল-পরাক্রম প্রকাশপূর্বক হুয়োধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন । হে মহারাজ ! ততঃপক্ষে ষেক্ষণে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ।

দ্বিযুগ্মিতম অধ্যায় ।

অনৈমজ্য কহিলেন, হে বিজ্ঞেজ ! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতি বিচিত্র চরিত্র সবিস্তার কীর্তন করিয়া আমার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর । পূর্বপুরুষদিগের বিত্তক চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরি-

তৃপ্ত হইল না । ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি সে কারণ সামান্য কারণ নহে । আর তাঁহারা নিরপরাধী ও প্রতিবিধান-সমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত হঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি ? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি কারণে ক্রোধ সঞ্চরণ করিয়াছিলেন ? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিত হইয়াও কেন ক্রোধ চক্ষুঃস্রোতসেই ছরাছা কৌরবদিগকে ভস্মাবশেষ করিলেন না ? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বাতে আসক্ত হইলেন, তখন ভীমার্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না ? কি প্রকারেই বা অর্জুন একাকী দ্বৈত একমাত্র কৃষ্ণের সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন ? হে তপোধন ! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কৃষ্ণদৈবায়ন-প্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দেশ করুন, আমি আপনকার নিকট উহা সবিস্তার কীর্তন করিব । সত্যবতী-পুত্র ভগবান্ বাসদেব এই গ্রন্থে একলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন । যে সকল ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং বাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন । বেদব্যাস-প্রণীত এই পরম পবিত্র রমনীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ স্বরূপ । মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন । ইহাতে অর্থ ও কাম বিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতৎশ্রবণে পরিনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি জন্মে । বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দানশীল সত্যস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ ও অক্লপণ ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন । শ্রোতা অতি দীর্ঘ হইলেও এই অপূর্ণ ইতিহাস শ্রবণেই হইতে মুক্ত চক্ষের ন্যায় জগৎহত্যাদি পাপমুক্ত হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে । বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াথ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্তব্য । রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্য লাভ ও শত্রু পরাজয় করিতে পারেন । যদি কোন যুবা রাজা মহিষীর সহিত এই পুত্রকলপ্রদ পরম

স্বভাবানুসঙ্গম মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহা-
দিগের বীর পুত্র বা রাজ্য-ভাগিনী কন্যা জন্মে। মহর্ষি
বেদব্যাস-রচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র
ও মোক্ষশাস্ত্র। এক ব্যক্তি বক্তা ও অন্যে ইহার শ্রোতা
হয়েন। শ্রোতাদিগের পুত্র পৌত্রেরাও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং
ভৃত্যেরা প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে। যেন মহাভারত
শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ
পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। বাহারা বিদ্বৎ-বুদ্ধি শূন্য
হইয়া এই ভারতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের
ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় নিবারণ হয়। বেদব্যাস স্ব-গ্রন্থে
সর্ববিদ্যা-পারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও
অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীর্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইহা
অতি বিচিত্র ও পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোতৃগণ চলিতার্থ
হয়। যে মানব জীবলোকে পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে
সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি
সনাতন ধর্ম লাভ করেন। যিনি অতি পুত্ৰমনে সর্বলোক-
প্রথ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীর্তন করেন, তাঁহার
বংশপরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদপারগ
ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠান-পরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারি মাস
মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত
হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রাহ্ম-
দিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের সূচরিত কীর্তিত
আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ও
দেবী পার্শ্বতীর অনির্কটনীয় মহিমা এবং কার্তিকেয়ের
উৎপত্তি ও গো ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই
মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টিস্বরূপ। অতএব ধর্মবুদ্ধি
লোকদিগের ইহা সর্বদা শ্রবণ করা কর্তব্য। যিনি প্রতি
পর্ক্যাহে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপ-
নাশ ও নিতাকাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রদ্ধাকালে ব্রাহ্মণ-
দিগকে ভারতের অন্ততঃ এক চরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে
অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয়
দ্বারা অহোরাত্রে ব্রাহ্মণকৃত যে সকল পাপ সঞ্চিত হয়,
মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাতঃ নষ্ট হয়। এই
গ্রন্থে ভারতবংশীয় রাজাদিগের মহাবীর্য বর্ণিত আছে বলিয়া
ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের
সমুদায় সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ

অপগত হয়। এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে শ্রোতা
মহাপাতক হইতে পরিজ্ঞান পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন
প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির
অব্যাবাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন;
অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য। কুরু-
বৈপায়ন-প্রোক্ত এই অপূর্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ
করান ও বাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন,
তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া
আর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যেন
ধর্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ
করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় ও চরমে দেবলোকে
গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহা-
গিরি স্তম্ভের যেমন রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহু-
বিধ সূচক শব্দে অলঙ্কৃত এইরমণীয়তর মহাভারতও
এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি
অর্থাৎ দিগকে এই শ্রবণ-সুখকর মহাভারত প্রদান করেন,
তাঁহার সমাগরা পৃথিবীমানের ফল লাভ হয়। মহারাজ!
পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ
করুন। এই মহাভারতে বাহা বর্ণিত আছে তাহা
অশ্রুত ও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বাহা নাই তাহা
আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুবংশে উপরিচূর্ণ নামে এক
পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বহু।
তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বহু
ইন্দ্রের উপদেশ ক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকা করেন।
পরে অত্র শত্রু পরিত্যাগপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া
অতি কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেব-
গণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ
তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয় ইন্দ্র প্রহরণ করি-
বেন, এই ভাবিয়া সাত্ত্ব বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে
নিবৃত্ত করিলেন। দেবতার কহিলেন, মহারাজ! বাহাতে
পৃথিবী-মধ্যে ধর্ম সঞ্চার না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য
কর্তব্য কর্ম। তুমি ধর্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া
লোক সকল স্বধর্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন, হে

নরনাথ ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্মের অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দৈখিতে পাইবে। তুমি ভুলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সহপদে দিতেছি শ্রবণ কর, এই ভূমধ্যস্থলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্বরাক্ষেত্র-বিশিষ্ট এবং পশাদির আবাস ও বিচিত্র ধন-ধান্য-সম্পন্ন তুমি সেই দেব-মাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ ! চেদিদেশ প্রভূতধনরত্নাদি-বিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাস-ক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একমুখে বাস করে। তদ্রূপ লোকেরা দুর্বল বলবদ্বিগকে ভারবাহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। ওগায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ ! ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মন্দস্ত এই দিব্য ক্ষটিকনির্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেব-তার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনামী অগ্নানপঙ্কজ মালা অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রাম কালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষত শরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইজ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইজ্র রাজার প্রীতি-বিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণু-বাটী প্রদান করিলেন। সপ্তবর্ষ অতীত হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুবাটী পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন। পরদিবস সেই বেণুবাটী গন্ধমাল্য ও বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া উপাসনপূর্ব্বক তাহাতে ইজ্রের পূজা করিতেন। তদবধি অন্যান্য ক্ষিতিপালেরাও তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইজ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইজ্র বহুরাজের প্রীতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন, এবং

সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, মহারাজ ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে তাহাতে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে কহিতেছি যে সকল রাজা আমার প্রীত্যান্বেশে এই উৎসব করিবেন বা অন্য দ্বারা এই উৎসব করাইবেন, তাহাদিগের রাজ্যে ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে, এবং তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদা সম্ভোগে থাকিবে। হে মহারাজ ! এইরূপে বহুরাজ ইজ্র কর্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও জ্ঞানাদি প্রদান করিয়া ইজ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হইলেন। চেদীশ্বর বহু বরদান ও শত্রুসংবের উপদেশ কথন দ্বারা ইজ্র কর্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সম্ভোগার্থে মধ্যে মধ্যে ইজ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ ! বহুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্যা-গ্রহ। আর একটির নাম কুশাধ, কেহ কেহ ইহার নাম নগিবাহন বলিয়া নির্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল। অপরের নাম বহু। অমিত পরাক্রমশালী বহু-রাজার এই পঞ্চ পুত্র জন্মে তন্মধ্যে যিনি যে দেশে অভি-ষিক্ত হইয়াছিলেন সেই দেশ তাহার নামে বিখ্যাত হই-য়াছে। সেই ইজ্রতুল্য পঞ্চভূপতির পৃথক পৃথক বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বহুরাজ ইজ্রের প্রলাদলক সেই ক্ষটিকনির্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরা সকল আশ্রিয়া তাহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামান্ন হইয়া স্রোতস্বতী-সম্ভোগাভিলাষী হওয়াতে বহুরাজ তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়াছিলেন। রাজার পদ-প্রহারে পর্ব্বতবর বিদীর্ণ হইল। অতি বেগবতী স্রোত-স্বতী শুক্তিমতী সেই প্রহারমার্গদ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুত্র ও এক

নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র

লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিল। বসুপ্রদ বসুরাজ সেই পুত্রকে আপন সৈন্যাদিকারে নিয়োগপূর্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন। গিরিবালা গিরিকা ঋতুমাতা ও শুচি হইয়া সন্তান বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল। দৈবযোগে সে দিবস রাজার পিতৃ-লোকেয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগ্রত ছিলেন। রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চুত, অতিমুদ্র, পুরাগ, করিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জুন, প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত; কোকিলালাপ মুখরিত; মধুমত্ত মধুকরের ঝঙ্কারে সঙ্কলিত; চৈতরগতুল্য মনোহর; এক কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বিরিকাবিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দান্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদুচ্ছ্রাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকসিত অশোক তরু অবলোকন করিলেন। তিনি সেই তরুনূলে সুখাসীন হইয়া বায়ুসেবন দ্বারা অতিশয় আচ্ছাদিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার রোতস্থলন হইল। রোতঃ নিতান্ত নিফল না হয় এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রোতঃ ফল না হয় মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্তোচ্চারণ-পূর্বক বীজ শোধন করিয়া সমীপবর্তী অতি দ্রুতগামী এক শোন পক্ষীকে কহিলেন, হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিবীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রোতঃ পাইয়া তাঁহাকে প্রদান কর।

বেগবান্ শোন সেই শুক্র লইয়া আকাশ পথে উড়তীন হইল। পথিমধ্যে আর একটি শোন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শোনের তুণ্ডে স্থিত শুক্র দেখিয়া আশ্রিত আশঙ্কায় তাহার নিকট আসিল, এবং মাংসখণ্ড বলপূর্বক লইব এই ভাষ্যে তাহার সহিত তুণ্ডে আরম্ভ করিল। বুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল। তথায় অজ্রিকা নামে এক অঙ্গরা ত্রিপদ প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মৎস্যরূপা অজ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শোন-তুণ্ড-পরিভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজ

ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎসীকে জালে বদ্ধ করিল অনন্তর তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্ভূত হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপাল সমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল “মহারাজ! এক মৎস্যীর গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে।” উপরিচর রাজা সেই মৎস্যীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই মৎস্যীপুত্র পরম ধার্মিক ও স্থির-প্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাপপ্রদান কালে ভগবান্ ইন্দ্র অঙ্গরা অজ্রিকাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অঙ্গরাঃ মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বকীয় পূর্বাধার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মৎস্যীগর্ভসম্ভূতা হুহিতা রাজার আদেশক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল। মৎস্যযাতার সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল, ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য করিত।

একদা পরাশর ঋষি তীর্থ-পর্যটন ক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনিজন-মনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিয়া মদনবেদনায় অতিনাজ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। সে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন নদীর উভয় পার্শ্বের পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন, এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্জ্বটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোগয় দ্রবিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্জ্বটিকা দৃষ্টে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই। আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেইবা লোক সমাজে জীবন ধারণ করিব। হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন। পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন, হে ভীক! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না।

আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি । ইচ্ছামুরূপ বর প্রার্থনা কর । আমার প্রসন্নতা কখনই নিফল হয় নাই । তাঁহার এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিল, আমার সর্বাঙ্গ হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক । ঋষি “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার অভিলাম্বরূপ বর প্রদান করিলেন । অনন্তর ধীবরকন্যা অতীষ্ট বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনো-বাঙ্গা পরিপূর্ণ করিল । তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল । লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাজগন্ধের আশ্রাণ পাইত, এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল ।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন । প্রভুতত্ত্বজ্ঞাঃ পরাশর-পুত্র মাতৃ-নিদেশক্রমে তপস্যায় অভিনিবেশ করিলেন, এবং জননীকে কহিলেন, মাতঃ ! কাৰ্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব । এইরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন । তিনি যমুনা-দ্বীপে জন্মেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বৈপায়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদদ্বয় ও মহাব্যাদিগের আয়ুঃ ও শক্তির ভ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অমূল্যতা প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয় । মহর্ষি বেদব্যাস স্মৃতি, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান । তাঁহারাই ভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করেন ।

নবাবীয়া মহাবংশাঃ শাস্ত্রপুত্র ভীষ্ম অষ্টবসুর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । অণীমাণ্ডব্য-নামক এক ঋষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন । সেই বেদবেত্তা মহাবংশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হইলেন । তিনি শূলারোপণ কালে ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, হে ধর্ম্ম ! আমি শৈশবকালে ইদীকান্ত দ্বারা এক শকুতিকাকে বিন্দু করিয়াছিলাম । আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি । উত্তম আর কোন পাপকর্ম্ম করি নাই । কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তদ্বারা কি আমার সেই পাপের শাস্তি হয় নাই ? অন্যান্যি প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপকর্ম্ম । হে ধর্ম্ম ! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে উদ্যত হওনাত

একণৈ তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে । ধর্ম্ম তদীয় শাপপ্রভাবে বিহররূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন । বিহরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন । সূত গবল্গণ হইতে মুনিভূত্য সঞ্জয় সজ্ঞাত হইলেন । কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্ম গ্রহণ করেন । সর্কলোক-পুঞ্জিত, জগৎ-কর্ত্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অমুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন । লোকে যাহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী, ত্রক্ষ, ত্রিগুণাশ্রয়, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভব প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্মা, সহ-গুণসম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষয়, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নিগুণ বলিয়া নির্দেশ করে ; সেই সর্ব্বভূত পিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধনের নিমিত্ত অক্ষয় বৃক্ষবংশে অবতীর্ণ হইলেন । অশ্রুজ্ঞ ও সর্কশাস্ত্র-বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্মা সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন । এক দ্রোণীতে অর্থাৎ কুন্তে উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভুরহাজের রতঃপাত হয়, তাহাতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল । অশ্বখামার জননী কুপী ও মহাবল রূপ, শরৎকালীন শরশস্ত্রে প্রসিক্ত গৌতমের বেতঃ হইতে উদ্ধৃত হইলেন । দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্বখানা জন্ম গ্রহণ করিলেন । প্রভুত-পরাক্রমশালী প্রদীপ্ত অনল সমী তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভূত হইলেন । ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী গুণবতী দ্রৌপদীও জন্ম গ্রহণ করেন । পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নমস্কিৎ ও সুবলের জন্ম হইল । গান্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে এক পুত্র ও দুর্ঘোষধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল । কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধাশ্রিত হইয়াছিল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্র-বীর্ষ্যের ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন । বৈপায়নের ঔরসে শূদ্র যোনিতে ধর্ম্মার্থবেত্তা ধীমান্ বিহর জন্মিল । পাণ্ডু রাজার দুই জ্যৈষ্ঠ গর্ভে পাঁচ পুত্র হয় । বসু হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে দ্রুপদ, বিশারদ অর্জুন, এবং অশ্বিনী-তনয়দ্বয় হইতে অতি রূপবান যমজ নকুল ও সহদেব । তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্কাপেক্ষা অধিক স্তনবান ছিলেন ।

ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুয়োদধন প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে, এবং তাঁহার যুযুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তদনন্তর দুঃশাসন, দ্রাসহ, দুর্শ্রবণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিশ্রতি, জয়, সত্যত্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্রপজ, যুযুৎসু, এই একাদশ মহারথ জন্মিয়াছিলেন। অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমহ্যুর জন্ম হয়। অভিমহ্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র। এক দ্রৌপদীর গর্ভে বৃধিষ্টির ঔরসে প্রতিবিক্র, ভীমসেনের ঔরসে সূতসোম, অর্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ষি, নকুলের ঔরসে শতানীক, এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন, এই পঞ্চপুত্র জন্মে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোটকচের জন্ম হয়। দ্রুপদ বাজার শিখণ্ডী-নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্থলনামে এক বক্ষ আপন প্রিয়কার্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শতসহস্র রাজা সংগ্রাম-বাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অসংখ্য রাজগণের নাম অযুত বর্ষেও নির্দেশ করা দুষ্কর, অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে যাহারা প্রধান তাঁহাদিগেরই নাম কীর্তিত হইল।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্তন করিলেন, এবং যাহাদিগের নাম অকীর্তিত রহিল, তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! সেই মহারথ, দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্ত দেবভারো ও জানেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে যয়জ্ঞ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন। পূর্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় করিয়া মহেচ্ছ পূর্বতে আরোহণ পূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়কুল ক্রয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণ্য পুত্রত্যাগী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয়কুলকামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করি-

তেন। কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালান্তিক্রমে তাঁহাদিগের সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয়ান্নারা এইরূপে ব্রাহ্মণ-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সাতিশয় বীৰ্য্যবান পুত্র ও কন্যা সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্ষত্রিয়বংশ পুনর্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল। তৎকালে তিৰ্য্যাগ-বোনি প্রভৃতি অশ্রান্ত প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভাৰ্য্যা সম্ভোগ করিত। কামতঃ বা ঋতুকালান্তিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহার ধর্মপরায়ণ, নির্বাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ক্ষত্রিয়েরা পর্বতবন-সমাকীর্ণ এই সমাগরা পৃথীর অধীশ্বর হইয়া ধর্মামুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় সকলেই অতিশয় শ্রীত হইলেন। তাঁহারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুঃপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি বর্ষতঃ দণ্ডবিধান তৎপর হইলেন, এবং তাঁহাদিগের ধর্মপরায়ণতা প্রবৃত্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না। এইরূপে সমাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জ পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্বক বজ্রাঘাতন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্র সন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বল-বান্ বলীবদ্ দ্বারাই কৃষি কন্দ করিত। দুর্লব গোসকলকে ভারবাহন কার্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সবে কেহ গো-দোহন করিত না। বণিকেরা কুট পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্মপরায়ণ ও সদাচার তৎপর ছিল। তৎকালে ধর্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ ও ধেমুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরু-মণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।

মহুযালোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অশুরেরা জন্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অশুরেরা

স্বরূপ কর্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য ও স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল । তাহারা ভুলোকে দেবতুল্য প্রভাব অভিলষ করিয়া গো, মৃগ, চক্ষী, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, মহিস, রাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল । জাত ও জায়মান অমরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল । অনন্তর দম্বর ঠরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অস্ত্রব জন্মিল । প্রবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত মদোৎপিন্ধ দানবেরা এইরূপে সমাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া স্রাজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন কবিত্তে আরম্ভ করিল । তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রয়বাসী মর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্বদা লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিত । হে মহারাজ ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সমাগরা সপর্কতা ধরা ধারণ কবিত্তে অসমর্থ হইলেন । পরে বহুদন্তী নিত্যন্ত শক্তিতা হইয়া সর্পভূত-পিতামহ রাক্ষার শরণাগত হইলেন । পরদী তথায় উপনীত হইয়া মহাত্ত্বভাব দেব, দ্বিজ ও মর্ষিগণে পরিণত, গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণ কর্তৃক সেবিত, অবিদ্যাবাসী, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টাকে দেখিলেন, এবং তাহার দম্বগীনা হইয়া প্রণাম করিলেন । শরণার্থীনা অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে বন্ধাকে আত্মসম্বাদ নিবেদন করিলেন । সর্পাস্ত্রযামী ভগবান্ ব্রহ্মা ইতিপূর্বেই ভূমির অভিপ্রায় অবগত হইয়া ছিলেন । বিশ্বনির্মাতা বিধাতা সর্বদা সকল লোকের মনোনির্দেশে জাগরুক আছেন, সুতরাং তাহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিত্যন্ত বিষয়কর ব্যাপার নহে । তখন তিনি পৃথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বহুদন্ত ! তুমি যে কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব । এইরূপ সাঙ্কনা বাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ভূমির ভার হরণ ও অমরদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর এবং গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণকে আত্মান করিয়া কহিলেন, তোমরা নরলোকে বাইয়া উদ্ভূত হও । স্বরগুরু-ব্রহ্মার এই হিত-

কর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সন্তোষিত প্রদান করিলেন, এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন । ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভার হরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন ।

আদিবংশাবতরণিকা সমাপ্ত ।

সম্ভবপর্যায় ।

পঞ্চমস্তিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন । হে রাজন্ ! তদনন্তর দেবগণ অস্তর-বিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেশব্রহ্মর্ষিংশে কেশবী ব্রহ্মর্ষিংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন । তাহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও নরমাংস-লোলুপ অন্যান্য জন্তুগণকে অবলালাক্রমে ধন করিতে লাগিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, মানব, ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাদ্যোগ্যস্ত শুনিতে বাসনা করি, অন্তগ্রহ করিয়া যথিস্তার বর্ণন করুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্বুকে মুমুক্ষুর করিয়া স্বরাস্ত্র প্রভৃতির জন্ম-মরণ-বৃত্তান্ত সুবিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অজি, অজিবা, পুলহ, পুলহ ও ক্রতু নামে চয় মানস পুত্র জন্মেন । মরীচির পুত্র কশ্যাপ, কশ্যাপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে । হে মহাজ্ঞানী ! দিতি, দহু, কীলা, দীনায়, সিংহিকা, ব্রহ্মা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মনুষ্য, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যাপের ভাৰ্য্যা হইলেন । ইহাদের গর্ভে কশ্যাপের মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয় । হে রাজন্ ! অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শত্রু, ধৃকণ,

অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূবা, সবিতা, তৃষ্ণা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। আদিত্যগণের সর্ষকনিষ্ঠ বিষ্ণু সর্ষাপেক্ষা গুণজ্যোষ্ঠ। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পঞ্চপুত্র; প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অমূল্লাদ, শিনি ও বাঙ্গল; ইহারা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রহ্লাদের তিন পুত্র; বিরোচন, কুন্ত ও নিকুন্ত। বিরোচনের পুত্র বলি; ইনি ভুবন-বিশ্রুত ছিলেন। বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণ; ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন। প্রণম, রাজা, বিশ্রুতি, মহাযশা, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, হুর্জয়, দানবন, অযশিরাঃ, জম্বশিরাঃ, অম্বশঙ্ক, বীর্ঘবান্, গগনমৃদ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, অর্ভাষ, অম্ব, অম্বপতি, বৃষপর্কী, জ্জক, অম্বগ্রীব, স্কন্ধ, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুন্ত, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, স্বর্গা, চন্দ্রমাঃ, এই চত্বারিংশ পুত্র দমুর গর্ভে জন্মে। একাক্ষ, অমৃতগা, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শক্রতপন, শঠ, গরিষ্ঠ, চবনায়ু, দীর্ঘজিহব, এই দশ দানবের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য। চন্দ্রার্ক-বিদেহী রাত, সুচন্দ্র, চন্দ্রহস্তা ও চন্দ্রমর্দন, এই কয়েকটি পুত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহিকা ক্রুরস্বভাবা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ক্রোধ পরবৃশ, ক্রুরকর্ম্ম ও অরিমর্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। দনায়ুর চারি পুত্র; বিকর, বল, বীর ও বৃহ। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহস্তা, শক্র প্রভৃতি শমন-সদৃশ প্রহর্তা দানবেরা কালার পুত্র। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও অরিমর্দন ছিলেন। মুষিপুত্র শুক্র অসুরগণের উপাধায় ছিলেন। শুক্রের চারি পুত্র; হৃষ্টাপর, অজি, এবং অপর দুই জন। ইহারা চারি জনেই স্বর্ঘ্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোক-পরায়ণ ছিলেন। ইহঁরাই অসুরগণের যজ্ঞনজিয়া সমাধা করিলেন। হে রাজন! পুরাণে যেক্রপ শ্রুত আছে তদনুসারে অসুরগণের বংশ কীর্তন করিলাম। কিন্তু যে যে দেবতা বা দানবের নামোন্মেষ করিলাম, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি অসংখ্য। অশেষ পুত্র তাঁহাদিগের নাম নির্দেশ করা অতিশয় চঃসাধ্য। তাক্ষ্য, রিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আকর্ণি ও বারুণি ইহারা বিনতুর পুত্র।

শেষ, অনন্ত, বাহুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক, ইহারা কক্রুর পুত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, স্বর্ঘ্যবর্চাঃ, সত্যবাক্, অকপর্ণ, প্রবৃত্ত, ভীম, চিত্ররূপ, শালিশিরাঃ, গর্জনা, কলি, নারদ, এই ষোড়শ পুত্র মূনির গর্ভে জন্মেন। ইহঁদের মধ্যে কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। প্রধার গর্ভে অনবদা, মম্ব, বংশা, অম্বরা, মার্গগপ্রিয়া, অম্বপা, সুভগা, ও ভাগী, এই কয়েকটি কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভাস্ক, ও সুচন্দ্র, এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কথিত আছে মহাভাগা প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অম্বারোবংশে সমুৎপন্ন হন। অগম্বা, নিশ্রকেশী, বিজ্ঞাপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, বৃন্তা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, স্বরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই ক্রএকটি কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু, তুহু, প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হৃষ্টে সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অম্বরা, ভূজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অম্বয়াশ্রুত হয়ে এই শ্রবণানন্দদায়ক সর্ষপ্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অত্মকে শুনায় তাহার আয়ুঃ, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মগণ সন্নিধানে নিয়মপূর্ব্বক ইচ্ছা পাঠ করে, তাহার ইহকালে ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদগতিলাভ হয়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্বে আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতি বীর্ঘবান্ জন্মজন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। যুগব্যাস, সর্প, নিম্বাতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধা, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাপু, ও ভগ, স্থাপুর এই একাদশ পুত্র; ইহঁদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে। অজিরার তিন পুত্র, বৃহস্পতি, উত্থাণ্য ও সম্বর্তা; ইহারা সর্ষলোকবিখ্যাত। হে নরনাথ! শ্রুত আছে অজির অনেক পুত্র; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণ্য-বলবী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিল্লর, পক্ষি, যক্ষগণ, ধীমান্ পুন্ড্রের পুত্র। শলভ, সিংহ, কিল্লর, পক্ষি,

বায়ু ও ঈহামৃগগণ পুলাহ হইতে সন্মুপন্ন হয়। ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী সুর্যাসহচরী ত্রিভুবন-বিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। হে ধরানাথ! শ্যস্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ ভগবান্ দক্ষাষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বাহুঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলেন। মহর্ষি দক্ষ ঐ ভাৰ্য্যার গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্তা উৎপাদন করেন। মহর্ষির পুত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সর্কাস্ত্রস্বন্দরী কন্তাগণকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন। হে রাজন! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্তার মধ্যে ধর্মকে দশষ্টি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চক্রে সাতাইশটি বেদ-বিধাতৃসারে সম্প্রদান করেন। ধর্ম, চক্রে ও কশ্যপের ধর্মপত্নীদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্মের পত্নী। লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটি চক্রে ভাৰ্য্যা। সর্কলোক-পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রজাপতি। ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রতুষ ও প্রভাস এই অষ্টবহু প্রজাপতি হইতে সন্মুপন্ন হইলেন। ইহাদের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধাত্রার গর্ভে জন্মেন; সোম মনসিনীর গর্ভে, অহঃ রত্নার গর্ভে, অনিল স্বাসার গর্ভে, অনল শাণ্ডিলার গর্ভে, প্রতুষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধরের দুই পুত্র, জবিন ও হতহবাবহ। সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চাঃ, যদ্বারা লোক বর্চস্বী হয়। শিশির, প্রাণ ও রমণ ইহারা মনোহরার পুত্র। জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইহারা অহের ঔরসে জন্মেন। শরবনবাসী শ্রীমন্ কুমার অগ্নির পুত্র। শাথ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনজন কার্ত্তিকেয়ের অমুজ। কুমার কার্ত্তিক কর্ত্তক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনিলের ভাৰ্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অধিজাতগতি নামে অনিলের দুই পুত্র জন্মে। দেবল ঋষি প্রতুষের পুত্র। দেবলের দুই পুত্র, তাঁহার সাতিশয় কুমাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। বৃহস্পতির ভাগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরজী সমস্ত পৃথিবী পরিত্রমণ করেন। ইহার গর্ভে অষ্টম বহু প্রভাসের ঔরসে শিরপ্রজাপতি দেবহুত্রের বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ

করেন। ইনি সর্ক শিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সন্ময় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। ইহার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেবা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্মাকে পূজা করিয়া থাকে।

সর্কলোক স্থগাবহ ভগবান্ ধর্ম নর-কলেবর ধারণ পুরঃসর ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হইলেন। ধর্মের তিন পুত্র; শম, কাম ও হর্ষ। শমের পত্নী প্রাপ্তি কামের জ্যেষ্ঠ ও হর্ষের ভাৰ্য্যা নন্দা। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকবাত্তা নির্বাহ হইতেছে। ঘোটকী-রূপধারিণী রাষ্ট্রী সুবিতার জ্যেষ্ঠ। ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে প্রসব করেন। হে রাজন! মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন। অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে, বলিতে হইবে।

অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুত্র জন্মেন। সর্কজগৎ-পালনকর্ত্তা ভগবান্ ঋষি তাঁহাদিগের সর্ককনিষ্ঠ। রুদ্র, সাধা, মরুৎ, বহু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কীর্ত্তিত হইল। এফণে ইহাদের বংশাবলী, পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইহারা আদিত্য মধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনী কুমারদ্বয়, শুককর্ণ, বাবতীয় ও বধি ও সমস্ত পশুগণ দেবতা মধ্যে পরিগণিত। লোকে আর্হুপূর্ষিক ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্কপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইলেন। ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। যিনি ঈশ্রলোকের প্রাণমুত্রার্থে বর্ষাবর্ষ ও উষ্মভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের শুক্র। তিনি যোদ্ধাক্ষেপ সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তক নিযুক্ত হইলে ভগবান্ ভৃগু চাবন নামে পুত্র এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি স্বীয় পুত্রের হুংখমোচনের নিমিত্ত কোধভরে গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। মনুর কন্তা আকর্ষী বিদ্যুৎ চাবনের ভাৰ্য্যা। আকর্ষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্কনামে এক পুত্র নির্গত হইলেন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশর তেজঃশালী, মহাবল পরাক্রান্ত ও

নানাগুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔর্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জামদগ্নির চারি পুত্র। রাম তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, সর্বশাস্ত্র বিশারদ ও ক্ষত্রিয়কুলান্তক। ঔর্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি এক শত পুত্র। সেই শত পুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। এবং তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুত্র আছেন; পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী। আকাশগামী তুরঙ্গনগণ লক্ষ্মীর মানস পুত্র-বর্ধনের জ্যেষ্ঠা ভাৰ্যা। শুক্রদেবী, তুষ্ণার গর্ভে বলী নামে পুত্র ও সুরানারী কন্যা জন্মে। অমর্য্য প্রজাগণের পরম্পর ভক্ষণ হইতে সর্বভূত-নাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভাৰ্যা নিষ্ঠুরি, নিষ্ঠুরির গর্ভে রাক্ষস-গণের জন্ম হয়; এই নিমিত্ত উহারা নৈষ্ঠুরি নামে বিখ্যাত। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র; ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর পুত্রকলম কিছুই নাই। তান্না দেবী সর্বলোক-বিশ্রুতা কাকী, জ্ঞেয়ী, ভানী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, শোণীর গর্ভে শোন, ভানীর গর্ভে ভাস ও গুহ, লোকবিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণযুক্ত সর্বরক্ষণ-সম্পন্ন মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনাঃ, মাতঙ্গী, শার্দূলী, খেতা, সুরভি ও কূর্ব লক্ষণোপেতা সুরমা এই নয় কন্যা ক্রোধ হইতে জন্মে। হেনরোস্তম! মৃগসমুদায়শৃগীর পুত্র। ভল্লক ও ক্ষুদ্র জাতীয় হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমনাঃ হইতে মহাগজ দেবনাগ ঐরাবত সমুৎপন্ন হইলেন। বলশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মে। গোলাঙ্গুল নামে যে বানরবিশেষ, তাহারও হরী হইতে সমুৎপন্ন। মহাসঙ্ক সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপিলগ শার্দূলীপুত্রসন্তৃত। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও খেতাখ্য ক্রতগতি দিগ্গজ খেতা হইতে জন্মে। হে মহা রজিঃ! সুরমা রোহিনী ও যশস্বিনী গন্ধকী, সুরভির কন্যা। বিমলা, সুরমা এবং গোসর্গদার রোহিনী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধকীর পুত্র। অমলা হইতে পিওকল সপ্তবৃক্ষ ও শুকীনারী কন্যা সমুৎপন্ন। সুরমা হইতে কঙ্কপক্ষীর উৎপত্তি। অশ্বগণের ভাৰ্যা শোণীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র

জন্মে। হে ধীমন্! সমস্ত মহৎ প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে লোক পাপপুঞ্জ হইতে বিনুক্ত হয়, সর্বজ্ঞত্ব লাভ করে ও চরনে পদ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, তে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম, প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ কি উদ্দেশে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন এই সমুদায় আত্মপুর্নিক শ্রবণে আমার মাতি-শয় বাসনা হইতেছে মহাশয়! অহুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যলোকে যে দেবগণ ও দানবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রে তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রচিন্তি নামে যে দানবেজ ছিলেন, তিনি মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইলেন। হিরণ্যাকশিপু নামে যে দিতির পুত্র, তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হইলেন। প্রহ্লাদের অহুজ্জ্বলাত সঙ্ক্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লিক দেশের অধীশ্বর হইলেন। অহুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অহুজ্জ নরলোকে, জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হইলেন। শিবি, নামে দিতি পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুম নামে বিখ্যাত হইলেন। বাহ্লনান্না অহুররাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হইলেন। অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্ক, গগনমূর্ত্তা ও বেগবান্, এই পাঁচ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর, কেকেয়দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হইলেন। কেতুমান্ নামে মহাপ্রতাপবান্ অহুর, ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতোজাঃ নামে অতি নির্দয় নরপতি হইলেন। স্বর্ভা-নান্না সুরবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি বৃহৎ ভূপতি হইলেন। ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাসুর অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হইলেন; ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন; কোন ব্যক্তি কখন ইহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অশ্বপতি নামে অশোক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হার্দিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত

হয়েন। বৃষপর্ক নামে সুবিখ্যাত মহাসুর দীর্ঘপ্রজ্ঞনামা ভূপতি হয়েন। বৃষপর্কার অমুজ অজক শাশ্ব নামে সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন। যে বীর্ঘীবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। স্কন্দ নামে অসুর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন। দানবেজ্ঞ ভূতলে সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন। ইবুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নম্মজিৎ নামে প্রভূত প্রতাপশালী নরপতি হয়েন। একচক্রনামা যে মহাসুর ছিলেন, তিনি ভূতলে জম্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিদ্যা নামে বিখ্যাত হয়েন। বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণী ভূতলে জম্মিয়া চিত্রদম্বা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। শক্রপক্ষক্ষয়কারী সুহরনামা দানব অবনীভূতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক নামে ভূপতি হয়েন। নিচক্র নামে পরম স্কন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুক্তকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন। নিকুম্ভ নামে যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন। শরভনামা মহাদানব রাজর্ষি পৌরব নামে বিখ্যাত হয়েন। কুপথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর, সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ক্রম নামে মহাসুর ধরাতলে জম্মিয়া পাক্ষতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন। ইহার কলেবর স্তম্ভের পর্বতের সদৃশ ছিল। শলভ নামে মহাসুর বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন। চক্রসদৃশ রূপবান চক্রনামক অসুর মর্ত্যলোকে জম্মগ্রহণ করিয়া কাঞ্চোজ দেশাধিপতি চক্রদম্বা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্যলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। মৃতপা নামে দানবেজ্ঞ ভূতলে পশ্চিমাশ্বপক নামে প্রণীত হয়েন। গরিষ্ঠ নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নরলোকে ক্রমসেন নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ময়ূরনামা ভীমান্ মহাসুর ধরাতলে বিশ্বনামে ভূপতি হয়েন। সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকৌর্টি নামে মহীপাল হয়েন। অসুর-প্রধান চক্রহস্তা, রাজর্ষি শুক নামে বিখ্যাত হয়েন। যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে কানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন। দীর্ঘজিহ্ব নামে দানব শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন।

চক্রহর্ষা মন্দনকারী যে ক্রুর গ্রহ সিংহিকা গর্ভে জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অনাঘুর চারি পুত্রের মধ্যে সর্কজ্যোষ্ঠ বিক্ষয়নামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুগিত্র নামে বসুধাপতি হয়েন। দ্বিতীয়, পাণ্ডুরাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। বলীন নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূতলে গোপ্তমংস্তক নামে ভূপতি হয়েন। মহাসুর বৃহ রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রণীত হয়েন। মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহস্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডাধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। কালেশদিগের ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালী যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদের সর্কজ্যোষ্ঠ মগধ দেশে জয়ংসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। দ্বিতীয়, উজ্জতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন। মহাতেজাঃ মহাবল, পরাক্রান্ত মহামায়াবী। তৃতীয়, নিষাদ দেশের অধিপতি হয়েন। চতুর্থ, শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। পঞ্চম, মর্ত্যজাঃ নামে শক্রকুলান্তক নৃপতি হয়েন। ষষ্ঠা-দিগের মধ্যে সর্কপেক্ষা বুদ্ধিমান বর্ষ, মহাসুর অভীক নামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন। সপ্তম, সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সমুদ্রাসন নামে নরপতি হয়েন। কালেশদিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে সনাতনাকহিতৈষী পরম ধর্ম্মিক ভূপতি হয়েন। কুক্ষি নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কিতিতলে পার্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ইহার কলেবর কাঞ্চনপর্বতের সমান ছিল। মহাবীর্ঘ্য সম্পন্ন মহাসুর ক্রথন স্বর্গ্যাক্ষ নামে বিখ্যাত হয়েন। স্বর্গ্য নামে পরম স্কন্দর মহাসুর বাহ্লীক দেশে দরদ নামে সর্কশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন। হেরাজন্! ণব নামে যে ক্রুদ্ধ-স্বভাব দানবের নাম পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি মহীতলে জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীচক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিদিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাস্ত, ভীমপাল, দম্বক, হুজয়, রুম্বী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজ, শক্রকলব্য, সুগিত্র, বাটঘান, গোমুখ, কার্ষক, ক্ষেপ্তি, প্রতাপ, উবহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, সুহর, মতিমান, ও দ্বৈত, এই সমস্ত মহাবীর্ঘ্য মহাবিশাল ভূপতিগণ কিতিতলে জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কালেননি উগ্রসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কংশ নামে বিখ্যাত হইলেন। দেবরাজ তুল্য দেবক নামে দানব ধরাতলে গন্ধর্বপতিনামক প্রধান ভূপতি হইলেন।

হে ভরতকুল-তিলক! পবিত্রকীর্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরতাজবংশাবতংস অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য জন্মেন। এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধর্ম্মকর্মে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজন্মের সমষ্টিভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বখামার জন্ম হয়। ঐষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দের আদেশানুসারে শাস্ত্র রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ। ইনি কুরুকুলের অভয়প্রদ, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সদ্ব্রতা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও সর্বশত্রুবিধারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রূপ নামে বিখ্যাত হইলেন, তিনি একাদশ রত্নের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শত্রুকুলান্তক মহারণ শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ অরতি-কুলনাশক বৃষিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্বশাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি ক্রপদ, ক্ষত্রিয় সত্তম নরনাথ কৃতবর্ষী ও পররাজ্য-প্রাপ্তিক শত্রুনাশক ভূপতি বিরাট এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অরিষ্ঠার পুত্র হংস কুরুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্বগণের রাজা হইলেন। দীর্ঘবাক, মহাতেজঃ, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কোপে জন্মাক্রম করেন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রি মুনির পুত্র। হৃষীকেশ হর্ষ্যোদন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি পান্যধর্ম্মকর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সনন্ত জগতের পিতামহ এবং "মিনি" জীবমাত্রেয় সংহারকর্তা, তিনিই হর্ষ্যোদনকর্তা। মূবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই হর্ষ্যোদন হইতেই কুরু বৈরাগ্য উদ্ভিজিত হয়। পৌলস্ত্যের হর্ষ্যোদনের নাতাক্রমে জন্মেন। হংশাদন, হুম্বুধ, হংসহ অর্ভুত হর্ষ্যোদনের

শত ভ্রাতা। ইহারাও অতিশয় কুরুকর্ম্ম। এই শতপুত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্রাগর্ভে সমুৎত অপর এক পুত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুয়ংস্থ।

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে কাত্তার কি নাম ও তাঁহার কাত্তার পর কে জন্মেন, আত্মপুর্ষিক কীর্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হর্ষ্যোদন, যুয়ংস্থ, হংশাদন, হংসহ, হংশল, হুম্বুধ, বিবিশংতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, স্নলোচন, বিন্দ, অম্বিন্দ, হর্ষ, সুবাত, স্পৃগধর্ব, হুম্বর্ণ, হুম্বুধ, হুম্বর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, হুম্বদ, হুম্বহর্ব, বিবিশংস্থ, বিকট, সম, উগ্ননাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, স্নসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাত, চিত্রবর্ম্মা, স্ককর্ম্মা, হর্ষিরোচন, অয়োবাত, মহাবাত, চিত্রচাপ, স্ককুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, বনকায়া, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়কর্ম্মা, দৃঢ়কর, সোমকীর্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমুর্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, ছরানল, দৃঢ়হস্ত, স্নহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চাঃ, আদিত্যকেতুঃ, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অহমায়ী, কবচী, নিগদী, দণ্ডী, দণ্ডাধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমশর, বীর, বীরবাত, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধ্বা, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, বাটোর, কনকাসদ, কুণ্ডজ, ও চিত্রক; এই একশত পুত্র ও হংশালীনার্মী কন্তা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্রাগ গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্র জন্মেন তাঁহার নাম যুয়ংস্থ। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের আত্মপুর্ষিক নাম কীর্তন করিলাম; ইহারা সকলেই বেদবেত্তা, রাজনীতি-পারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ; এবং সকলেই স্বস্বায়ুধ দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অহুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত হংশলার উদ্বাহকিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হে নরনাথ! রাজা বৃষিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জুন দেবরাজ ইন্দের অংশে এবং সর্বভূত-মনোহর অপ্রতিমরূপশালী নকুল এবং সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন। সুবিখ্যাত সোমতনয় বর্চাঃ অর্জুনপুত্র অভিমহ্যাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। বর্চার পৃথীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ভূপতি

সোম দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ ! এই পুত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর অতএব ইহাকে দিতে আমি সম্মত নহি। তবে যদি তোমরা এই নিয়ম কর তাহা হইলে প্রিয় পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। অসুরবধ কৈবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদের সাহায্য করা কর্তব্য, এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাকে দিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু এই বর্চাঃ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না, হে অমরগণ ! ইন্দের অংশে পাণ্ডুরাজার অর্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুত্র জন্মিবেন, বর্চাঃ তাঁহারই পুত্র হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথগণনায় পরিগণিত হইয়া মোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। হে দেবগণ ! তোমরা অশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অসুরনিপাত করিবে, তাঁহার মোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিপূর্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, কিন্তু সেই যুদ্ধে রুদ্র ও অর্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রবাহ সংস্থাপন করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার এই পুত্র সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিষম করিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য বাহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক দিনাক্ষিভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতিরথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষ-পক্ষীয় চতুর্থাংশ সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে দিবসাবসান সময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন। অভিন্নমূরুপী মদীয় পুত্রের যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রনষ্টপ্রায় ভারতবৃংশের পুনরুদ্ধার করিবে। দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিলেন। হে নরনাথ ! তোমার পিতামহ এইরূপে অরুণীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ ! মহারথ যুধিষ্ঠির অগ্নির অংশে জন্মেন। ত্রীপূর্বনাগা রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হন। ত্রীপদীর গর্ভে যে পঞ্চ পুত্র জন্মেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে প্রতি-বিক্রম যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, ঋতসোম ভীমের ঔরসে, ঋত-জিহ্বা অর্জুনের ঔরসে, শতানিক নকুলের ঔরসে ও ঋত-সেন সম্ভবদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। যদুবংশাবতংস

শূর নামক রাজা বহুদেবের পিতা। তাঁহার পুথানামী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। শূর স্বীয় পিতৃস্বত্বীয়পুত্র অন-পত্য কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।” তিনি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্বাগ্রজাতা কন্যাটি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পুণ্য কুন্তীভোজের গৃহে শশাঙ্ক-কলার ন্যায় দিন দিন পরিবৃদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর দুর্কাসাঃ কুন্তী-ভোজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। অতিথিসং-কার-নিপুণা পুণ্য সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্যা করিলেন। মুনিবর পুথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, বৎসে ! এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বাক্ষরপুত্র উৎপাদন করিবেন। দুর্কাসা বিদায় হইলে কুমারী পুণ্য বাংলায়লু চপলতা প্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পুণ্য-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। সেই গর্ভ হইতে সর্কশাস্ত্রদক্ষ বিচিত্রকুণ্ডল-ধারী কবচী সূর্য্যসমতেজস্বী এক পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল। কুন্তী কন্যাকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া, লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্তা সেই স্নকুমার নবকুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঐ পুত্রের বহুবেণ নাম দিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। বহুবেণ কিয়দ্দিন মধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অঙ্গ-বিদ্যা-বিশারদ ও বেদান্তবেত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সত্য-পরাক্রম ধীশক্তি-সম্পন্ন বহুবেণ যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন। ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন-পূর্বক আপন পুত্রের সন্নিধিত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বহুবেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্ততা দর্শনে বিস্ময়াগর

হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে দুর্জয়! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই। ইহা এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন। তদবধি বসু-বেণের নাম বৈকর্তন ও কর্ণ হইল। যে মহাত্মা বসুবেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রথিত হইয়া স্ততকূলে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। হে নরনাথ! এই কর্ণকে সর্কাজ-বিশারদ নরশ্রেষ্ঠ হুর্ঘ্যোধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন।

হে রাজন্! প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ। মহাবল বলভদ্র শেব নাগের অংশ। মহোজাঃ প্রহ্লাদ সনৎকুমারের অংশ। এইরূপে বসুদেববংশে দেব-গণের অংশে বহুতর নরেন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। হে মহা-রাজ! পূর্বে যে সমস্ত অমরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইজ্ঞের আদেশানুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান বাসুদেবের পরিগ্রহ হয়েন। ঋক্মিনী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মী-দেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কূলে সমুৎপন্ন হয়েন। সর্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কূলে শচীর অংশে জন্মেন। এই কন্যা বেদিমধ্য হইতে বিনির্গত হয়েন। ইনি নীতিহুতা ও নীতিদীপা। ইহার গাত্রে নীলোৎপল-গন্ধ, চক্ষুঃ পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈভূত্যা মণির ন্যায় ছিল। ইনি পাঁচ প্রধান পুরু-ষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন। ইহার পঞ্চ পাণ্ডবের স্নাতা। মতিনারী কন্যা সুবলের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। হে নরনাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব, অমরা ও রাক্ষসদিগের অংশাবতার কর্ত্তম করিলাম। যে সমস্ত সংগ্রাম-লোলুপ মহাত্মা ভীষ্মক বিশাল যজ্ঞকূলে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই উপলক্ষে ধরা-তলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও নাম উল্লেখ করিলাম। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসংখ্য হুর্ঘ্যোধনের স্ত্রী, বংশবর্দ্ধন ও সর্বত্র বিজয়লাভ হুঃসহ প্রভৃতি হুর্ঘ্যে লোকে

দেবাত্মর প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না।

শকুন্তলোপাখ্যান ।

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব, অমরা ও রাক্ষসগণের অংশাবতারণ সবিশেষ শ্রবণ করি-লাম। এক্ষণে কুরুদিগের বংশবৃত্তান্ত আদ্যোপাত্ত শ্রবণ করিতে বাসনা কবি, মহাশয় অমুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ সম্মুখানে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পূর্ক-কালে পুরুবংশের আদিপুরুষ হুয়ন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্কর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি শ্লেচ্ছজাতি-সনাকীর্ণ সমাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে বর্গসঙ্কর, এবং পরদার নিরত বা অস্ত্র কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না। তৎকালীন সমস্ত লোকেই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকূতোভয় ও অন্যান্যকন্ম্বা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকার কালে যনাবলী যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, শস্ত্র সকল অতি সুরস হইত, এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পণ্ডবণে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাম্প্রদায়িক বলবীর্ঘ্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের জায় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বহস্তে সন্দরপর্কত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্কর্ণ গদাযুদ্ধে ও সর্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সর্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজারাজ্যক ভূপতি বলে বিষ্ণুত্বা, তেজো ভাস্করত্বা, গান্ধীর্ঘ্যে সাগরত্বা ও সহিষ্ণুতায় ধরাত্বা ছিলেন। তিনি তায়-পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তৃষ্টি সম্পাদন করিতেন।

একোনসপ্ততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তত্ত্ববিৎ ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুয়ন্ত কল্পে শকুন্তলা লাভ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত আত্মপুস্তিক শুনিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুয়ন্ত শত শত হস্তাশ্ব পরিবৃত্ত ও পুঞ্জ, শক্তি, গদা, মুঘন, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণেবেষ্টিত হইয়া যুগ্মার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শব্দভ্রমুভিধ্বনি, নথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংচিৎ, অশ্বব্রৈষিত ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বন দ্বারা ঘোরতর কোলাহল-ধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী, শক্রহস্তা, ইন্দ্রসদৃশ, মরপতির সৈন্তশোভা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং প্রশংসাপূর্বক তদীয় মন্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়, বৈজ্ঞ ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সেই নারায়ণতুল্য পরাক্রমশালী দুয়ন্তকে আশীর্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দূর গমন করিয়া রাজার আত্মানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা স্বর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন সেই অরণ্য বিধ, অর্ক, কপিথ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ; পর্বতভ্রষ্ট অনন্ন পাষণথণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র জন্তু দ্বারা সমাবৃত্ত রহিয়াছে। ঐ বন বহুবাক্যজন বিস্তৃত, কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই, এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুয়ন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যুগ্মবধদ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন। দূরত্ব যুগ্মগণকে বাণ দ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। সিংহ, শাব্দুল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন সসৈন্ত রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিয়া আরম্ভ করিল। তাহারা পলায়নবেগে অন্য কুৎ-

পিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদী মধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ তরুতলে পতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্নি প্রজ্জ্বলনপূর্বক ঐ সমস্ত হত পশুর নাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐরাবত তুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজ যথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিতমোক্ষণ ও শকুশ্মর পরিত্যাগপূর্বক শূণ্ডাগ্র সন্ধান্ত করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বিয়োগ করিল। এইরূপে রাজা দুয়ন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

সপ্ততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজা দুয়ন্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র যুগ্মের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুয়ন্ত যুগ্মের অমু-সরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রান্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ, অন্য এক পরম রমণীয় মহারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ঐ বন সুপুষ্টিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল বাণভূগ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায়ায় স্ফাবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কাকিল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লীগণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ বন্ধার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই কলপুষ্পহীন বা কণ্টকাক্রান্ত ছিল না, এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্প ছিল না। রাজা বিহগকুলনিনাদিত, বহুবিধ সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত, সর্বত্র কুসুমাকীর্ণ সুচ্ছায়া-স্ফাবৃত, সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবারাত্র সুপুষ্টিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মন্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যন্ত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিল; তাহা বন তরুগণের মধুরকরণ সুস্বাদু বসুধে গন্ধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রাজা উন্মোচন করিয়া যত্নে সমাকীর্ণ তরুত এই অসামান্য বদান

পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয়
আহ্লাদিত হইলেন ; এবং দেখিলেন, পুষ্কভারাবনত ভিন্ন
ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখাসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্র-
ধ্বজের শোভাসম্পাদন করিতেছে ; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব,
অঙ্গরাগণ, মত্ত বানরযুগ ও কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস
করিতেছে ; এবং পুষ্করেণুবাহী, সূক্ষ্মস্পর্শ, সূক্ষীতল, সুগন্ধ
গন্ধবহ সর্কদা বহিতেছে ।

এইরূপে রাজা সেই পরম রমণীয় নদীকচ্ছব বনের
শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইতাবসবে তন্মধ্যে এক
শাস্ত্রসাম্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন । আশ্রমটি
নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীর
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে ; বালিখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ
চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; এবং পুষ্কসংস্কারগুক্ত
অগ্নিগৃহ সকল শোভা পাইতেছে । ঐ আশ্রমের সমীপে
হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে
সংকীর্ণা, পুণ্যোদকা, সূক্ষ্মস্পর্শা, মালিনী নদী প্রবাহিত
হইতেছে । তথায় সিংহ বাঘ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও
শান্তি গুণাবলম্বী । তদর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত
ও চমৎকৃত হইলেন । মহারাজ চমৎকৃত অমরলোক সদৃশ
সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী সর্কজীব-জননীতুলা,
পুণ্যতোয়া, সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে
করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহার পুলিনে চক্রবাক
সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে ; কিন্নরগণ সর্কদা বাস
করিতেছে ; বানর ভল্লকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ
করিতেছে ; তপোধনগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন ;
এবং মত্ত হস্তিযুগ, শার্দূলযুগ ও ভূজগেহ্রগণ অনবরত
ক্রীড়া করিতেছে ।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম । মালিনী
নদী এবং মহর্ষিগণসেবিত সেই পরম রমণীয় আশ্রম
দর্শনে রাজা চমৎকৃত 'অত্যন্ত' কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে
প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন । রাজা মালিনী নদী
স্বারস্রণ, কৌতুকপূর্ণকথামবৎ সুশোভিত, মত্তময়মনাদে

তলে জমেন, তাহাদিগেরও নানাবিধ মহারণের সম্মুখে সমুপস্থিত
ব্যক্তি অস্বাভাব্য হৃদয়ে এইকর্ত্তেই এই অংহর্ষি কণ্ঠকে দর্শন
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাহাদিগে হৃৎযোধানের বংশনা সংস্থাপন
ও সর্কত্র বিজয়লাভ লক্ষ্য, হংসহ প্রভৃতি হুলে লোটোপোধনকে

দর্শন করিতে চলিলাম ; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব,
তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর । তাহাদিগকে এই
কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিভ্যাগপূর্ব্বক কেবল অমাত্য
ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা
প্রকার আশ্রম্য শোভাসন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিম্বত
ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন । আরও দেখিলেন,
কোন স্থানে কুহুমিত তরুকালাপে অলিগণ ঝঙ্কার করি-
তেছে ; কোন স্থানে বিহগকূল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব
করিতেছে ; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে
উদাত্তাদিস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন ; কোন স্থানে
চতুর্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন ;
স্তানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অপর্যবেদবেত্তা ও সামগাতা
সকল পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন ;
কোথাও বা শব্দসংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই
ব্রহ্মলোকসদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন ; কোন
স্থলে যজ্ঞাহুষ্ঠানক্রম পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক,
শব্দশাস্ত্র, চন্দ্রঃ, নিরুক্ত ও বেদবেদাদ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে
পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষদর্শনপ্রায়ণ, উহাপোহ-
সিদ্ধাস্ত-কুশল, ত্র্যবাক্ষের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী
ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থ-বোদ্ধা মহর্ষিগণ নানা-
শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন ; এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লো-
কেনা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন । শত্রুহন্তা
রাজা চমৎকৃত জপহোমপ্রায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্র
গণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ
হইলেন । মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে সকল
বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন
হইলেন । রাজর্ষি, মহর্ষি কণ্ঠের সুরক্ষিত ও বিবিধগুণযুক্ত
সেই আশ্রমপদ যত অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই
তাঁহার দর্শনৌৎসুক্য বাড়িতে লাগিল ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরো-
হিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবে-
শিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে ; মহর্ষি কণ্ঠ তথায়
নাই । তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, বাঁকের

অভ্যস্ত্রে কে আছ বহির্গত হও। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসী-বেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটার হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার বথোচিত আতিথ্য বিধানপূর্বক স্বাগতপ্রদ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এখানে কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন আপনকার কোন্ কার্য সম্পাদন করিতে হইবে? রাজা সর্বাঙ্গসুন্দরী মধুর-ভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্ণের উপাসনা করিতে এখানে আসিয়াছি; মহর্ষি কোথায়? কন্যা কহিলেন, পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অশুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী, রূপবোবনবতী, লোকললনামতী ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া, মুগ্ধপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ? আর তুমি কি প্রকারেই বা একরূপ রূপবতী হইয়াছ? তুমি দর্শনমাত্রেই আমার মন হরণ করিয়াছ। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কত মধুর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৃতিমান্ পশ্চজ মহাত্মা কণ্ডপোধনের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা। রাজা কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! সর্বলোক পূজিত ভগবান্ কণ্ড উর্দ্ধরেতাঃ; ধর্ম ও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু উর্দ্ধরেতাঃ; তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না, তবে তুমি কিরূপে তাঁহার হুহিতা হইলে? আমার এবিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অশুগ্রহ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেও। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি কহিয়াছিলেন, পূর্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঋষি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃ-

প্রভাবে ত্রিলোকী তাপিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, তপোবীৰ্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্রত্ব পদ গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া অপর মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মেনকে! অপরাদিগের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রধান, অতএব তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। স্বর্ঘ্য-সদৃশ-তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপোহুঁচান দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, বাহাতে সেই হৃৎকম্প বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর। হে বরারোহে! রূপ, স্ব্যবন, মধুর-বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিরূপ করিতে হইবে।

মেনকা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! অ্যুপনি ত জানেন, ভগবান বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও জুহুস্বভাব। দেখুন আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও বাহার তপস্যা তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট স্বাধন করিতে সাহস করিব? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুত্রের প্রাণ-সংহার করিয়াছেন, যিনি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বলপূর্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যিনি অজিবেক ক্রিয়া সম্পাদনার্থে পরম পবিত্র অগাধ সলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রমসমীপে আনয়ন করিয়াছেন, বাহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌশিকী নামে বিখ্যাত আছে, যিনি জুহু হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক অশ্রু এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশূলকে অভয়দান করিয়াছেন, হে বিভো! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য করিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিব। আপনি যদি আমাকে একরূপ প্রদান করেন যে, তিনি কোথায় দ্বারা আমাকে দক্ষ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাহাতে সাহস করিতে পারি। হে সুবরুণ! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দক্ষ করিতে পারেন, যিনি

তাৎ ! আমি মহারাজ দ্ব্যস্তকে বরণ করিয়াছি । আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন । কণ্ কহিলেন, বৎসে ! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি । এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর । শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দ্ব্যস্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে পিতঃ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্মপরায়ণ না হন । মহর্ষি কণ্ তথাস্ত বলিয়া বর প্রদান করিলেন ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! তদনন্তর বরবর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাশ্রিতম তেজস্বী অলৌকিক রূপগুণ-সম্পন্ন এক স্নকুমার কুমার প্রসব করিলেন । ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ বেদবিধাঙ্গুসারে তাঁহার জাতকন্দাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন । মহাবল-পরাক্রান্ত শকুন্তলা-পুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের জায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বস্ত্র স্বাপদগণকে আশ্রম-সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন । তদর্শনে কণ্ অশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে সর্কদমন বলিয়া ডাকিতেন । ‘তদবধি তাঁহার এক নাম সর্কদমন হইল । মহর্ষি কণ্ বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কর্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে ! তোমার পুত্রের যৌবরাজ্যপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে । অতঃপর তোমার এ স্থানে থাকা কর্তব্য নহে । পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্তৃভবনে লইয়া যাও ; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় ; এবং তাহাতে কীর্তি, চরিত্র ও ধর্ম্মনষ্ট হইবার বিপদ সন্ভাবনা । শিষ্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া স্ববিধা স্বীকারপূর্বক অগস্ত্য শকুন্তলাকে সম-ভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন । শকুন্তলা দেবকুমার তুল্য আপন কুমারকে কোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দ্ব্যস্তের তবনে উপস্থিত হইলেন ।

রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্বাদ বিধান পূর্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যা-গমন করিলেন ; তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কুতাজলিপুটে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই পুত্র আপনার গুণে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে ; আপনি কণ্ মুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন । পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মরণভ্রাতা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, অতএব আপনি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অরণপূর্বক ইহাকে যুবরাজ করুন ।

রাজা দ্ব্যস্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণান্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাপসি ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই অরণ হইতেছে না । তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল তাহাও অরণ হয় না । কিম্বা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে ইহাও বোধ হইতেছে না । অতএব হে হৃষ্ট তাপসি ! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও, বাঁহা ইচ্ছা হয় কর । শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাতসদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও হুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি এক একবার বক্রনমনে বাজার প্রতি এক্রপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন নয়ন বিনির্গত ক্রোধাগ্নি দ্বারা রাজাকে একবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । পরে ক্রোধ সম্বরণ করিবার বখেট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপেক্ষাশিত রহিল না । কণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িত নয়নে বাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিত্ত চিত্তে কহিতেছ “আমি কিছুই জানি না ।” আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিশয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী । তুমি অরণই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর । আমাকে অবজ্ঞা করিও না । যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মপাহারী চোরের কোন দণ্ড না করা হয় । তুমি মনে করিতেছ একাকী

করিয়াছি, অন্য কেহই জানি পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে মহর্ষি কণ্ঠ অন্তর্গামী ? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ পুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপকর্ম করিয়া মনে করে আমার দুর্কর্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্গামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মনঃ, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়াংকাল এবং ধর্ম্ভীরা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। পাপ পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ জদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাত্মার পাপ বৃদ্ধি করেন। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরণীয়া ভাৰ্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্য ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ ? তুমি আমার এই সকল সাক্ষ্য বাক্য কি কিছুই শুনিতেছ না ? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি ? হে ভ্রমন্ত ! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অন্য তোমার মন্তক শতধা বিদগ্ধ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, “পতি স্বয়ং ভাৰ্য্যার গর্ভে প্রবেশিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার আয়াস হইয়াছে।” পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ পিতামহদিগের উদ্ধার করে এবং পিতাকে গৃহামক নরক হইতে পরিভ্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকন্দকা পুত্রবতী পতিপুত্রায়ণা ভাৰ্য্যাই যথার্থ ভাৰ্য্যা। ভাৰ্য্যা ভর্তার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ, পরম-বন্ধু এবং ত্রিভুগ-লাভের মূল কারণ। ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই পৌভাগ্যসম্পন্ন হন। প্রিয়বদা ভাৰ্য্যা অসংখ্য সহায়-স্বরূপ, ধর্ম্মকাৰ্য্যে পিতা-স্বরূপ, আর্জ ব্যক্তির কা-স্বরূপ এবং পণ্ডিতের বিশ্রামস্থান-স্বরূপ। ভাৰ্য্যা-

বান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অমুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহ-গামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভাৰ্য্যা যদি পূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূর্ব্বক পতির পরলোক হয়, তবে তাঁহার সহমুতা হয়। হে মহারাজ ! যেহেতু পতি ভাৰ্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়-স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভাৰ্য্যার গুর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভাৰ্য্যাকে সাক্ষ্য মাতা বলিয়া মনে করা কর্তব্য। যেমন আদর্শ-তলে মৃগ-প্রতিবিম্ব, পুত্র ও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে অবলোকন করিলে স্তম্ভিত জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদ্রব্য বিস্মৃত হইয়া পরম পরিহতাব লাভ করে। ভাৰ্য্যাকর্তৃক সাতিশয় ভৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিপেয় নহে; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভাৰ্য্যার আয়ত্ত। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র; এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুস্ত্রোৎপাদন হয় না। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া, ধূলি-ধূসরিত-কলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা হৃৎ আর কি আছে। অতএব হে মহারাজ ! স্বয়ং আগত এই প্রণয়ন পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ। দেখ ক্ষুদ্র জীব শিপোলিকারাও স্বীয় অণু সমুদায় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে, তুমি ধর্ম্মজ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুত্রকে পালন করিতে পরাভূত হইতেছ ? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক, বাদশ সুখানুভব করে, বসন স্ত্রীগাত্র বা স্তম্ভিত জল স্পর্শ করিয়া কি তাদৃশ সুখানুভব করিতে পারে ? যেমন দিপদের মধ্যে ব্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠ, তত্পদের মধ্যে দো শ্রেষ্ঠ, শুক্লজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব এই প্রিয়দর্শন পুত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে অরিকুল-কালান্তক ! তিন বৎসর বয়স্কম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ঠ-

ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব এই পুত্র সর্বাংশে তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে। হে পুরুবংশাবতঃ! যখন এই পুত্র ভূমিষ্ট হয়, সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল “এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন।” আরও দেখ, পিতা বহু দিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুত্রকে জোড়ে গ্রহণপূর্বক তাহার মস্তক আত্মাণ ও বদন চুম্বন করিয়া পবন সন্তোষ লাভ করেন। কুমারের জাতকর্ম্য কালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয় তুমিও কোন্ তাহা না জান। “হে পুত্র! তুমি আমার প্রতাপ হইতে সন্তুষ্ট হইয়াছ, তুমি আমার জন্ম হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্রনামধারী আছা, অতএব তুমি শতবৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক।” হে রাজন্! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন, অতএব নিশ্চল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আত্মনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমাহইতে এই পুত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন্! একদা ভূমি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অঙ্গসরণক্রমে তাতৃকণ্ঠের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ! উর্ধ্বশী, পূর্বচিহ্নিত, সহজনা, মেনকা, বিষ্ণাচী ও রত্নাচী এই ছয় জন অঙ্গরা সৈন্যধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোক-নিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিষ্ণা মিত্রের গুহ্রসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতঃপা মেনকা হিমালয় প্রান্তদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শত্রু-কন্যার ন্যায় তথায় পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, যেহেতু বাল্যকালে ঐ মেনকা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ মেনকা তুমি পতি হইয়াও পরিত্যাগ করিলে। যাহা হউক তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, কারণ আমি এক্ষণেই পিতা অশ্রমে গমন করিব। কিন্তু তোমার শরীর ও রক্তপুত্র এই স্কুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।

হৃদয়স্ত কহিলেন, শকুন্তলে! আমি তোমার গর্ভে যে এই পুত্র উৎপাদন করিয়াছি ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না; জীলোকেবা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; বোধ হয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী; তাহার মত নির্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নিশ্চালোর ন্যায় হিমালয়ের প্রান্তে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিষ্ণা মিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ তিনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হইয়া পরম পবিত্র সর্বজন-মাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন, তথাপি কাম-পরবশ হইয়াছিলেন। ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অঙ্গরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সহর্ষিবর্গের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংসলীর ন্যায় মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? এই সভাসদগণের সমক্ষে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধের কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব রে ছষ্টতাপসি! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অঙ্গরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায়? আর তাপসী-বেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালেই মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহিতেছ, স্ত্রী কুলটা সৈরিণী মেনকা তোমার জননী। সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে। আর তুমিও পুংসলীর ন্যায় কথাবার্তা কহিতেছ। তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা, চলিয়া যাও।

শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! সর্বপঞ্চমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, ক্ষিত্ত বিধ পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয় ও আদর-নীয়, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গত্যাত করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রাণ-স্বমেক ও সর্বপের প্রভেদের ন্যায়। আমার প্রাণ

আছে, আমি ঈশ্বর, বন, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ ! আমি এখানে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর ; কষ্ট ভইও না। দেব, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুগমগুল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সৰ্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার বিরুদ্ধ মুগমী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অতের রূপপ্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাকব্যয় করে, লোকে তাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ স্বপাদা মিষ্টান পরিভাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ, নূর্য লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিভাগপূর্বক শুভভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ ভইতে অসার জলীয়ংশ পরিভাগপূর্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা ভইতে শুভভই গ্রহণ করেন। সজ্জনের পরেব অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষম হয়েন, কিন্তু দুজনের পরেব নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তির মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদেষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে ; কারণ, অসাধু সাধুব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধুকে অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্ঞান, সে সজ্জনকে দুর্জ্ঞান বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে ? ক্রুদ্ধকালসপর্ণপী সত্যধর্ম্যচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আন্তিকেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্ব-সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতার তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃপুত্র পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অন্ত্যস্ত অবিধেয়। ভগবান্ মহু কহিয়াছেন, ঔরস, লজ্জা, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মহুষ্যের কাহারও ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পর-

কালে নরকভইতে পরিমাণ করে। অতএব তে নরনাথ ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরপতে ! আয়-কৃত সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র ! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেব শত শত কৃপ খনন অপেক্ষা এক পুত্রিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত পুত্রিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞাহুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত যজ্ঞাহুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুজোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুল্য করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব-ভীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্ ! সত্যই পর-ব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্যপরিভাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যাভুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনাই এস্তান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না ; কিন্তু হে জয়ন্ত ! তোমার অবিদ্যামানে আমার এই পুত্র এই সমাগর বহুধরা অব-শ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা রাজ্যকে এই কথা কহিয়া নিরন্ত হইবাগাত ঋত্বিক, পুরোহিত আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এইরূপ কাশবাণী হইল। “নাতা ভদ্রাশ্বরূপ, পিতারই পুত্র রূপে পিতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব হে রাজন্ ! তুমি আপন পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব ! ঔরস-পুত্র পিতাকে যমালয় ভইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিতেছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধ-ভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন, অতএব হে জয়ন্ত ! এই শকুন্তলাগর্ভ-সমুদ্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎ-পুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব হে রাজন্ ! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্বীয় পুত্রকে লালন পালন কর। যেহেতু অম্মাদিগের উপরোধে তোমার এই পুত্রকে ভরণ

করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্ত ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন ।”

রাজা দ্রুপদ দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন ? আমিও এই কুমারকে আমারই আশ্রয় বলিয়া জানি ; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও কলঙ্কী হইবে এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম । তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা সন্তুষ্ট পুত্রকে গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্তব্য সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকস্নানপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন । তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং বন্দি-গণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল । অনন্তর রাজা ধর্মপত্নী শকুন্তলকে যথোচিত সমাদরপূর্বক সান্নিধ্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ! নির্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না ; দোষেকদণী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতজপ বিচার করিতেছিলাম । তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে ! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! রাজা দ্রুপদ মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রাশ্রয়াদি দ্বাৰা পরিতুষ্ট করিলেন ; এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন । পরে রাজাধিরাজ দ্রুপদ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । তৎকাল যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণ পরাজিত করিয়া ধর্ম্যাস্থান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন । অনন্তর রাজচক্রবর্তী হইয়া অনন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অস্থান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন । হে মহারাজ ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও তোমাদিগের ভারতনামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে ।

আদিপর্কান্তর্গত সন্তবর্ণাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যান

সম্পূর্ণ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুণ্যায়ন ! মহারাজ দ্রুপদ ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইহাদিগের বংশ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন । ইহারা সকলেই মহর্ষির স্ত্রী তেজস্বী এবং ইহাদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুষ্কর ও যশস্কর । প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে । তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন । ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নিদ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রসংগকে দহন করেন । পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মেন । দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে ! হে পুরুষসিংহ ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দেশ করে । দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আশ্বসদশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন । মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষসন্তানগণকে অতুলকৃষ্ণ শাস্ত্রা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । হে জনমেজয় অনন্তর প্রজাসিন্ধু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন । তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন । কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন । তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইলেন । তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিশ্বাস্ত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন । বিবস্বতের দুই পুত্র ; বৈবস্বত মনু ও যম । ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করিলেন । বেণ, ধর্ম্মানির্য্যাত নাভাগ, ইক্ষাকু, কারুয, শর্গাতি, ইলা, পুষ্প তনু গারিষ্ট ; মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পরায়ণ । মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে, কিন্তু আমরা ইহাদের নাম উল্লেখ করি না । তাঁহারা পরম্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনা পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন । পুরুষাঃ মনু প্রধারণ করিয়াও সর্কদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন ।

দ্বয়োদশ বীপের অধোবর হইয়াছিলেন। তিনি
 ত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহা-
 সফিত রহমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করিতেন।
 তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও
 প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎ-
 লোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরুষবাকে অমু-
 দিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার
 ।। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে
 চ-পরতন্ত্র বলদৃষ্ট নরাধিপ সদাই বিনষ্টপ্রায়
 তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া নিকীর্ষার্থ গন্ধর্বলোক
 ত্যায় ও উর্কশীকে আনয়ন করেন। ঈলাপুত্র
 ঈর্কশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান, অমাবহু, দৃঢ়ায়ু,
 শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। নহম, বৃদ্ধশর্পী,
 এবং অনেকস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভা-
 ণে উৎপন্ন হইলেন। হে পৃথিবীপাল! ধীমান
 নহম রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন
 করেন। নহম; পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব,
 দস, ক্রত্বিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে
 করিতেন। তিনি দম্ভ্যদল এরূপ দমন করিয়া
 তাহার ঋষিদিগকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে বহন
 নি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতা-
 ভব করিয়া ঋষিগণকে ইজ্ঞাত ভোগ করাই-
 নি যতি, যযতি, সংযুতি, আয়তি, অয়তি ও
 ইয়াট পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি
 যিনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি
 প্রভাবে সম্রাট হইয়া এই সমাগরা পৃথিবী
 বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ
 ক অর্চনা করিয়া স্মৃতিনির্কীর্ষে প্রজাপালন
 রাজ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট ছিলেন।
 রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট
 ার্শন করিতেন। মহারাজ যযাতি, সর্বদা
 এবং ভক্তি-পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের শুভ্রা
 দেবানী ও শশিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী
 তন্মধ্যে দেবানীর গর্ভে বহু ও তুর্কহু নামে
 যেন। তাঁহার গর্ভে ক্রহ্য, অহু ও পুরু নামে

তিন পুত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্ধর ও সর্বগুণ-
 সম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজা-
 পালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হই-
 লেন,। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে
 ভোগস্থে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সন্মোদনপূর্ব্বক কহি-
 লেন, হে পুত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবন দ্বারা যুৱতি-
 গণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বি-
 ষয়ে আমাকে সাহায্য কর। ইহা শুনিয়া দেবযানীর
 ঈর্ষ পুত্র বহু কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের যৌবন
 দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, আজ্ঞা
 করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর,
 আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ
 করিব। দীর্ঘ সম্রাটুঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে
 কামাখ্যবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি
 তজ্জন্য সাতিশয় সম্ভ্রষ্ট হইতেছি; অতএব হে পুত্রগণ!
 তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া
 রাজ্য শাসন কর।। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি
 তাঁহার নবীনতম আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব।
 তাহা শুনিয়া বহু প্রভৃতি চারি জন তাঁহার জরা গ্রহণ
 করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্বকনিষ্ঠ পুরু কহি-
 লেন, মহারাজ! আপনি আমার নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার
 কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলষিতরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন,
 আমি আপনায় জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব। পরে
 রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত
 করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পুরুষ বয়োলাভ করিয়া
 যৌবনশালী হইলেন, এবং পুরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত
 হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সাদীলসম বিক্রান্ত
 রাজা যযাতি, সুহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরম সুখে
 বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ
 নামক কুবেরোদ্যানে বিদ্যাচি নাম্নী এক অঙ্গারার সহিত
 কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে
 মনোগম্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন। কাম্য
 বস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যাত
 যতসংযুক্ত বহিঃস্বায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইত
 থাকে। যদি একজনে এই রত্নগতী পৃথিবীর সমুদয়
 হিরণ্য, সর্ব পণ্ড এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে,

তজাপি তাহার তৃপ্তলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শাস্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকর। লোক যখন কামমনোবাচ্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুলা হয়। মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারস্ব ও কামের অসারস্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। পরিশেষে পুরুষে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই মথার পুত্রকার্য সম্পাদন করিয়াছ। তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে, অতএব তোমার বংশ ধীরব বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে। মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। পরে অনশনব্রত অবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগ করিয়া সন্তীকে স্বর্গারোহণ করিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্বপুরুষ। তিনি পরম দুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে বিক্রপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বসনা করি। আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন মহাপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ক যেরূপে বরণ করেন, এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন, হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন করুন। পূর্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জীগীষ্যপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞ-হুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ত্তে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ত্তে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরস্পরের প্রতি অর্দ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন; সেই সকল পুনরুজ্জীবিত অসুরের উখিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। বিষ্ট অসুরেরা

যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণ নাশ করিত, পুরোহিত বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। পুনরুজ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিবরে অমরজিত ছিলেন। পরে দেবতারা বিবাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কচ! আমরা তোমার শরণাগত হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। অনিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সমস্ত তাহা অপহরণ কর। এই কন্ম করিলে তুমি সর্ববিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্কার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্বদা রক্ষা করিতে ছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক। তুমি তাঁহার স্মারাদানায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানীনামী এক কন্যা আছেন। তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন আর সমর্থ হইবে না। দয়া দাক্ষিণ্য স্মরণীয়তাদিগের যানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই পানী বিদ্যা লাভ করিবে।

অনন্তর বৃহস্পতিতনয় কচ তথাস্ত বালক ও সমীপে গমন করিলেন। দেবগণপ্রেরিত কান্নাদশ তথায় উপনীত হইয়া অসুরের বৃষপর্কার সগতে দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি মহর্ষি আচার্য্যের সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আমাকে স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুদেব বৃত্তান্ত আমায় সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অমুচ্ছিন্ন করিব, আচার্য্যের অমুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! তুমি বৃহস্পতি পূজনীয়, অতএব আমি তোমার নাম রাখিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য করায় কারী করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! শুক্রাচার্য্য কর্ত্তক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মকালের অব্যবহাতে উপায় করিয়া দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগি। তৎপূর্বক দিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং

মধোই প্রাপ্তযোবনা দেবযানীর পরিতোষ
সের দেবযানীও গীত বাদ্য দ্বারা ব্রতধারী কচের
হাতে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতচরণ করিতে
কিচর পঞ্চম বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দান-
র অভিমুখি বৃত্তিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গো-
• নিজন-কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল, এবং
কচ ও খণ্ড করিয়া শূগল কুকুরগণকে ভক্ষণ
হইল। তখন গো সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব
দিগাভ্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না
জানিবার নিকট নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ!
পিতৃহৃত্যে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব
অধিবাসিলেন, এবং গো সকল গোপশূন্য হইয়া
ন কণ করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি
ন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কাণ-
হইল। আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে
কিচর পানিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, বৎসে!
কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে
করিব, এক বলিয়া স্বজীবনী বিদ্যা প্রয়োগ
করিতে উঠিলেন; স্বরে আহ্বান কবিত্তে লাগিলেন।
কচ দেবযানী বিদ্যা-প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত
কচ গর। কুকুরগণের দেহ বিদারণ করিয়া দ্রুত মনে
গোপাশ্রমে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, কচ!
কচ! সন্তে এত বিলম্ব হইল কেন? কচ উত্তর
কহিলেন, হে ভাবি! আমি সন্নিবৃত্ত এবং কাষ্ঠভার
কচ ও একাধিক পরিশ্রম হইয়া গোপগণের সহিত
কচ কচকে ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম।
অনুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা
কেন? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র,
কচ। এই কথা কহিলামাত্র তাহারা আমাকে
না তদন্তে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শূগল
কচ ভক্ষণার্থ প্রদানপূর্ব্বক পরমস্থে স্ব স্ব গৃহে
হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে
কচ বন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।
কচ একদা দেবযানী পুণ্ডরীকচর্ম্ম কচকে অরণ্যে
কচ লেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শবীর চূর্ণ
কচ করিলে নিশ্চিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী

কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন।
তখন শুক্র বিদ্যা-প্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ
পুনরায় আসিয়া শুক্রগণিপানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি
লেন। তৃতীয়বার অনুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট
করিয়া শুক্রাচার্য্যের স্মরণ সহিত নিশ্চিত করিয়া দিল।
তখন দেবযানী পুণ্ডরীক পিতাকে নিবেদন করিলেন, হে
পিতঃ! আমি পুণ্ডরীক কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,
কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ
হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ! আমি
নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব
না। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে পুত্র! বৃহস্পতির পুত্র
কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে
বারম্বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অনুরেরা
তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেব-
যানী! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমঙ্গ সদৃশী
মহিলারা সামান্য মর্ন্তলোকের নিমিত্ত শোক মোহে
অস্তিত্ব ইন না। দেব রক্ষা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ,
অষ্টবসু, যমজ অর্ষিনীকুমার, অনুরগণ এবং সমস্ত জগৎ
তোমাকে প্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের
জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু অনুরেরা
সুযোগ পাইলেই পুনরায় তাহার প্রাণসংহার করিবে। দেব-
যানী কহিলেন, বুদ্ধতম মহর্ষি! অজিরাঃ যাহার পিতামহ,
তপোনিদি বৃহস্পতি যাহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই
বা রোদন ও শোক করিব না। কচ নিজ ও সামান্য
লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্ব কার্য্যে
স্বনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া
কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিত্য প্রিয়পাত্র।
আমি তাহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে
পারিব না। •

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া
কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধেত্তরে কহিলেন, নিশ্চয়ই
অনুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়া, এবং এই
নিমিত্তই বারম্বার তুমার শিব্যের প্রাণনাশ করিতেছে।
দ্রুত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভি-
লাষে আনন্দ প্রাপ্তি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছে। ভাল আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের

দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দণ্ড করিতে পারে; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আত্মদান করিতে লাগিলেন। সমাহৃত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অঙ্গে অঙ্গে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ চরিত্র হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবেশিত হইয়াছ? কচ কহিলেন, আপনকার প্রসাদে বলবতী অরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই লিনিত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত অরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুনাশ ক্ষয় হই নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্রেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অঙ্গুরেরা আমাকে দণ্ড ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আত্মরী নায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। শুক্র কহিলেন, বৎসে দেবযানি! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণ রক্ষা হয় না। কচ আনার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিত করিতেছে। সূত্রং কুক্ষিবিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে। দেবযানী কহিলেন, তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার, বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণ ধারণ করিব? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন, হে বৃহস্পতি-পুত্র কচ! যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব, কিন্তু বৎস! তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পুনর্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও এই যন্ত্র প্রতিপালনে যেন পরাযুগ্য হইও না।

অনন্তর কচ শুক্রসমীপানে সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমাশশাকের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্কান্ত হইলেন। নিষ্কান্ত হইয়া দেখিলেন ভূত শুক্রা

চার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিদ্রাঘ্য তাহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদন করিল। সুরার ভগবন্! যিনি কর্ণে অমৃত নিষেক স্বরূপ করিতে পারিতেন করেন, আমি তাহাকে পিতামাতা-স্বরূপ স্বর্গে স্বর্গবর্ণন করি। কোন ব্যক্তি এমন মৃত যে তাদৃশ জীবিত হইতে পারে সে চেষ্টা করিবে? সত্যকণপ্রদ নিধির নিধি কান্দোর ভয়ে পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করিত সে পাপিষ্ঠ ইচ্ছাকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নষ্ট হইয়া যায়। মহাত্মনঃ শুক্র সুপ্রাণ জনিত গুরু কার্য্য সম্পাদন অভিরূপ কচকে সুরাসহকারে উদরস্থ করিয়া বহির্গত করিলেন। কচ বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। কচ এই কচ গণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন, অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যক্রমেণ মদাপান করিবে, সে যাকে দেখিতে ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে যনি রক্ষা করিতে হইবে। আমি বিপ্রদম্বে এই সীমা সংস্থাপন করিব না। গুরুশ্রদ্ধা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকেরা যিনি রক্ষা করিব। তপোনিধি এই বলিয়া মৃতবন্ধি কন্যা আনন্দ আত্মদান করিয়া এই কথা কহিলেন, "তুমি আমার দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা! উৎপাদিত বিদ্যা-প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বসি। এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। ৩৭ পুত্রিকা এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। ৩৮ পাপকে ও বিশ্বয়াবিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করি। ৩৯ ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর শুক্রগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে হার গর্ভে মতি লইয়া দেবগোকে প্রস্থান করিলেন। ৪০ প হইতে ৪১ বিবস্থা

সপ্তমোত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রতপরায়ণ কচ বিদ্যা ব্রাহ্ম আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিলেন। দেবযানী কহিলেন, হে মহর্ষি! অঙ্গিরার পুত্র কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শন দমাদি হইয়াছে। মহাশয়ঃ অঙ্গিরা যেমন ব্রত তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেই ব্রতের অনুগত নীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আনন্দ প্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে আমি তোমার সবিশেষ

দেখা হইয়াছে, আমি তোমার প্রতি
অতএব মস্তোচ্চারণপূর্বক আমার পাণি-
কহিলে, হে শুভে! তোমার পিতা
মীর বেরু' মানা ও পূজনীয় ভূমিও তরুণ
হে ভক্তে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ
প্রায়তন্য কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী।
কথা বলা তোমার উচিত হই-
বানী কহিলেন, তুমি আমার পিতার
পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই
আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অমুরেরা
আমার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি
কিন্তু অমুরেরা হইয়াছে। তোমার প্রতি আমি
মোহাদ্য ও অমুরাগ করিয়া থাকি তাহার কি-
অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি
ধর্ম্মনিকে পরিত্যাগ করিও না। কচ কহিলেন,
অনিমোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা
গেছে না। হে বালক! তুমি আমার গুরু
কর্তা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
কি! তুমি যে শুক্রের গুহসে উৎপন্ন হইয়াছ
রই উদরে বাস করিয়াছিলান; সুতরাং তুমি
র ভগিনী হইলে, অতএব এক্ষণে কথা আর
হে ভক্তে! এতদিন এই স্থলে সুখে বাস
করণে অলমতি কর, গৃহে গমন কর এবং
যে যথিমধ্যে আমার কোন বিষয় ঘটনা
আমাকে একএবার স্মরণ করিও
বানী কহিলেন, হে কচ! তুমি আমাকে
কহিলে তোমার সঙ্গীবনী বিদ্যা ফলবতী
কচ কহিলেন, আমি কোন দোষাশঙ্কায়
অত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী
অখ্যান করিতেছি; এবং এ বিষয়ে শুক্ররও
সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভি-
হে দেববানী! আমি তোমাকে আর্ঘ্য-
প্রদান করিতেছিলাম; ওথাপি তুমি
শাপ দিলে, ফলক আমি শাপের উপযুক্ত
আমার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কানতঃ;

অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি
যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিফল হইবে, এবং অতঃ
কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না।
আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে তোমার
অবীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। ভাল তাহা আমি স্বীকার
করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব
সে তদ্বিষয়ে কৃতকায্য হইতে পারিবে। কচ দেববানীতে
এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্ত্বর দেবলে
গীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখি
বহুসংখ্যক সম্মিলিত তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, হে কচ!
তুমি আমাদের যে পরমাত্মতঃ হিতকায্য সম্পাদন করিলে
তাহাতে তোমার বংশ চিরস্থায়ী হইবে, এবং তুমি আনা-
দিগের অংশভাগী হইবে।

অষ্টম পুস্তিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিনা হইয়া
দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব সন্তোষিত
তাঁহার নিকট সেই সঙ্গীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরি-
তার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসম্মিধানে গমন
করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পুরুষ! তোমার বিক্রম-
প্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে
শত্রুকুলসংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ইন্দ্র, দেবগণ কচকে
এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা
করিলেন। কিয়দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম
রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাই-
লেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবর-তীরে রাখিয়া
জনবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ
ধারণ করিয়া কন্যাগণের বস্ত্রসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া
দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জগত্ হইতে উখিত
হইয়া যিনি সে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান
করিলেন। তন্মধ্যে ঋষপক্ষ-হৃহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে
পারিয়া দেববানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তত্পলক্ষে তাঁহা-
দের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেববানী কহি-
লেন, রে অমুরকন্যা! তুমি আমার শিষ্যা হইয়া কোন
সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস। এই অত্যাচারে
তোমার শ্রেষ্ঠালাভ হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, দেখ

দেবযানি ! আমার পিতা যখন শয়ন বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীত-ভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও বাচঞা দ্বারা জীবিকা নিব্বাহ করে, তুমি তাঁহারই কন্যা। আর সকলে যাহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাদিক অর্থ দান করিয়া বাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি বত পার ক্ষোভ কব, চিৎসা কর, দ্রোহ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলি। গণনা করিব না।

শম্ভিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলশূন্যক আপনাব পরিদেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে শম্ভিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সম্মিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে। এই স্থির করিয়া শম্ভিষ্ঠা স্ব-ভবনে গমন করিলেন। যুগ্মা-বিহারী নহষা-অজ বহাজি রাজা অস্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। তিনি দু'গের অন্তরনয়নে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সম্মিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনার কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া তীব্র বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সাস্তনাবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? কেনই বা এত শোকাবুল হইয়াছ ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ ? দেবযানী কহিলেন, দানবেরা দেবগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে, যিনি সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই গুরুচাচ্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ ! আপনি মহাবংশপ্রসূত, অসামান্য বশস্বী ও শাস্ত্রপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিলে আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। রাজা যথাতি তাঁহার পরিচয় পাঠিয়া ত্রাক্ষণী-বোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং

সাদরসম্ভাষণপূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রত্যাগমন করিলেন।

নহষতনয় রাজা যথাতি নিজ রাজধানী বর্নিকানাম্নো এক দাসী সহসা দেবযানীকে হইল। দেবযানী বাম্পাকুললোচনে তাহাকে বর্নিকে ! তুমি সত্তর আমার পিতার নিকট শম্ভিষ্ঠা আমার এত দুর্দশা করিয়াছে, আর আমার রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। তাঁহার আশ্রয়ে বর্নিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অস্তুরমন্দিরে সম্মাননিষ্ট চিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। শ্রুতিমাত্রেই উখিত হইয়া বনমধ্যে কন্যার অন্বেষণ করিলেন, এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আশ্রয় করিতে গম্ভাদবচনে কহিলেন, বৎসে দেবযানি ! আপনাকে ও দুর্ভাগি অন্তর্যামের সকলে স্নান চাঞ্চ ভোগ বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকি। কলভোগ করিতে হইয়াছে। দেবযানী কহিলেন, পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে শম্ভিষ্ঠা আমাকে দ্রোহ করিয়াছে, তাহা শ্রবণে এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন। শেষে কহিলেন, শম্ভিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, বথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য, অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে। বৎসে ! তুমি ত স্তবক বা প্রতিগ্রহোপজ্ঞান তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহে। তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপক্ষা, ইত্যাদি তনয় রাজা যথাতি ইহারা সকলেই জানে। নিদ্বন্দ্ব পররক্ষাই আমার বল। স্বয়ম্ভু ও আমি আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্য সমস্ত আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট করি। মহাত্তব শুক্র, বিষাদমগ্না ক্রোধাবুল দেবযানীই গতা নধুর বাক্যে সাস্তনা করিতে লাগিলেন।

কান অশীতিতম অধ্যায় ।

হলেন, হে দেবযানি ! যে ব্যক্তি মোগ্ধে
 আর-বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই
 তাহারই আয়ত্ত । সাধু লোকেরা অশ্ব-রশ্মি-
 বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে
 নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ
 বলা যাইতে পারে । যিনি উদ্ভ্রান্ত ক্রোধানলে ক্ষমা-
 করিতে পারেন, এই স্বাবরজ্জন্মায়ক অগ্নি
 প্রশমিত করিয়া দিয়াছেন । যেমন সর্প নির্মোহ পরিভ্যাগ
 করিয়া যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন,
 তাহাকেই সম্পূর্ণ কহেন । যিনি ক্রোধ-বেগ-
 মন ক্রান্তকারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এবং
 তাহাও অতর্কিত ভাষিত করেন না, তাহারই সঙ্গী
 হইয়া থাকে । সে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া
 বা বা বজ্রাঘাতন করেন, তাহা যিনি কাহারও
 ক্ষত হইয়া না, এই উভয়ে মধ্যম অক্রো-
 ধই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট । বালক-বালিকারা
 য প্রবুদ্ধ ক্রোধাক্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া
 প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মেরুপ করেন না । দেবযানী
 তাত ! আমি অল্পবয়স্ক বালিকা বটে, কিন্তু
 বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি, এবং
 কখনো এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম
 নহি । যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের জ্ঞান আচরণ
 করিয়া থাকে, তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন
 করা যায় না । অতএব ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে
 পারা যায় না । যে সকল লোকেরা আচার
 ও নিয়মাদি লইয়া নির্দোষ পরিনিন্দা করে,
 ব্যক্তি সেই সকল পার্শ্বিষ্ট লোকের সংসর্গ করি-
 য়া আর যে স্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার
 দূর গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই
 হে তাত ! বৃষপক্ষতনয়া শশিষ্ঠার সেই সকল
 প্রিয় জন্ম দক্ষ করিতেছে । অধিক কি বলিব,
 ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের
 বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া

অশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গুরু ক্রোধভরে সিংহা-
 সনোপবিষ্ট রাজা বৃষপক্ষার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্ক-
 চিত্তচিত্তে কহিলেন, হে দানববাজ ! অদম্য আচরণ করিলে
 সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই
 পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমুলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে । যদিও
 অহুষ্ঠানকর্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তথাপি তাহার
 পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয় ।
 বৃহস্পতিতনয় কচ বিদ্যালাত কবিবার নিমিত্ত আমার
 নিকট আসিয়াছিল । সে ধর্মপরায়ণ, সুশীল ও সুশ্রবাপর ।
 তুমি অস্ত্র দ্বারা নিরুপরাধে বারম্বার তাহার প্রাণহিংসা
 করিয়াছিলে । আজি আবার তোমার কন্যা শশিষ্ঠা আমার
 দেবযানীর ত্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর
 কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল । এই সকল অত্যাচারের আমি
 সদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম । আমি আর
 তোমার অবিকারে বাস করিব না । তোমরা আমার কথা
 প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর নতুবা আপন দোষ সংশোধনে
 প্রতীক্ষা করিতে না । বৃষপক্ষা কহিলেন, হে ভগবন !
 আমি আপনাকে অশাস্তিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ
 করি না, প্রভুত পরমদাম্পত্যিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান
 করিয়া থাকি । তোমার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা
 অপ্রীতি করি না, অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর, এবং আমার
 প্রতি প্রসন্ন হও । যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া
 অন্যত্র গমন কর, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্তে প্রবেশ
 করিব, সংশয় নাই । গুরু কহিলেন, তোমরা সাগরেই
 প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার
 দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই
 সহ্য করিব না । আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া
 থাকি, যেমন বৃহস্পতি ইন্দের যোগক্ষেমকর, আমিও সেই-
 রূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি । অতএব
 যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেব-
 যানীকে প্রসন্ন কর । দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ ।
 বৃষপক্ষা কহিলেন, ভগবন ! অমরেরা যে কিছু
 বা গো, ইন্দ্রী, অশ্ব প্রভৃতি অধিক-
 সমুদয়ের ও আমার কন্যা শশিষ্ঠার কোন বিপদের
 এই বলিয়া দেবযানী কহিলেন

শুক্র কহিলেন, আমি দানবদিগের সমুদয় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও যদি দেবযানীকে সাস্থনা করিতে পারি। দানবরাজ বৃষপক্ষা তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুসম্মত শুক্র দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া এত কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি যে অশুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপক্ষা অগ্নং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপক্ষা কহিলেন, হে চারুহাসিনি দেবযানী! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুঃস্থ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। তখন দেবযানী কহিলেন, শশিষ্ঠা সহস্র অশুর-কন্যার সহিত আমার দাসী-ভাব অবলম্বন করুক, এষ্ট আমার অভিলাষ, এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অঙ্গস্বরূপ করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বৃষপক্ষা সন্নীপবর্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, তুমি যাও শীঘ্র শশিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শশিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক। পরিচারিকা রাজার আদেশ ক্রমে শশিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, রাজনুন্দি! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্যোতিবুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রচার্য্য দেবযানী কর্তৃক উভেজিত হইয়া অশুরবুল পরিভ্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নিদেশানুসারে সমস্ত কন্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শশিষ্ঠা কহিলেন, তিনি বখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আর দেবযানীকে সাস্থনা করিবার নিমিত্ত যহাৰ্ষ শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই অসম্মত হইবে না। এই বলিয়া শশিষ্ঠা শিবকায় আরোহণপূর্বক দক্ষিণ হস্ত ধাম পরিবৃত্তা হইয়া সত্তর অস্তঃপুর হইতে নির্গতা রাজ্য যবতি তাঁহার পাদপথে উপনীত হইয়া কহিলেন, হস্ত ধারণপূর্বক কুপ হইতে আমার সহিত তোমার

দাস্তকন্ম করিব এবং তুমি পারিণীতা হইয়া যখন গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার ব্যাহারে যাইব। দেবযানী কহিলেন, দেখিও তুমি নন্দিনী হইয়া বিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষকের ন্যা-ভাব অবলম্বন করিবে। শশিষ্ঠা কহিলেন, জর বিপদ ঘটলে যে কোন উপায় দ্বারা হটুক, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীপূজা করিলাম। এইরূপে শশিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, হে তাত! ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছি, চল এক্ষণে নগরে প্রবে-জানিলাম তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল্য অমোঘ। শুক্র, কন্যা কর্তৃক এইরূপ অভিজিত এবং দানবর সমুদৃত ও সংকৃত হইয়া সন্তোষিত পুনরায় সহিত পুত্র প্রবেশ করিলেন।

একাদশোত্তম অধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিয়ংকাল হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর-বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্ধচন্দ্রে শশিষ্ঠা সমস্ত সখীগণ সমভিবাধারে যথেষ্ট বনবিহার-ছেন। কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতে, সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্য-দ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইতবসরে স্তম্ভবিহীন তনয় যযাতি মুগের অঙ্গস্বরূপে একান্ত ক্রান্ত সাক্ষী হইয়া জলাবেষণ করিতে করিতে পুন-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভূযিতা কন্যাকাগণ-বেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক প-কামিনী তপায় উপবেশন করিয়া আছেন, এ-সুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা-রাজ্য ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হই-সমাদর প্রদর্শনপূর্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাস-ভজে! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন-করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচ-কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে-কহিলেন, আমি সযিশেষ নিবেদন

করুন। মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের
আমার আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ যু-
ক্তা। ইনি দাসীভারে সততই আমার অ-
ধীন। তাতা শুনিয়া রাজা কৌতূহল-পরত-
কর জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! ইনি দানবরাজ
কন্যা? ইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন,
নিজ হস্তে ওৎসুকা হইতেছে। দেবযানী
দৈনিক্য কেহই অতিক্রম করিতে পারে
আমার রাজকন্যা আমার পরিচারিকা হইবে ইহা
সম্ভব নহে, অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অ-
ভাবনার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার
ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাণিন্যাসপটুতা দেখিয়া
আমি বোঝ হইতেছে, অতএব বলুন আপনি কে?
কি? এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন?
কহিলেন, আমি শৈশবকালে একচর্যা হস্তে
সমস্ত বেদ ও বদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি
সকলে উৎপন্ন বটে, আমার নাম যযাতি। দেব-
কন্যার হইলেন, মহারাজ! আপনি কি উদ্দেশ্যে এই
আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাস করি। রাজা
কহিলেন, সুন্দরি! আমি যুগযাথ নগরী হইতে নিগত
আমার অসুস্থত্বক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত
বিস্ময় ও বসবসী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া
হইলাম। এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু
আমার প্রাণিতর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে,
সঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব
আমি প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন,
এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শাস্তিষ্ঠার
আমি তোমার অধীন হইলাম অদ্যাবধি তুমি আমার
না তত্ত্ব হইলে।
মহারাজ! এই অসম্ভাবিত স্নায়সমর্পণ-ব্যাপার
করিয়া বিশ্ববোদ্ধর, লোচনে ও বিনয় বচনে
কহিলেন, হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার প্রের-
ণা তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি
তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার
চর্যা কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন
কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই

ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংস্রষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরা ও
কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংস্রষ্ট হইয়া থাকেন,
সুতরাং এই উভয়ের মেলন বর্জন সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে
ভাষ্যাক্রমে অস্বীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষ-
বৎ নহে; বিশেষতঃ তুমি যুগ ও যযাপুত্র; অতএব
এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর।
যযাতি কহিলেন, হে সুন্দরি! চারি বর্গই একের অঙ্গ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সভ্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের পদ
ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া
থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পদ্যপ্রণালী ও আচারপরম্পরা
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট,
অতএব আমি চীনর্ঘ হইয়া ব্রাহ্মণে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ
করিব? তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! পাণিগ্রহণ
করিয়াই বিবাহক্রিয়া নিব্বাহ হইয়া থাকে এ প্রথা পূর্বা-
পর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন
যৎকালে আমি অন্ধরূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই
আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত
তোমাকে পতিত বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ
করিতেছি। সুস্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই
তুমি আমার পতি হইয়াছ, অতঃপর আর কেহ আমার
পাণিস্পর্শ করিবেক না! তখন যযাতি কহিলেন, হে
দেবযানী! মহাবিদ্যাশাসিত্র ও সূতীক শর অপেক্ষাও
কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক দুর্ধর্ম। এই কথা সকলেই
স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ!
কি কারণে ব্রাহ্মণ কহিতেছেন হির করিতে পারিতেছি
না। বাজা প্রত্যাভর করিলেন, দেখ সর্পাঘাতে ও শত্রুপাতে
একেক প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কৃপিত হইলে
গ্রাম, নগর, বন উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন।
সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্ধর্ম। অতএব হে
দেবযানী! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি
তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না। তখন দেবযানী
কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করি-
য়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনকার
হস্তে আমাকে সম্প্রদান করবেন। অবাচিতা বা পিতৃদত্তা
কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের
বনা নাই। এই বলিয়া দেবযানী কহিলেন

দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, হে তাত! ইনি নহবতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্মৃতরাং তিনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সংপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্ব বরণ করিব না। তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নহবনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্ব বরণ করিয়াছে, অতএব আমি প্রসন্নমনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষী-রূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণমন্দিরী পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্কর জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি অভিজ্ঞাযামুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সন্তান হউক। কিন্তু এই অম্বররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইহাকে পরিণয় করিও না।

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ক্রমেনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ-কর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া সেই ডই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি অনগরে পত্ন্যাগত হইয়া পরম সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে অশোকবন-

সন্নিধানে এক গৃহ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া বৃষপর্ষ্বতন-
ঠাকে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা যখন
চ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও
সহিত পরমস্বখে যৌবনস্থ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, তখন
কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল, যখন
সহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলে, তখন
রূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা
আপন নবযৌবন ও গর্ভাধানকাল আবির্ভূত দেখিয়া
করিতে লাগিলেন, আমার ত ঋতুকাল উপস্থিত
অদ্যাপি বিবাহ হইল না এক্ষণে কি করি, কি উদ্যোগ
স্বীয় মনোরণ সম্পাদন করি। দেবযানী এ
প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ হইয়া
কিন্তু আমার যৌবনকাল বৃষ্টি নিষ্ফল হইল
যানী যেরূপ কৃতকায্য হইয়াছে, আমিও
মহারাজকে পতিত্ব বরণ করিয়া চরিতার্থ
আমি সন্তানকামনায় নিঃস্বপ্নে তাঁহার সহযোগ
করিলে বোপ করি তিনি কখনই তাহাতে পরায়
না। এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে
হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবন-সন্নিধানে আগমন
সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নিঃস্বপ্নে পাইয়া প্র
পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ
শুক্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কি
অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগকে
নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন! আমার
শীর্ণ, রূপ যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার
নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করি
অমুগ্রহ করিয়া আমার ঋতরক্ষা করুন।
কহিলেন, হে স্তম্ভরি! তুমি অতি সুশীলা, স
এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিম্ননীয় না
দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়া
বৃষপর্ষ্বতনয় শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ খয্যার
করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! পরিহার
স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রা
সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পা
সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলে
পরিলিপ্ত হইতে হয়।

সেইদিনে, রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল, মিথ্যা
। অবশ্যই বিনষ্ট হন, অতএব আমি অর্থকষ্টেও
চিন্তিত সম্মত নহি। তখন শশিষ্ঠা পুনর্বার কহি
রাজ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়েই
একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া
যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে
বরণ করেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।
দিল্লীলেন। সুন্দরি! অর্থাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ
প্রার্থনা প্রদান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম।
পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল
আমি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। শশিষ্ঠা
নবমহারাজ! আমাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ
নি আমার ধর্মস্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপন
এবং পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্মাস্থান করিতে
আমারও দেখুন ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে
নিউপার্জন করে, সে ধনে, তাহাদিগের অধিকার
দিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ আ। আমি দেব-
ই এবং তিনি তোমার বশ। এবং আমা-
ই মনোরথ সকল করিবেন, এই অঙ্গীকার
আমার পাণিগ্রহণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,
গার্গ্যপরাশর রাজা যযাতি শশিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত
স্বপ্নদর্শন করত পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ
করিতে প্রস্থান করিলেন। রম্যপর্ব্বতনয়া শশিষ্ঠা
যে যোগে গর্তবতী হইয়া যথাকালে এক পরম
প্রসব করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

যযাতি কহিলেন, দেবযানী শশিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি
করিবামাত্র সাতিশয় স্কন্ধ হইয়া নানাপ্রকার
গৌরব লাগিলেন। অনন্তর শশিষ্ঠার সন্নিহিতা
হইলেন, হে স্কন্ধ! তুমি কামান্ন হইয়া একটি
জীলদিলে? শশিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি!
অন্তর বর্ষপরাশর ও বেদবেদাঙ্গপরাশর ঋষি আমার
করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা
যমুদ্রায় আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি

অজ্ঞাতঃ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য
কহিতেছি, আমার এই সম্ভানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছে। তখন দেবযানী কহিলেন, শশিষ্ঠে! যদি
ধর্ম প্রতিপালনার্থে এই কর্ম করিয়া থাক সে উত্তমই
হইয়াছে, কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভি-
জাত্য জানিতে পারিয়া থাক তবে বল, শুনিতে আমার
নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। শশিষ্ঠা কহিলেন, সেই ঋষি
স্বর্ঘ্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাহাকে
দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার মাহস
হয় নাই। দেবযানী কহিলেন, যাহা হউক, যদি তুমি
শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সম্ভানলাভ করিয়া থাক, তাহাতে আ-
মার ক্ষোভ বা পরিত্যগ নাই। তাহার পরস্পর এইরূপ
হস্ত পরিহাসপূর্ব্বক কথোপকথন করিলেন।
পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের ত্রুটি বিশ্বাস করিয়া
স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যজ্ঞ ও তুর্কস্ব নামে
দুই পুত্র এবং শশিষ্ঠার গর্ভে জহ্নু, অহু ও পুরু নামে
তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। ক্রিয়াকাল অতীত হইলে
একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জন বনে
গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন।
তাহারা অসঙ্কচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী
তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া
কহিলেন, মহারাজ! এই সর্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্
ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না? ইহারা দেবকুমারত্বলা
সুকুমার। ইহাদিগের আকার প্রকারে তোমারই ঔরস-
জাত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবযানী রাজাকে এইরূপ
কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস!
তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং
তোমাদিগের পিতার নাম কি? শুনিতে আমার নিতান্ত
বাসনা হইতেছে। দেবযানী কহিলেন, এইরূপ জিজ্ঞাসিত
হইলে বালকেরা তর্জনী-সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতি
পিতা নির্দেশ করিয়া কহিল, আমাদের নাম
শশিষ্ঠা। এই বলিয়া তাহারা হর্ষে
পিতা যযাতি সন্নিহিত হইল।
বলিয়া তিনি তাহাদিগকে
বালকেরা পিতার

করিতে করিতে জননী-সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথা শুনি লজ্জিত হইলেন। দেবযানী, রাজার প্রতি বালকদিগের সম্ভাব সন্দর্শনে সে বিষয়ের মনোদোষটনপূর্বক অনতিবিলম্বে শশ্বিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, দেখ শশ্বিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই? শশ্বিষ্ঠা কহিলেন, আমি শ্বশুরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে ত মিথ্যা নহে! আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমা ভয়ের বিষয় কি? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতে আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ সখীর পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি আমার পূজ্য ও মান্য। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমাহইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না। দেবযানী শশ্বিষ্ঠামুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম, এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা দেব-যানীকে বাস্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধধাক্যে তাহাকে সাধ্বনী করিতে লাগিলেন। দ্রোণরক্ত-লোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্রান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিবাদনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অহুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানামুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে। নিকটেরা মহত্তর সহিত নীচ-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন বৃষপর্ব্বতনয়া শশ্বিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি হর্ভাগ! আমার দুইটি বৈ পুত্র নহে। হে ভৃগুকুল-তিলক! এই

একপে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্গ্যাদ-করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুক্র এই সম-আদ্যোপাজ্ঞ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা, অভিসম্পাত করিলেন, মহারাজ! তুমি ধান্দি প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, অতএব তুমি অচিরে তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাজা স-রূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন, ভগবন! ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্ম-নিমিত্ত সেট কক্ষ অশুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নিকট-অর্থ করিবার উদ্দেশে করি নাই। ধর্ম্মশা-আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থী জীলোককর্জ-হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে জগৎহত্যা-পা-হইয়া নিবয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্যালোচ-ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শশ্বিষ্ঠার বাসনা সা-ছিলাম। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কক্ষ করিতে প্রতিবেদন করিয়াছিলাম, ই-করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী বাস্তি-চরণকেও একপ্রকার চৌর্য্য বলিলে ব-পারে।

যযাতি শুক্রকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া, পরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহি-আমি অদ্যাপি যৌবনযুগ অশুভব করিয়া-নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া বাহাতে জরা হইতে-পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া-কি কহিলেন, মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা-তবে এইমাত্র হইতে পারে, আমি ইচ্ছা করি-শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে-রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন! একপে এই-যে আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয়-করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে-পুণ্যাধিকার ও কীর্তিলভ করিবে। শুক্র-নহবতনয়! তুমি আমাকে দ্রবণ করিয়া-জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তাহাতে-হইবে না। আর তোমার যে পুত্র জরা-তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে

আমুমান, কীৰ্ত্তিমান ও পুজ্যপোজাদিমান

চতুর্থশীতিতম অধ্যায় ।

রাজা কহিলেন, মহারাজ । তৎপরে রাজা
জয়ন্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্বক
দিল্লী পুত্র যত্নকে কহিলেন, বৎস ! শুক্রে শাপ-
প্রাপ্ত মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে,
পুত্র আমি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই
অথবা তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর ।
নবাব যৌবন লইয়া ইচ্ছাক্রমে বিষয় ভোগ
আমি বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন
সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা
প্রাপ্ত হই । যত্ন কহিলেন, মহারাজ ! জরার অনেক
প্রকারে পান ভোজনে যথেষ্ট বাধা জন্মে, অশ্র-
ম বৎ মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ
নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয় ।
চতুর্থ জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে ।
যদি সে জরা গ্রহণে সম্মত নহি । আপনার
পিতাও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই
সমর্পণ করুন । যথা কহিলেন, তুমি যেহেতু
ওঁস পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত
নহইবে তোমার বংশ পরম্পরায় কেহই রাজ্যাধি-
বে না । তৎপরে রাজা যথা তুর্কস্বর নিকট
গিয়া কহিলেন, বৎস ! আমার পাপ ও জরা
তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ
তুমি বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার
নামক সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন
জরা করিব । তুর্কস্ব কহিলেন, মহারাজ ! রূপ-
তোমাকে ইচ্ছাক্রমে ভোগস্থখে বঞ্চিত করে ।
তুমি বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা
প্রাপ্ত । অতএব আমি আপন জরা গ্রহণে সম্মত
নহই । কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার আশ্রয়
করিয়া প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না অতএব
সম্মত হই, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সর্বাচার-

ধর্ম্ম-সম্পন্ন, প্রতিভামজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদারনিরত,
তিথ্যাগ্বেষানিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে ।

এইরূপে তুর্কস্বকে অভিশাপ দিয়া রাজা যথা শপ্তি-
প্রাপ্ত জয়ন্তকে কহিলেন, বৎস ! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত
আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর ; আমি তোমার
যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব । নির্দিষ্ট কাল
অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ
করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব । জয়ন্ত
কহিলেন, মহারাজ ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথ
আরোহণ করিতে বা কামিনী-সন্তোগ করিতে অসমর্থ হয়,
এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্থলিত হয়, অতএব আমি জরা
গ্রহণে সম্মত নহি । তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্টচিত্তে কহি-
লেন, জয়ন্ত ! তুমি আমার আশ্রয় হইয়া যৌবন প্রদানে
পরাজুত হইলে ; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা
ফলবতী হইবে না । আর যে স্থানে, গজ, বাজী, রথ ও
শিবিকাদি যানব সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সম্ভরণ
দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া
বাস করিতে হইবে । তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে
না । রাজা জয়ন্তকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অন্তরে কহিলেন,
বৎস ! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর ; আমি
তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ
করিব । জয়ন্ত কহিলেন, মহারাজ ! জীর্ণ ব্যক্তি অণুটি
ও বীলকের ন্যায় অনিয়ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত
হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে
পারে না । অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না । তখন
রাজা কহিলেন, তুমি আমার ওঁস পুত্র হইয়া জরার
দোষোন্মেষ পূর্ব্বক যৌবন প্রদানে পরাজুত হইলে ; অত-
এব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরে
সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সম্ভান সন্ততি
যৌবন প্রাপ্তিমাতেই কালগ্রাসে পতিত হইবে । সর্ব্বশেষে
পুত্র নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস পুরো ! আমি
শুক্রে শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি ; আমার কেশ পুষ্টি
মাংস লোলিত হইয়াছে ; কিন্তু আমি যৌবন
করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই ; অতএব
সহিত জরা গ্রহণ কর ; আমি
কাল ইচ্ছাক্রমে বিষয়

তেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পুরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। পুরু এইরূপ অবহিত হইয়া কহিলেন, যে আত্মা মহারাজ! আপনি বেরূপ অহুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব। আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনাশূন্য বিষয় সম্ভোগ করুন। তখন যযাতি কহিলেন, বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অমুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সর্বকাল পরমসুখে বাস করিবে। এই বলিয়া রাজা, শুককে স্মরণপূর্বক স্বীয় পুত্র পুরু শীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবতনয় রাজা যযাতি যৌবন সম্পন্ন হইয়া প্রসন্ন মনে অভিলাষাশূরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্মের অব্যাবাহতে বাসনা ও উৎসাহের অমুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অমুগ্রহ দ্বারা দীন ব্যক্তিকে, অভিলাষ সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণকে এবং ধর্মতঃ পারিপালন দ্বারা প্রজাগণকে অমুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ত্রায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহ-বিক্রান্ত ভূপতি ধর্মের অবিরোধে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিষ্ণুচীর সহিত কখন নন্দন বনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পুরুকে কহিলেন, বৎস পুরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া

প্রভূত স্বতদানে বহির ন্যায় ক্রমশঃ লইয়া থাকে; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধর্মমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, প্রদত্ত হইয়া সমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্ত হয়; তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। তুমি বিনাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না এবং লেও যে আশা জর্ণ হয় না, সেই স্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্বোত্তম। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিয়া বাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগ উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্বক নিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলতা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্বাদ লইয়া মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও মন গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিলাম

অনন্তর মহাবতনয় যযাতি পুনর্বার করিলেন, এবং তৎপুত্র পুরু যৌবন-মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে করিবেন এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। চারি বর্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে মহারাজ! দেবযানীগর্ভসমুৎ, শুক্রেণ দেবমান থাকিতে, পুরু কি প্রকারে রাজ্যে যজ্ঞ আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপরে তুর্গাচার ক্রম, অমু ও পুরু নামে তিন পুত্র যজ্ঞবাহু, যজ্ঞেন। অতএব হে মহারাজ! আমার জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠান হইতে পারেন? এক্ষণে যাহা উচিত হইয়াছে, রাজা কহিলেন, হে বর্ণচতুষ্টয়! আমি যে রাজ্যে অভিষেক করিব না তাহা সবিত্যে শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞ আমার নিম্নে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার অতিক্রম পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না তাহা মাতার আজ্ঞাবহ এবং কার্যমনোবাক্যে সাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা

অনু ইহারা আমার আত্মপালন না করিয়া অতি-
প্রিয় কার্য করিয়াছে, কিন্তু পুরু আমার বাক্যরক্ষা
করিয়াকে। পুরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া
র যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পুরুই
শ্রিতরূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল,
এরূপে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হই-
আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন
পুত্র তোমার আজীবন হইবে সেই রাজ্যভাগী
অতএব তোমাদিগকে অনুন্নয় করিতেছি, তো-
মকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। রাজার এই কথা
প্রজারা কহিল, মহারাজ ! যে পুত্র সর্বগুণ-
এবং পিতা মাতার হিতকারী সে সর্বকনিষ্ঠ হই-
মন্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পুরু আপন-
প্রিয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের
বর আছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন
সন্দেহ নাই, সুতরাং পুরুই রাজা হইবে। পুরবাসী ও
শ্রমসী লোকেরা সন্তুষ্ট মনে এই কথা কহিলে রাজা
পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি
রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি
পূর্বক বনবানের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত
যাওয়া হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যজু হইতে
জ্ঞান হইতে যবন, জহু হইতে বৈভোজ, অহু
জ্ঞান হইতে এবং পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন
হইল। হে মহারাজ ! আপনি সেই বংশে জন্ম গ্রহণ
করিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপে রাজা যযাতি
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাপ্রম
করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব-শূলভ ফলমূলমাত্র
পূর্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া
কিছুকাল করিলেন; তথায় কিয়দিন পরমহুখে অবস্থান
করিতে। যযাতি ইহা কর্তৃক পুনর্বার ভূতলে পতিত হই-
আমার অনুশ্রুতি আছে, স্বর্গপ্রাপ্তি যযাতি এককালে
প্রাপ্ত হইত না হইয়া কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান

করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বহুমান, অষ্টক প্রত-
র্দিন ও শিবি রাজ্যের সহিত সমবেত হইয়া পুনর্বার দেব-
লোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! কুরুবংশাবতংস
মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্যলোকে ও স্বর্গলোকে যে সকল
কার্য করিয়াছিলেন আপনি সভাগণ সন্নিধানে তাহা কীর্তন
করুন, এবং তিনি কি কারণে পুনর্বার স্বর্গে গমন করেন
তাহা অমুপূর্বক সমুদায় বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত
অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! সর্বপাপ প্রণাশিনী
ভুলোক ও দ্বারলোকে বিশ্রুতা তদীয় পরম পবিত্র কথা
কীর্তন করিতেছি, অর্থদান করুন। নহবতনয় যযাতি হৃষ্ট-
চিত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং বহু
প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যাজ জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া
বানপ্রস্থাপ্রম অবলম্বন পূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া-
কলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পারিতৃপ্ত করিলেন।
তিনি বানপ্রস্থাপ্রম-সমুচিত বিধানানুসারে জলন্ত হতা-
শনে আহুতি প্রদান করিতেন; বম্য তুলমূল ও ঘৃত দ্বারা
অতিথি সৎকার করিতেন, এবং উৎসব দ্বারা উদরপূর্তি
করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, তিনি
মোণাবলম্বন পূর্বক ত্রিংশৎবৎসর কেবল জলাহারী হই-
লেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক
বৎসর পঞ্চাশির মধ্যবর্তী হইয়া অতি কঠোর তপস্যার
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ
ও এক পদে ভূমিস্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকি-
তেন। এইরূপে তপোহুষ্ঠান-পরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্য-
সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপে ব্রহ্ম
রাজা যযাতি স্বর্গারোহণপূর্বক দেবতা, সিং
ও বহুগণ কর্তৃক সমাদৃত ও সৎক
তথায় বাস করেন। তিনি
দেবলোকে গমন

একদা ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলে দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন! পুরু তোমার জয়া গ্রহণ করেন; তুমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল, আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পুরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি এই ধরিজীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমান শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্রমাবান অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব হে বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; মাহুয অনাহুয হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান; যে ব্যক্তি আক্রোধ করিবে, তাহার উপর আক্রোধ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্তব্য; যেহেতু আক্রোধী কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোধী তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিপ্রেয়। যে কথায় অস্ত্রে উদ্বিগ্ন হয়, এমন কথা উচ্চারণ করা অমুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্ত্যাত্ম। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষভাবী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্বদা অসাধুজনের অভিবাদ সহ করেন, এবং সম্মার্গে চলিয়া থাকেন। অস-
তেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ ক্ষতীক্ষ শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করে, অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কল্পিনকালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্বদা সান্ত্বন্য-প্রয়োগ করা কর্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না। পূজ্যব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্তব্য কিন্তু যাচঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।

হস্ত

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র কহিলেন, হে নহবনন্দন! তুমি সর্ব কর্ম্ম দানপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়া অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য তপস্বী করিয়াছ। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেবক গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি তুল্য তপোহুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই। তুমি কহিলেন, মহারাজ! যেহেতু অন্যের তপঃপ্রভাবন শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের আ-
করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দে-
হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। যযাতি কহিলেন, হে দে-
বর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া
দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধু-
পতিত হই, এইরূপ অমুকম্পা করুন। ইন্দ্র ক-
মহারাজ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট
ও প্রতিপত্তিলাভ করিবে; কিন্তু সাবধান যেন এ
আর কাহারও অবমান করিও না।

রাজা যযাতি দেবরাজ-কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও
হইয়া ভ্রমণে পতিত হইতেছেন, ইত্যবসরে
রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া
হে যুবক! তুমি কে? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায়
অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি; তোমাকে প্রচণ্ড মার্জিত
অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা
বিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম।
তোমাকে সন্নিহিত দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ
দগমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে
দিগের সাহস হইতেছে না, এবং তুমিও আমাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছ না, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি
এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়াছ
হে মহাত্মন! তোমার ভয় নাই, শীঘ্রই বিবাদ ও
পরিত্যাগ কর। এই সাধুসমাজে বল নামক অ-
হস্তা ইন্দ্র ও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ ন
দেবরাজকন্য! সাধুলোকেরা সমস্ত সাধু
আশ্রয়, সমুদ্র তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়া
কি? যেমন ভাপদানে অগ্নির, বাজাধা

কিনানে স্বর্ঘ্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট
কি ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব ।

পুষ্টি কহিলেন, আমি নহবের পুত্র এবং পুরুষ
আমার নাম যযাতি । আমি ইন্দ্রসম্মিধানে আশ্র-
য় করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক
ব্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি । আমি
কৃত অধিকবয়স্ক এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভি-
করি নাই ; কারণ যিনি বিদ্যা, তপস্বী ও জন্মদ্বারা
হয়েন, তিনিই পূজনীয় । অষ্টক কহিলেন, মহা-
ত্মি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই সকলের
ও পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি বিদ্যা ও
দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও
। যযাতি কহিলেন, সংকর্মের প্রতিকূলতাই

গাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয় ; সাধু
কদাচ পাপকর্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন
আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হই-
য়াছে, এগে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব
রূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে
ন, তিনিই যথার্থ সাধু । যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের
কবেন, যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদা-
ঙ্গম ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে স্বরলোকে
গন, তাহাকেই মহাধন বলা যায় । বহুধনের
হইয়াও অতিমাত্র প্রাকুল হওয়া বিধেয় নহে ।
চিত্ত হইয়া সর্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্তব্য,
জীবলোকে এবিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান
হইলেও বহুত্ব কেবল দৈবপরতন্ত্র ; অতএব
দৈবকে বলবান জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু
করিবেন না । সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন,
প্রথম কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না,
দ্বিতীয় বলাবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখ-
সুখে উল্লাসিত হইবে না । ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখ-
হর্ষে উদ্বীর্ণ হয়েন না । তাঁহারা সুখ দুঃখ
করেন, যেহেতু সুখ দুঃখ দৈবাগন্ত, উহাতে কখন
বিচার হইবে না । হে অষ্টক ! বিধাতা-বৈরাগ্য
করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই
সামি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই না, এবং আমার মনে

কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না । কি শ্বেদজ, কি অণুজ,
কি উদ্ভিদ, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর,
কি তৃণ, কি কাষ্ঠ, প্রারম্ভ ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয় ।
হে অষ্টক ! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব
আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব । কি করিব, কি করিলেই
সন্তপ্ত না হই, এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া আমি
অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জন করিয়াছি ।

অনন্তর অষ্টক, সর্বগুণ-সম্পন্ন যযাতির এই
রূপ ধর্মসম্বন্ধে কথ্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার কহিলেন,
মহারাজ ! আশ্রবেদী পুরুষের ন্যায় বচবিধ ধর্মসংক্রান্ত
কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের
কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে ; অতএব তুমি বর্তমান যেক্রমে
যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্বিক
সমুদয় বল । যযাতি কহিলেন, আমি নিজ বাহুবলে
সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সমাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইয়া-
ছিলাম । সহস্র বৎসর পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া
পরলোকে গমন করি । পরে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সহস্র-
দ্বার-সংযুক্ত পরম রমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্র বৎসর
অতিবাহিত করি । অনন্তর পরম দুর্ভাগ ব্রহ্মলোক লাভ
করিয়া তথায় বর্ষসহস্র বাস করি । তৎপরে দেবদেব
মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া দেবগণ
ও ঈশ্বরগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি ।
তদনন্তর নন্দনবনে কুম্ভঙ্গকান্দোদিত চাক্ষুরপুত্র
সকল নিরীক্ষণ ও সর্কাসস্বন্দরী বিদ্যাপরীগণের সহিত
পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি । দেব-
লোক-স্বলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘকাল
বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া
মুতবরে তিন বার কহিল, “তুমি সুখভ্রষ্ট হও ।” সম্প্রতি
আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ব্রষ্ট হইতেছি এবং
দেবগণ অন্তরীক্ষে আনার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন
করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি । হে নরেন্দ্র ! আমি
ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না । আমি তাঁহাদের
“হা পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি ! তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে
ব্রষ্ট হইতেছ” এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, হে দেব-
গণ ! আমি যাহাতে সাধুসম্মিধানে পতিত হই, এমত
কোন উপায়বিধান কর । তাহারা আপনাদিগের

ভূমিতে বাইতে কহিলেন। আমি হবি-গন্ধের অমুসরণ-
ক্রমে বজ্রভূমির অমুমান করিয়া সম্বর আসিতেছি।

নবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী
বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগপূর্বক পৃথিবীতে
পুনরাগমন করিলেন ? রাজা কহিলেন, হে অষ্টক !
যেমন জাতি বা স্ত্রহজ্ঞান নির্জন মনুষ্যকে ঐরিত্যাগ করে,
সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক
হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তখন অষ্টক কহিলেন,
মহারাজ ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব বলুন দেবি, স্বর্গে
কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়, এবং কি পুণ্য করিলে কোন্
ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ
আছে। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, পুণ্য ক্ষয় হইলে মনু-
ষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক
হইতে এই মর্ত্যালোক রূপ ঘোর নরক পুনরায় পতিত
হয়, এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহপূর্বক বিবিধ উপভোগে
আসক্ত হইয়া শৃগাল কুকুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্র-
পৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে
কর্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে
হয়, এমন গর্হিত কার্যো নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা
প্রদর্শন করা কর্তব্য। হে অষ্টক ! যাহা কর্তব্য তৎসমু-
দায়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর,
বল। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নর-
লোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নর-
কলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই
পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় ? আর কেনই বা এই নরলোককে
নরক বলিয়া নির্দেশ করিলেন। রাজা কহিলেন, মনু-
ষ্যেরা জননীভর হইতে কর্ম্মারদ্ধ দেহ লাভনস্তর এই
পৃথিবীতে লক্ষণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ
লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক
বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়
তীক্ষ্ণদণ্ড, ভয়ঙ্কর, ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে
কষ্ট দান করিয়া থাকে। অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ !
তবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যিনি ভীমরূপী

রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা
পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় ? কিরূপে
সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা পতিত
হয় ? রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, অশ্রুপ্রবাহে জন
মনুষ্য-কলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবী
স্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অমুপ্রবিষ্ট হয়
ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ
সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতে চতুষ্পদ
প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে
কহিলেন, মহারাজ ! গর্ভভূত জন্তু কি শক্তি
দ্বারা কিম্বা অশরীর দ্বারা গর্ভে অমুপ্রবিষ্ট
আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নতা, চক্ষুঃ
ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে ? এই
আমাদের মহান সংশয় আছে ; আপনি তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ
এই সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের
ভঞ্জন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, অতঃপর
পুস্ত্রসামুপ্ত রেতঃ গর্ভবোনিকে আকর্ষণ করে
রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভ
বর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ
সম্পন্ন হইয়া পূর্বতন বাসনা অবলম্বনপূর্বক
আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্র চৈতন্য লাভ
শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জ্ঞানেন্দ্রিয়
জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি
অমুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অবগতি
পারে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! মৃত ব্যক্তির
দণ্ড, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মনুষ্য
অভাবত পুরুষ কিরূপে পুনরায় চৈতন্য লাভ করে
পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের
অচিরায় অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবান
পুণ্যবানি ও পাপকারী ব্যক্তির পাপবানি
কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু ; এই নিমিত্ত
পাপবানির অন্তর্গত। চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষটপদ,
পাপস্বভাব ; এই নিমিত্ত ইহারাও পাপবানি
হে রাজসিংহ ! যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তার
এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বন্ধু। অতঃপর
মহারাজ ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা বৈরাগ্য

ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আনি জিজ্ঞাসা করিতেছি,
আমুপূর্ব্বক বর্ণন করুন। মধ্যাতি কহিলেন,
! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং
সাতটি স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। সাধুলোকেরা কহিয়া
সুখোরা অজ্ঞান কুণে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে
নিষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে
স্বাভাবে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যালোক
চিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি
ন হয় না। মানামিহোত্র, মানমোঁন, মানাধ্যয়ন
এই চারিট কর্ত্ত্ব ভয়ঙ্কর নহে ; কিন্তু অশুষ্ঠানের
ন ইহা নিত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠে। মানে হর্ষ
অপমানে সম্ভাপ করিও না। সাধুবাক্তিয়া সাধু-
বর্জদা সংকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ
লাভ করিতে পারে না। “এত দান করিলাম”
করিলাম” “এত অধ্যয়ন করিলাম” “এবং
শুষ্ঠান করিলাম” এইরূপ অহঙ্কার অতি ভয়-
ন ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে
সকলের আশ্রয়ভূত ঐহাদিগের সহিত সঙ্গত
লোককে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদগতি লাভ হয়।

একনবতিতম অধ্যায় ।

কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মচারী, গৃহী. বানপ্রস্থ ও
 হারা, ক্লিষ্ট আচরণ করিলে সংপথে থাকিয়া
 জিন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানা প্রকার
 মত আপনকার মত কি ? যথাতি কহিলেন, ব্রহ্ম-
 চারী এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্যের নিমিত্ত কদাচ
 প্রেরণা করিবেন না ; গুরু যখন তাঁহাকে আ-
 রিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন ; গুরুর শয়নের
 ও গাত্ৰোত্থানের পূর্বে প্রাত্যুত্থান করিবেন ;
 দাস্ত, মস্তিষ্ক স্বভাব অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত
 হইবে । গৃহস্থের ধর্ম এই যে, ধর্মতঃ ধনোপার্জন
 দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন,
 ভোজন করাইবেন এবং অদন্ত বস্ত্র প্রত্যাগ্ৰহ করি-
 বানপ্রস্থের কর্তব্য এই যে, স্বকীয় বীৰ্য্য উপ-
 যোগে জীবনধারণ করিবেন ; কোনরূপ পাপকর্মে

আসক্ত হইবেন না ; পরকে দান করিবেন ; কাহাকেও কষ্টদান করিবেন না । ভিক্ষুর কর্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিবেন না ; গৃহবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিকদেশ পর্য্যটন করিবেন না । লোকে নিজায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী মুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানীব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন । যিনি এইরূপে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া ঐখানয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ, পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পরিভ্রাণ করেন । অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! মুনি ও মোনব্রতী কয় প্রকার বলুন, শুনিতে আমদিগের সান্তি-শয় বাসনা হইতেছে । রাজা কহিলেন, হে অষ্টক ! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিম্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাহাকেই মুনি বলা যায় । অষ্টক কহিলেন, মহারাজ ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাভাগে অরণ্য থাকে, সে কি প্রকার ? রাজা কহিলেন, যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাভাগে গ্রাম ; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নছেন, বাসস্থান নির্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কোপীনধারী এবং যতদিন প্রাণসংযোগ ততদিন অন্ন পানেন্দ্ৰিয়া, তাঁহারই পশ্চাভাগে অরণ্য । আর যিনি সৰ্ব্ব-বাশীনাপরিশৃঙ্খল হইয়া সৰ্ব্ব কর্ম বিসর্জন ও ইন্দ্রিয়-দমন পূর্ব্বক মোনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহারে মোনব্রতী কহে ; মোনব্রতী সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন । ধৌত-দন্ত, চিন্মথ, দ্রাভ, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকর্ম্মা-মুনি সকলের অর্চনীয় । যিনি তপস্যা দ্বারা কষিভ, ক্ষীণ, শীর্ণ কলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহ-লোক জয় করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হয় করেন । আর যিনি নির্ব্বন্দ্য হইয়া মোনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তপস্চরণ করেন, তিনিও ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন । যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ আহার অব্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে ।

দ্বিনবতীতম অধ্যায় ।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত উত্তরবিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ? যযাতি কহিলেন, যিনি গৃহস্থাশ্রমে ব্রত করিয়াও আশ্রম-বিবর্জিত এবং কামাচার-পরাক্রুণ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন। যযার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহি স্বখ-ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডিত মনে করিয়া ধর্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্মোচরণ বিফল; কেবল কৃত্ততা মাত্র।

মহারাজ ! রাজা যযাতির এবশ্রকার ধর্ম সংগীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ! আপনি যুবা, মালাধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ? এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন্ দিকে গমন করিবেন ? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে ? যযাতি কহিলেন, আমার পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি। আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব; যেহেতু ব্রহ্মলোক-রক্ষকেরা আমার ভুলোক-পতনের নিমিত্ত স্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইজ আমাকে এই বর দিয়াছিলেন, “হে নরেন্দ্র ! তুমি সাধু-সমাজে পতিত হইবে” তাহাও হইল। অষ্টক কহিলেন, তুমি পতিত হইও না, হে রাজন ! যদি আমার অন্তরীক্ষ বা দিবা কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন, মহারাজ ! যতদিন পৃথিবীতে গবাস্থ-প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনকার স্বর্লোকে অধিকার আছে। অষ্টক কহিলেন, আমার দিবা বা অন্তরীক্ষ যে কোন্ স্থান থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অচিরে সেই স্থানে গমন কর। যযাতি প্রত্যন্তর করিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ ! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ ব্রাহ্মণ্যৈব স্বীকার করেন না। বরং ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য-জাতির, অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্তব্য, তথাপি ব্রাহ্মণ-জনিত লঘুতা স্বীকার করা অসুচিত।

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দন কহিলেন, হে

দর্শনীয় ! আমি প্রতর্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, অস্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থাকে তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি হে নরেন্দ্র ! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক আছে। সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা উহা এত অধিকসংখ্যক, যে প্রতিসপ্তাহে এক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না। প্রতর্দন আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করি মোহ পরিত্যাগপূর্বক শীঘ্র তথায় গমন কর। রাজা কহিলেন, সমতেজস্ব শ্রেষ্ঠ রাজারা অনেক সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ধর্মপরায়ণ রাজা ধর্ম ও যশস্বরূপ কর্ম যতপূর্বক সম্পাদন করিয়া থাকে, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ কর্ম করিতে সম্মত নহেন। যদ্বিধ লোকে যে, বাহ্য অন্যে না করিয়াছে তদ্রূপ অপূর্বক দান করে। রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, মহারাজ বহুমান্ ঠাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্বিনবতীতম অধ্যায় ।

বহুমান্ কহিলেন, মহারাজ ! আমি উষদে আমার নাম বহুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি তোমাকে করিলাম। রাজা কহিলেন, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, যে সকল লোক স্বর্গদেবের তাপে উত্তপ্ত হইবে, বহুসংখ্যক লোক আপনকার গমন প্রতীক্ষা করি বহুমান্ প্রত্যন্তর করিলেন, মহারাজ ! আর নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক প্রদান করিতেছি, উহা আপনারই ভোগ্য হউ প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দ্বণীয় তদ্রূপ দ্বারা উহা ক্রয় করুন। রাজা প্রত্যন্তর হে নরেন্দ্র ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমানাই, অতএব তোমার বিদ্যাশ্রয় অনন্ত লোক আছে। শিবি কহিলেন, মহারাজ ! যদি এই সকল ক্রয় করা আপনকার অনতিমত হয়, তবে তাহা না করে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ

করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না, যেহেতু
করিয়া দান করিয়া কদাচ অহুতাপ করেন না।
কহিলেন, হে নরদেব! আপনি দেবরাজতুল্য
এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে,
আর অদ্যাপি অন্যদন্ত-লোকে স্বেচ্ছা হয় নাই;
আপনার দান আমার অভিমত নহে। তখন
কহিলেন, মহারাজ! যদি অন্তদন্ত এক একটি লোক
করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদয় প্রদান
করিতে গমন করিব। রাজা প্রত্যুত্তর করি-
য়া পক্ষ বাহ্য উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্পাদন
করান্ হউন; কারণ সাধু ব্যক্তির স্বভাবতঃ
সহীদী থাকেন, কিন্তু বাহ্য আমার অদৃষ্টভা-
গ্য ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে
অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! যে সকল স্তব্ধময়
হয় করিয়া লোকে শাস্ত-লোকে গমন করিতে
করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা
রাজা কহিলেন, ঐ সকল স্তব্ধময় রথ তোমা-
র হয় করিবে। উহা অলস্ত অগ্নিশিখার ন্যায়
ন হইতেছে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! তুমি
আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর, এবং
উপস্থিত হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ
করিয়া কহিলেন, আমরা কক্ষকলে সকলেই তথায়
অবস্থ করিয়াছি; অতএব চল, সকলে সমবেত
করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান
নিষ্কণ্টক পথ দেখা যাইতেছে।

এই ধর্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূর্বক স্বীয় স্বীয়
দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে
লাগিল। এই অবসরে অষ্টক কহিলেন, আমি মনে
করিলাম, মহারাজ! ইহা আমার সখা, আমিই অগ্রে
গমন করিব; কিন্তু উশীনরতনয় শিবির
অগ্নিগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন,
তদ্রূপ কি? যথাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, উশী-
নরতন উপার্জন করিয়াছিলেন, সমুদয়ই দেব-
মর্পণ করিয়াছেন; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের
প্রার্থে। অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান,
তা, ধর্ম, লজ্জা, ক্রমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূত

গুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় ক্ষুশীল ও
সৌম্য, এই কারণে শিবিরাজ সর্বাগ্রে গমন করিতেছেন।
অনন্তর অষ্টক সর্বোত্তমকিঁতে পুনরবার মাতামহকে
জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা
হইতে আগমন করিতেছেন, এবং কাহার পুত্র? আর আপনি
যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অন্য কোন
কর্তব্য বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ করিতে পারেন না কেন? এই
সমুদয় বথার্থরূপে বর্ণন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর
করিলেন, আমি নহশতনয়, আমার নাম যথাতি। আমি
পৃথিবীরাজ্যের সম্রাট ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে
সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদিগের
মাতামহ। আমি সুমন্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি,
ব্রাহ্মণদিগকে একশত স্বরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান
করিয়াছি, এবং শত অর্কুদ গো, বাহন, স্তব্ধ ও ধনেনব
সহিত এই সমাগরা ধরিত্রী বিপ্রসং করিয়াছি। পৃথিবী
ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেবীপ্যমান আছে। সত্য
প্রভাবেই মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। আমি
যাহা কহিয়া থাকি সকলই সত্য। আমার যাক্য কদাচ
বিফল হয় না; যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান
করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি,
উষদেবের পুত্র প্রতর্দন, এই সমস্ত নরলোক, মুনি ও দেব
গণ ইহার সত্য প্রভাবেই সকলের পূজনীয় ও মান্য
হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে স্বরলোক জয় করি-
য়াছি; অতএব যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে
স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন, এবং বিপ্রগণের প্রতি
অহ্যাশ্রয় হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের
সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে রাজা যথাতি
স্বীয় দৌহিড়গণ দ্বারা ভারিত হইয়া মহীময়ী কীর্তি সংস্থাপন
পূর্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন
করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পুরুবংশাবতংস
ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সর্দাচার ও সম্ভাব
হারাদি-সম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণন করুন।

পাদন বুধা হইয়া গেল। অনন্তর তিনি প
বহুবিধ বাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মহা
অমুগ্রহে ভূমহুয়া নামে এক পুত্র লাভ করিতে
প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে
করিলেন। মহাবী পুরুষের গর্ভে ভূমহার ছ
সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোত্রা, সুহবিঃ, সুজযু
সর্বজ্যোষ্ঠ সুহোত্র গজবাহু সমাকর্ণ ও বা
রাজ্যলাভ করিলেন এবং রাজস্বয় অশ্বমেধ প্রা
বাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।
সুহোত্র ধর্ম্যতঃ প্রজাপালন করিতে আরম্ভ
হস্তাশ্বরথ-সম্পূর্ণ ও জনতা-সমাকূলা বহুধরা
হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন।
হইলে শমাবুদ্ধি, প্রজাবুদ্ধি, ও গৃহিণী স্থানে
ও যুপস্তম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষ
সুহোত্রের তিন পুত্র জন্মে; অজমীঢ়, সুমীঢ়
মীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।
পত্নী; ধূমিনী, নীলী, এবং কেশিনী। ইহঁ
অজমীঢ়ের ছয় পুত্র হয়; ঋক, দ্রুমন্ত, পরমেষ্ঠী,
এবং রূপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক, নীলীর গ
পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহু, ব্রজন ও রূপি
করেন। দ্রুমন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে সপ্তজন
হইয়াছে, এবং অমিতভেজাঃ জহু হইতে
বিস্তৃত হইয়াছে। সর্বজ্যোষ্ঠ ঋক, রাজা ছিলেন
পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ
প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং অন্যান্য
বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হই
শত শত লোক ক্ষুংপিপাসার কাতুর হইয়া অক
কবলে পতিত হইতে লাগিল, এবং অনাবৃষ্টি ও
লোক সকল পঞ্চদশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে
রাজ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিষাঘারে রাজ্য
আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজ
ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বহুবর্গের স
য়ন করিয়া নিম্ননদীর তীরবর্তী এক নিবিড় বি
ঘাস করিলেন। সেই নিম্ন নদীতট অবধি পা
পর্যাস্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহার বহুকা
বাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত

একদিনে ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। তার-
পরে মর্হর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, পরম যত্নে প্রত্যুপগমন
করিলেন। ভগবান্ পূর্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন এবং
আত্মপূর্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।
তারপর আলনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা প্রার্থনা করিলেন,
ভগবান্! আপনাকে আমাদিগের পোরোহিত্য গ্রহণ
করিতে হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের
শান্তি বন্ধ করিতে পারি। মর্হর্ষি বশিষ্ঠ “তথাস্তু” বলিয়া
ভগবান্ প্রার্থনার সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর
অতিশয় মধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।
মহারাজ স্বরূপ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অহুষ্ঠানে
জ্ঞপ্ত হইলেন। অনন্তর স্বরূপের মহিষী তপতী এক
পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত
ধর্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন
হইয়াছিলেন। মন্তব্যঃ কুরু কুরুদ্বন্দ্বলে তপস্যা
করিতাছিলেন বলিয়া, ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে
খ্যাত হইল। কুরুর পাঁচ পুত্র; অবিজিত, অভিযান্ত্র,
চৈত্র্য, মুনি এবং জনমেজয়। অবিজিতের আট সন্তান:
পদ্মকিং, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাম্বলি, উচ্চৈঃ,
ঋষা, ভজকার ও জিতারি। পরীজিতের সাত পুত্র;
জয়সেন, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, স্বর্ষেণ
ও জীমসেন। জনমেজয়ের আট পুত্র; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,
দ্রুপদ, নিবধ, জাম্বনু, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি।
সকলকারেবাসকলেই বুদ্ধিমান, সুশীল, ধর্মপরায়ণ ও
শাল্য ছিলেন। সর্কজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হই-
লেন। তাঁহার দশ পুত্র; কুন্তিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ,
হবিঃপ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমহা, অপরাজিত, প্রতীপ,
সুপ্রভ এবং সুনেত্র। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা
করেন। তাঁহার তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং
শান্তিক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্মোপার্জন বাসনার প্রেরজা-
ন হইয়াছিলেন। শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন
করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু-
সংখ্যক রাজা পবিত্র মনুসংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! উদারচরিত পূর্ব
পুরুষদিগের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণোজ্জ্বল
পরিতৃপ্ত হইল না; অতএব অহুগ্রহ করিয়া পুনর্বার মনু
অবধি রাজর্ষিগণের বিস্তৃত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার
বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব
বৈশম্পায়নের নিকট যেক্ষণ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবিকল
বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের
পুত্র অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র
মহু, মহুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুবংশ, পুরুবংশের পুত্র
আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহষ, নহষের পুত্র যযাতি। যযাতির
দুই ভাৰ্যা, শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্কার কন্যা
শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, যদু এবং তুর্কহু।
শর্মিষ্ঠার তিন সন্তান; ক্রাহু, অহু এবং পুরু। যদু হইতে
যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে।
যে পুরু তিন বার অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং পরি-
শেষে বিশ্বজিৎযজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
পুরুর মহিষী কৌশল্যা। তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম
হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ
করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিষান্ নামে এক
পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব দিক্ জয়
করিতাছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিষান্ হইল।
তিনি যদুকুলসম্প্রদায় অশ্বকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বকীর
গর্ভে প্রাচিষানের সংঘাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদন্তের
দুহিতা বরাঙ্গী সংঘাতির সহধর্মিণী। তিনি এক সন্তান
প্রসব করেন, তাঁহার নাম সুহংঘাতি। তিনি কৃতবীৰ্য্য-
নন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে
তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্কভৌম। সার্কভৌম
জয়লক্ষ্যাকে কেকয়-রাজ দুহিতা কুনন্দাকে বিবাহ করিয়া
এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম জয়সেন। জয়সেন
বিদর্ভ-রাজ দুহিতা সুশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন।
সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয়
মর্যাদা নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ
নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজ-কন্যার
পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র

উৎপাদন করেন। মহাতোমের ধর্মপত্নী সুবজ্জা। তিনি অযুতনারী নামে এক পুত্র প্রসব করেন। যিনি অযুত-সংখ্যক পুরুষেধ বজ্জ করিয়া অযুতনারী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনারী পৃথুশ্রবার ছুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অক্রোধন, কলিঙ্গদেশসম্বৃত্তা করজ্ঞাকে বিবাহ করেন। করজ্ঞার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহ-দেশোত্তরা মর্যাদা নারী কনার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদেবাকে বিবাহ করেন। ঋক নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ঋক তক্ষকছুহিতা জ্ঞানার পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ষাটশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্বক তাঁহাকে পতিত্ব বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল; তাঁহার নাম তংহু। তংহু কালোদীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঈলিনের দুয়ন্ত প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। দুয়ন্ত, বিশ্বামিত্র-ছুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান কালে রাজা চম্পকের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল “মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবে নু না; ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদয়ই সত্য; বালকটি আপনার ঔরস; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরম ফল স্বর্গফল লাভ হইবে; অতএব বরপূর্বক আশ্বজের ভরণ পোষণ করুন।” ভরণ করুন এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরতভার্য্যা সুনন্দা ভূমহু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভূমহুর জায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়া সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এক নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল। হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুষ্ঠন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুষ্ঠনের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীড়। অজমীড়ের চারি মহিষী; কৈকেয়ী, পান্ডারী, বিশালা ও

ঋক। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্বিংশতি পুত্র জন্ম হয়। তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সশ্রবণ হইতে পিতৃকুলের ত্রিযুক্তি হইতে লাগিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বহুবংশোত্তরা তত্তাদী কুকর মহিষী। তিনি বিহুরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। বিহুরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ভে অনখার জন্ম হয়। অনখা অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিতকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সুহরার তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুত্র প্রতীশ্রবা। প্রতীশ্রবার পুত্র প্রতীপের প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তহু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন। শান্তহু প্রজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবারাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার স্তার সবেল হইল। উঠিত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তহু হইল। শান্তহু গন্ধাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। বাহাকে লোকে ভীম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীম পিতার প্রিয়চিকীর্ষ হইয়া সত্যবতী সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্বে অনুচাবহার পর শর-সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হইলেন। তাহাজেই বৈশ্যায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তহুর দুই পুত্র হইল; একের নাম বিচিত্রবীর্ঘ, অন্যের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ বৌদ্ধশাস্ত্রের উত্তীর্ণ না হইতেই গর্ভকর্তৃ-হস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীর্ঘ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকা ও অশালিকা নারী দুই মহিষী ছিলেন; কিন্তু পরে রাজা আশ্বজের বদননিরীক্ষণস্থলে বাকিত্ব লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী বংশধর নিমিত্ত চিত্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবার নিবেদন কহিলেন, যাতঃ! কি নিমিত্ত স্মরণ করিবার আজ্ঞা করুন। সত্যবতী কহিলেন, বৎস! তোমার পুত্র বিচিত্রবীর্ঘ পুত্রবিহীন হইয়া হুয়লোকে সমন করিয়া একগণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনরুৎপাদন কর। বৈশ্যায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীর্ঘকে ত্রৈলোক্য, পাণ্ডু ও বিহুর এই তিন পুত্র উৎপাদন

জন্ম বৃত্তান্তের এক শত পুত্র হইবে বলিয়া বর
লেন।

কর ষোড়শবর্ষের বরপ্রভাবে গাছারীর গর্ভে বৃত্ত-
শত পুত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্ঘোষন, দুঃশাসন,
চিৎসেন এই চারি জন সর্বাধান। পাণ্ডুর
গা, কুতীর ও মাজী। কুতীর আর একটি নাম পৃথ।
স পাণ্ডুরাজ যুগয়ার্থে জন্মণ করিতে করিতে দেখি-
ক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক বৃগীতে
হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব অদ্রুত ব্যাপার
গাচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং
কামক্রোধের সমাপ্তি ও পরিভ্রুণি না হইতেই
পর্যায়ত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া
অতিসম্পাত করিলেন “তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও
কার্যসাধনে ব্যস্ত ও বিনষ্ট করিলে, এই
অচিরকালমধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চ-
হইতে হইবে।” রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ
করেন প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষী-
সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দিবস
নিকট সমস্ত যুগয়ার্থতান্ত ও আপনার অধিসূয়া-
সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন, রাজা! আমি
হি অপুত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হই; অতএব তুমি
উৎপাদন করিয়া আমার আশ্রিত্যে শুভবিধান কর।
তুমি স্বামী আত্মা পাটরা ধর্ম, মারুত এবং ইন্দ্র এই
চারি যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, এবং অর্জুন
এই পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুত্রদর্শনে
ত হইয়া কুতীরকে কহিলেন, তোমার সপত্নীও
হীনা, অতএব বাহ্যতে তাঁহার সন্তান হয় তা বি-
করা কর্তব্য। কুতীর “যে আত্মা” বলিয়া তৎ-
টিকে আকর্ষণী বিদ্যা প্রদান করিলেন। মাজী
বদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে
আজ্ঞা তাঁহার উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা
স্বহানে প্রদান করিলেন। অনন্তর মাজী
দেবের এই দুই পুত্র লাভ করিলেন। একদা
হই মাজীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপ-
হইয়া মদনানল নির্কাশ করিবার নিমিত্ত
তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি পঞ্চ প্রাপ্ত হই-

লেন। তদর্শনে মাজী অভ্যন্ত শোকার্তা ও দুঃখিতা হইয়া
স্বামীর সহগমনে সঙ্কর করিলেন। তিনি চিত্তাঘাতে
আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুতীর হস্তে
সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ইত্যাদিগের প্রতি অবজ্ঞা না
করিয়া যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিবেন; আমি এ জন্মের
মত বিদায় হইলাম। তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডব-
দিগকে কুতীর-সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া
ভীম ও বিহুরের সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদানপূর্বক
অভিহিত, হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতার
হৃদয়ভঞ্জন ও পুণ্যবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীমাদির নিকট
পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্ধ্ব-
দেহিক যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কাল-
যাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্ঘোষন তাঁহাদিগের
কোন প্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিত না। এইরূপে পঞ্চব-
গণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে হর্যাস্ত্রা দুর্ঘোষন
হর্কৃষ্ণপুত্রতত্ত্ব হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত
নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধী
পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই হর্কৃষ্ণের সমুদায় আয়াস
নিফল হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র চলনা করিয়া তাঁহাদিগকে
বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডব দুর্ঘোষন তত্রাপি
কাত্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার
নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু, বিহুরের
মন্ত্রণাবলে নৃসংশয়ের অসদভিসন্ধি সমুদায় বিফল হইল।
পাণ্ডবগণ নিরন্তর অমিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত
নগর পরিত্যাগপূর্বক একচক্রাতিমুখে প্রস্থান করিলেন।
পাণ্ডবগণ, হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া একচক্রার উত্তীর্ণ
হইলেন। তথায় বক নামক এক দুর্দান্ত মিশাচরের প্রাণ-
সংহার করিয়া পাকালনগরে গমন করিলেন এবং জোপ-
দীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক প্রত্যেকে
এক একটি সর্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র, উৎপাদন করিলেন।
যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতীক্ষা, বৃকোদরের পুত্র স্রুতসোম,
অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহ-
দেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্ম। পরে যুধিষ্ঠির গোবালনের চহিতা
দেবীকাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয়
নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীর

কুমারী বলকরার পাণিপীড়ন করিয়া তদগর্তে সর্কগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জুন দ্বারবর্তীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী স্তম্ভরার পাণিগ্রহণ করিয়া নির্ঝিল্লি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক অভিমহ্মা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমহ্মা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন। নকুল করণুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্তে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম সূহো।। ভীমসেন পূর্বে হিড়িম্বার গর্তে ঘটোৎকচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমহ্মা বংশধর হইয়া ছিলেন। তিনি ধিরাটের হুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে অভিমহ্মার সহযোগে উত্তরার গর্ত-সফা হইল, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে বন্মাসেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই পুত্রকে কোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি। বাসুদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীৰ্য্য ও পরাক্রমে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কলতঃ বাসুদেবের অঙ্গগ্রহে তাঁহার অকাল জন্ম নিবন্ধন বলবীৰ্য্যপ্রভৃতি কোন বিষয়েরই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুত্র কুলের কীৰ্ত্তিবাহন জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিত রাখিলেন। পরীক্ষিত মাজীকে বিবাহ করেন। মহারাজ ! আপনি সেই পরীক্ষিতের গর্ভে মাজীগর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভাৰ্য্যা বর্ষষ্টমা শতানীক ও শতকর্ণ নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্তে শতানীকের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ ! পরমধন্য ও পরমপবিত্র পুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণদিগের নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য, স্বধর্ম-নিরত্ত প্রজাপালন তৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও বোদ্ধব্য এবং জিবর্গশুশ্রূষু শূত্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করা কর্তব্য। বাহারা পরম্পর নির্মৎসর ও নিত্ৰতাভাপন্ন হইয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান কিম্বা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন

এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরমপূজ্য নীয় হন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ বাসুদেব ক্রীড়াব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল পরম্পর নির্মৎসর ও প্রকৃত্য এই পরমপবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে স্মৃতিস্মরণলোকে গমন করিতে পারিবেন। এই মহাত্ম্য পবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরমরমণীয় ও বেদমন্ত্র আনুস্মর ও যশস্কর। অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য

মহাবতীতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষাকুবংশজাত রাজা সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র ও শতসংখ্যক রাজহুয়বজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক দে-প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমকল স্বর্গফল লাভ করিয়া অনন্তর একদিবস দেবগণ, ভগবান্ কমলযোনির ও করিতেছেন, বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সরিষরা গজ সহিত দাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল। বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড়ডীন হইল ; দেবতারা লজ্জার অধোমুখ হইয়া রহিলেন ; কিন্তু মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার অপাদমতক করিতে লাগিলেন। তদর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া ক্রম তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি লোকের উপযুক্ত পাত্র নহ। অতএব মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর। কিন্তু পুনর্বার তোমার স্বর্গলাভ রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া কাঁহার গর্ভে করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীক হইতে মানস করিলেন। সরিষরা মহাভিষকে অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বহু দেবগণ মুচ্ছিত ও বিকলেজ্জির হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা নিমিত্ত একরূপ হরবহাগ্রস্ত হইয়াছ ? তোমাদের কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে ? তাঁহারা কহিলেন, হরে ! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ

আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা
একদা হইয়াছি। এক দিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ
প্রায়শ্চিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত
মহাবীর স্বধাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম,
এই কারণে তিনি ক্রোধাধিত হইয়া আমাদিগকে
নিমিত্তবোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন।
তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন; সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য
কল্যাণি অনাথা হইবার নহে; অতএব আপনি নরকলেবর
ধারণপূর্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি
বিধান করুন, নতুবা সামান্য মানুষীর গন্তে আমরা জন্ম-
গ্রহণ করিতে পারিব না। গঙ্গা বহুগণের প্রার্থনার সম্মত
হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, মর্ত্যলোকে কোন্ মহা-
পুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন? তাঁহারা কহি-
লেন, প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু নামে এক সুবিখ্যাত
কপাল ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের
জনক হইবেন। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে
ইহা আমারও অভিমত বটে; অতএব তোমাদিগের
অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য আমি অবশ্যই
সম্পাদন করিব। বহুগণ পুনরুদার কহিলেন, হে
ঋষিগণ! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ
করিবেন, অধিককাল ঘেঁষে আমাদিগকে ভুলোকবস্ত্রণা
করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা
বলিলে আমি তাহাই করিব; কিন্তু যাহাতে রাজার
এই পুত্র জীবিত থাকে, তাহার কোন উপায় স্থির
কর। কারণ সেই পুত্রার্থী ভূপতির, মৎসহবাস নিত্য
বসন হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। তখন বহুগণ
কহিলেন, আমরা স্ব স্ব বীৰ্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ
প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্র লাভ হইবে। কিন্তু
মহাপুত্রের মর্ত্যলোকে সজ্জনসন্ততি হইবে না; অতএব
হি পিতৃগামিনী! আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত
পুত্র অশ্রু হইবেন। বহুদেবতারা, সরিহরা গঙ্গার নিকট
একপ্রেম প্রভিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অস্ত্রীষ্ট প্রদেশে গমন
করিলেন।

সপ্তমবর্তিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্কভূতহিতৈষী প্রতীপ
পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি যে স্থান হইতে ভাগী-
রথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোমুঠান
দ্বারা অনন্তকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধনৌ
রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া জীকপ ধারণপূর্বক
জলমধ্য হইতে গাজোখান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ
উরুদেশে উপবেশন করিলেন, মহীপাল প্রতীপ সেই
বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণি! তুমি কি
নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার কি প্রিয়-
কার্য সম্পাদন করিতে হইবে? তিনি কহিলেন, মহারাজ!
আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আমার
অভিলাষ পূর্ণ করুন; প্রণয়াকাজিকী রমণীকে প্রত্যাখ্যান
করা অতি গর্হিত কর্ম। প্রতীপ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি!
আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরপরিগ্রহে অথবা
সবর্ণী স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না; তাহা করিলে
আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে। দেবী কহিলেন,
মহারাজ! আমি অগম্যা অথবা নির্দীনীয়া নহি, আমি
হইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি
দিব্যজনা, আপনার প্রণয়পাশে আবৃত্ত হইয়া অভিগমন
করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজন্য করুন; পরকলত্রবোধে
প্রত্যাখ্যান করিবেন না। প্রতীপ কহিলেন, তুমি প্রিয়-
বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে
নিবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্তনাপরতন্ত্র
হইয়া সেই অসাধুকার্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব
আমাকে উৎসন্ন করিবে; সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি
কামিনীভোগ্য-কামোক পরিভ্যাগপূর্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেবা
দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয়
হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার
করিতে পারি। তুমি স্নাত্যভোগ্য দক্ষিণোক আশ্রয় করি-
য়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে। আমি অকীকার
করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব।
এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী কহিলেন,
মহারাজ আপনি সসগরা বহুধরার অধীশ্বর। পৃথিবী
সমস্ত রাজমণ্ডল আপনকার অধীন। স্বর্গীয় সদৃশাবলি

শত শত বৎসর নিরন্তর কর্তন করিলে তাহার অবধিলাভ হয় না। অতএব আপনার আজ্ঞা সর্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতি-নিবন্ধন আমি ভরতকুলেয় কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল কার্যের অমুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙনিম্পত্তি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ বাবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন-পূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া ক্রীকৃপাধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্ম-প্রতীকায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্রত্যাগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অমুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভবি সেই বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র হইলেন। শান্তিপূর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তমু হইল। শান্তমু জন্মান্তরীণ অক্ষয় সূর্য স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সংকল্পের অমুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! পূর্ব্বক এক দিব্যাক্ষনা তোমার উৎপাদনার্থে সংলক্ষণে আগমন করিয়াছিলেন; যদি সেই রূপলাবণ্য-বতী সুরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অমুমতি করিতেছি। আর, তোমাকে তাঁহার চিত্তাহবর্জন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিৎকাল রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তমুকে এইরূপ উপদেশ প্রদান-নস্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তমু অত্যন্ত যুগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং যুগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক যুগ মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে একটা সিদ্ধচার-গণ পরিসেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। এক

দিবস যুগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ উজ্জলতম পরমহুন্দরী এক রমণীকে তর-নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুললিত রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিপোদরসদৃশ কচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজ ও চমৎকৃত হইলেন। কণ্টকিত-কলেবর হই-দৃষ্টিতে বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বি-তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত-নয়নে রাজার প্র-পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণ-জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুশাজি! দেব, দানব অঙ্গরা, যক্ষ, পন্নগ ও মহাব্য ইহার মধ্যে তুমি জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল করি।

অষ্টমবর্তিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী রাজার সম্মিত মুহুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ব-নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার মহিষ চিত্তাহবর্জন করিব; কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের করিব, তাহা ভালই হউক, বা মন্দই হউক, আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না, এবং আমার প্রতি কোন অগ্রিমবাক্য প্ররোণ করিতে প-না। যদি এইরূপ বাবহারে কালযাপন করিতে হইলেন, তবে আপনার সহবাস করিব; সংকৃত ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তদ্বিমিত্ত বিরক্ত অগ্রিম কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে প-করিব, সন্দেহ নাই। রাজা এই নিয়মে সম্মত ও হইলেন। গঙ্গা শান্তমুকে এইরূপে বচনবদ্ধ পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। মহীপতিও সেই অলোক-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ক্রীকৃপালাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত

স্বয়ম্ভুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং
বিপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সম্ভোগোপাদনে
করিলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর
কর পরম ভাগ্যবান শাস্ত্রু রাজার মহিষী হইয়া
স্বয়ং, ভাব, বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের
হিত করিলেন। ফলতঃ রাজা রাজমহিষীর সম্ভোগে
মগ্ন হইয়াছিলেন, যে ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-
হ করিতে পারিতেন না। রাজার সম্ভোগস্থলে
সম্ভোগ, ঋতু ও মাসাদি মুহূর্ত্তব্য অতীত হইত,
কুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে
অসুস্থ হইয়া, আটটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রেরা
হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রোত্বে
করিতেন; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস
করিতেন, যে “আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব”।

অদর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু
নি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান
য ভীত হইয়া বাঙ নিশ্চিন্ত করিতে পারিতেন না।
বস্তুর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে
লেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন,
এবার পুত্রটী জীবিত থাকে এই আশয়ে পত্নীকে
লেন, পুত্র বিনষ্ট করিও না; ভূমি কে? কি নিমিত্ত
দিগের প্রাণবধ করিতেছ? হে পুত্রবাতিনি! পুত্র-
অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই; শাস্ত্রে
আছে উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত
চরণে ক্ষান্ত হও।

খন সেই স্ত্রী কহিলেন, হে পুত্রকাম! আমি
পুত্র বিনষ্ট করিব না; এক্ষণে পূর্বকৃত নিয়ম
অনুসারে, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ
করিনা। আমি মহর্ষি জরুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা।
যে সর্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল
স্বার্থ লাভনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর
মমত সম্ভানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না;
এই মহাভক্তা বহুগণ; মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিপায়ে মনুষ্য
হইয়াছিলেন। তোমাভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ
দিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারে না এবং

আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাদিগের জননী হই-
বার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মামুষী হইয়া
ইহাদিগকে গর্ত্তে ধারণ করিয়াছিলাম। আর ভূমিও ইহা-
দিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি
ইহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার
গর্ত্তে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্যালোক
হইতে মুক্ত করিব। ইহারা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত
হইতে মুক্ত হইলেন, এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে
উত্তীর্ণ হইলাম। অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি,
আপনার মঙ্গল হউক। মঙ্গলভ্রাতা এই পুত্রটিকে গঙ্গা-
দত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপে
বহুগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

শাস্ত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরনন্দি! বশিষ্ঠ কে?
বহুদেবতার! কি ছদ্ম করিয়াছিলেন যে তাঁহারী মহর্ষি
বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যায়োনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনা-
কর্ত্তক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে,
তাঁহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যালোকে বাস করিতে হইবে?
আর বহুগণই বা সর্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত
মনুষ্যায় প্রাপ্ত হইলেন? তাহা সবিশেষ বর্ণন কর।
জাহ্নবী কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ
বকগদেবের পুত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি
গিরিবর সুরেন্দ্রের সন্নিহিত এক পরম রমণীয় অরণ্যে
তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন, সকল ঋতুতেই নানা
জাতীয় কুমুমসমূহে বিকসিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষি-
গণ অসঙ্খ্যচিত্তিতে সর্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই
আশ্রমপদ স্বচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার
সুস্বাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষ প্রজাপতির সুরভীনাদী এক নন্দিনী ছিলেন।
সেই সর্বকামপ্রদা সুরভী জগতের হিতার্থে গোরূপ ধারণ
করিয়া কশ্যপের গুহে ভ্রমণে জন্মগ্রহণ করিয়া মহা-
তপা বশিষ্ঠের হোমধেয় হইলেন। তিনি মুনিজন-সেবিত
সেই পরম রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন।
একদা পৃথু প্রভৃতি বহুদেবতার! বনবিহারার্থে সঙ্গীক

হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব পত্নী সমভিষাচারে তত্রত্য সুরম্য পূর্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বহুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনায়ী দেখুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পরে ছানামক বহুকে সৰ্বলক্ষণাক্রান্তা, পীনোদী, সুদোদী, সুন্দর-বালমি ও বিচিত্রধরবিশিষ্টা সেই দেখু দর্শন করাইলেন। ছানন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অশেষপ্রকার গুণ-কীর্তনপূর্বক দেবীকে কহিলেন, দেবি! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেহু। মর্ত্যলোক-নিবাসী যে ব্যক্তি এই দেখুর সুস্বাদু দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থিরযৌবন হইয়া জীবিত থাকেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বহুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন, মহাভাগ! মর্ত্যলোকে জিতবতী নায়ী আমার এক প্রিয়সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশী-নরের হৃদিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবীমধ্যে সর্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি আভিলাষ করি, আপনি সত্বর হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ দেখুকে আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া বাব-জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন ইহার পর আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে। হে নাথ! আমার অভিলষিত সম্পাদনে তৎপর হওয়া আপনার সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। হ্যা পত্নীবাচ্য শ্রবণ করিয়া পৃথুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সমভিষাচারে সেই দেখু ও তাহার বৎস অপ-হরণ করিলেন। ভাৰ্য্যার প্রবর্তনাপরতর হইয়া মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়া দেখু অপহরণ করিলেন বটে কিন্তু তন্নিমিত্ত যে যোৱতর অনিষ্টাপাত হইবে তাহা কিস্কিন্মাত্রেও বিবেচনা করিলেন না।

অনন্তর তপোধন বারুণি কলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় দেখু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পারশেষে জ্ঞানচক্ৰ উদ্বীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য বহুদেবতার। এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার দেখু অপহরণ পূর্বক গ্রহান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বহুগণকে অভিসম্পাত করিলেন “যেহেতু তোমরা আমার

সর্বলক্ষণাক্রান্ত দেখু অপহরণ করিয়াছ, অতঃ-যোনি প্রাপ্ত হইবে।” মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুগণকে এই প্রকার শাস্তি করিয়া পুনর্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বহুদেবতার। আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াও জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ক্রোধানল নির্মাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ক্রোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন ক্রোধপরতর হইয়া যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা পারিব না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে তোমার লেই প্রতি সত্বৎসরে শাপমুক্ত হইবে; কিন্তু বাহার অভিশপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্মের দণ্ড করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যালোকে কষ্ট করিতে হইবে। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ঔরসে গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরমধাৰ্মিক, সু-বিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দায় প্রভৃতি পার্থিব সুখসম্ভোগে পরাধীন হইবেন। এই কথা বলিয়া স্বহানে গ্রহান করিলে বহুগণ নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, “প্রভে! আপনি দিগকে গর্ভে ধারণ করুন; আর আমরা ভূমিষ্ট হইয়া আপনি আমাদের সন্নিবেশ করিবেন।” এব হে মহারাজ! অভিশপ্ত বহুদেবতার।গকে ব-লোক হইতে ঋটিতি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি হত্যারূপ অকার্য সম্পাদন করিয়াছি। কেবল এই হ্যা সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুষ্যালোকে করিবেন। দেবী এই কথা বলিয়া অভ্যর্জিতা হইয়া রাণী তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকাক্ত ও বিষমমনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম দেবভ্রত ও গাঙ্গের হইল। পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। তিনি মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্তন করিব এবং মহাত্মা কৃপতির সৌভাগ্য বর্ণন করিব, যাহার ইতিহাস মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শততম অধ্যায় ।

শাস্ত্রাঙ্গান কহিলেন, রাজা শাস্ত্র পূরমপ্রীক্ত, পবম
ও পরম ধীমান ছিলেন। জিতেজিহ্নতা দয়ালুতা
সদৈগুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহা-
শাস্ত্র দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মান-ভাজন, ধীর-
ত, ক্রমাবান, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত
ন এবং সেই সর্বগুণাঙ্গাদ, ধর্মার্থ-কুশলী, রাজা
স্বংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন।
পত্নীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত।
ই অদ্বিতীয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্মিক
কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন
করা সেই কীর্তিমানের সদাচার ও সচ্চাবহার দর্শন
আর্থ ও কাম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল একমাত্র
পাসনা ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শাস্ত্রের
প্রতিশ্রুতি ধার্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাটপদে
নিযুক্ত করিলেন; এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী
চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও
গীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্থপে
বিসান করিয়া শয্যা হইতে পরমস্থখে গাত্রোথান
তেন। সেই দেবেজ-প্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতি-
সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন
বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্র-প্রমুখ
গণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশীলা পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে
ব্রত করিলেন। লোকের ধর্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি
তে লাগিল; ক্ষত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন;
শ্রমের ক্ষত্রিয়সেবায় দীক্ষিত হইলেন; এবং শূদ্রেরা
কর্ম, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হই-
ল। রাজা শাস্ত্র কোরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনা-
ক অনুস্থানপূর্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি
সত্যবাদী, ক্ষম-স্বভাব, বদান্য, তপোনিরত, রাগ-
হীন, পরম সুন্দর ও শ্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি
জাগে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে ঘর্মের
ন্যায় এবং লহিষ্ণুতার পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্বগুণা-
কৃতপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে লোকের জিহ্বাংসা-
বৃত্তি সম্যকরূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বুধা হিংসা

এককালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত-পরিশূদ্ধ ও
কামরাগ-পরিবর্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্মো-
ত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্বিশেষে শাসন করিতে লাগি-
লেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃত্যার্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ
করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির
ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতাম্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি
রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দান ধর্মে প্রবণ হইল
এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নী-
সহবাস পরিত্যাগপূর্বক চত্বারিংশ বৎসর বনবাস করিয়া-
ছিলেন। গঙ্গাগর্ত্তসমুত তৎপুত্র দেবব্রত রূপ, গুণ, আচার,
ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা
নূন ছিলেন না। তিনি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাবল-
পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। এক দিবস দেবব্রত
একটি মৃগকে বাণবিক্ষ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগী-
রথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জলশুক প্রায়
করিয়া ফেলিলেন। রাজা শাস্ত্র সরিহরার এইরূপ
অদৃষ্টপূর্বক গতিরোধ-দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “অদ্য
গঙ্গা পূর্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন না কেন।” অনন্তর
কারণ জিজ্ঞাস্য হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন,
দেবরাজ-সদৃশ এক পরম রূপবান কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য
দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডাংগুণে
এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা
পন্ন হইলেন। তাঁহাকে, অতীব শৈশবাকহার দেখিয়া-
ছিলেন, স্মৃতিরঃ এক্ষণে আশ্রয় বণিয়া চিন্তিতে পারিলেন
না। দেবব্রত পিতাকে চিন্তিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু
কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে
পারেন এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাতঃ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শাস্ত্র এই অজ্ঞাত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া
তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনার গঙ্গাকে দেখাইতে কহি-
লেন। গঙ্গা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ
হস্ত গ্রহণপূর্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম রমণীয়
বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিকৃত বস্ত্রে সংবৃত্তাঙ্গী গঙ্গা
দৃষ্টপূর্বক হইলেও রাজা তাঁহাকে চিন্তিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পূর্বে আমার নিকট
যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুত্র।
ইনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন।

আমি ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বর্ণিষ্ঠের নিকট বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবলপরাক্রান্ত কুমার কৃতান্ত্র অধিতীয় ধনুর্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুর-গণের পরম প্রণয়াম্পদ। দৈত্যকুলগুরু গুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ইহার কর্তৃত্ব। সুরাসুর-নমস্কৃত পুহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শক্রবর্গের হরাক্রম্য, মহাবল, প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন; অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশ্বেষগুণ সম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।

রাজা গঙ্গাকর্ত্ত্বক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্র সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্বয় হইলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণাধিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুররাজ সত্যবাহির প্রদর্শন দ্বারা পিতা-
নন্দিত হইয়া একে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে
প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত তারি কংসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে একদিবস যমুনানদীর উত্তরণার্থস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সর্বিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতুলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবর-কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীক! তুমি কে? কাহার পত্নী? এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল মহাশয়! আমি ধীবর-কন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবর-কন্যার অহুপম রূপমাদুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গ-সৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, হে প্রজানাত! যখন কন্যা-
রাছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মগতীরূপে
করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব; আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব
অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন, হে
তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে
হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য
নিশ্চয়ই প্রদান করিব; কিন্তু অদেয় হইলে কোনক্রমে
দিতে পারিব না। ধীবর কহিলেন, মহারাজ! এই
কর্ত্তে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তনানে সেই পুত্র
অভিষিক্ত হইবে; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ়
পরিবে না এই আমার অভিলাষ। রাজা প্রদীপ্ত
নলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বরদান করিতে সম্মত হই
না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেন্তনপ্রায় হইয়া ধীবর-কুমার
অহুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনা
প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর একদিবস দেবভ্রত পিতার নিকট উপস্থিত
তাহাকে শোকাক্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে
তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আ
নার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে
শোকাক্ত ও হুগ্ধিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাষ্ট কেন শূন্য
রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সন্তাষণ করিতেছেন
অস্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন
মলিন, ও পাণ্ডুবর্ণ ও ক্লশ হইতেছেন; অতএব আপন
কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীক
করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, বৎ
আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা
কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র, তুমি
শস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু
পুত্র! মহুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে ইহা বড় আক্ষেপ
বিষয়। কারণ যদি তোমার কোন অনিষ্ট ঘটনা হয়
হইলে আমাদিগের কুল নির্মূল হইবে, সন্দেহ নাই
তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর
দারপরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধর্ম্ম

হইয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র তিনি অপুত্রমধ্যেই
চ। স্বর্গীয় অনিষ্ট শাস্তির নিমিত্ত নিরন্তর পর-
নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান
করিয়াছেন, ত্রয়ী এবং ত্রিখিল শাস্ত্র, কিছুই
বৌদ্ধশাশ্ত্রেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরা-
ধীনা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপূরিত ; অতএব রণক্ষেত্র
ক কৃত্রাপি তোমার নিধন হইবে না ; কিন্তু বৎস !
ক বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি
চ হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই স্থান্তির হয় না,
আমি এই অপার ছঃপার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি।
। দেবব্রত, রাজ্যের বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত
ণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার
ত্বীয় বৃদ্ধ সচিবের সম্মুখস্থানে সহর গমনপূর্বক
শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ
ক ধীরকুমারী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করি-
ব্রত মন্ত্রি প্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ
হারে ধীরব-সমীপে গমনপূর্বক পিতার নিমিত্ত
ীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজ-
যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে
প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন
ধীরব সমাগতরাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, হে ভরত-
আপনি ~~অতাবাজ~~ শাস্ত্রমুর কুলপ্রদীপ, আপনার
এ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা
দখুন, ঈদৃশ শ্লাঘা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্
ই ছঃখিত হয় ; সাফাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ
ারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান, যাঁহার
বর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারবার আমার
ীয় পিতার গুণকীর্তনপূর্বক কহিয়াছেন যে, সেই
ব্রাহ্মী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত
হর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক
হন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সন্মত না
ই অসিতাদ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।
জায় পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। হে
বোধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতি
মানল প্রজ্জ্বলিত হইবে ; কিন্তু আপনি জুড়
জ্বর, কি অম্বর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসমুৎ হউক

না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকাল মধ্যে পঞ্চদ প্রাপ্ত
হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার ! কেবল এইমাত্র
দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয়
নাই।

পিতৃভক্ত গান্ধের ধীরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত-
রাজগণ-সমক্ষে যথায়ুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন ; হে সত্য-
বাদিন ! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয়
বলিতেছি, তুমি বাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য
করিব। যিনি ইহঁদিগে গর্ব্বভ্রমগ্রহণ করিবেন, তিনি আমা-
দিগের রাজা হইবেন, অনন্তর জালজীবী কহিলেন, হে
ভরতর্ষভ ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় চক্ষুর কণ্ঠে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কত্কার প্রভু হইলেন,
সুতরাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল ;
কিন্তু আমার একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য
করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে
আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি
সন্দেহান হইয়া জিজ্ঞাস্য করিতেছি। তুমি সত্যবতীর
নিমিত্ত ভূপতিগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা
তোমার অননুরূপ নহে ; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণু-
মাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন,
তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার
প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীরবের অভিসন্ধি জানিয়া তত্ত্বীয়
ভূপতিগণ ও ধীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি
ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব।
আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে,
সন্দেহ নাই। দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ
করিয়া হর্ষে-পুলকিত হইয়া কহিলেন, “তোমার পিতাকেই
কন্যাদান কর্তব্য কর্তব্য।” অনন্তর দেবতা ও অঙ্গরোগণ
অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে
লাগিলেন, এবং তাঁহাকে “ভীম” বলিয়া সম্বোধন করি-
লেন। পিতৃভক্ত ভীম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন,
মাতঃ ! রথোপরি আরোহণ করুন ; আমরা গৃহে গমন
করি। অনন্তর রথারোহণপূর্বক হস্তিনাপুরে আগমন
করিয়া রাজা শাস্ত্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।
রাজগণ সমবেত ও পৃথক পৃথক হইয়া মুকুটভেঁ তাঁহার

এই দুঃস্থ কার্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আত্মান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অব্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, যে মহাত্মন! যেহে ব্যক্তিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

একাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দিন পরে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ ধৌশক্তি-সম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রান্ত ও সর্ববিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্ষ্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র জন্মিল। মহাবীর্ষ্য বিচিত্রবীর্ষ্য তরুণবয়স্ক হইতেই রাজা মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম নত্যবতীর মতাত্মসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদয় রাজ্যমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্ষ্যে কাহ্নাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাস্বরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী শ্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দে ভূমূল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব মার্য্যবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদয় প্রোতকার্য্য সম্পাদন করাইলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্ষ্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্ষ্য পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুণল ভীষ্মের প্রতি যোগোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে

লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরমবৎ পালন করিতে ক্রটি করিতেন না।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে কৌরবনন্দন! নিহত হইলে বিচিত্রবীর্ষ্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম নিদেশানুযায়ী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন অনন্তর বিচিত্রবীর্ষ্যকে তরুণবয়স্ক হইয়া মহাত্মা তাঁহার বিবাহ দিবস মানস করিলেন। এই সময়ে পতির তিন কন্তা স্বয়ম্বর হইবেন, এই কথা কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম, মাতার অমুখি রথারোহণপূর্ব্বক বারানসী নগরীতে গমন করিয়া তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা হইতে সেই স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছেন। এক কন্যারও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজা দিগদেহী কীর্তিত হইলে ভীষ্ম, ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই দিগকে প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রথের হরণ করাইয়া অতি গভীরস্বরে মহীপালদিগকে লাগিলেন, কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আকরিত্তা ধনদানপূর্ব্বক গুণবান্ শাস্ত্রে শিক্ষণ করেন। কেহ গোমিথুন প্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে পঞ্চাঙ্গাৎ কেহ বা প্রতিজ্ঞাত-ধনদানপুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করুক। কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন। কেহ সন্তাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক তদীর পাস করেন। কেহ প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করেন। কেহ বা আর্ষবিধির অনুসারে দার পরিগ্রহ থাকেন। কেহ কেহ কন্যার পিতা মাতাদিগকে অর্থ দানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। উত্তম বিবাহ মধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়ম্বর হেরই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রমপ্রিয় অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূতলী করিয়াছেন। অতএব মহীপালগণ! আমি বহু ইহাদিগকে অপহরণ করি; তোমরা বুদ্ধ অথবা কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধার সাধন

কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি। বারাগসীম্বর
কন্যা রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া, মহাবল ভীষ্ম
কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্বক আপন রথে আরোহণ ও
সকল আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।
পরে তুপালগণ কোপে কম্পাঙ্কিত-কলেবর হইয়া দশনে
ম দ্রুততর নিম্পীড়নপূর্বক বাহ্যাস্ফোটন করিতে
লেন। সকলে বাস্ত হইয়া সম্বর অলঙ্কার উন্মোচন
স্বচধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া
ল। বর্ষ ও আভরণ সকল ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে
হইল যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকা সকল ভূতলে
ত হইতেছে। প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা নানা
রি অন্তঃস্বস্তে স্তম্ভীভূত হইয়া রৌচকযায়িত ও
জীকুটিল নয়নে ক্ষিপ্ৰজব-ঘোটক-সংযুক্ত ও স্তম্ভ-স্ব-
চ রথে আরোহণপূর্বক আয়ুধ সকল উত্তোলন করিয়া
নবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীর-
ষ্মের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমর-
রের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঙ্কিত হইতে লাগিল।
কেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ
তে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত
জাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড
করা ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্বতো-
মূলগন্ধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দিক
নি করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে
ল। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপ-
রিত করিয়া পরিশেষে তিনটি বাণদ্বারা সকলকে বিদ্ধ
লেন। তাঁহারও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর
ক্ষপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক
কোমর তাঁহাদিগকে ছই ছই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।
শত্রুর-সংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত-
র সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম মাত শত্রু ও সহস্র সহস্র
ক্ষিপ্ত ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ষ ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার
সাধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আশ্চর্য্য দর্শনে শত্রু-
সৈন্যেরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অত্রবিদ্যা-বিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয়
কিয়া কন্যাদিগের সমভিবাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান

করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাশ রাজা, বিজিগীষু হইয়া
তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন বুধাধিপ মাতঙ্গ
দস্তাঘাত দ্বারা বারাগসীম্বরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাত-
ঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবল-
পরাক্রান্ত মহাবাহু শাশ মহীপতি সৈধ্যা ও ক্রোধপরবশ
হইয়া ভীষ্মকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিলেন। অরতি-
কুলনিহস্তা পুরুষবাত্ত ভীষ্ম তাঁহার গর্জিতবাক্য শ্রবণ-
গোচর করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধূম অগ্নির ন্যায়
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত
চিত্তে ক্ষত্রধর্ম অবলম্বন পূর্বক ধনুর্ধারণ ও ক্রকটী-
বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সম্বরণ করিতে আজ্ঞা
দিলেন। তদর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম
ও শাশের সমর-সমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
যেমন কোন গাবীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল রথভ্রম
গভীর নিনাদ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয় তদ্রূপ,
মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাডঙ্ঘর-
পূর্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাশরাজ ভীষ্মের
প্রতি উপযুগ্মের সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করাতে, শাস্তনব
প্রথমতঃ সাত্বিশয় পীড়িত হইলেন; তদর্শনে তত্রতা
ভূপতিগণ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া শাশরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা
ও বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শাস্তনব শাশরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবণা-
নন্তর ক্রোধভরে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিয়া সার-
থিকে আজ্ঞা করিলেন, “যেখানে শাশরাজ আছে, শীঘ্র
তথায় রথ চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমনভবনে
প্রেরণ করিব।” অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বাকুগাজ দ্বারা
শাশের রথসংযুক্ত ঘোটকচতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয়
অস্ত্র দ্বারা সপক্ষে অস্ত্রশস্ত্র সকল নিবারণপূর্বক তদীয়
সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে ঐজাজ দ্বারা
অপর্যাপ্ত উত্তমোত্তম অশ্বসকলও বিনষ্ট করিলেন। এই
রূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শাশও প্রাণ পাইয়া স্বীয়
রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্বক ধর্মপ্রমাণ রাজ্যশাসন করিতে
লাগিলেন। যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ং দর্শন করিতে আসিয়া-
ছিলেন, তাঁহারও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।
তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যার

লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় ধর্ম্মাশ্বা বিচিত্রবীৰ্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শাস্ত্রহর ন্যায় ধর্ম্মাশ্বাসারে রাজ্যাশাসন করিতেন। অমিত-বিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুল সম্মলে উন্মূলন পূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীখর-হুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্মৃষ্ণ ন্যায়, অমুজার ন্যায় এবং হুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কোরবগণ সমীপে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহত সর্ব্বগুণযুক্ত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহকার্য্য সম্পাদনান্তে গোপনে সভ্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমি ইতিপূর্বে মনে মনে শাশুরাজকে পতিভেদে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এবিষয়ে আবার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে মহাপতি শাশুর করে কর্ণার্পণ করিয়াছি; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ধর্ম্মত যেরূপ অভিক্রাচ হয়, তাহা সম্পাদন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবশ্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অমন্তর বেদপাণ্ডব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্নেহানুরূপ কার্য্য করিবার অমুমতি প্রদান করিলেন এবং অশ্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমশুন্দর বিচিত্রবীৰ্য্য সেই কামিনী-যুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিভস্বিনীদ্বয়ের পয়োধরযুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখ সকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘনবিকুঞ্চিত শ্রামল কেশপাশে কি অনির্কচনীয় শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অমুরূপভর্ভাগিনী জানিয়া প্রীতিপ্রফুরচিতে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজন-মনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীৰ্য্য

মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাত বৎসর নিরন্তর করিয়া যৌবনকালেই বস্মারোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ অবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিরন্তর অস্ত্রাচলে গমন করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রশমনসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে কাতর ও একান্ত বিষন্ন হইয়া ক্রান্তিভগ্ন ও সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমুদায় করিলেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভ্যবতী পুত্রশোকে হইয়া পুত্রবধুদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য করিলেন। পরে স্মৃষ্ণাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরথ বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্যালোচনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শাশুর জলপিও প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত লক্ষ্য হয়না; কেবল তুমিই তাঁহার অগ্নিতীয় আশ্রয় তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্ব নিখিলবেদের পারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও অশ্বিরার ন্যায় তোমার নিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যের রসী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাশ্বন! কলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোনকার্য্যে নিরোপিত হইচ্ছা করি অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবান হইয়া পুরুষবর্ভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন এককালে পরলোক্য হইয়াছেন। তাঁহার পরমরূপ ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পূজার্হিনী রহেন অতএব আমি অমুমতি করিতেছি, তুমি বংশ নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তোমার পরমধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে অভিযুক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপ করিয়া পিতার বংশরক্ষা কর।

ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদগণের এবশ্রকার অশ্রু-
শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, মাতঃ !
প্রদীপদেশ, প্রদান করিয়াছেন বথার্থ বটে, কিন্তু
প্রদান বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,
বিস্মৃত হইয়াছেন ? আমি দারপরিগ্রহবিষয়ে
পনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা আপনি
আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্বার
এ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন।
মলোকা পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্র পরি-
রিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু
বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত
কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব
পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর
গ্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে,
স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরি-
রেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ
এক পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাতপতা
করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন
রাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি
পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

ভী, মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা
হিলেন, হে সত্যপরাক্রম ! সত্যের প্রতি তোমার
অপারিত ভক্তি ও বথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার
আছে, এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তেজঃ-
পুতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও
সমর্থ পরিত্যাগ করিতে পার, আর তুমি আমার নিমিত্ত
গত্যা করিয়াছ। তাদ্ধাও বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু
তোমাকে আপদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃক
করিতে হইবে। হে পরমপুত্র ! বাহাতে তো-
মার রক্ষা পায়, ধর্মের উচ্ছেদ না হয় এবং
গণের সন্তোষ জন্মে তাহার অহুষ্ঠান কর। সত্য-
শাস্ত্রকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরস্তর
পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাঙ্ক্ষায়
হৃত অধর্ম্য কার্যের অহুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তনা
হইন দেখিয়া ধর্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ !
প্রতি দৃষ্টিপাত কর; আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না;

কত্রিষের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়; অসত্যসদৃশ কত্রিষের
অধর্মের অবধি থাকে না; অতএব বাহাতে রাজা শান্ত-
হুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান
থাকিবে, তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন কত্রিষধর্ম কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন; অপিতৃধর্ম-কুশল প্রাজ্ঞ পুরো-
হিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্যানুসারে কার্য্যারম্ভ
করিবেন।

চতুর্ধিকশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, যিনি পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া
ভীক্ষধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণসংহার করিয়া-
ছিলেন, যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীৰ্য্যের ভুজবনচ্ছেদন করিয়া-
ছিলেন, যিনি শরাসন গ্রন্থপূর্ব্বক অনবরত মহাস্রবণ
করিয়া একবিংশতিবার পৃথীকে নিক্ষেপিয়া করিয়াছিলেন,
এবং অরতিশোণিত-জলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়া-
ছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগু ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ কত্রিযকুল
পুনর্বার রক্ষা করিয়াছেন।

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজসন্তান উৎপন্ন
হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতরই হইয়া থাকে; এই সনা-
তন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কত্রিযপত্নীরা ব্রাহ্মণগণ-সমীপে
অভিগমন করিতেন, এবং কত্রিযদিগের পুনর্ভববিধি
লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। কত্রিযকুল এইরূপে পুনর্বার
বহুমূল হইয়াছে। হে রাজা! এই বিষয়ে আর একটি
অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
পূর্ব্ব উত্থা নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তাহার
মমতানারী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি
উত্থোর যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুত্রোহিত মহাতেজাঃ ব্রহ্মপতি
মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা
দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি
তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্বত্তী হইয়াছি, অতএব
রমণেচ্ছা সম্বরণ কর। আমার গর্ত্তস্থ উত্থাকুমার কুকি-
মধ্যেই বড়ল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘ-
রেতাঃ, এক গর্ত্তে ছই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব;
অতএব অদ্য এই হর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। ব্রহ্মপতি

মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, স্তূতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন ।

অনন্তর গর্ত্তস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্ৰীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! মদনবেগ সঞ্চরণ করুন । স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব । আমি পূর্বে এই গর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ত্ত্ব হইতেছে, সন্দেহ নাই । বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন । গর্ত্তস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধুব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্লের পথ রোধ করিলেন । রেতঃ প্রবেশার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল । তন্নীরাক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ত্তস্থ উত্থানন্দনকে ভৎসনাপূর্বক অভিসম্পাত করিলেন, “যেহেতু সর্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে এই অপরাধে তুমি বাবজীবন অন্ধ প্রাপ্ত হইবে ।” বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উত্থানন্দন অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমা হইল । সেই অন্ধ্রক বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি, স্বীয় বিদ্যাধনে প্রদেবীনারী এক পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে তিনি গোতমপ্রভৃতি কতিপয় স্তুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উত্থোর বংশরক্ষা করিলেন । অনন্তর বেদবেদাঙ্গ-পারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা, সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া “ভক্ত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধাক্ত হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য ; অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত । তাঁহার পরম্পর এইরূপ মন্তব্য করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদরসম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করি-

তেন না । দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বি আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ । প্রদেবী স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে ; ঋজুমাত্র, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রভু, তোমার ও তদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণপোষণ নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি ; অতএব পর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করি না । মহর্ষি পত্নীবাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধাঘ্রিত হইয়া কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর ; বলবতী অর্থস্পৃহা তোমাকে ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র ! দুঃখের নিদানভূত স্বংস আমার অভিলাষ নাই ; তোমার যেমন অতিক্রম কর । আমি পূর্বের ন্যায় তোমার ও তোমার বর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না । দীর্ঘতমা পত্নী “সগর্ভবচন শ্রবণ” করিয়া কহিলেন, আমি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে তদীয় বাবজীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে । পতি জীবিত থাকিতে অপর প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তরকে স্বামী হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই । পতিবিহীন নারীগণের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিবে না, ভোগ করিতে পারিবে না । বিষয়ভোগ করিতে ও পরিবাদের পরিসীমা থাকিবে না । ব্রাহ্মণ এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইহা হইতে নিক্ষেপ কর । লোভ ও মোহাভিত্ত পীষণহীন তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধনপূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । অন্ধ সেই উড়ুপে লম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া চলিলেন । পরমধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং আদ্যোপাদ্য বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া মহাভাগ ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীর পত্নী

পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাভেজা
আর্থনায় সম্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী
তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী
ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করি-
তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট
শিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাকীবৎপ্রভৃতি
পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই
দিগকে অধ্যক্ষমুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে
ইহারা আমার পুত্র। ঋষি কহিলেন, মহারাজ !
আপনার পুত্র নহে; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও
দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে
নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে
প্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি
ইহারা আমার পুত্র। তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন
নন্দীর মহিষী সুদেহকে তাঁহার নিকট প্রেরণ
। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহি-
গমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ এই
হইবে। তাহারা সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে
দিগের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামা-
খিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম
বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং
স্কন্ধদেশের নাম স্কন্ধ হইবে। এইরূপে মহর্ষি
বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণ-
পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্বার বদ্ধমূল হইল।
এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার
টি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

কহিলেন, মাতঃ ! ভরতবংশ রক্ষার উপায়ান্তর
করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে
আমি পরিপুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি
সূর্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপন্ন করিবেন। সত্যবতী
হইয়া সহস্রা আস্যে গগনদ্বারে ভীষ্মকে কহি-
হা বাহো ! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থ বটে,
সুতঃ ! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন

কথা কহিতেছি, স বিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে
তাহাতে বংশ রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার
নিকটে তাদৃশ আপদ্বর্ষ্য কদাচ প্রত্যাখ্যায় হইবে না।
তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি,
তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গতান্তর নাই। অত-
এব আমার বক্তব্য সত্যব্রতান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর
যে রূপ বিবেচনা হয়, করিও। আমার পিতার এক খানি
তরঙ্গী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনাশুঙ্কে সকলকে সেই
নৌকাধারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার
আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি
তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনো-
দ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনা নদী উত্তীর্ণ
হইবার নিমিত্ত সেই তরঙ্গীর নিকট আগমন করিলেন।
মুনীজ্ঞ, নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে
আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ভ হইয়া সাত্ত্বপূর্ব্ব
মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি
দ্রুত বর দান করিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার
করিলেন; আমি পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে
ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হই-
লাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমার বশীভূত এবং চতুর্দিক
কুজঝটিকায় আবৃত করিয়া মোকামধোই আপন অতীষ্ট-
সিদ্ধি-তৎপর হইলেন। পূর্ব্ব আমার সর্কাজ হইতে দুর্গন্ধ
মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই
জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণ পূর্ব্বক আমার শরীরে পরম
রমণীয় সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই
মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনা নদীপে গর্ত্ত
মোচন করিয়া পুনর্বার আপন কন্যাকাবছা প্রাপ্ত হইবে।
আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনা নদীপে এক পুত্র প্রসব করি-
লাম। সেই মহাবোগী পরাশরাজ, ধীপে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বৈশ্যায়ন হইল; চতু-
র্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং
অসিতবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণবৈশ্যায়ন হইল। তিনি
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই
সত্যবাদী শমণর মহাতাপসকে অমুরোধ করিলে, তিনি
অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি
গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, “মাতঃ ! নিকটে

পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও” অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অহুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধিভারা ধর্ম ও ধর্মাত্মবন্ধ, অর্থ ও অর্থাত্মবন্ধ এবং কাম ও কামাত্মবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই স্বর্গার্থী; আপনাকে যেক্ষণ অহুমতি করিতেছেন, তাহা ধর্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম হিতকর বটে; অতএব এই বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

তদনন্তর সত্যবতী হৈম্যায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদ-প্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তৎক্ষণাৎ অবিন্দিতরূপে আবিভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর, পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অধিরল বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্রাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও হুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অহুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য অহুষ্ঠান করিতে হইবে? তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মজ্জাকারণপূর্বক মহর্ষির যথাবিধি সপথ্যা সমাধান করিলেন। ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে, সত্যবতী তদীয় কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বৎস! পুত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুত্রের প্রতি পিতার বৈরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা নূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিচিত্রবীৰ্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম বেদন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীৰ্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তজ্জন মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধী ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না। অতএব হে জনন্য! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অহুকূল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি

দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই নিমিত্ত রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই; কপাৎ সম্প্রদায় তোমার ভ্রাতৃক্ষারার সান্তিশর পুত্রাধিনি হইবে, তুমি তাঁহাদিগের গর্ত্তে অহুরূপ পুত্র করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। ব্যাসদেব বলেন, হে প্রাজ্ঞ! তুমি বিশেষরূপে সর্কস্বপ্না পরিজ্ঞাত আছ এবং প্রীতি তোমার প্রণীত ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার এই কার্য ধর্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদহুষ্ঠান হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে বরুণ সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি দেবী সরকাল নিয়মীভূত হইয়া আমার নির্দিষ্ট ব্রহ্মকর্ম করুন। তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র হইতে পারি। ব্রতবর্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমার স্পর্শ পারিবে না।

সত্যবতী কহিলেন, বৎস! বাহাতে দেবীর কালমধ্যে গর্ত্তবতী হইবেন, এরূপ অহুষ্ঠান কর। জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্য ত্রি-বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণ তৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষ সম্ভাবিত হইবে। ফলতঃ অরাজক রাজ্যের করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব হে পুত্র! লম্বে ইহার গর্ত্তাধান কর। অনন্তর ভীষ্ম তাহা বৈষ্ণব করিবেন। ব্যাসদেব কহিলেন, যদি আপনাকে বধু, পরমব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে তাহা হইলে আমি অকালিক পুত্র প্রদান করি। কোশল্যা আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অন্যত্র হইবেন। ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার দিয়া এবং কোশল্যা শুচিবস্ত্র পরিধান ও রমণীয় সমাধানপূর্বক শয়নাগারে আমার প্রতীক্ষা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সত্যবতী নির্জননিবাসিনী পুত্রবধু গমন করিয়া কহিলেন, বৎসে কোশল্যে! পরমোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর; আমার হৃদয়

উৎসন্নপ্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্যাণ্ড ইয়াছি তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার সান্ত্বনায় বিষম হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

দীর্ঘ আমাদিগকে ছুঃখিত ও বিবাদসাগরে নিমগ্ন হই ছুঃসহ ছুঃখ নিবারণার্থ বংশরক্ষায় যে উপায় দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন; অতএব তুমি সেই ভীষ্মনির্দিষ্ট যুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের গ্রহণ করিবেন। সত্যাবতী এবস্থিধ নানাপ্রকার কা বহুপ্রয়াসে সেই ধন্যপরায়াণা ভামিনীর মন প্রাণীকৃত, অতিথি ও দেবর্ষিপ্রভৃতিকে ভোজন করাইলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

আগমন করিলেন, তদনন্তর সত্যাবতী ঋতুস্নাতা যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য রাত্রি তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল করিয়া অধিকাংশর নির্দেশবর্ত্তিনী হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কোরব-জাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ কৃত সত্য প্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অধিকার প্রবেশ করিলেন। তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত আলোকময় ছিল। অধিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ জল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল অতি ভয়ঙ্কর আকার, নিরীকণে ভীত ও হইয়া নেত্রদ্বয় নিবীলিত করিলেন। ব্যাসদেব তাহারে তাঁহার সহবাস করিলেন। অধিকা দিব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না।

শায়নের বহির্গমন সময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি ভগবান্ পুত্র প্রসব করিবেন? তিনি সম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া ইনি অলৌকিক দীপ্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র-

সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীৰ্য্য, মহাভাগ, পুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ন হইবেন। সত্যাবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অনন্তরূপ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, বাহাদুরী বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। ব্যাসদেব “তথাস্তু” বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অধিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যাবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্বক আবির্ভূত হইয়া জন-নীর নিয়োগক্রমে অস্থালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যাবতী পুত্র অস্থালিকাকে বিবরণ ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপদ্বৈ সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্র ও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে।” মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করেন, ইত্যবসরে সত্যাবতী আসিয়া পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যাবতী পুনর্বার অপর সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি “তথাস্তু” বলিয়া মাতাকে অস্থাস প্রদানপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অস্থালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যাবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু অধিকা ঋত্বির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ঋত্বির আভ্যাস সম্বত হইলেন না। অনন্তর তিনি অঙ্গরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋত্বির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋত্বির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তদীয় আভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া “পরমভক্তিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরমপ্রীত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক কহিলেন, হে ভদ্রে! “তুমি দাসদগ্ধাঙ্গ হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত

পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্মিক হইবে ।” সেই দাসীগর্ভসমুত বৈশম্পায়ন রাজ বিহর নামে বিখ্যাত হইলেন । তিনি শূতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা । মহাত্মা মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মরাজ বিহুরূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বীয় প্রলম্ব ও শূদ্রার পুত্রজন্মবৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্মের নিকট অঞ্চলী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । এইরূপে বৈশম্পায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে শূতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিহুরের জন্ম হয় ।

সপ্তাদিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! ধর্মরাজ কি ভূকর্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্র্যোনি প্রাপ্ত হইলেন । বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন । মাণ্ডব্যনামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরমধার্মিক, ব্রাহ্মণ ছিলেন । সেই মৌনব্রতাবলম্বী, মহাত্মা, আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্বক উর্দ্ধবাহ হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস লোপু হারী কতিপয় দম্ভা মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল । তৎকালের নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয় ধন লুণ্ঠায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল । অনন্তর অহুগামী নগরপাল সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে দ্বিজোত্তম ! তৎকালের কোন পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আচ্ছা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগের অন্বেষণ করি । ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, শূতরাঃ ভ্রল মন্দ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর রাজপুরুষেরা ইত্যন্তঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুণ্ঠায়িত স্তেয় ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল । তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দম্ভ্যদলকে বন্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল । রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাবগত হইয়া ঋষি ও তৎকরণের প্রাণবধ-রূপ দণ্ডবিধান করিলেন । রাজপুরুষেরা আচ্ছা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া দ্বতধন গ্রহণপূর্বক

রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল । তপোনিষ্ঠ মুনি দ্রবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না, এ তপস্তারও ভঙ্গ হইল না । তিনি শূলধিক আ হইয়াও বহুকাল পর্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন । রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করি আগমনপূর্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দ্রবস্থা দর্শনে নাস্তি হুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি দ্বিজোত্তম ! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, বিদ্ধ হইলেন ? বলুন, শুনিতে আমাদেরই নিত্য হইতেছে ।

অষ্টাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মুনিবর তপোধনদিগকে কহিলেন, আমি কাহার উপর রোপ করিব ? কেহই আমার অপরাধ করে নাই । শুনিয়া মুনিগণ প্রস্তান করিলেন । মহামুনি তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কাল অতীত হইলে, এক দিবস নগরপালেরা তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত নিবেদন করিল । রাজা নগরপালের মুখে সমস্ত করিয়া মন্ত্রিগণের সঙ্গিত পরামর্শ দিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিবার বিমিত্ত অশেষ প্রকার চেষ্টা লাগিলেন । তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন ব্রহ্মন ! আমি মোহাক্রান্তপ্রযুক্ত যে গুরুতর অহুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা । আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন । পরে তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্ভূত বার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কার্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে শূলের কার্য করিয়া দিলেন । ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করিয়া সর্বত্র পর্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর দ্বারা অশূলভ লোক সকল ভয় করিলেন । তদবধি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন । তিনি যমসদনে গমনপূর্বক সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া

করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম! আমি যে পাত-
কাজ করিতেছি, ইহা কোন্ ছন্দের পরিণাম,
আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ
করি।

কহিলেন, তপোধন! আপনি পতঙ্গের পৃচ্ছদেশে
করিয়াছিলেন, সেই ছন্দের প্রতিফল প্রাপ্ত
হইল। অণীমাণ্ডবা কহিলেন, ধর্ম! তুমি আমার
শেষ গুরু দণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত
ক'রুণা হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে।
আমি অদ্যাবধি পাপ-পুণ্যের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া
চতুর্দশ বর্ষের অনাদিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপ-
কলভাগী হইবে না, পঞ্চদশবর্ষ অবধি কার্য্যাহু-
সীমা হইবে। ধর্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা
কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিহ্বলরূপে শূদ্রযোনিতে
প'রিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভ-
ক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম
বলেন।

নবাদিকশততম অধ্যায় ।

রাজপারন কহিলেন, পুত্ররাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহুর এই
প্রায় জয়গ্রহণ করিলে, কুরুভাঙ্গণ, কুরব এবং
এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া
পৃথিবী স্রস ও সুবাদ শস্যে পরিপূর্ণ হইল;
লোকাল জলবর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপ সকল
জলহুহুমে সুশোভিত হইল। গবাদি বাহন
প্রহুট, মৃগযুগ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা
এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর, ব্যবসায়ী ও
পরিবাস্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক
স্বাস্থ্যকৃত, কৃতবিদ্যা, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী
তৎকালে দস্যুতন্ত্রের কিছুমাত্র প্রাভুত্ব রহিল
হিচরণ লোকের অন্তর হইতে এককালে অন্ত-
রা প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সম্ভাবহার
সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান
প্রজানওলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রত-
পরম্পর প্রণয়ন হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত

করিত। সকল লোকই অভিমান-শূন্য, জিতক্রোধ ও
লোভবিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মশ্রুতির
ত্রীভূক্তি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই
জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার ভোরণ কসাপ দ্বারা অনির্কচনীর
শোভামান হইল। শত শত সুরম্য হর্ম্মা দ্বারা মহেন্দ্র-
নগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।
বিলাসী নগরবাসী সকল ভক্তভ্রাতা, নদী, সরোবরপ্রভৃতি
জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন, উপবন, ও ক্রীড়াশৈলে
মনের স্তখে বিহ্বল করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে
আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য কুরুগণ উদীচ্য কুরুদিগের
সর্ব্বদাই স্পর্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই
রূপগতভাব ছিলেন না; পতিবিহীনা কামিনী নৈত্রগোচর
হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম
ও সভা সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিশ্রভবন সকল
অবিরত উৎসবময় পরিণীত হইত; ধর্ম্মায়া ভীষ্মের
পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর
পরসীমা রহিল না। চৈত্যা ও বৃশকাষ্ঠ তত্ত্ব জনগণের
বাগশীলতার ঐশ্বর্য্যরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ
অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্দ্ধিত হইত;
ধর্ম্মায়া ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন;
রাজকুমারেরা নিরন্তর সংকল্পের অনুষ্ঠান করিতেন;
পৌর ও জনপদসকল তাহাদিগের আচরিত প্রণালী অব-
লম্বন করিবার নিমিত্ত সাক্ষিগণ উৎসুক হইয়াছিলেন।
ভক্তভ্রাতা কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসীগণের ভবনে
“দ্রিয়তাং ভূজ্যতাং” এই বাক্যই সর্ব্বদা প্রতিগোচর
হইত; মহাত্মা ভীষ্ম, পুত্ররাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিহুর
ইহাদিগকে জন্মাবধি পুজনির্ম্মিশেষে প্রতিপালন করি-
তেন; তিনি তাহাদিগকে জাতক্রিয়াপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে
সংকৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে
নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং পরিশ্রমে
ও ব্যায়ানে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা
তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মকেন্দ্র, গদাযুদ্ধ, অগিচন্দ্রপ্রয়োগ,
গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদ্যপ্রভৃতি
সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে
পাণ্ডু দ্বিতীয় ধার্ম্মক ও পুত্ররাষ্ট্র অসাধারণ বলবান
ছিলেন। বিহুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর

হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তমুখ্য পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বর-মন্দির, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্মিকের মধ্যে বিহর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক্ষ ছিলেন, বিহর পারশব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

দশাধিক শততম অধ্যায় ।

একদা ভীষ্ম বিহরকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, বৎস! ভ্রমণলব্ধ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অশ্বৎকুল সমধিক গুণ-ভূষিত ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহা পূর্বতন স্বাধাশ্রমিক নরেন্দ্র-গণ-কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ভিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবন পূর্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনরায় ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আমাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি মদ্রেখর ও সুবলের পরম-সুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অমূল্যপা ; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সাক্ষাৎ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি? বিহর কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরম গুরু; অতএব যাহা উচিত হয় স্বয়ং বিচারপূর্বক অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ প্রমুখ্যৎ প্রবণ করিলেন, সুবলায়জ্ঞা গান্ধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি এক শত পুত্রের জননী হইবেন; সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গ বলিয়া কিসংক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি সম্বস্ত জামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যাদান

করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বধন গান্ধারী লেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই সাক্ষ বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল ধ্বংস করিলেন মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি, অঙ্গ, বাল্য কদাপি অশ্রদ্ধা বা অহুয়া করিব নহা, গান্ধারী পিতৃ-আজ্ঞার অভিনব মৌবনবতী সিংহাসী হইয়া কৌরবসমীপে উপনীত হইলেন। তখন অহুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র হস্তে সম্প্রদান এবং তিনি ভীষ্মকর্তৃক বধোচিত পূজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা গান্ধারী সমাদর হার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণ সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরু-স্বাক্ষর লকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি অকীর্তি বা নিন্দা করিতেন না।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদ্বংশাবতংস শূরনারায়ণ বসুদেবের জনরিতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পরম রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর, অন্যতম স্বয়ংপুত্র কুন্তিভোজের নিকট পূর্বাবধি প্রতিজ্ঞা করিয়া যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব, এক্ষণে তদনুসারে নিশ্চয় হইয়া পরমমিত্র কুন্তি সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যা গৌরসবৎ পরম বদ্রে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয় চক্রকলার স্তায় কুন্তি লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। কুন্তী কন্যাবহা সেবার ও আতিথ্য পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রযত্ন-সহকারে পরিচর্য্যাদ্বারা অত্যাগতদিগকে করিতেন। একদা ধার্মিকাগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী, মহর্ষি ছর্কাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার লেন। আতিথ্যেরী কুন্তী ভক্তিবোধ-সহকারে সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্দ্ধা করিলে, মহর্ষি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন।

মিলেন, বৎসে ! আমি তোমার সেবার সন্তুষ্ট হইয়া
ক এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ
যে যে সেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের
পক্ষে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।
এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব-
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষি-দত্ত মন্ত্র দ্বারা স্বর্ঘ্য-
আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ ভুবনদীপদীপক
তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং
হু, হুন্দরি ! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত
হইল, কি করিতে হইবে ? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার
পর্যবেক্ষিত হইয়া কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন,
এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর প্রদান করিয়া
আমি তৎপরীক্ষাবাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া
চর কার্য্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে,
এক্ষণে চরণে ধূরিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা
হই, কৃপাময় ! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জনা
করিলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও
ক্ষমা করা মহতের কর্তব্য কর্ম্ম। স্বর্ঘ্যদেব কুন্তীর
কৃত ভূমি মধুরবচনে কহিলেন, হুন্দরি ! মহর্ষি
আমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়া-
তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না,
চিন্তা আমার ভোগ্যভিলাষ পূর্ণ কর ; দেখ, শুভে !
আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসি-
গণে আমার মনোরথ বার্থ করা কোনক্রমেই উচিত
আর যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে
দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই। স্বর্ঘ্যদেব
কোনপ্রকার বুঝাইলেনও কুন্তী কস্তাবস্থা ও লজ্জা-
হ্রোষে স্বীকার পাইলেন না। তখন স্বর্ঘ্যদেব
কহিলেন, হে বরবর্ণিনি ! তোমার কিছুমাত্র
আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে
কোন দোষই হইবেক না ; এই বলিয়া কুন্তীকে
করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন।
সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন। এবং
সর্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরম রূপবান্
সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভুবনভলে কর্ণ
শ্রুত হইরাছিল। ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব ভূট হইয়া

কুন্তীকে কস্তাত্ব প্রদান করিয়া অধরতলে আরোহণ কর-
লেন। কুন্তী সদ্যোজাত নবকুমারদর্শনে বিবলমনে ভাবিতে
লাগিলেন, এখন কি করি ? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব ?
না প্রকাশ করিব ? পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ
গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সলিলে নিক্ষেপ
করিলেন। যশস্বী রাধাভর্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাস-
মান দেখিয়া দয়াজ্জিহ্বেতে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রস্বপ্নে পরিগ্রহ
করিলেন, এবং ঐ কুমার, বহু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ
ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বহুব্রহ্ম
রাখিলেন। বহুব্রহ্ম ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বশাস্ত্র-
বিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল
হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বর্ঘ্যের আরাধনা করিতেন ; সেই
সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন,
অতি দ্রুতপ্রাণ হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাক্রম হইতেন
না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের হিত সাধনার্থে ব্রাহ্মণ
বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার
অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে
নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দের হস্তে
প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে,
কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিভ্রষ্ট হইলেন
এবং তাঁহাকে প্রতিদায়স্বরূপ এক শক্তি অস্ত্র প্রদান
করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য
দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই এক গুরুস্বর্ঘ্যভিনী শক্তি
দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার
দর্শিবে ; কি হু, কি অহু, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব,
কি ভূজঙ্গ, কি রক্ষ, কি বৃক্ষ, বাহার প্রভি এই অস্ত্র
নিক্ষেপ করিলে, তাহার আর নিস্তার নাই সে অবশ্যই
ইহাতে নিপাতিত হইবে ; এই বলিয়া কবচ লইয়া
অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বহুব্রহ্ম স্বীয়
শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া
ভদ্রবধি ক্ষতিতলে কর্ণ ও বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হই-
লেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নববোবনাবস্থায় আরুঢ় হইলেন । লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজসকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন । কুন্তিভোজ অনেককেই কন্যার পরিণয়াকাজী দেখিয়া চিত্তা করিতে লাগিলেন, কি করি কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত । পরিশেষে অয়ম্বরাহুষ্ঠানই কর্তব্য স্থির করিয়া সকল রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । তাঁহার সকলে মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে অয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হইলেন । মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু স্বর্ধাসদৃশ অস্থান স্থীর শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষঃদেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমল সদৃশ ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপ্নে পরিভ্রাণ করিয়া কুন্তীকামনায় সভার উপস্থিত হইয়াছেন । বরবর্ণিনী কুন্তিভোজহুহিতা নরপতির সেই নোহনমূর্তি নিরীকণে অরশরে জর্জরিত কলেবর হইয়া লজ্জিতমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমালা প্রদান করিলেন । কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরহে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন । কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নিরূহ করিলেন । বর কন্যা একত্র সম্ভত হইয়া শচীসখ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

বেদবিধানানুসারে উদাহ ক্রিয়া সমাধা হইল । কুন্তিভোজ নানা ধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন । কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও বিজগণের আশীর্ষচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজত্ববনে প্রণ-

য়িনী সঙ্গধর্মিনী কুন্তীকে রাখিয়া পরমস্থখে করিতে লাগিলেন ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুন্দন ভীষ্ম পতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া অমাত্য ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন । রাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্রা হইয়া স্বয়ং প্রত্যাগমনপুরঃসর সাদর সস্তাষণে সমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, নমুপকাদি প্রদান যথোচিত সম্মান করিলেন । পরে আগমনকারণ সিলে কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, মদ্রপতে ! তুমি পরম রূপবতী মাজীনায়া তোমার ভগিনী আদে, আমার ভ্রাতৃপুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি ; দেখ, তোমার ও আমাদের যে বংশ উভয়ই পবিত্রতাদিগুণে কোন অংশে বৈলক্ষ্য্য নাই, অতএব পাণ্ডুর বিবাহ করিয়া আমাদের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গুণ্ডরচনে কহিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ কদাচ নাই, শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল । কুরুবংশ ত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনী দান করিব ? নাদের কুলগতা হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য হইবে, কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সবিচারে আছেন ; ভালই হউক বা মন্দই হউক আমি তাহা করিতে পারিব না ; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রণয় করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের কুলধর্ম কহিলেন, মদ্ররাজ ! তুমি চিন্তিত হইও না, অয়ম্বর পতি শুকগ্রহণপূর্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত রাখেন, তোমার কুলধর্ম নির্দোষ ও সাধুসম্মত প্রতাপালিত হইবে । এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, তুরগ, বসন, ভূষণ, ও মণি মুক্তা প্রবালপ্রভৃতি দান

প্রদান করিলেন । শলা তৎসমুদায় গ্রহণপূর্বক
হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাত্রীকে লইয়া
সমর্পণ করিলেন ।

মাত্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমনপূর্বক রাজ-
পুত্রিা দিলেন এবং কিয়দিনপরে শুভলগ্ন
সহিত তাহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ।
পাণ্ডু হইলে পর, মহারাজ পাণ্ডু পরম রমণীয়
নবপ্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন ।
রাজীর পরম্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ জন্মিয়াছিল ।
দিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরমসুখে
করিতে লাগিলেন ।

যাত্রাদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া
নয় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং ভীষ্ম
ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া
কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক সন্ম-
লনয় চতুর্দশ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্ধি
করিলেন । যাত্রাকালে নগরাজনারা নানাবিধ
স্বাগতগণ আশীর্ষচন করিতে লাগিলেন ।

দীর্ঘিকর পাণ্ডু-নরবর প্রথমতঃ দশার্ণদেশে
পূর্বাঙ্গপরাধি দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয়
অনন্তর হস্তাশ্বরণপদাতিসঙ্ঘল বিপুল বলবন্দ
দুর্গদেশে উপস্থিত হইলেন । তথায় অনেকা-
দিগের অপকারী বলদর্পসম্বিত মগধরাজকে
সহায়ী ভীষ্মর কোষস্থ পনসমুদায় ও বাচনচয়
করিলেন । পরে মিথিলায় ষাইয়া বিদেহদিগকে
সম্মত করিলেন । তাহার ভীষ্মর একান্ত

পরিশেষে কানী, হুঙ্ক, পুণ্ডু প্রভৃতি অপ-
প্রায়পূর্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে
লইয়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপিত করি-
লেন । শত্রু-কুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অন্তলিখার
দগ্ধ কবিত্তে লাগিলেন । পাণ্ডুর তেজঃ-
সমুদ্র বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত
কুলীয় মজলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল ; আর
কুরুকুলের আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া
কুরুকুলজগিপটে ভীষ্মর সমীপে আগমনপূর্বক
দুহিতা, প্রবাল, হুঙ্ক, রজত, গো, অশ্ব, রথ,

হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কবল, অজিন রাকব, আশ্বরণ-
প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল । মহা
রাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্তবস্তুজাত লইয়া পরমাত্মদে
হস্তিনানগরাভিমুখে গমন করিলেন । রাজসিংহ শাস্ত্র
ধীমান্তরতের যশোজ্ঞানিত শত্রু বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল,
এক্কে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল । যাহারা
পূর্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তি-
নাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ
করিতে লাগিলেন । পাণ্ডুর বীৰ্য্যবলাকটে হইয়া ধন্যবাদ
প্রদান করিতে করিতে মল্লিগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য
রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসিতে লাগিল । পাণ্ডু শ্রবণসুখ-
বহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমনে হস্তিনানগরের
সমীপবর্তী হইলেন । ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমন-
বার্তা শ্রবণে সাতিশয় আত্মদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলেন । কোর-
বেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দূর গমন
করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্ন পরিপূর্ণ অসংখ্য যান,
হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, উষ্ট্র, মেঘপ্রভৃতি জয়লক বস্তুজাত
লইয়া আসিতেছে, দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।
তাহারা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু
ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের
সমুচিত সম্মান করিলেন । ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যা-
গত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে
লাগিলেন । চূর্য্য, শত্রু, দুষ্কৃতি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যবস্তু
বাদিত হইতে লাগিল । পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল
না । ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ।

চতুর্দশাদিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া
স্ববাহুবলবিজিত ধনধারা ভীষ্ম, সত্যবর্তী, মাতা কৌশল্যা
ও বিহরকে সন্তুষ্ট করিলেন । ইচ্ছাণী যেমন জয়ন্তকে
আলিঙ্গন করিয়া আত্মদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিম-
তেজঃপূর্ণ পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আন-
ন্দিত হইলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে
বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ।

কিয়দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু অরুণা হর্য্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদয় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বন-বিহারবাসনায় বন প্রস্থান করিলেন, তথায় সৰ্ব্বদা যুগয়া-স্থতান করিয়া প্রিয়ভ্রাতাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপাশ্বৰ্ভী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন গিরিপৃষ্ঠে স্থপসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। করেণ্ডুয়ের মধ্যবর্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকার বনচর নৃপবর পাণ্ডুও সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ, ভাৰ্য্যাদ্বয় সমবেত গজাহস্ত ধনুর্ধারী বিচিত্র-কবচ-যুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত ভূতা-গণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু মহীপাল প্রণয়িনীদ্বয় সমভিব্যাহারে পরম সুখে কানন-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্ত্রধনন্দন ভীষ্ম, মহীপতি দ্রৌপদীর পরম স্নহরী সুবতী পারসবী তনয়াকে আনয়নপূর্বক বিহুরের সহিত বিবাহ দিগেন। বিহুর তাঁহার গর্ভে অগদ্যশ-বিনয়-সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম-প্রকৃতি পঞ্চ দেব হইতে কুন্তী ও মাদীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরু-বংশ রক্ষা পাইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভেই বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুজোৎপাদন করিলেন? তিনি অমুকুল-কারিণী ঋক্‌চারিণী প্রণয়িনী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? এবং দেব হইতে কিরূপে লাগপ্রাপ্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আত্মপূর্বক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহর্ষি বৈশম্পায়ন শয় কুংপিপাসার প্রমাদিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের তথ্য পস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুক্র লেন। মহর্ষি সেবার সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান চাহিলে, গান্ধারী কহিলেন, যদি অমুকুল হইয়া তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে ভর্তার সমান গুণশালী শত পুত্র জন্মে। ব্যাস “ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্র যোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারট হই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রস-লেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন, যে কুন্তীর বা-সমপ্রভ একপুত্র জন্মিয়াছে। তৎপ্রবণে তিনি স-দ্বিধাষিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আগনার গ-করিলেন। ঐ গর্ভে সংহত্যা লোহীজীলার ন্যায় এব-সন্তৃত্য মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তদর্শনে স-ভুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার ই-করিতেছেন, তমত সময়ে ভগবান ব্যাস তথায় উ-হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূর্বক গান্ধারীকে কহিলেন, লেগি! এ কি করিয়াছ। গান্ধারী মহর্ষির সমীপে অ-অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাত্তিশরুঃখি-এই গর্ভপাত করিয়াছি। আগনি আমাকে, পু-প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে! এই মাংসপেশীহইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন। কহিলেন, সৌভাগ্যি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হ-নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহাহইতে অ-তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি শুণ্ড প্রদে-পূর্ণ শতসংখ্যক কুন্ত প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর জল সেচন কর। গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুন্ত-করিয়া মাংসপেশীর উপর জল সেচন করিতে লাগি-জলসেচকের পর কিরংকণ মধ্যে মাংসপেশী রক্ষা-খণ্ডে বিতক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড-পর্কপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই স-পূর্বপ্রস্তুত কুন্ত-সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত-সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান ব্যাস,-রীকে কহিলেন, হে সৌভাগ্যি! আর দুই বৎসর

লা কুন্ত উদ্ঘাটন করিও। ইহা বলিয়া মহর্ষি
করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ হুৰ্যোধন
এই দিবসেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম
যুধিষ্ঠির জন্মালুসারে সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাশ্রা

ন জাতমাত্র গর্দভের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি করিতে
করিল; গর্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স-প্রভৃতি

সূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানক-
চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু

বগে বহিতে লাগিল; দিগদাহ আরম্ভ হইল;
তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত

। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদর্শনে সাতিশয় ভীত ও বাকুল
বিভ্রা ভ্রাক্ষণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য স্ত্র-
কুরুগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, মহাশয়েবা সকলে

ত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান,
ব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই

নাই; এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য, যে আমার এই জ্যেষ্ঠ
যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাক্ হইবে কি না? আপনারা

বেচনা করেন বলুন। ধৃতরাষ্ট্রের বাকাবদান হইলে
র ক্রব্যাকাগ ডাকিতে লাগিল, অমঙ্গলসূচক শিবা-

কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ভ্রাক্ষণগণ ও
বিদুর সেই সমস্ত হর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল হর্নিমিত্ত
হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই

হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে
ক পরিত্যাগ করাই কর্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ

। মতীপাল! যদি বশ্য রক্ষা করিবার বাসনা থাকে,
এই দুরাশ্রাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত

সহিত স্থখে কালযাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ
সেই তোমার বংশের ও জপ্ততের মঙ্গল করা হয়।

আরো কহিয়া গিয়াছেন, যদি এক জনকে পরিত্যাগ
কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল

ত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্তব্য;
পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা

ত; এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি
রক্ষা হয়; তাহাও বিধেয়। তাহারাই সেই সঙ্গদেপ

প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রমেহবশতঃ তাঁহাদের
বাক্যালুসারে কাণ্য করিলেন না। হুৰ্যোধনের জন্মের
কিয়দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর উনশত পুত্র ও এক কন্যা
জন্মিল। ফলতঃ এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র
ও এক কন্যা সমুৎপাদন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভ-
ভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিষ্টমান হন। সেই সময় এক
জন বৈশ্য ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। এই বৈশ্য
ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুত্র
সন্তান প্রসব করে; এই পুত্রের যুয়ংস নাম হইয়াছিল।

হে রাজন! এইরূপে দীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর
গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুয়ংস-
নামা এক পুত্র জন্মিল।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

জনজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের
জন্মবৃত্তান্ত সন্নিবেশ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি কহিলেন,
গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শত
পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটী
কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ
মহর্ষি গান্ধারীপ্রসূত মাংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত-করিয়া-
ছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ভধারণ করেন নাই,
তবে কি প্রকারে হুঃশলানারী শতধিকা কন্যার জন্ম
হইল? শ্রবণার্থ সাতিশয় কোতুক নিরীখে, মহাশয়!
বর্ণন করুন।

দ্রুশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উত্তম প্রশ্ন করিয়া-
ছেন, শ্রবণ করুন। মহাপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল
সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন।
ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ধৃত-
কুন্তমধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময় গান্ধারী মনে মনে
চিন্তা করিলেন, মহর্ষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে,
অবশ্যই আমার এক শত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার
এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয়
হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন,
আমিও পুত্র দৌহিত্র লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা

বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধি দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট
মতএব বিধিবিবর্তন কার্যে হস্তক্ষেপ করা ভাব-
কের কর্তব্য নহে। পাণ্ডু কহিলেন, রাজা-
যেমন কর্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্তব্য ;
কাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে।

অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মৃগয়া করিয়া
গবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নিকাহ
মতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও
হিল, রাজন্ ! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে,
সময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ
কর্তব্য নহে ; ন্যায়যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবার
করিয়াছেন। পাণ্ডু কহিলেন, মন্ত ভীত বা
দ্রুকে বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ
নক্রমেই অবিধেয় নহে। মৃগ কহিল, মহা-
আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে
য দিতে কদাচ পারি না, কিন্তু আনার বিহার-
প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল।
শাক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করি-
রাছেন ! আমি পুরুষার্থকলিল্পু হইয়া এই
সক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে
শাপ ও একান্ত বক্তিত করিলে। মহারাজ !
দ্যাকর্ম্ম পৌরষমিগের নির্মলকূলে জন্মিয়াছ,
তাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গা অযশস্কর,
করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয়
শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রত্নিকাবিদ ; তোমার
করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পাণ্ডি-
ংসারী পাপপরিহার ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরা-
দণ্ডবিধান করা তোমার কর্তব্য, তাহা না
অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্থ হইলে।
! আমি ফলমূলহারী অর্য্যাবাসী নিরপরাধ
শধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে
মি কি হুকর্ম্ম করিলে। হে রাজন্ ! তুমি যেমন
গর্ভ্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে,
পে দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে
ব। আমি তপোনিরত মুনি ; আমার নাম
মি লোকলজ্জাতয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহন-

বনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি
আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই। মৃগভ্রমেই আমার
উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এনিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার
পাপ হইবে না, কিন্তু সন্দেহসময়ে আমাকে বধ করাতে
তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে
ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে জীসংসর্গ করিবে,
সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত
সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে
তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন্ ! তুমি যেমন
সুখের সময় আমাকে দুঃখ দিলে, সেইরূপ তোমাকেও
সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।

হে কুরুবংশাবতম জনমেজয় ! মৃগরূপধারী মুনি
পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ ক-
লেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্বর্ণনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের
ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত-
চিত্তে ভার্গ্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে
লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে,
যথেষ্টচারী দুরাত্মারা সঙ্ঘর্শে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন
কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। গুনিয়াছি,
আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার গুণসে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, তিনি নিতান্ত কাম-পরায়ণতাপ্রসক্ত বাল্যকালেই
কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচস্পয় ভগবান্ কষ্ক-
দৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন
করিয়াছেন। হায় ! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্ব্বৃদ্ধি-
ক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়া ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ
করিতেছি। লম্প্রতি ব্যাসপ্রণীত স্মৃতির অনুবর্তী হইয়া
মৌলধর্ম্ম আচরণ করিব, যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা
ক্লেশকর আর নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায়
মনোনিবেশ করিব।, ভার্গ্যা ও অন্যান্য বহুবান্ধবগণ
পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ
করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবর
হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি

শোক কি হর্ষ কিছুই বশব্দ হইবে না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইবে না। সুখদুঃখের বশীভূত হইবে না, কাহাকেও উপহাস বা ক্রকুটী প্রদর্শন করিব না। সর্বদা প্রশমবদন ও সর্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব। কি স্থাবর কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণি-গণকে আপনায় সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবন ধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি তাহার ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচ জন গৃহস্থের বাড়ীতে উচ্চসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, অতি অল্প হইলেও তদ্বারাই জীবন ধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়া কিছুই পাইবে না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাম্পবারি দ্বারা এক বাহু সিক্ত করিব। অন্য বাহুতে চন্দন লেপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাস্তকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপহইতে বিমুক্ত হইব। সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইবে না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের দত্ত কাহারও সেবা করিব না, কারুণ্য, উপাসনা দ্বারা বশীভূত লোকের নিকট হইতে অতি সম্মানপূর্ব্বক স্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্রুতি অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগ স্বার্থে এক কাগজে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভ্রমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশর হুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করত কুন্তী ও মাদ্রী দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক কোশল্যা, বিদুর, দ্বারাকব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্য সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজগুরোহিতগণ, সোম-পারী শংসিতব্রত, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, ও অশ্রুনাশিত পৌরব-দিগকে অহুনয় করিয়া এই কথা কহিবে, যে পাণ্ডুরাজ্য-প্রম পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না। স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহি-

লেন, মহারাজ! সম্রাটশ্রম ব্যতীত অন্যত্র অনেক আশ্রম আছে, বাহাতে সন্ন্যাস হইয়াও ধর্ম্মচিরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রম করিয়া আমাদের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিত তদ্বার আধিপত্য করিতে পারিবে। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ভর্তৃলোক প্রাপ্ত্যশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরি-ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি ভোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বস্ত্র ধারণ, কনকলঙ্কণ, উত্তর সন্ধ্যায় হোম ও দ্বান, পরিমিতাহার, চীৎকার ও জটধারণ, শীতবাতাভ্যর্থন সহ, কুংপিপাসা, ক্রম-ধান, ইন্দ্রিয়সংযমন এবং বজ্র ফল, জল ও মৃতদেহাদি দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত অশ্রুচর তপোহীন দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি সন্ন্যাসী বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গামবাসীগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপরিচয় করিব না; এইরূপে কঠোর আরণ্য শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক বাব-জীবন কালযাপন করিবে।

মহারাজ পাণ্ডু ভার্গ্যাদয়কে এই কথা বলিয়া চুড়ামণি, নিক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্যবসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ-প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্য-গমন করিবেন না। তাহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীস্বর সমভিব্যাহারে লইয়া তথাহইতে প্রস্থান কবিলেন। অশ্রুচর ও পরিচারকগণ তাহার কনকলঙ্কণ প্রবণে সাতিশর বিষম হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমুদায় ধন গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রুচর-নরনে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বসীপে সমস্ত ধৃতান্ত আত্মপূর্ব্বক বর্ণন করিল এবং তদন্তর

ণ করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে
দ্রুতান্ত্র শ্রবণ করিয়া একান্তে বিবৰ্ণমনাঃ
বিহার, শয়নপ্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগ-
মিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

মহীপতি পাণ্ডু কেবল বস্ত্র কলমূলমাত্র আহার
জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে
পৰ্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগ-
চৈত্ররথ, তথাহইতে কালকূট, তথাহইতে
হিমালয়হইতে গন্ধমাদন পৰ্বতে গমন করি-
ভূপতি মহাভূত সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণকর্তৃক
সমবিষমস্থলে বাস করত এক স্থানহইতে
গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধ-
হুট্টাদ্বয় সন্নিবেশে ও তথাহইতে হংসকূটে
গমন। পরে, হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে
তথায় অনন্যায়না হইয়া তপস্যা করিতে

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

পায়ন করিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষ, অনন্তর
ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপৰ্বতে কঠোর
রিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের
ও তপোবলে সর্গীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ
শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম
হ বা সৌন্দর্য্য ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান
পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোহুষ্ঠান
তপস্যা দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল
মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।
শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া
স্বাক্ষকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নক্ষলোকে গমন
করিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে
গেলেন, মহাশয়েরা কোথা গমন করিতেছেন ?
কহিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ,
পিতৃগণের মর্ত্য সমবায় হইবে ; আমরা সর্ক-
ভাষিত ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় বাই-
পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের

সহিত স্বর্গোপরিগমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতুহলা-
ক্রান্ত হইয়া সহসা গাভোধানপূর্বক পত্নীদ্বয়কে সমভি-
ব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে
লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে সুরলোকে গমনোন্মগ্ন দেখিয়া কহি-
লেন, হে মহাত্মন ! আমরা এই পৰ্ব্বতের উপর্যুপরি
ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোন
কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশসকল শোভা পাই-
তেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ষ ও অশুরা-
দিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান
সংস্থাপিত রহিয়াছে ; কোন কোন স্থলেও সংগীতশাস্ত্র-
বিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বর, মৃদঙ্গ প্রভৃতি
মধুর যন্ত্রসকল সংবাদনপূর্বক গান করিতেছেন ; কোথাও
কুবেরাদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগঙ্ঘর
সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পৰ্ব্বতে স্থানে স্থানে
দুর্গম গিরিগঙ্ঘর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ
আছে। মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে,
বাহাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। হে
ভরতকুলপ্রদীপ ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য
জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না।
কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন।
এই সুকুমারাজী অহঃখোচিঁতা রাজপুত্রীরা কিপ্রকারে, এই
দুর্গম পৰ্ব্বত অতিক্রম করিবেন। হে মহাত্মন ! নিবৃত্ত
হও, আমাদের সহিত গমন করিও না।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অভিপ্রায়
বৃত্তিতে পারিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! অপত্যবিহীন
লোকে স্বর্গে অধিকার নাই ; আমি অনপত্য পিতৃলোকের
ঋণ হইতে মুক্তহইতে পারি নাই, এনিমিত্ত আমার মন
সর্বদা দুঃখামলে দগ্ধ হইতেছে ; আমার জীবন বিভ্রম-
মাত্র ! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও
মহুঋণ, এই চতুর্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ
যথাকালে পরিশোধ করা কর্তব্য। বস্ত্র দ্বারা দেবঋণ
হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে,
পুন্ড্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে
এবং অনুশাসনাচরণ দ্বারা মহুঋণ হইতে বিনিমুক্ত হয়।
যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়,

তাহার সদগতি লাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেব-
গণ, ঋষিগণ ও মনুজগণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু
পিতৃগণহইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব
জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কুরুক্ষেত্রপায়ন যোগে আমার পিতার
ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার
ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে? তাপসগণ
কহিলেন, হে ধর্ম্মান্ন! আমরা দিবা চক্ষু দ্বারা
দেখিতেছি, তোমার দেবত্বলা পরম স্তন্যর পুত্র হইবে।
তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে
অশেষ গুণসম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদন-
শক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল
হইলেন। অনন্তর বশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জনে
ডাকিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপ-
ত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়া-
ছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি
বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না, আমি সন্তান-
বিহীন আমার শুভ লোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা
নাই। হে চাক্ৰহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগশাপে
আমার পুত্রোৎপাদনশক্তি প্রনষ্ট হইরাছে, সুতরাং অন্য
উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে
পৃথি! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বহুদায়াদ ও ছয় প্রকার
অবহুদায়াদ পুত্র আছে, স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত,
পৌনর্ভব, কানীন, বৈবরনোজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মু-
পাগত, সহোচ, জাতিরেতা এবং হীনযোনিপ্রত, এই
দ্বাদশ প্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতাভাবে প্রণীত,
তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব
পূর্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা
শাস্ত্রসম্মত। এতদ্বিধ আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর
দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর
স্বয়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র
শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি যেহেতু পুত্রোৎ-
পাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষা-
কৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুরোধ করি-
তেছি। দেব পূর্বে শরদাওয়ারন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎ-
পাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পত্নী শারদাওয়ারনী

স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমালা ধারণপূর্বক কুরুক্ষেত্র-
বোণে চতুঃপথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক লিঙ্গ
দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অনলে পুংস্বন হোম সম্পাদিত
করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা
হুর্জাদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রদ্রব্য উপস্থাপন
করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিম্নোক্ত
হুসারে তপঃস্বাধ্যায়গম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎ-
পাদন করিতে যত্নবতী হও।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুকুলভিত্তিক
পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া
পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, হে ধর্ম্মান্ন! আমি তোমার
ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার
আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অসুচিত
হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপ-
ত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমান আমি হয় না;
অতএব হে কুরুবংশাবতঃ! তুমি অপত্যোৎপাদনের
নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি
তোমার সহিত স্বর্গে বাইতে পারিব। হে ধর্ম্মান্ন! আমি
তোমাভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না,
তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে?
হে মহান্ন! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা
উল্লেখ করিতেছি, অহুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ কর।

পূর্বকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যাভিষা নামে
এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ধ্যানিতাথ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিলে
ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়া
ছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা-
লাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং বসন্ত
করেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যাভিষা ক্রী-
কালের দিবাের ন্যায় প্রথরপ্রতাপশালী হইয়া উঠি-
লেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও
দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তদ্রত্য ভূমিপতি
আপনার বশীভূত করিলেন, এবং ভক্তদেশাধিপতি
প্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্বার এক যজ্ঞের আয়োজন

যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তৎকালে ব্যাধি-
হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে
হাবলপরাক্রান্ত হইয়া নিজভুজবলে গণা-
জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহা-
দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাদিক দান ও যজ্ঞ-
পান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্মকর্মাদিষ্ঠান করিতে
লাগিলেন।

রূপবতী ভদ্রানাম্নী কক্ষীবানের তনয়া ব্যাধি-
বহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ-
ণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্প দিনেই একান্ত
হইলেন। এমন কি, রাজকাৰ্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ
দেনযামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার
লাগিলেন। অপরিমিত ইঞ্জিয়াসক্রিবশতঃ অল্পকাল
যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতাস্ত্রের করাল কবলে
হইলেন। রাজাকে পক্ষহ প্রাপ্ত দেখিয়া অগুপ্তা
তিশয় দুঃখিত হইয়া কঁকণ সবে রোদন করিতে
লেন, এবং নানাপ্রকার বিলাপ সঁহকারে মৃত পতিকে
করিয়া কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর
চ্যন্তর নাই; বিধবার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা
মুখ্য হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। হে নাথ! আমি
সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা এক-
বাচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে
ব্যাধীরিণী কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সম স্থলে কি
স্থলে তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার
রিণী ও বশবর্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন
হে রাজন্! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ
প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান
করিতেছে। হে নরনাথ! বোধ হয় আমি পূর্ব জন্মে অনেক
প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই
তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন্!
মহীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্তলোকে বাস
ক্লেশকর। না জানি, পূর্বজন্মে আমি কতই হৃদয়
ছিলাম, তন্নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য
নিগে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশ-
ল্যমিনী হইয়া ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি
কালোতিপাত করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! একবার অনু-

গ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দিনাকে
দর্শন প্রদান কর।

ভদ্রা মৃত পতিকে আশ্রয় করিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ
বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশবাণী শুনিতে
পাইলেন, “হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রো-
থান করিয়া গমন কর; হে চাক্রহাসিনী! আমি তোমাকে
বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দশী বা অষ্টমীতে ধর্মুমান
করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ন থাকিবে, তাহা
হইলেই আমি শ্রী শবে আবিস্কৃত হইয়া তোমার গর্ভে
সন্তান উৎপাদন করিব।” এই অমৃতময় বচন পরম্পরা
শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিং সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায়
যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই
শবসংসর্গে তিন জন শাব ও চারিজন মদ্র প্রসব করি-
লেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যক্তি
শ্রী মহাদেশীর করণব্যাক্য শ্রবণে দয়াজ্জিহ্ব হইয়া
আপনার বংশ রক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়া
ছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানস-
পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সত্য রক্ষা
করিতে পার।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যাক্রিভাষ-
বৃন্তান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্মযুক্ত বাণ্যে তাঁহাকে
সাস্থনা করিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা কহিলে
তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যাক্রিভাষ দেবভুল্য মনুষ্য
ছিলেন। তাঁহাকে সকলই সম্ভবে। তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য
মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুর্ঘট। ধর্মবিশ্ব মহাত্মা
মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি
সেই পুরাণ ধর্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে
বরাননে! হে চাক্রহাসিনি! পূর্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত
ছিল। তাহার ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত।
তাহাদিগকে কাহারও অধীনতার কালক্ষেপ করিতে হইত
না। কোমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত
হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না। কলং: তৎকালে
ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তিগাণ্

যোনিতে কামদেববিবর্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মাশ্র-
সারে কার্য্য করিয়া থাকে । তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ
এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন । উত্তর-
কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে । হে চাক্র-
হাসিনি ! এই অজনাশুকুল নিত্য ধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই
প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিবরণ সবিশেষ বর্ণন করি-
তেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে উদ্ধানক নামে এক মহর্ষি ছিলেন । তাঁহার
পুত্রের নাম ষেতকেতু । একদা তিনি পিতামাতাম্ব নিকট
বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার
অননীর হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন, আইস আমরা বাই ।
ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে গলপূর্বক লইয়া বাইতে
দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । মহর্ষি উদ্ধানক পুত্রকে
তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস ! ক্রোধ করিও না ; ইহা
নিত্য ধর্ম্ম, গাৰ্ভীগণের ন্যায় জীগণ সজাতীয় শত সহস্র
পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না । ঋষি-
পুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না,
প্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমণ্ডে
বলপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি
যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ
কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া
অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ক্রণহত্যা-
সদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে । আর স্বামী
পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী, তাঁহার আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিবে তৎকাল ঐ পাপ হইবে । হে ভীক ! পূর্ব-
কালে উদ্ধানকপুত্র ষেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানুগত
নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন । আরও দেখ ; কল্যাণ-
পাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী, ভর্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি
শ্রীশ্রীদেবের নিকট গমনপূর্বক পতির প্রিয়কামনার তাঁহার
ওরসে আশ্রয়নামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । হে
কমললোচনে ! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার
পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন,
তুমি তাহাও অবগত আছ । অতএব হে অনিন্দিতে !
তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতি-
পালন কর । হে রাজপুত্র ! বেদবিৎ মহাত্মার কহিয়া
গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি পরিত্যাগপূর্বক পুরুষান্তর

সংসর্গ করিলেই জীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য কলমে
তাহারা যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের
কোন পাপ নাই । তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন, যে
ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধ-
র্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে
হইবে । অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার
কদাচ কর্তব্য নহে । বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে
মিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে
অসমর্থ ; হে স্নানরি ! এজন্য আমি কৃতাজ্ঞলিপ্তে
তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন
ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া
লও, তাহা হইলে আমি পুত্রবানদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ
করিতে পারিব ।

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপে বুঝাইলে পক্ষিহৃৎ-
যিনী কুন্তী তাঁহাকে সন্মোহন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
হে মহারাজ ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি সৎ-
কারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত
পরিচর্যা করিতাম । দৈবযোগে এক দিন পরম ধার্ম্মিক
জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্দাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য
স্বীকার করেন । আমি সাতিশয় বহ্নসহকারে ও পরম-
সমাদরপূর্বক তাঁহার পরিচর্যা করিলুম । মহর্ষি
আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন, বৎসে ! আমি তোমার
পরিচর্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক
মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর । তুমি এই মন্ত্র
উচ্চারণপূর্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি
অকামই হউন আর সাকামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া
তোমার বশবর্ত্তী হইবেন । তুমিও সেই সেই অমরপ্রাণে
পুত্রবতী হইবে । মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র
প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন । হে নাথ ! ব্রাহ্মণের
বাক্য অব্যর্থ ; সেগুন উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত
হইয়াছে ; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন
দেবের আহ্বান করিব । হে রাজর্ষে ! আমি তোমার
আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি, অনুমতি পাইলেই তোমার
অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি ।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় অশ্রুপূর্ণ
হইয়া কহিলেন, স্নানরি ! দেবতাদিগের মধ্যে ঋষিগণ

শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন ; তাঁহাকেই আহ্বান কর, আমাদের, ধর্ম কোন রূপে অধর্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্মিক চইবে সন্দেহ নাই, তাঁহার মন কদাচ অধর্মে প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব ধর্ম পুরস্কারেই কর্ম করা আমাদের কর্তব্য ; তুমি পরম-দমদ্বিপূর্বক সর্বদেবাগ্ৰগণ্য ধর্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর, পতিপরায়ণা কুন্তী, যে যাজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কাৰ্য্য সাধনে যত্নবতী হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয় ! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্মকে আহ্বান করিলেন । হে কুরুনন্দন ! রত্নরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী নই সময়ে গর্তবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সঘৎসর পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবেচনাচারে ধর্মের উদ্দেশে পূজা সাজ করিয়া মহর্ষি-ভূক প্রদত্ত মহামঙ্গ জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ঋষ্যোপম, অলদনলসরিত বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে, সমুপস্থিত হইলেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে কীকে কহিলেন, স্তনুরি ! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান রিলে ? বল, তোমাকে কি অতীষ্ট প্রদান করিব ? কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভচিত্তে কহিলেন, পান্নন ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান দান করুন। ধর্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার ঋ সর্বপ্রাপ্তিহিতকর পরম বশবী এক পুত্র উৎপাদন রিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদেবত চক্রসংযুক্ত অভিজিৎনামক ইম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিল। সন্তান প্রসবমাত্র দৈববাণী হইল, “এই ‘যে পাণ্ডুর প্রথমজাত’, ইনি পরম ধার্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, বশবী, দক্ষী ও ব্রতচাৰী হইবেন এবং যুধিষ্ঠিরনামে ত্রিভুবন-পিতৃ নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতাপালন রবেন।”

স্বর্গাধিপাণ্ডু সেই পরম ধার্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুন-

র্বার কুন্তীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! ঋজিগুরুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিত-বলশালী পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক বায়ুকে আহ্বান করি-লেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ যুগারোহণপূর্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন, এবং কহিলেন, কুন্তী ! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে ? তোমাকে কি অতীষ্ট প্রদান করিতে হইবে ? লজ্জানাম্রমুখী কুন্তী স্রবৎ হাঁসা করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম ! আপনি অনুগ্রহ হইয়া আমাকে এক মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায দর্পবিনাশ-কারী পুত্র প্রদান করুন। বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্তে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম ; ভীম জন্মিবামাত্র “বলবীৰ্য্যাসম্পন্নদিগেব অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন” এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর, আর এক আশ্চর্য্য ঘটাপার ঘটয়াছিল। সদাঃপ্রস্তুত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাক্রান্তরূপে একপ ভীত হইলেন, যে ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিদ্রুত হইয়া পলায়নচেষ্টায় সহসা গাজোত্থান করিলেন। জননী গাজোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড়হৃদয়ে পর্কতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বজ্রসম শরীরাঘাতে গিরিবর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদর্শনে সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইলেন, হে ভরতসত্তম ! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্ঘ্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর, পাণ্ডু পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কি প্রকারে আমার এক সর্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষাকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কাল-ক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। অনিরাতি অমররাজ ইন্দ্র সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীৰ্য্যাসম্পন্ন, আমি কারমনো-কাক্যে তপোহুতান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পারশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইচ্ছের করে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর নাগ বর গন্ধর্বপ্রভৃতি সমস্ত ঐশীকেই জয় করিতে পারিবে। স্বর্গাধিপাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের

সহিত মন্থণাপূর্বক কুন্তীকে সাংসারিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সাংসারিক পণ্যস্ত এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইকর্ণে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার সমীপে আগমনপূর্বক কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে ক্ষেত্রমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গোত্রাক্ষণহিতকারী, সুকৃৎসনের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারণ হইবে। দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডুও অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, কন্যাগি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ অপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষাক্রম, অতিমামুষিকাম্বা, বশস্বী, অরতিনিস্বদন, নীতিশত্রুবিশারদ, মহাত্মা সূর্যাসন তেজস্বী, চুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্ অদ্বুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন। কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুসারে পুত্র উৎপাদন করিলেন; ঐ পুত্রের নাম অর্জুন। অর্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবানীধ্বন শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শঙ্করমান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন, শুনিলেন, “হে পুণে! তোমার এই পুত্র কান্ত-বীৰ্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয়্য হইয়া চতুর্দিকে যশোরশি যিতার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জুনহইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতি লাভ হইবে। অর্জুন যৌর ভূজবলে কুক, সোম, চেদি, কাশি, কক্শপ্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের প্রীতি করিবেন। ইহার বাহুবলে ভগবান্ হতাশন ধাণ্ডববনে সর্বভূতের মেদ

ভঞ্জন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইবেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর, গ্রাম্য মহীশালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞতর সম্পন্ন করিবেন। হে পুণে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিজুতুলা পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগগণ্য ও মহাবশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাণ্ডপতন্যে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যাধার করিবেন।”

হে ভরতবংশাবতঃস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যাক্রান্ত হইলেন। শত-শতনিবাসী তপস্বীগণের ও ইন্দ্রাদি অমরনিকরের আহ্লাদে আর পরিসীমা রহিল না। পুণ্যপুষ্টি পতিত হওয়ায় দিগ্ভ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল। ক্রীকাক্ষে চক্ষুভিষ্মনি হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জুনকে স্তুত করিতে লাগিলেন। সর্পসমুদায়, বিহঙ্গমজল, গন্ধর্ব্বগণ, অম্বরাসকল প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভৃগবান্ অত্রি তথার আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুণ্ড্রা, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ প্রজাপতি এবং দিব্যমালাধরধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অম্বরগণ অর্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অম্বরগণ নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, উর্গায়, অনব, গোপতি ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কাঞ্চিনন্দি, চিত্ররথ, সালিশিরাঃ, পর্য্যদা, কলি, নারদ, সত্য-বৃহস্পতি, করাল, বহুগুণ-শালী ব্রহ্মচারী, সুবর্ণ, বিশ্বাবহু, সুমহা, সুচক্র, শক্র এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন সুবিধ্যাত হাहा ও হুহ ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণ সমভিষাঘারে ত্রীমান্ তুষ্ণুর্ক আসিয়া অর্জুনসমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা বিশালনরনা, অনুচানা, অনবদ্যা, গুণমুখা, শুবরা, অত্রিকা, সোমা, মিত্রকেশী, অলম্বা, মরীচি, শুচিকা, বিহাংপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, কেম্বা, রত্না, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, বপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুহসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী,

মেনকা, সহজনা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকন্যা, ঋতুহলা, যুতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ণচিতি, উল্লাচা, প্রল্লাচা, উর্লশীপ্রভৃতি অশ্রুসাকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন । পাতা, অর্যামা, মিত্র, বক্রণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূবা, তরী, সবিতা, পর্ণানা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিভা, ইহারা আকাশে থাকিয়া অর্জুনের মহিমাবর্ধন করিতে লাগিলেন । মৃগব্যাধ, সর্প, নিধতি, অজৈকপাদ, অহিত্রধ, পিনাকী, দহন, জৈশ্বর, কপালী, স্বাপু, ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ ক্রম তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ, ও সাধাগণ অর্জুনের চতুর্দিক ঘেঁষন করিয়া রহিলেন । কর্কোটক, বাহুকি, কচ্ছপ, এবং কুণ্ড ও তক্ষক, ইত্যাদি মহাতপাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তাক্ষ্য, অরিশ্টনেমি, গরুড, আস্তধ্বজ, অরুণ, আকুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন । বিমান ও গিরিশঙ্কর অগ্রগত এই সমস্ত সমভাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণই দেখিতে পাঠিলেন, অন্যান্য লোকে নেত্র-গোচর করিতে পারিল না । মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্যব্যাপার অবলোকন করিয়া মাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ।

অর্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনার কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন । কুন্তী তাঁহার আশ্রয় বৃত্তিতে পারিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আর আমাকে পুরুষাস্তরসংসর্গের অমুরোধ করিবেন না । শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যে, স্বীলোক আপংকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পর পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষাস্তরসংসর্গ করিতে পারে না । যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে ঐশ্বরীকহে; পাঁচ বার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে দেশা পদবাচ্য হইয়া থাকে ; অতএব হে বিধব ! তুমি ধর্ম্মজ হইয়াও কি নিমিত্ত নিত্য উদ্ভাস-চিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্বার অপত্যোৎপাদনের অমুরোধ করিতেছ ?

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়-দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজ দুহিতা নির্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋমিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই, আমি বরাহী হইয়াও হীনাবস্থায় রতিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শত পুত্রের আতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও দীর্ঘ হয় না ; কিন্তু হে মহারাজ ! আমার অত্যন্ত হৃৎখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুই জনই আপনার ভাৰ্যা, উভয়েই সমান ; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখনিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম । হে রাজন্ ! যদি কুন্তী আমার প্রতি অমুরোধ করেন, তাহা হইবেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্য লাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে । কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোনক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না । তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অমুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি । রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! উভয় বলিয়াছ, ইহা আমার নিত্য অন্তঃকলিত, কেবল তোমার মত হয় কি না এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই ; এক্ষণে ইহা তোমার অমুরোধিত জানিতে পারিয়াছি ; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অমুরোধ করিব । কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লেখন করিবেন না ।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জনে কহিতে লাগিলেন, হে গুণে ! দেব ইন্দ্র জিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোগিন্দ্য যজ্ঞ-হুতান করেন ; তপঃসাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রাবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকর করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে মানাবিধ সংকর্ষণে অহুতানে বহুবান্ করেন ; অতএব আমি প্রিয়ে ! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পিওরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়হুতানের নিমিত্ত, এবং আপনার যশোবর্ধনের নিমিত্ত, এক বার মাদ্রীর প্রতি

অনুক্ষণা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথ্বে ! পুত্রদান দ্বারা মাত্রীকে পরিজ্ঞান কর, ইহাতে তোমার যশোরুদ্ধি হইবে। কুন্তী পাণ্ডু নৃপতির বাক্য শ্রবণানন্তর মাত্রীকে কহিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুক্ষণ পুত্র লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

মাত্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বৈদবানী হইল, “হে কুমারদ্বয় ! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমদিক সমুৎপন্ন, রূপবান, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।” শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ষচনপীড়িধানপূর্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জুন হইল। মাত্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাঁহারা সকলেই মহাসদ্ব, মহাবীৰ্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান্ মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আশ্চর্য্যসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডু-পুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সান্তিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিনদিনের মধ্যে রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্বার মাত্রীর গর্ভে সূতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিতে তিনি কহিলেন, মহারাজ ! মাত্রী অতিশয় ধৃষ্ট ; সে এক বার দেবতাহ্বান করিয়া উই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্বে জানিতাম না যে, দুই জনকে একেবারে আহ্বান করিলে দুই কল লাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ কলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ ! আমি কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয় ! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবতপর্বতে

থাকিয়া কিয়দিনের মধ্যে বীৰ্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, চক্ৰতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ভ্রাতৃ দর্শশালী, সর্ক-ধর্ম্মরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তদন্ত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সান্তিশয় বিশ্বাসপন্ন হইলেন। এ দিকে জ্যোতিষ-প্রভৃতি যুতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেব-তুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া পরম সুখে কিয়ৎ-কাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্কভূতের সম্বোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, নন্দরাজ্জুহিতা দিব্যা-দ্বয় পরিধানপূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলকী, আম্র, চম্পক, পর্ণি, ভদ্রকপ্রভৃতি কলপসুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাধীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, কল্লারপ্রভৃতি জলজ পুষ্পদ্বারা সমাস্রুত এবং বহুবিধ জলাশয়ে বাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনের অলৌলিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন রাজীবলোচনা মদ্রাধিপ-তনয়া এককিনী সূত্রে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন ; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাক্ষুষ্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশ-চিত্ত হইয়া বলপূর্বক মাত্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাত্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোন ক্রমেই নিরস্ত হইলেন না। তর্জন বামশরে বিমোহিত হইয়া যুগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীর ; রাজা বারংবার মাত্রীকর্তৃক নিষারিত হইয়াও কোন ক্রমে নিরস্ত হইলেন না ; সূতরাং অল্পজ্ঞানীর যুগশাপবশতঃ পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন। মাত্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূরহইতে সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাত্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শঙ্কানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাত্রী,

অনতিদূরে কুষ্ঠীকে কুমারগণ সমভিব্যাহারে আনিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর । বালকগণ ঐ খানেই থাকুক । কুষ্ঠী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী হা হতাস্থি বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়না আছেন । তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন । আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম, ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; তবে ইনি যুগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? দেখ, আমি যেক্ষণ ইহাকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেই রূপ করা কর্তব্য ছিল, তবে কেন ইহাকে নিহত্নে আনিয়া প্রেলোভিত করিলে ? যুগশাপবিষয়িনী চিন্তা ইহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিত, তন্নিমিত্ত নিয়তই বৎপরোন্মত্তি ভ্রমিত থাকিতেন ; অদ্য তোমাকে নিহত্নে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহার মনকঞ্চল হইল ? মদ্ররাজনন্দিনি ! তুমি ধন্যা ও আমাহইতে অধিকতর গৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ । মাদ্রী কুষ্ঠীর এইরূপ পরিবেদনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি ! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই । রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্ভূত হইলে, আমি অতিকরণস্বত্বোক্তাকে ভ্রয়োভ্রমঃ নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়ভ্রমেই হউক, বা ধর্ম্মশাপের অল্পজ্ঞানীয়তাপ্রযুক্তই হউক, অথবা দৃঢ়ান্ত মদনের অনিবাধ্যতাষণতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না ।

পতিব্রতা কুষ্ঠী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, ভদ্রে ! যাহা হইবার হইয়াছে । এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর । আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, স্ততরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকল আমারই প্রোপা ; অতএব আমি পরলোকগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না তুমি গাত্ৰোত্থান কর । অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও । আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি । মাদ্রী কহিলেন, আর্হে ! আমি আমিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই,

অতএব আমিই ইহার সহগমন করিব । অহুগ্রহ করিয়া আমাকে এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে ; আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত, যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম । বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের স্নায় তৌমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দার ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে । অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প । এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর । আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অগ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই । মদ্ররাজহুহিতা কুষ্ঠীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন ।

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মজ্জবিন্দ্রাক্ষগণ একত্র হইয়া মনুণা করিলেন, যে, “মহাবশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহু দিবস, তপোহুতান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য়াকে আমাদের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র, কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীম ও বৃহদ্রাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদেরই অবশ্যকর্তব্য ।” মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুষ্ঠী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনা নগরে গমন করিলেন । পুত্রবৎসলা কুষ্ঠী পতিব্রতীনা হইয়াও পুত্রদ্বয় নিরীক্ণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সন্ধ্যাে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন । তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে

দ্বারবান তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুর নিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, কশ্যপ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাঁহাদের সকলেরই অশ্রুঃকরণ জেরাশূন্য ও ধর্মপ্রবণ হইল। শান্তনুন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিহুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃত্তা গান্ধারী এবং বিচিত্রাত্তরগণবিভূষিত জ্যোত্স্নাধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দারাদগণ তাপসদর্শনে বাগ্র-চিহ্ন হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে, সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিমন্ত্রণ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা যথাযথ পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়ঃ এক মহর্ষি গাত্রোথান করিয়া অন্যান্য তপো-ধনের মতগ্রহণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে মান্যবরগণ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডু নামক নরপতি সমস্ত ভোগস্বখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক শতশৃঙ্গপর্বতে গমন করিয়া ব্রহ্ম-চর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী কৃতীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান বামুহইতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অর্জুনের যাক্ষদেবগণ সমস্ত বেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধর্মজ্ঞর বীরপুরুষগণের কীর্তি বিলুপ্ত করিবে। আর, এই যে ছই মহাপুরুষের নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ, ইহারা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্মপত্নী মাত্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলপ্রগণ্য! এক্ষণে পরম ধর্মাত্মা মহাবশবী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় ঐশ্যতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডু পুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত

হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মহাজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাত্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাত্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অদ্বিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দান করিতে পুরের আর সেক্ষণ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ, সিদ্ধ মহর্ষিগণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিহরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুর ও মাত্রীর সমুদায় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরমসন্না-রোহপূর্বক স্মারকরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও এবং তাঁহাদের ছই জনের যাবতীয় পুত্র, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অগ্নিগণের প্রার্থনানুযায়ী প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাত্রীর সংকার করাও। মাত্রীকে এরূপ স্নেহভর করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেন বাবু বা স্ত্রীও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডু নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, বেহেতু সেই মহাত্মা, মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিহর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণানন্তর "বে জ্যাজ্ঞা" বলিয়া ভীষ্মকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডু-রাজের আজ্যগন্ধপরিপ্ত প্রদীপ জাতায়ি লইয়া সন্ধ্যা গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ পঞ্চদ্রব্য ও নানাজাতীর পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও

মাত্রীর মৃত কলেবর বিতুষিত করিলেন। পরে, মহার্ষি ব্রাহ্মাদিত্য শিবিকার মধ্যে সেই ছই-মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্বন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা বৈতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর বাজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্বসংকীর্ণ বিবিধ ধনরত্ন লইয়া বাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। গুরাধরধারী রাজক-গণ প্রদীপ্ত ছতাসনে আচ্ছাদিত প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র “হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদের অপর দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন” এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাত্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিহর অশ্রু-পূর্ণনয়নে বনোদ্দেশে “রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বকল্পিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দনপ্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাক্ষর ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অমূল্য হইয়া উঠে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার রাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণানন্তর মাত্রীর সহিত রাজাকে স্মৃতিভিষিক্ত করিয়া চন্দনপ্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাঁঠি দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কোশল্যা চিতাগ্নিহু পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দগ্ধনে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ হায়! কি হইল! কি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্মন-কল্পিত শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্ষাগ্গোনিগত গন্ধপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুন্দন ভীষ্ম,

মহামতি বিহর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিহর, রাজা ধৃतरাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ, এবং সমস্ত কৌরববনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজাশ্ব প্রজাগণ পিতৃশোক-বিমুচলিত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সাহসনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সর্বাঙ্গবে ভূতলে শায়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশযায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আনালবৃদ্ধ বনিতাপ্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকমাগরে নিমগ্ন রহিল।

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃतरাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বক্রগণ সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔদ্ধেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্র-গণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেন। পরে কুন্তীশেচ পাণ্ডবগণকে সমভিবাছারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অমুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ কাব্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসম্প্রদেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! সময় অতিশয় দ্রাক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশ-মাত্রও নাই; দিন দিন পাপ বৃদ্ধি হইতেছে; পুত্র-শস্যশূন্য ও কলবিহীন হইতেছে। বোধ হয়, লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষ-সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রায় সকলেই কুরুক্ষাত্তানে নিরত হইবে। ধর্ম কষ্ট একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতিপ্রবৃত্ত রাজত্ব তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই অংশে কুতাস্ত-সদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের

বিনাশ দেখিবার পরিবর্তে বনে গমনপূর্বক যোগাভ্যাসে
যত্ন করুন ।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে
প্রবেশপূর্বক স্বীয় পুত্রবধু অধিকাকে কহিলেন, অধিকে !
শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অভ্যাচারবশতঃ অল্প
দিনের মধ্যেই আমাদের বংশ একবারে উচ্ছিন্ন হইবে,
অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্র-
শোকাক্তা কোশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে
প্রস্থান করি। অধিকা স্বশ্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘‘যে
আজ্ঞা’’ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী
ভীমকে আমন্ত্রণপূর্বক সুবাদরকে সমভিব্যাহারে লইয়া
বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে
কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে
প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব গৈতুক ভবনে থাকিয়া
বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে
লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কারসকল
সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত
সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই
তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্ধাপূর্বক
সবেগ গমন, লক্ষ্যান্তিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন
যাবতীয় ধার্তরাষ্ট্রগণকে পরাস্ত করিতেন। যখন ধৃতরা-
ষ্ট্রের পুত্রগণ পরমালাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে
তাঁহাদের পরম্পরের মস্তকে সংঘটন করিয়া দিতেন। ধার্ত-
রাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতৃ ও মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন একাকী,
তথাপি তাঁহাদের সকলকে অনায়াসে নিগূহ করিতেন। তিনি
কখন কখন তাঁহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ-
পূর্বক পুনঃ বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাঁহারা কেহ
কোনো ক্ষতবিক্ষত, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষতবৃদ্ধ হইয়া প্রাণ-
নাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আশ্রয়ের চীৎকার করিত। জল-
ক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাঁহাদের দশ জনকে
ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে, তাঁহারা
মুক্তকল হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাঁহারা কল-
চয়নার্থ বৃকু আরোহণ করিতেন, ভীমসেন সেই সময়ে
পদাঘাতে বৃকু কম্পিত করিতেন; তাঁহারা প্রহার-
বেগ সহ করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃকুহইতে

ভূতলে পতিত হইত। ফলতঃ, ধার্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুবল,
কি বেগ, কি শাস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে
পারিত না। এইরূপে বৃকোদর সর্বদা সর্ববিধে জয়ী
হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া
উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দুর্যোধন সর্বা-
পেক্ষা অধিকতর ক্রুর, দুঃস্বভাব, পাপাচার ও ঐর্ষ্যান্বিত
ছিল। ঐ দুর্যোধন ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে
সাত্ত্বিক উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, কুন্তীর
মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান, বিক্রমশালী ও শৌর্যযুক্ত;
এই দুর্যোধন একাকী আমাদের শত ভ্রাতাকে অবলীলা-
ক্রমে পরাজয় করে; অতএব যখন ভীম পুরোদ্রোহে
নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ
করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ অর্জুন ও দ্রোণ যুধি-
ষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সমাগরা পৃথিবী শাসন
করিতে পারিব। পাশ্চাত্য দুর্যোধন মনে মনে এই রূপে
চুপে অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রক্তাধেবণে
সর্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দিন পরে দুঃস্বভাব দুর্যোধন স্বীয় চুপাভিসন্ধি
সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত
ও কঞ্চলনির্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করাইল। এই সকল
গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুরা পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত পঙ্কজ-
সমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে
উদক ক্রীড়নকন্যাসকল একটী স্থান নির্দিষ্ট করিয়া পাক-
কার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্চা, চোবা, লেহ,
পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল।
তাঁহারা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন
করিয়া সম্বাদ প্রদান করিলে দুঃস্বভাব দুর্যোধন পাণ্ডব-
দিগের নিকটে গমনপূর্বক কহিল, চল আমরা সকল
ভ্রাতার একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গার জলক্রীড়া
করি। সরলাস্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে
সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত শৌর্যশালী কৌরবগণ
ও পাণ্ডবগণ কেই নগরাকার রথে কেহ বা দেশজ অশ্ব
কুঠ গজে আরোহণপূর্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া,
সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহার প্রবেশ করে, তদ্রূপে সেই
উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা দ্রিষ্ট

গাগিলেন । ঐ উদ্যান স্থাধবলিত রাজবোণা
ডী, গবাক ও জলবন্তসমূহে ব্যাপ্ত ; সৌধকারণ
সমার্কিত, ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে ;
অলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করীসমূহ শোভা
। ঐ উদ্যানের সমুদায় জলভাগ স্বকোমল
হ ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ সমূহে
ছিল ।

ব'ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা
করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক তত্রস্থ ভোগ্য বস্ত-
ণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা সকৌতুক
ার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পর-
খ দিতে লাগিলেন । পাপাত্মা হর্ষোদন সেই
ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে
ত করিয়া স্বয়ং গাত্রোথানপূর্বক ভ্রাতার ন্যায়
দের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের
ই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল । সরলহৃদয়
ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, জ্ঞাহা না জানিতে
তিশয় প্রীতিপূর্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি-
য়া হর্ষোদন তদর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য
রিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল । তদনন্তর
বার্ত্তারত্নগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমা-
লজীড়া, করিতে লাগিলেন । ক্রমে ভগবান
জাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয়
হইয়া জলহইতে গাত্রোথান করিলেন এবং
গমনপূর্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অল-
করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । কেবল
ভীমসেনই বিব্রতকণ ও ব্যামাধিক্যপ্রযুক্ত
ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছ দেশে শয়ন করিবামাত্র
চেতন ও মৃতকল্প হইলেন । হর্ষোদন সেই
টাহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থলহইতে জলে
করিল ।

কালকূটপ্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন ।
হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবন সমুপস্থিত ও
গণের উপর নিপতিত হইলেন । তদর্শনে তত্রস্থ
বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণ-
দর্শন করিতে লাগিল । সর্পগণের জঙ্ঘমবিষ-

যারা ভীমশরীরস্থাবর কালকূট বিবেক তেজ একবারে
বিলুপ্ত হইয়া গেল । সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ় কলেবর
কত বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বকৃ এমন
কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্র দশনচিহ্ন হইল না ।

এইরূপে ভীমপরাক্রমভীমসেন সর্পগণকর্তৃক দষ্ট হও-
য়াতে কালকূট বিব হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্বক
সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । উহাদের মধ্যে
যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিতে
পারিয়াছিল, তাহারা বাসবতুলা প্রভাবশালী নাগরাজ
বাহুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাজলিপুটে নিবে-
দন করিল, “হে নাগেন্দ্র ! এক মহাবল পরাক্রান্ত মানব
আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে
আরম্ভ করিয়াছে, যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়,
তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয় বিষপান করিয়া-
ছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু সন্তানগণের
উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন
করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত পদের
বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ
করিল ; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করি-
য়াছে, কেবল আমরা কয়েকজন মাত্র কৌশলক্রমে পলা-
ইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয়
গ্রহণ করুন ।”

নাগরাজ বাহুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে
সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্বক মহাকাহ ভীম-
সেনকে দেখিতে পাইলেন । নাগরাজ দৌর্য্যবামাত্র তাঁহাকে
স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া
প্রীতিপ্ৰসন্ন চিত্তে সাদর সম্ভাষণপূর্বক আলিঙ্গন করি-
লেন, এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর
ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন । তখন কোন সর্প কহিল,
হে নাগেন্দ্র ! যদি ভীমের প্রতি অহুকূল হইয়া থাকেন,
তবে যে কুণ্ড রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতীক্ষিত
আছে, সেই কুণ্ডহইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃত-
পান করিতে অহুমতি করুন । নাগরাজ ‘তথাক্ত’ বলিয়া
সম্মতি প্রদান করিলেন । তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগ-
গণের আশীর্বাদগ্রহণপূর্বক সত্বর উঠিয়া পূর্বমুখে উপ-
বেশনপূর্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি

এক এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃতপান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহাভূজ বৃকোদর নাগদন্ত দ্বিবা শয্যায় শয়ন করিয়া পরমস্থখে নিদ্রিত হইলেন।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কোরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়াশেষ করিয়া বৎকীলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন, যে তিনি আমাদের অগ্রেই গিয়াছেন; ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যানবিশেষে আরোহণ-পূর্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডা দ্রুপদ্যোধান বৃকোদরের আদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির 'হুরাত্মা' দ্রুপদ্যোধানকৃত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, স্তব্রাং ভীষ্মের কোন অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননী সদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন-পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে! তাহাকে দেখিতেছি না কেন? তবে সে কোথায় গেল? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অমুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্বেষণ করণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে কোথায়? আর কোথাও ত গমন করে নাই? তাহাকে কোথাও পাঠান নাই?

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হায়! কি হইল বলিয়া সসজ্জমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এপর্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অমুজ্ঞার সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর। চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজহুহিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়নপূর্বক কহিতে লাগিলেন, কন্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া

উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সুকলেই কিম্বি রাহে, কেবল একাকী ভীম এপর্যন্ত প্রত্যাপন নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার ক্রম জানিতে পারে নাই। হুর্গতি দ্রুপদ্যোধান তাহাকে খুঁজিতে পারে না। এই হুরাত্মা নিতান্ত ক্রুর, একান্ত ক্রুর, রাজ্যলুপ্ত ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয়ত এই পাণ্ডা ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমরা একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লেন, হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল তবে ও কথা আর মুখে আনিও না, হুরাত্মা তোমার এ কথার স্তব্র শুনিতে পাইলে অতিশয় ক্রোধ করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। মহামুনি বেদবাস কহিয়াছেন, তোমার দীর্ঘায়ু হইবে, তাহার কথা কখন মিথ্যা হইবে না। তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই তোমার আনন্দসম্পদকে হরণ করিয়া তোমার নন্দনদ্বয়ের আনন্দ সম্প্রদান করিবে। বিদুর-বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গেলেন, কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ভীমচিহ্নের বাবের স্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

ও দিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভূজঙ্গমগণ তাঁহার উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সার্বজন্যাক্যে কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধারক, অমৃতপান কর, তদ্বারা অমৃতগন্ধোপমবলশালী ও বৃদ্ধ অমৃতপান এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন কলঙ্ক কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জ্যেষ্ঠী তোমার আদর্শনে ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপণ করেন। নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত ভীম সন্যস্তি করিয়া, গুহাশ্রয় পরিধান ও গুরু শয্যায় পূর্বক বিবিধ বিষয় স্তব্র ও বধ দ্বারা কৃতকৌতুক হইয়া নাগদন্ত দ্বারা পরমাত্র ভোজন করিলেন। মহামুনি জ্যেষ্ঠ ভূজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পুত্রা কেহ বা পুত্রা করিতে লাগিলেন। দিব্যাতরঙ্গভূষিত ভীমসেন স্নান করিয়া আনন্দ করিয়া হুইতে নাগলোক হইতে স্নানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাঁহার

স্তোত্রান করিয়া সেই পূর্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন
কিতে দেখিতেই অস্তিত্ব হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব
বনোদ্দেশহইতে স্বভবনে গমনপূরঃসর সর্বা-
ঙ্গীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অগ্রে
তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন
কিন্ত্রভ্রাতাদিগের মন্তকাস্ত্রাণ করিলেন। পুত্র-
স্বস্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আনন্দিত
হাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং “দৈব আমা-
শ্রুতি মিতাক্ত অমুকুল, এই নিমিত্তই পুনর্বার
দর্শন পাইলাম” এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন
লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন
নিকটে হৃদ্যোধনের ছুঁচোঁটিত অবধি আপনার
হইতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সব-
িস্তন করিলেন। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা
ভীমের নিকটে হৃদ্যোধনকৃত ছুঁচোঁটিত প্রবণ
হইলেন, ভ্রাতঃ! এ কথা আমাদের নিকটে যাহা
হই পর্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে
; আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণ-
চেষ্টা থাকিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা
বাবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে
। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন,
রাজা যুতরাষ্ট্র, হৃদ্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানা-
রম্যারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাই-
ত তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিহু-
রামণ্যাসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মজর কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আচার্য্য রূপ ক্রুরপে
ইতে অশ্রুগ্রহণ করিলেন, এবং ক্রিয়পেই বা অশ্রু-
গ্রহণ হইলেন, অশ্রুগ্রহণ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন

পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি পোতমের
বলিয়া এক পুত্র জন্মেন। তিনি শরের সহিত

জন্মিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম শরবান্ হইয়াছিল। ঐ
পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধর্ম্মবিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভি-
লাষী ও যত্নবান্ ছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ তপোমুঠান দ্বারা
বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্তাচরণ করিয়া
সমস্ত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মবেদাভ্যাসে
ও কঠোর তপোমুঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন যে, দেব-
রাজ ইন্দ্র তদর্শনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনারী
দেবকন্যাকে আশ্বাস করিয়া তাঁহার তপস্যার বিষয় জন্মা-
ইচ্চে আদেশ প্রদান করিলেন। জানপদী দেবরাজের
আদেশানুসারে ধর্ম্মরক্ষাধারী শরবানের পরম রমণীয়
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত
হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক রূপ-
লাবণ্যসম্পন্ন একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরীক্ষণ
করিবামাত্র মহাত্মা শরবানের নরনরর বিকসিত হইয়া
উঠিল, হস্ত হইতে ধর্ম্মরক্ষা ভূতলে পতিত হইল এবং
বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।
এই অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্তপ্রকারে ক্রুদ্ধম-
শরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া
রহিলেন, কিন্তু হঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রোতঃ-
স্রাবন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি
সেই তপোস্তরারভূত অস্ত্রার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার
মানসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি
তাঁহার স্রাবিত রোতঃ শরস্রবে নিপতিত হইল। বীর্ষ্য
পতিত হইবামাত্র হুই ধ্বংসে বিতক্ত হইল এবং তাহাতে
এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ
শান্তহু বনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক
সৈনিক পুরুষ যদুচ্ছাত্রক্রেমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই
সদ্যোজাত বিশ্রামিথুনকে দেখিতে পাইল। তখন ধর্ম্মশর
ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধর্ম্মবৈদ্যপারগ প্রাণের
অপত্যযুগলবিবেচনার, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলেন,
অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে; স্থির করিয়া সে
রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন
দর্শনে যৎপরোনাস্তি অশ্রুস্রাবপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে
গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারা আমার সন্তান হইল বলিয়া
শরবানের অপত্যদ্বয়কে আপন পুত্র আনন্দন পূর্বক
অপতনিক্রিংশে প্রতাপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ

শাস্ত্র কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া, পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন ।

এদিকে মহাত্মা শরদ্বান্ আশ্রমাস্তর নির্মাণ করিয়া তথায় ধর্ম্মর্ষেদাশুশীলন ও কঠোর তপোহুষ্ঠান দ্বারা এক জন অদ্বিতীয় ধর্ম্মর্ষক হইয়া উঠিলেন । তিনি একদা তপোবলে কৃপ কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহার যথায় বেক্রপ বর্দ্ধিত হইতেছে তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন । তখন তিনি রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে "চতুর্কিধ ধর্ম্মর্ষেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এইরূপে কৃপ অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক জন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মর্ষেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন । ধৃতরাষ্ট্রভূতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল, বৃক্ষিবর্গ ও নানা দিগ্দেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্ম্মর্ষেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াদান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ নানাশাস্ত্রসম্পন্ন দেব-তুলা সম্বংশী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন । পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভর-দ্বাজনন্দন জ্যোতাচার্য্যকে স্বভবনে আগমনপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং শিক্ষা প্রদানার্থ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন । অস্ত্রবিদ্যাধিশিখারদ মহাভাগ জ্যোতাচার্য্য ভীষ্মের সান্তিশয় আস্থা দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগৃহ্য করিলেন, এবং সান্তিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ স্বকারণে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ধর্ম্মর্ষেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অসিদ্ধ কালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিততেজস্বী হইয়া উঠিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! ধর্ম্মর্ষেদ পারগ জ্যোতাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিপ্রকারে অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন; কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি কাহার পুত্র এবং জন্মস্থানাদি তাহার সর্ব্বান্তবিধ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার

নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সে-শেষ কীর্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভরদ্বাজের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপ হিমালয়নাম পর্ব্বত আছে, তথাহইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছে । পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্তা করিতেন । তিনি যজ্ঞনীকিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গলায় প্রাতঃস্থান করিতে গিয়াছিলেন । সেই সময়ে অঙ্গরোহগ্রগণ্য যতাতী স্থান করিয়া তাঁহাকে উত্তিতেছিল । দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবস্ত্র উড়িয়া পড়িয়া গেল । মহর্ষি সেই সুরূপানবর্ষাবনান মদদৃশ্য দেখিয়া বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জরিত কলেবর হইলেন । জর্জর কুইমায়ুধের হুঃসহ প্রভাবে তপোধানের রেতঃ স্থলিত হইল । তিনি সেই রেতঃ এক জ্যোৎস্না আকারে কলসের মধ্যে রাখিলেন । কিয়দিন পরে সেই জ্যোৎস্না এক পুত্ররূপে পরিণত হইল । মহর্ষি ভরদ্বাজ জ্যোৎস্না জাত বলিয়া, ঐ পুত্রের নাম জ্যোৎস্না রাখিলেন । জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত

পুত্রনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম শিষ্য হইলেন । তাঁহারও জন্মদানাদি এক সন্তান জন্ম । প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া জ্যোৎস্না পিতৃ-একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন । কিয়দিনানন্তর জ্যোৎস্না পুত্র পরলোক প্রাপ্ত হইলে হোয়ারাহ জন্মদ সন্তান পিতৃ-পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ-লোক গমন করিলে মহাত্মা জ্যোৎস্না সেই পৈতৃক আশ্রমে তপস্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন । তপোহুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল । কিয়দিন পরে মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন । এই কামিনী বুদ্ধা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন ।

চার্যের অশ্বখামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র
কৈঃপ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি
এই দৈববাণী হইল “ এই পুত্র অগ্নিবামাত
ন্যায় গভীরধ্বনিদ্বারা দিগন্ত সকল প্রাতি-
হরিল, অতএব ইহার নাম অশ্বখামা
মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হই-

য়ে অরাত্তিশন সর্কজ্ঞানসম্পন্ন সর্কজ্ঞবিৎ
দগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্কস্ব প্রদান
সংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত
র নিকট হইতে ধনুর্কোদ্যাদি বস্তুসমূহ ও নীতি-
করিতে সাতিশয় সমৃদ্ধ হইলেন অনন্তর
চারী ভোপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেঞ্জ
ানপূর্বক দেগিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার
সংসারস্থে জলাঞ্জলি দিয়া তত্ত্ব্য বনে অবস্থিতি-
লিপ্যপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ শিষ্যগণ
গারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন
করিতে কহিলেন, হে মহাত্মন! আমি মহর্ষি অজিরার
পুত্র, ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসমুত, আমার নাম
আমি ধনাকাজ্জক আপনার নিকট আসিয়াছি।
আপনার বসনে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান পরশুরাম
সাদর সম্ভাষণে স্বাগত প্রদত্ত জিজ্ঞাসা করিয়া
কহে “ দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান
হইবে? দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! আমাকে
অনন্ত ধন প্রদান করুন। রাম কহিলেন, হে
আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল,
ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত করিয়াছি, এই সসাগরা
বাহিবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি;
করল আমার শরীর ও বিবিধ মহর্ষি অজ্ঞশতমাত্র
আছে, ইহার মধ্যে তোমাদ্ব্যবহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র
কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন দ্রোণ কহি-
বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
প্রমাণ সংহার সমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায়
প্রদান করুন। পরশুরাম ‘ভবান্ত’ বলিয়া
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও ব্রহ্মাসমবেত ধনুর্কোদ প্রদান
করিল। দ্বিজসত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট

হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতমনে প্রিয়সখা
ক্রপদ সমীপে গমন করিলেন।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভর-
দ্বাজনন্দন দ্রোণ, মহারাজ ক্রপদের সমীপে সমুপস্থিত
হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার সখা। ঐশ্বর্য-
মদমগ্ন ক্রপদ রাজ্য দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে কিছুমাত্র জ্ঞান প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যা-
রোধকবায়িত লোচনে ক্রকুটী প্রদর্শন করিয়া কহিতে
লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া
নিতান্ত নিকোঁথের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্যশালী ভৃগুপতি-
গণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া
নিতান্ত অসম্ভব; বাস্তবস্থার তোমার সহিত আমার সখ্য
ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধু-
তাকা কোনক্রমেই উচিত নহে; কাহারও সহিত চিরকাল
বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্কসংহর্তী কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত
করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি
সেই পূর্বতন সৌহার্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে
দ্বিজোত্তম! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল,
তাহা কেবল অর্থ নিবন্ধনমাত্র; যেমন পণ্ডিতের সহিত
মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে;
তক্রপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অস-
ম্ভব; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে
ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! বাহারা ধন ও জ্ঞানে
আপনার সঙ্গ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও
সখ্যসংস্থাপন করা কর্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত
নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক
সম্বন্ধ করা নিতান্ত অসুচিত। হে বিপ্র! যেমন অপ্রোজি-
য়ের সহিত প্রোজিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা
হওয়া একান্ত অসম্ভব; সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের
কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্বের
ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ ক্রপদের এই কটুক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্ত-
মাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন, এবং

সেই ক্ষণেই ক্রপদ রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্বক নিজ শ্রালক কৃপাচার্যের আবাশে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বথামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহ তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গৃঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্বক একত্র হইয়া লোহগুলিকাদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গ্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণে ভ্রোহ্মোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহা-অগ্নিকে দেখিয়া উঁহীর চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া দ্বেষ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্র বলে ধিক্, এবং তোমাদিগের অন্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লোহ-গুলিকা এত এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ভীষীকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও। এই বলিয়া আপনার অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, মুখিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অমৃতমতিতে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ভীষীক হস্তে লইয়া কহিলেন, এই যে ভীষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ভীষীকাদ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা

বিদ্ধ করিব, সেই ভীষীক অংশ একটি দ্বারা অন্য একটি দ্বারা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অন্য ভীষীক বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উদ্ধার করিব।

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভীষীকামুষ্টিদ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপহইতে গুলিকা উদ্ধোলন করিলেন। বালকেরা তদদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উদ্ধোলন করুন। তখন মহাশয়ঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃধারী হইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া উর্ধ্বে উদ্ধোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে অত্যন্ত পেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতজ্ঞলিপিতে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন! আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে। অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুমারগণ! তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিবরণ রূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে সেই মহাশয় এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কুমারগণ দ্রোণাচার্য্যের শাস্ত্রসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ আশ্চর্য্য বর্ণন সর্বিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ গণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্তিত হইয়া দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই তিনি জন শুল্কিকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মকর্ত্তব্যবিশারদ দ্রোণাচার্য্য ক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে গমন করিয়াছেন। ইতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণের গমন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্বক চিত্ত সংকার করিয়া সাদর-সম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন করণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! পূর্বে আমি ধর্ম্মকর্ত্তব্য শিক্ষার্থে মহাশয় বৈশ্যের নিকটে গমন করিয়াছিলুম। তথায় গিদা গ্রন্থ গ্রহণ, আত্মসংযম ও অটোপায়নপূর্বক গুরুসেবা

বৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ
পালদেশীর রাজপুত্র মহাবর্ষী ক্রপদ ঐ অগ্নি-
নিকটে স্নানবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস
এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্রবাস ও এক গুরুর
শ্রাব্যভ্যাস করিতে ক্রপদ ক্রমে ক্রমে আমার
প্রিয় সখা হইয়া উঠিল। সে সর্বদা আমাকে
বলিত ও আমার প্রিয়কাৰ্য্য করিত। একদা
হিল, হে জ্ঞেয়! আমি পিতার প্রিয়তমপুত্র।
আমাকে পাকালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন,
করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ,
সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে। ক্রপদ
ই কথা কহিয়া কয়দিনমধ্যে ক্রতবিদ্যা হইয়া
বর্কেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি
চিত্ত সন্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম।
তাহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়মন্দিরে সর্বদা
হইল।

যুতনয়! কিছুদিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানু-
সারীকাকার গোতমনন্দিনী ক্রপীকে বিবাহ
ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘকেশা, পরমপ্রজ্ঞা,
অগ্নিহোত্র, বজ্র ও দমস্ত্রণে সর্বদা নিরতা।
ক্রপীর গর্ভে আমার অশ্বখামানামে মহা-
দিত্য সমভেজ। এক পুত্র জন্মিল। পিতা
সেই পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্ব-
হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম।
যা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে
নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল;
তার মন নিস্তান্ত চঞ্চল হইল। তখন
পিতা প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর
করিলাম, কিন্তু কুত্ৰাপি দুগ্ধবতী গাভী
হইলাম না; পরিশেষে বিব্রমমনে নিজ
পিত্যবর্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখি-
গণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া “এই দুগ্ধ, ইহা
বলিয়া অশ্বখামাকে লোভ দেখাইতেছে।
যাব অশ্বখামাও উহা পান করিয়া দুগ্ধপান করিলাম
পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ “ধনহীন
কে ধিক্, যাঁহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ

পাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে” এই বলিয়া তাহাকে
বারংবার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তা-
নের সেই দুঃখবস্থা দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ
পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একেবারে দগ্ধ
হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার
করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্বে নির্ধনতাজন্য
ব্রাহ্মণগণকর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে
কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাণ্ডনক
পর্য্যন্ত আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এই
কপ চিন্তা করিয়া ক্রপদের পূর্বে স্নেহানুসারে পুত্র কলজ-
সমভিব্যাহারে পাকালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে
শুনিলাম, ক্রপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎ-
শ্রবণে প্রিয় বাক্যের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য শ্রবণ
করিয়া আমি কৃতার্থমন্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাঁহার
সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখা শ্রবণ করিয়া কহিলাম,
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্বে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে,
আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি। ক্রপদ
আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আশ্চর্য প্রদর্শন করিল না,
প্রত্যুত, আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল,
হে ব্রহ্মন্! তুমি আসিয়া ঠাট্টা আমাকে সখা বলিয়া সু-
বুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্বে তোমার সহিত আমার সখ্য
ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তুমি আমার নিক্তর
উপযুক্ত নও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে
পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অস-
ম্ভব; সমানে সমানে বদ্ধতা হওয়াই উচিত; অসমানের
সহিত বদ্ধতা করা অবিধেয়। সখ্য চিত্তবাল সমভাবে
থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা, পরস্পরে ক্রোধ উহাকে
বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বদ্ধতা দূরে পরিত্যক্ত
কর। পূর্বে তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে
কেবল সামান্য নিবন্ধনমাত্র। যেহেতু মুখের সহিত বিদ্বানের
ও ক্রীবেব সহিত শূরের সখ্য হয় না, তজ্জপ নির্ধনের
সহিত ধনবানের বদ্ধতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব
কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধতা করিতে
আসিয়াছ। হা মন্দায়ম্! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীনলোকের
সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বদ্ধতা হওয়া

যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা কি তুমি জান না ? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ । তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাজ্যের নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি ।

হে শান্তনুতনয় ! ঋগ্বেদের মুখে এই প্রকার কটুক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল । আমি অবিলম্বে তথাহইতে প্রস্থান করিলাম । হে ভীষ্ম ! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি দ্রুত সম্পন্ন করিব, এই মাননে গুণবান্ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকাংশ আসিলাম । এক্ষণে তোমাকে সঙ্গীত করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি । বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে ? মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন ! শরাসেনের গুণ মোচন করুন ; আপনি অহুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্রূপে অস্ত্র শিক্ষা করান ; এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখ ভোগ করুন । কুরুদিগের যাবতীর ধন ও রাজ্য, সমস্তই আপনার অধীন হইবে । আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন । হে ব্রহ্মন ! আপনি যখন বাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন । হে বিপ্রর্ষে ! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অহুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ।

দ্বাদশোদ্যায় শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহাহুতব ভীষ্মকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন । এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দেশ করিয়া দিল । তৎপরে কোরব পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য গোপকে অতিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে

তাঁহাদিগকে অশ্বেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিষ্কলন কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অতি-লম্বিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা স্বীকার কর । তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাবে অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অর্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, আপনি বাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, সন্দেহ নাই । আচার্য্য দ্রোণ, অর্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার নয়নযুগলহইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহাবীৰ্য্য আচার্য্য দ্রোণ, পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন । এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও হুতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্র শিক্ষার্থে দেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন । কর্ণ অর্জুনের সহিত স্পর্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জুন ভূজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্বেদশিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন । দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অস্ত্রাধিপতি প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষণা শাগিত বাণ, ও বিলম্বে অস্ত্রশিক্ষা হইবে এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইলে এই মানসে নিজ পুত্র অন্ধকথামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন । মহাবীর্য্য রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অন্ধকথামাকে নিজের বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন । অর্জুন তাহা শুনিয়া পারিয়া বারুণাস্ত্রদ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া অন্ধকথামার সহিত সমকালে গুরুসমিধানে সমাগত হইতেন । সুমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অন্ধকথামার সহিত অস্ত্রশিক্ষায় আগমন করিতেন বলিয়া, তাঁহার অপেক্ষা কোন অস্ত্রশিক্ষার্থী ন্যূন হইলেন না । তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরু আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন, এবং অস্ত্রশিক্ষায় সচিব

মানিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জুন ক্রমশঃ প্রতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে অর্জুনকে প্রশংসা দেখিয়া স্থপকারিণীকে আহ্বান পূর্বক হইলেন, তে বিজয়ে! তুমি অর্জুনকে অন্ধকারে যোগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে করিলাম ইহা কদাচ অর্জুনের নিকটে প্রকাশ। একদা অর্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অবশেষে বাত্যা উথিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা প্রাপ্ত হইল। দীপ নির্বাণ হইলে তাহার হস্ত তঃ আশ্রয়েই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন ন করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই যা উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে প্রহরীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ রংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার জ্যারোপণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন করিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সত্য এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্ধর প্রাপ্য না হয়, এইরূপ বিধান করিব, এই রাণাচার্য্য অর্জুনকে হস্তী অশ্ব ও রথে আরুঢ় হইলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রুরপে সংগ্রাম করিতে হয়। নরনারী সর্বশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, দ্রোণ, অসিচর্যা ভোমর, প্রাস ও শক্তি প্রয়োগ ণ যুদ্ধে কৌশল সম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের পুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্য- একলব্য, দ্রোণসন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু তা স্নেহজ্ঞাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয় নত অনভিপ্রেত এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ ধনুর্ধর দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদ- বিবাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্বক অরণ্যে গেল এবং তথায় মুগ্ধ এক দ্রোণনির্দাণ ও আচার্য্যভাব সংস্থান করিয়া ব্রত ধারণপূর্বক অস্ত্র- ক্রম করিল। এইরূপে সে অচিরকাল মধ্যে অস্ত্রের লংহার সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য হইয়া উঠিল।

একদা কোরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানীহইতে যুগ্মার্থ নির্গত হইলেন। এক জন আপনার কুকুর ও বাঁওরা লইয়া যচ্ছাত্তমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কোরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সন্ধান করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুকুর যুগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদ-রাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুকুর মলিনকলেবর, কুম্ভাজিন-জটাধারী নিষাদ-রাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখ- বিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুকুর আসাবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং শরের লঘু ও শব্দবেদিত দর্শনে সকলেই আপনা- দিগকে অপেক্ষাকৃত নিকট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগ- কর্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মহুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিরূত দর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞা- সিলেন, হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র? একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ধর অনুশীলন করিতেছি।

তখন পাণ্ডবেরা তাহার বপার্শ্ব পরিচয় হইয়া পুনর্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জুন বিনীতবচনে নির্জনে প্রবেশ করিলেন, ওরো! আপনি ঈর্ষীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ধর আমা অপেক্ষাও সমদিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তখন অর্জুন মুখে এই সবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ অনু- খাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জুন সম-

ভিষ্যাহারে অরণ্য-প্রবেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাতীরধারী, মলিনকলেবর, নিষাদ-রাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারম্বার বাণ বর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন ও পাদ-বন্দনপূর্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল, এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাজলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, ভগবন! গুরুকে অদের কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাধরূপ আমাকে সম্প্রদান কর। সত্যবাক একলব্য দ্রোণের এইরূপ নির্দাশ্রয় বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রকুরমণে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া অঙ্গুচিহ্নিতচন্দ্রে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অঙ্গুলী দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হাস হইয়াছে।

অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষ-বিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এই ধরাধামে অর্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবেক না, দ্রোণাচার্য্যের এই অস্বীকার বাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। কিন্তু যথামা সর্ব রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইহারা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জুন বুদ্ধিযোগে, বল ও উৎসাহে এই সমাগরা পৃথিবীর মধ্যে প্রখ্যাত হইলেন; অর্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধর্ম্মধর হইয়া উঠিলেন। দ্রুপদা ধর্ম্মরাজের বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্যা অর্জুনকে দেখিয়া নিজস্ত জীবাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অন্তশিক্ষার পুরীক্ষা কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পিধারা একটি কৃত্রিম শিল্প-পক্ষী নির্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোহিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করি কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শ-সন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক। আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি, যদি বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত কর, এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, হে হৃদ্বী! শরসন্ধান করিয়া বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির দ্রোণের নির্দেশানুসারে ধনুঃ গ্রহণপূর্বক লক্ষ্যে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ কুরনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকালমধ্যে কহিলেন, বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর। যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনরু কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, জারাজ্ঞ আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ভগবন! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছি। দ্রোণ দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এস্থান হইতে অপস্থত হই। এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ দ্রুপদাধন দ্রুপদাধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্বোক্ত পক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোবাঞ্ছা প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই বিচলিত হইলেন।

ত্রয়োদশদিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর হস্তমুখে অর্জুনকে কহিলেন, বৎস! এই বাক্যের মধ্যে কেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ধর্ম্মরাজ রোপণপূর্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। আমাদিগকে অবসান না হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্য অন্তঃক্ষেপ কর। অর্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধান

ধাৰ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ
সময়ে পূৰ্বোক্ত প্রকারে অৰ্জুনকে জিজ্ঞাসা
ন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষ পক্ষীকে, আমাকে বা
পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিতেছ? তাহা শুনিয়া অৰ্জুন
ন করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে
ন করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন
ছি। অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্বার জিজ্ঞাসি-
বৎস! শকুন্তকে সম্যক্রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?
প্রত্যুত্তর করিলেন, “না” আমি শকুন্তের অবশিষ্ট
কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার
দেখিতেছি। তখন দ্রোণাচার্য্য অৰ্জুনের এইরূপ
ভূরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তবে লক্ষ্য
র, এই কথা বলিবারাত্র অৰ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা
য়া লক্ষ্যে অঙ্গক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত
বৰ্জুনের থরথার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে
ত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কৰ্ম্ম সমাধানান্তে
বৰ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া রূপদ রাজাকে সংগ্রামে
চ করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

সংকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ-সমভি-
দ্রোণে নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করি-
তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্বক স্নান
হেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুন্তীর কালপ্রেরিত
দ্রোণের জজ্ঞাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীৰ্য্য-
কুন্তীরহস্ত হইতে জজ্ঞা মোচন করিয়া আশ্চর্য্য
পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে
গকে সসন্ত্রমে আদেশ করিলেন, হে শিষ্যগণ!
কুন্তীর বিনাশ করিয়া আঘাতে পরিভ্রাণ কর।
আদেশ প্রাপ্তিমাতেই অৰ্জুন হুনিবার ও থরথার
পর দ্বারা জলময় কুন্তীকে প্রহার করিলেন এবং
সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্তব্যার্থবিমূঢ় হইয়া বধা-
চিহ্নার্ণবিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন
গৰ্ভা অৰ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট
এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট
না করিলেন।

ভূরী, অৰ্জুনের পরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া
পর জজ্ঞা পরিত্যাগপূর্বক পঞ্চ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর

ভারদ্বাজ দ্রোণ, মহারথ অৰ্জুনকে কহিলেন, হে মহা-
বাহো! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরা নামে
এই অনিবার্য্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু
বৎস! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না,
কারণ অস্ত্রভেদে মনুষ্যে নিষ্কিণ্ট হইলে ইহা নিশ্চয়ই
এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে; এই অস্ত্র সামান্য
অস্ত্র নহে, অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর। দেখিও
আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে
বীর! যদি কোন ক্রমানুযায়ী শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে
আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই
ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অৰ্জুন তাহাই হইবে
বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে দিব্যাস্ত্র
গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্বার কহিলেন,
বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুলা ধর্ম্মের আর কেহই
জন্মিবে না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র-
অজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ, রূপ,
সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিছরের সন্নিধানে
ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনু-
র্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অহুমতি হইলে আপন
আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে
পরম পরিভূট হইয়া কহিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ!
আপনি আমাদিগের এক মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিলেন।
মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষাদর্শনবিধায়িত্ব, রত্নভূমি যে
স্থানে যে প্রকারে নিষ্ঠা কর্তব্য আবশ্যক বোধ করেন,
তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনকার আদেশের অন্যথা
হইবে না। আজ আমার অকতানিবেদন নির্বেদের উদয়
হইল। আমি অক্ষ, বাহা হউক কুমারেরা যে সকল চক্ষু-
মান ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরি-
চয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্যান্তের
একান্ত অভিলাষ করি, এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
সম্মুখোপরিষ্ট বিছরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য
দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। একগণে

বাহা আদেশ করেন, ভূমি সমস্ত হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। বিহর রাজ্যজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্তব্য-
হুঠানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে প্রাজ্ঞবর জ্ঞোণাচার্য্য
সমতল ভূতলে রজতুমির সীমা পরিমাণ করিলেন; ঐ
স্থান তরুণশ্রবীহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্তবণ
ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য জ্ঞোণ
তখন ক্ষত্রিয়োগ-সম্পন্ন ত্রিধিবিশেষে বীরসমাজে ডিঙিম
প্রচার করতঃ ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজ-
শিল্পীরা সেই রজতুমির মধ্যে শাস্ত্রাঙ্কুরে অস্ত্রশস্ত্র পরি-
পূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের
অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্মাণ করিল। পুর-
বাসীরা তথায় অভ্যন্তর মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল
প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে
মন্ত্রিগণ-সমভিবাছারে রূপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সমুদ্বীন
করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈভূষ্যমণি-শোভিত স্বর্ণময়
রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী,
কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন সুপরিচ্ছন্ন পরি-
ধান করিয়া দাসীগণ-সমভিবাছারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে
তথায় গমন করিলেন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়প্রভৃতি চাতুর্ভূজ
লোক রাজকুমারদিগের অন্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া রাজ-
ধানী হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।
ক্ষণকালমধ্যে রজতুমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের
সমাগম হইল; তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য
করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কোতুল উৎপাদন করিতে লাগিল।
অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত
মহাসমুদ্রের ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।
এই অন্তরালে গুরুশ্রবধারী গুরুকেশ গুরুযজ্ঞোপবিত-সম্পন্ন
গুরুশ্রব গুরুচন্দনামূলিষ্ট-কলেবর মন্ত্রভূতব জ্ঞোণাচার্য্য
গলদেশে গুরুমালা ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বখামার সহিত
জলধরোপারোধন্য গগনে সভৌম স্বর্গধরের ন্যায় রজমধ্যে
প্রবেশ করিলেন, এবং যথানির্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান
পূর্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক মাজলিক ক্রিয়ার
অহুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্য কন্দ সমাধানান্তে অহুচরেরা
অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রজমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্ষ্য মহারণ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলীতে

অঙ্গুলি বন্ধনপূর্বক বদ্ধভূগ ও বদ্ধপরিবর হইয়া
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে আগ্রহ করত হস্তে ধরুর্কণ লইয়া
কনিষ্ঠক্রমে রজস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে অত্যা
অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ
পতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কে বা
বীর্ষ্য অর্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।
কুমারেরা বেগবান তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনা
বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী
কান্দু কধারী অকৃতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া
স্রোৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি
লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎকালে কান্দু
অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল
খানপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া রজমধ্যে
মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন;
চর্য্য গ্রহণপূর্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে
হইয়া বাহুবল সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে
লেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গ দ্বারা কোশলক্রমে
নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ
মণ্ডল ইত্যন্তঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব শোভা
করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের
প্রকাশ পাইল। তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি
বারও স্থলিত হইল না; তাঁহারা অসি প্রয়োগে
কুশলী ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া রজত লোক
বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর
পরাক্রান্ত হর্ষোধন ও ভীম উভয়ে রজপরিবর
গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যন্ত শৈলের ন্যায় রজস্থলে
হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করিণীর নিমিত্ত চীৎ
করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন
গর্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশ
মধ্যে তাবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে
গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে
করিতে লাগিলেন। বিহর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজ
গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত
নিবেদন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বিশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! দুৰ্যোধন ও ভীমসেন
র রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে উভয় পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী
জাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে
করী হা বীর কুরুরাজ ! হা ভীম ! এই বলিয়া মহান্
পুঙ্খল করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল
পুঙ্খল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র
ধামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! মহাবীৰ্য্য
হুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর ;
ও, যেন ভীম ও দুৰ্যোধনের ক্রোধ উদ্বেক না হয়।
ধামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তা-
সজ্জক অন্তোনিধির ত্রায় গদাযুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে
কপাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে
নিহমান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ-সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণ
ক কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জুন আমার পুত্র হইতেও
শীঘ্র, সর্কশস্ত্র-বিশারদ ও উপেক্ষতুল্য মহাবীর ; হে
কপণ ! তোমরা ইহাকে দর্শন কর। তখন অর্জুন
স্বার্থের আদেশক্রমে গোখালতার অঙ্গুলিভ্রাণ ও কাঞ্চন-
কবচ ধারণপূর্বক ধনুর্ধার হস্তে করিয়া সূর্যাসন্নিক্ত
মুখালঙ্কৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরি-
ধান হইলেন, তদর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল-
্লা উঠিল। এই অবসরে চকুদ্বিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যো-
হইতে লাগিল। অনন্তর “ইনি শ্রীমান্ কুণ্ডীনন্দন”
নি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়” “ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র”
“ইনি কোরবপুত্রের রঙ্গক” “ইনি অন্তবেত্তাদিগের মধ্যে
প্রথম” “ইনি পরমধার্মিক” “ইনি অতিশয় সুশীল” দর্শক-
কৃত এইরূপ প্রশংসাদান রঙ্গমধ্যে সর্বত্রই শ্রুত হইতে
লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাশ্পাতন্য দ্বারা পুত্র-
মলা কুণ্ডীর উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতিরাষ্ট্রের শ্রবণ-
চর হইলে, তিনি হৃষ্টমনে বিহ্বলকৈ জিজ্ঞাসা করিলেন,
বিহ্ব ! উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই ভূমল কোলা-
কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উথিত হইয়া
ভ্রামণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে ? বিহ্ব কহিলেন, মহারাজ !
কুণ্ডীনন্দন অর্জুন সাংগ্ৰামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ
লে লোকে তাহার ভয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই

কারণে এভাদৃশ কোলাহল উথিত হইল। তখন ধৃতিরাষ্ট্র
কহিলেন, হে বিহ্ব ! আমি কুণ্ডীগর্ভসম্বৃত পাণ্ডবত্রয়
দ্বারা ধন্য, অমুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোক সকল
সম্ভট হইলে মহাবীর অর্জুন, আচার্য্য দ্রোণ সন্নিধানে
আপনার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথ-
মতঃ আঘেয়াজ্ঞ পরিচ্যাগপূর্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বান্ধ-
গাজ্ঞ প্রয়োগপূর্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাগ
দ্বারা বাত্যা উৎপাদিত করিয়া পার্জন্যাজ্ঞ দ্বারা নভোমণ্ডলে
মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাজ্ঞ দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ
করিয়া পার্শ্বতাজ্ঞ দ্বারা পর্কৃত সৃষ্টি করিলেন। অন্তর্দানাজ্ঞ
দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন
দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান
করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হই-
লেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা শঙ্কু-
মার, স্থূল ও হৃস্ব লক্ষ্য সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এক
কালে অসঙ্গীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ
করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিধাণ-
কোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসি-
চর্যা পুঙ্খ ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ
করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ যোক,
সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্য-কোলাহল নিবৃত্তপ্রায় হইল।
এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ বাহ্মবান্ধাটন দ্বারদেশ
হইতে উথিত ও শ্রুত হইতে লাগিল ; এই শব্দ কর্ণগোচর
করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা “ইহা কি বিদীর্ণ, ক্রান্তের ? না
দলিত ভূতলের ? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর
রব শ্রুত হইতেছে ? এইরূপ অনুমান করিয়া সমস্ত সকল
দ্বারদেশান্তিমুখে গমন করিল। দুৰ্যোধন গদামাজ-সহায়
ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া, পূর্বকালে অস্ত্র-সংগ্রামে
দেবগণ কর্তৃক পুত্রবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান
হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চভাৱা-প্রথিত হস্তাসংযুক্ত চক্রের
ন্যায় পঞ্চপাণ্ডব-পরিবৃত্ত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন।
তিনি অশ্বখামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উথিত দুৰ্যো-
ধনকে নিবারণ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অজ্ঞান কণ বিশ্বমোহকুললোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্বতের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কঁাহার যশের পরি-সীমা ছিল না। দীপ্তি, কাণ্ডি ও ছাতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি যুগরাজ সিংহ ও হস্তিনমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি সহকারে জ্ঞোণে রূপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকে রা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল, এবং “ত্বনি কে” ইহা সবিশেষ জ্ঞানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জুনকে জলধর-গভীরবরে কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, সর্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দিক হইতে দর্শকের যজ্ঞোৎকিষ্টের ন্যায় সত্তর উথিত হইল। কণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জুনের লজ্জা ও ক্ষোভের উদ্বেক হইল। তৎপরে জ্ঞোণের নির্দেশানুসারে গ্রামপ্রিয় কণও, অর্জুন বৈরাগ্য অমুষ্ঠান করিয়াছিলে, তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর কণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমা-দিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে যজ্ঞোৎকিষ্টের ন্যায় উপভোগ কর। তদীয় এতাদৃশ বাক্য কণগোচর করিয়া কণ কহিলেন, প্রভো ! বোধ হয়, আমি আমার কর্তব্য কৰ্ম্ম সমুদায়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জুনের সহিত বন্ধুত্ব করিতে রাসনা করি। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ভাল এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা

করিয়া বিশ্বভোগ-দাসনা চরিতার্থ কর, পরে বি-পদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কালাতি-করিও। দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ভূত বাক্যে উদ্বেক ও কিণ্ডপ্রায় হইয়া অর্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূমিতে অবস্থিত কণকে কহিলেন, হে কণ ! যাহারা জনা হইয়া উপদেশ প্রদান করে, ও যাহারা অনাহার কথ্য কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অমৃত প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। তখন প্রত্যাশ করিলেন, হে অর্জুন ! দেখ, এই রঙ্গ সাধারণের অধিকৃত ; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার কি কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই ক্রান্ত, এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন সমক্ষে পর তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অর্জুন আচার্য্য জ্ঞোণকর্তৃক আদ্রিষ্ট ও গণকর্তৃক আদ্রিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কণের সম্মুখে করিলেন। সনরাশ্রয় কণ, দুর্য্যোধন ও তদীয় স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক সমরাক্ষেপে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রাযুধামহুত, সৌদামিনী পরিবেষ্টিত, বলাকা শোভিনী মেঘমালা নভোরিঙল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার স্তর ভগবান ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জুন মেঘের স্ত্রীতল ছায়ার আচ্ছন্ন এবং কণ আচ্ছন্ন তাপে সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। যে দিকে কণ, সেই দিকে ধর্ম্মব্রতেরা, যে দিকে অর্জুন, তথায় জ্ঞোণ, রূপ ও প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাতি করিতে লাগিল। এই সমর প্রবর্ত্ত করিয়া ভোজরাজ হুহিতা কুন্তী বিষমুদ্র হইলেন। ধর্ম্মবেত্তা বিহুর তাঁহাকে মুচ্ছিতা দেখিয়া পরিচা-দিগকে স্ত্রীতল জল সেচন দ্বারা পরিচর্যা করিতে আ-দিয়া কুন্তীকে আশস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্তব্যতা বিমুদ্র ও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন রঙ্গস্থলস্থ লোক উভয়

করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভ-সন্ত
পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সহিত দম্বযুদ্ধ
ন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও
নামোন্মেষ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করি-
কোন্ রাজবংশে অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও
বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জুন
হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ
না, কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না।

ইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া
ন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিষ্কৃত
বল পঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা
দুর্যোধন ক্রোধে সন্মোহিত হইলেন, হে
শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সংকুলে সমভূত, বীর
নাচালন-সমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তখন
যদি অর্জুন রাজা বাতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন,
তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত
করিতেছি।

অনন্তর দুর্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠো-
পরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া
লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করি-
লেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার
মন্ত্রকোপরি ছত্রধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামরব্যানন,
এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ
কর্ণ সাদরসম্ভারণপূর্ব্বক দুর্যোধনকে কহিলেন, হে মহা-
রাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতীদান করিব?
বল, এক্ষণে আমার প্রত্যাশীকার করিবার ক্ষমতা আছে।
দুর্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুরবাক্য কর্ণগোচর করিয়া
কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন
করিবার বাসনা করি। কর্ণ “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার বাক্য
স্বীকার করিলেন, এবং দুর্যোধনগোচনে পরস্পর আলি-
ঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কর্ণের জনক

অধিরথস্বত বর্ষাক্তকলেবর ও আলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া
কম্পিতকলেবরে সহসা রক্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহা-
বীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ
পূর্ব্বক তদীয় গোরব রক্ষার্থে অভিষেকার্জ মন্তক দ্বারা
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সমস্তমে
বজ্র দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া
সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন, এবং অভিষেক-জল-
ক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্বার আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত
করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে
স্বতপুত্র বিবেচনা করিয়া হস্তমুখে কহিতে লাগিলেন, রে
স্বতনন্দন! রণে অর্জুনহস্তে প্রাণ বিসর্জন করা ভোর
পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত
বস্ত্র গ্রহণ কর। রে নরাদম! হতশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয়
হবিঃ যেমন কুকুরের অবলোহন-যোগ্য নহে, তজ্ঞপ তুইও
অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস। তদীজ্ঞ এতা-
দৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে
লাগিল, এবং বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি
নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায়
ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উখিত হই-
লেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ষা ভীমসেনকে কহিতে
লাগিলেন, হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ
করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ
এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে; শূরদিগের ও নদী-
কলাপের প্রভাব নিতান্ত দুর্ব্বল। দেখ, ভগবান্ জলন
জলরাশি হইতে উখিত হইয়া এই জলাচর বিধে ব্যাপ্ত
রহিয়াছেন। মহর্ষি বর্ষাচির অস্থি হইতে, শূরকুল-নাশক
বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, বজ্র, গদা ও ইন্দ্রিকা, ইহা-
দিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসম্ভারণ পরাক্রমশালী। যাহা
ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন;
বিশ্বামিত্র প্রভৃতি, ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ
করিয়াছিলেন। মহামুদ্রব ক্রোণাচার্য্য কুন্তসম্ভব হইয়াও
অস্থিতীয় শত্রুধারী হইয়াছেন। গোতমবংশে শরদ্বয় হইতে
গোতম উৎপন্ন হইলেন। আর তোমাদিগের যেক্ষণে
জন্মলাভ হইয়াছে তাহা আমাদের অগোচর নাই;
যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব,

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিভ্যাগপূর্বক তথা হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া ক্রপদনগরী মর্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্ঘ্য! রাজসভ্য ক্রপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন। মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারণিত হইয়া সৈন্যাবমর্দে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিৎ ত্রুটিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার রণস্থল হইতে ক্রপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ক্রপদরাজকে ভগ্নদর্প, হতসর্বস্ব ও বংশাধার দেখিয়া পূর্ববৈর স্বরণপূর্বক কহিলেন, হে ক্রপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপদপঙ্কের হস্তগত, দেখ এক্ষণে তুমি সখ্যতা সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সফল করিব। এই কথা কহিয়া দ্রোণ হস্তমুখে পুনর্বার কহিলেন, হে বীর! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না, আমরা ক্রমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ঔশ্ণবীকবংশীয় তোমার সহিত এক আশ্রমে জীড়া করিয়াছিলাম। সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে মেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যতাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। এখন তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্বার রাজ্যার্ক লাভ করিবে। তুমি পূর্বে কহিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখ্য হইতে পারে না। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনর্বার রাজ্যার্ক প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কুলের অধিপতি হইবে এবং আমিও উত্তর কুল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম; যদি তোমার ইচ্ছাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রপদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিষয়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরমপ্রীতি

হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনকার প্রসন্নতা লাভের বাসনা করি।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রপদবাক্যে হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সংকার করিয়া রাজ্যার্ক প্রদান করিলেন। ক্রপদ বিষমমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ-সম্পন্ন মাকলীমগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে ক্রপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্ডী নদী পর্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। ক্রপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীৰ্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা হুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রাহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জুন জনপদ-সম্পন্ন অহিচ্ছত্রা পুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

একোন চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সপ্তমসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনুশংসাতার, ভৃত্যগুরুত্বা, স্থিরসৌহার্দ্য, প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নিজ পিতার মতীরনী কীর্ত্তি এককালে তিরোহিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্যের একান্ত বশবদ হইয়া রহিলেন। অর্জুন অগাধ দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল; তিনি ক্ষুরপ্র, নারচ, ভদ্র, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও শৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্বদাই তাঁহার ত্বরনী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবী সভায় অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমার গুরু অগ্নিবিশ, অগস্ত্যের নিকটে ধর্ম্মের শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন, বৎস ! আমি তপোবলে ব্রহ্মশিরা নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রভাবে গৃধ্রবী দক্ষ হইতে পারে। গুরুদেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিবেদন করেন, “বৎস ! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্রীণ-বীৰ্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না” এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না ; কিন্তু বৎস ! যিনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতি সম্প্রদায় সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্বার কহিলেন, হে অর্জুন ! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিবোধী হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর। অর্জুন “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবলোকে অর্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধর্ম্মধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্বত্র উথিত হইল। ফলতঃ অর্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্যা, রথ ও ধর্ম্মযুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর সহৃদয় উশনা-প্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশব্দ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষার সুশিক্ষিত হইয়া বিবিধ যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া ঐর্ক্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গুরুদ্বিগের উপপ্নবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিলেন। সৌবীর বৎসরত্ন-বাপী এক বজ্র অমুঠান করিয়াছিলেন। সর্পদা কুরুদিগের প্রতি ঘেঘভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীৰ্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীরকে শাসন করিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয় দম্ভামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্রনামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল। অর্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই

অযুতরথ ও পশ্চিমদেশ-বাসীদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌ও জয় করিলেন, এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহামুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অর্জোলিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদায় সাধুতাব নিত্য দূষিত হইল। তিনি তদ্বিষয়িনী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে, স্থখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর ও একমস্ত চিন্তাষিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসুস্থাপরবশ হইতেছি ; অতএব তাহা-দিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথায় অমোঘ করিব না। প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্র-বিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রাঙ্গসারে কহিলেন, মহারাজ ! আমি যাহা কহি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু মহারাজ আমার বাক্য নিত্য অশ্রয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজ্যের নির-বচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ম পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষ বলাদির কোন অহুসঙ্কান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে, তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রক্ষা-রণে তৎপর হইবেন, এবং জনগণের ভ্রণহত্যাপ্রভৃতি পাপের নিয়ত অহুসঙ্কান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ডদ্বারা সর্ব-

কাথের সমাধা করিবেন। রাজার আশ্রয় গোপন ও পরচ্ছিন্নের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং তাঁহার সহায়, সাধন ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যের গোপন ও আশ্রয় নিশ্চিত ব্যাপারের সন্ধান করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য আরম্ভ করিয়া নিশ্চেষ্টে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্তব্য; কারণ অসম্যক উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, বাহাতে আপন্নর সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞের নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বদির হইয়া থাকিবেন। শরাসন তুণ-তুল্য এমার বিবেচনা করিয়া পরিভাগ করিবেন, এবং যুগের ন্যায় সাবধান হইয়া আশ্রয় বিধেয় যত্নশালী হইবেন। তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অহুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রাধান্য অর্থাৎ অর্থদানপূর্বক পরিভূত করিয়া শত্রু ও পূর্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বেগ হওয়া যায়। শত্রুশাস্ত্রীদিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন তদ্বিধেয় কদাচ ক্ষতি করিবেন না। প্রথমতঃ বাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের ম্লোচ্ছদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন। পরে তাহাব সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছদন হইয়া, তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। রাজা বনম্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্র সকল কি আর পূর্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাতিসন্ধি গোপন করিয়া সর্বদা পরচ্ছিন্ন দর্শনে তৎপর হইবেন। নিতো-দ্বেগ হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্য-ধান, বজ্রাঘাত, কাষায় বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া পরে বৃকের ন্যায় স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহ বিধেয় শোচই অল্প-বস্ত্র হইবে, তদ্বারা কলবতী শাখা আবৃত্তি করিয়া স্তম্ভ

কল গ্রহণ করিবেন; কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্যন্ত শত্রুকে বন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দিষ্ট কাজ উপস্থিত হইলে, যাদৃশ, যুগ্ম যটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ, অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাবী ও কুপণ শত্রুকেও পরিভাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত বৈরাগ্যে তটিক তাহাকে বিনষ্ট করিবে; অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রুসংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আত্মপূর্বিক সমুদায় বল। কনিক কহিলেন, মহারাজ! পূর্বকালে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের বৈরাগ্য ঘটয়াছিল তাহা আত্মপূর্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, উল্লুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহার একদা বন-মধ্যে যুগপতি এক যুগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যুগ অতি-শয় বলবান, এই নিমিত্ত তাহার সহসা আশন অতীতসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে পরিশেষে জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! এই যুগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, বুঝা ও বেগবান; সুতরাং তুমি বারবার বন্ধ করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না; অতএব যে সময়ে ঐ যুগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মুখিক গিয়া ঐ হরিণের পাদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব। তাহার সকলে একতান মনে জম্বুকের পরামর্শে সন্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদে-শানুসারে মুখিক গিয়া যুগের পাদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক যুগ-কলেবর অবনীতলে যিচ্চেষ্টমান দেখিয়া কহিল, অহে! তোমরা সকলে দান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি। তাহার শৃগালের ব্যাঘ্রদ্বারা সানার্ষ নদীতীরে গমন করিল।

শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অরহিত করিতে লাগিল । অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্বাঙ্গে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, হে জম্বুক ! ভাই আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি কি কারণে শোক করিতেছ ? আইস আমরা যুগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি । তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো ! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অন্য এই যুগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্, আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে । বলিতে কি, সে গর্জপূর্বক এইরূপ তর্জ্জন গজ্জন করিতেছিল ; এই কারণে যুগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাড়ন প্রীতি নাই । তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক ! যদি সত্যই সে এইরূপে কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবেদিত করিয়াছ । আমি অন্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব । চলিলাম, তুমি তথায় পর্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল ।

এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল । শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক ! তোমার মঙ্গল ত ? বুক যাহা কহিয়াছে, শুন, তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই যুগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিক্রমি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি ; এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অতিমাত্র ব্যস্তমন্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল । কিছুকালপরে যুদ্ধস্থান করিয়া তথায় আগত হইল । জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই ! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; তিনি কলত্র-সহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর । তখন পশিভাশন বুক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল । এই অবসরে নকুল কৃতজ্ঞান হইয়া তথায় আগমন করিল । জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল ! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি । পরাজিত হইয়া

তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত যুগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে । তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক ! ব্যাঘ্র, বুক ও বুদ্ধিমান মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্বাঙ্গপেক্ষা বলবান, সন্দেহ নাই । অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই ; “চলিলাম,” এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল । এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরম স্নুখে যুগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল । যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল স্নুখ ভোগ করিয়া থাকেন । ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব ; লুপ্তকে অর্থদান, সম বা নান ব্যক্তিকে বলপ্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে । মহারাজ ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন ; পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে । শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা নাস্ত্যপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়, কদাচ উপেক্ষা করিবে না । কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়-পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্ধিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তদ্ব্যয়ে গাঢ়তর, অধ্যবসায়সহকারে জয়প্রীত্যাতের প্রত্যাশা করেন, তাহারই অভ্যুদয় জানিবেন । আর যদি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য মিথ্যাস্ত নিষ্কর্মান ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিহীন নহে । ক্রোধোজ্জেক হইলেও কদাচ জুজ্ব হইবে না, সর্বদা সহাস্য আসো সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে । কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না । প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য, প্রয়োগ করিবে । প্রহার করিয়া রূপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃতব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয় । দ্রাস্তব্য, ধর্মোপদেশ ও সব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশান্ত করিবে । এইরূপ অমূল্য প্রদর্শন করিলেও যদি পশ্চিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া ভৎসনাদি তাহাকে প্রহার করিবে ; ইহাতে অর্থদান শাস্তিবেদ্য না ।

যেহ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই-
রূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্যাহুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্যবলে পরিবৃত্ত
হইয়া থাকে ; বোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া
পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। বাহার পক্ষে
বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান
করিবে। আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে
নির্কাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই
সর্বদা শঙ্কা করা উচিত কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন
হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিখ্যস্ত ব্যক্তিকে
কদাচ বিশ্বাস করিবে না, এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি
বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে
মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের
বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাবও ও তাপস
প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়।
উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতাস্থান, পানাগার, পথ, সর্ব্ব তীর্থ,
চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্ব সমবায় ও নদীতীরে মন্ত্রণা
করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা মহাসামুদ্রে,
নিষ্টবাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে; কিন্তু কদাচ
কোন ভয়াবহ কার্য্যের অহুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক
সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে
করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্বাদ, পাদবন্দন ও আশা করি-
বেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে
তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে
বিস্মাহুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান
করিবে। কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন
তাহার অভীষ্টসিদ্ধি কর, তাহাও সম্বরে করা অবিধেয়।
ত্রিবিধ পীড়া, ও ফলসিদ্ধি নাহে, তন্মধ্যে ফল, শুভ ও
পীড়া অশুভ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্ম-
পরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে,
অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কাম দ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও
ধর্ম্ম দ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধ-
ব্রতাব ও অহংরাশুনা হইয়া সাম্বাদ প্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ের
অমুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। যাহা
করিলে আপনার দীনভাবমোচন হয়, মুত্ই হউক আর
দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া
ধর্ম্মচরণ করিবে। সংশয়াক্রান্ত না হইলে শুভলাভের

প্রত্যাশা নাই; সংশয়াক্রান্ত হইয়া যদি জীবিত থাকে তাহা
হইলে অবশ্যই শ্রেরোলাভ হয়। শোক, সম্ভাপ দ্বারা
যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান
কখন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে; নিতান্ত নির্য্যোধ
ব্যক্তিকে তাবী মন্ত্রণের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পণ্ডিতকে
ধন দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত
সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত
হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রহুগু ব্যক্তির ন্যায় পতিত
ও প্রতিবৃদ্ধ হইবেন। অহংরাপরবশ না হইয়া বহুপূর্ব্বক
নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সম্বরণ
করিয়া চরদ্বারা সর্ব্ব বিষয় অবধারণ করিবে। পর-ধর্ম্ম
বিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না
করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রীলাভ করিতে পারে না।
শত্রুসৈন্য কপিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপান-বিবর্জিত, বিশ্বস্ত
ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে
উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সকল হয়,
তথাচ উভয়ের সখী সংস্থাপন হওরা নিতান্ত অকঠিন।
সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে বদ্ধ করিবে।
সম্পদ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন
করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র
কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, ক্রুবল
কার্য্যের উদ্যোগ ও পর্য্যাবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে। যদবধি
ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয়
আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে।
দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধন-মানাদি প্রদানপূর্ব্বক অমুগ্রহ
করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিন্ত্যগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি-
পূর্ব্বক তাহার অমুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ
আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর
প্রদর্শন করা বিধেয়, নহে। সম্পদ লাভার্থে বহুপূর্ব্বক
স্বীয় উৎসাহবর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া
পারলৌকিক বৃত্তি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ
পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে; কারণ দেশ কাল বিবেচনা
করিলে শ্রেরোলাভ হওরা হুঙ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যার অল্প
হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহারাই
আবার কালক্রমে শত্রুতাব বহুমূল করিতে পারে। যেমন

বনমধ্যে বহু নিকিষ্ট হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় আপনাকে সঙ্কুচিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্রশত্রুকে এক কালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্পণকে বহুকাল-ব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিদ্রোহের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্ত দ্বারা বিদ্র, ও হেতু দ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রু-সংহারকারী যুদ্ধাভ্যাসী অতি দারুণ সহায়-সংগ্রাহী চন্দ্রবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না, এবং নির্বিবাদে আপনার কার্য সাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও কুলশীল-বিশিষ্ট, অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বাহা কর্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া বাহা শ্রেয়ঃকর হয়, করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও তদবধি নিতান্ত শোকাবল হইলেন।

সম্ভবপর্বাধ্যায় সমাপ্ত।

জতুগৃহ পর্বাধ্যায় ।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর স্ববল-নন্দন শকুনি, হৃণোদন, হৃঃশাসন ও কণ জটমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দণ্ড করিতে মনস্থ করিল। তদবধী মহাত্মা বিদ্র আকার ও ইজিত দ্বারা ঐ পামরগণের হৃষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমার-পঞ্চ-সমভিব্যাহারে অনার্যাসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে

তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরলী বাতসহ যন্ত্রযুক্ত, পতাকা-সুশোভিত ও সুদৃঢ়; বায়ু-বেগোথিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গ ও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদ্র কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে স্ত্রী! কুরুকুলের কীর্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যাধর্ম পরিভ্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তাল তরঙ্গবেগসহা তরলী আরোহণ করিয়া সম্ভানগণ সমভিব্যাহারে জরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই। কুন্তী বিদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদ্রদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ঝিমে পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নিষাদী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে পুরোচন-নির্মিত জতুগৃহে শয়না ছিল। ঐ রজনীতে পুরোচন সেই জতুগৃহে বহু প্রদান করিল, স্ত্রতাং উহার দ্বয় জন ভ্রমসাৎ হইয়া গেল এবং দ্ব্যতি স্নেহাধম পুরোচন ও ভ্রমাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্র ভ্রমীভূত হওয়াতে ধার্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যে বিদ্রের পরামর্শানুসারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিদ্বিসর্গ জ্ঞানিতে পারিল না। যাহা হউক রারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দক্ষ হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল “হে কোরব্য! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দণ্ড করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণ সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ভোগ কর।” ধৃতরাষ্ট্র, জননী-সমবেত পাণ্ডবগণের সুহৃদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদ্র বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিভ্রাণবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে

শ্রবণ করিতে বাসনা করি । হে ব্রহ্মন্ ! জতুগৃহদাহ অতি-
শয় দুঃখ ও নিতান্ত দুঃখ ব্যাপার ; উহা শুনিতে
আমার অন্তঃ কোতুল হইতেছে, আপনি অল্পগ্রহ করিয়া
সবিশেষ বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বাজন ! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ
হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায়
সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । দুঃখিত দুঃখোদন
ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জুনকে কৃতবিদ্য
দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল । দুরাশ্রয় ১৬ ও
শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে
লাগিল । পাণ্ডবেরাও বিহ্বলের মতাস্থাবে উহার উদ্ভাবন
করিতেন না, কেবল যখন বে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত,
যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন । এদিকে যাবতীয়
পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভা-
মধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল ।
তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে
যে, মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতময় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপ-
যুক্ত পাত্র । প্রজ্ঞাচকু রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র জন্মাদ বলিয়া পূর্বে
রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে
ভূপতি হইবেন । সভাপ্রতিজ্ঞ মহাত্ম শান্তমুদন ভীম
রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
সুতরাং তিনিও রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন না, অতএব
আমরা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে
রাজ্যে অভিষেক করিব । সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কাক্ষ্য-
সম্পন্ন ও বেদবেত্তা ; তিনি অবশ্যই শান্তমুদনয় ভীম ও
পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং
তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন । মুচমতি
দুঃখোদন যুধিষ্ঠিরাত্মরক্ত পোরগণের সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল । এবং
সর্ব্বের স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে
একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে
পিতঃ ! পোরগণ আপনাকে ও ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া
যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য করিতে চাহে, রাজ্যভোগ-পরাসুখ
ভীমেরও উহাতে সম্পূর্ণ নত আছে । হে নরনাথ ! পোর-
বর্গের মুখে এই অশ্রয়স্থর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার
অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে, দেখুন, পূর্বে মহারাজ পাণ্ডু

গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইরাছিলেন, আপনি জন্মান্তর-
প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই ।
এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়,
তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এই-
রূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুবসাত্রাজ্য ভোগ করিতে
রহিল ; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া কল-
গণের নিকটে হীন ও অধজ্ঞাত হইয়া রহিব । পরপিণ্ডোপ-
জীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে, অতএব তে
রাজন্ ! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি
এরূপ কোন পরামর্শ করুন । হে মহারাজ ! যদি আপনি
পূর্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ
যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজ্য লাভ
করিতে পারিতাম ।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচকুঃ নরাধিপ যুজ্ঞরাষ্ট্র
দুঃখোদনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচল-
চিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকাক্ত হইলেন । দুঃখোদন, কণ-
শকুনি ও দুঃশাসন করেকজনে একত্র বসিয়া পরামর্শ
করিতে লাগিলেন । মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুঃখোদন
রাষ্ট্রকে কহিল, হে তাত ! যদি আপনি স্তনিপুণ কোন
কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নিষ্কাশন
করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে
আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকি-
না ।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রাণে অণকাল চিন্তা করিয়া
কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জাতিবর্গের
বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করি-
তেন । তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যও কিছুমাত্র
মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে
রাজ্যসংক্রান্ত যুক্তাসকল নিবেদন করিতেন । তাঁহার পুত্র
যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোক-
বিখ্যাত এবং পোরগণের প্রিয় । এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক,
বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন, আমি কি প্রকারে তাঁহাকে
এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব । পাণ্ডু পূর্বে আমার

মন্যপণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম
কারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই
ত পূৰ্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধ-
নামাদিগের সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে ।

দ্রোণাধন কহিল, হে পিতঃ ! আপনি বাহা কহিলেন,
বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান
দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের
হইবে । এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই
; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা
ও পাণ্ডবগণকে দ্বার্য্য বারণাবত নগরে প্রেরণ
। পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর,
পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্বার এখানে আগমন
।

তরাষ্ট্র কহিলেন, হে দ্রোণাধন ! তুমি বাহা কহিলে
আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস ! এই অভি-
নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে
ধ করিতে পারি নাই । আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিহর ও
হারাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্কাসনে কদাচ সম্মত
ন না । ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডব-
ক সমান জ্ঞান করেন ; তাহারা কখনই পাণ্ডবগণের
অত্যাচার করিলে সহ করিবেন না ; অতএব যদি
আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য
তে নির্কাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ
আমাদি ধর্ম্মাচার কেনই আমাদিগকে সম্মলে উদ্ধালন
তে পরাশ্রয় হইবেন ।

দ্রোণাধন কহিলেন, হে তাত ! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের
পক্ষেই সমপক্ষপাতী । দ্রোণপুত্র অশ্বখামা আমার
ভ্রাতৃ, সুতরাং দ্রোণাচার্য্য ও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না
যা আমারই পক্ষে থাকিবেন । মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয়
শীলপতি দ্রোণ ও ভাগিনের অশ্বখামাকে কখনই
ভাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার
হইবেন । কত বিহর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু
কৈরী গোপনে তাহাকে বশীভূত করিয়াছে ; বাহা
ইহু, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট
তে পারিবেন না ; অতএব মহাশয় ! বাহাতে পাণ্ড-
গণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে

গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন । হে
রাজন ! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিব্যরাজির মধ্যে একবারও
নিদ্রা হয় না ; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায়
ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে ; আপনি তাহা-
দিগকে নির্কাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্কারণ
করুন ।

১। ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অতুজগণ-সমবেত
দ্রোণাধন, ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে
সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল । একদা মন্ত্রণাকুশল
মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল,
বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয় ; তাহাতে
ভগবান ভূতভবান ভবানীপতি সর্বদা বিরাজমান আছেন,
এই সময়ে তাহার পূজনার্থে নানা দিগদেশ হইতে জনগণ
সর্বরত্ন-সমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে ।
দৈবহুর্কিপাক অশ্বত্থনীয় মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত
নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন
করিবার সান্ধিল্য বাসনা জন্মিল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে
বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া
কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ ! সকলে প্রত্যহ আমার
নিকট কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত
নগর সর্বোপেক্ষা রমণীয় ; অতএব যদি তোমাদিগের
তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে
সবাক্ষণে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায়
বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে বথোভিলষিত অর্থ
প্রদান কর । কিছুদিন পরমহুখে তথায় বস্তু করিয়া
পুনর্বার এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও ।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাহার
হৃতাতিশ্রাম বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে
অসহায় ভাবিয়া অগত্যা “যে রাজা মহাশয়” বলিয়া
তাহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর
তিনি শাস্ত্রজ্ঞানবান ভীষ্ম, মহামতি বিহর, অচার্য্য দ্রোণ,
বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বখমা, কুরিপ্রবাহ,
যশস্বিনী গন্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপো-

ধন পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়া দীন-
ভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরমপুজ্য
পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও
পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্ন-
মনে আশীর্বাদ করুন ; আপনারা আশীর্বাদ প্রভাবে
কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে
না । তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে
তাঁহার অমূল্য হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে
পাণ্ডবদেব ! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন
হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে । পাণ্ডু-
পুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্য
প্রাপ্তির নিমিত্ত বাবতীর শুভকর্ম সমাধা করিয়া বারণা-
বত নগরে প্রস্থান করিলেন ।

চতুচ্ছত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু-
পুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে
দ্রুপদা হৃষ্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না ।
ঐ হৃষ্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জনে আহ্বান
করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পূর্বক কহিতে লাগিল,
হে পুরোচন ! ধনসম্পত্তি সম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল
আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে ; অত-
এব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । দেখ, বাহার সহিত
মিলিত হইয়া অসন্ধিচ্ছিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমাদের
আমার এমন বিষয় সহায় আর কেহই নাই ; অতএব
হে তাত ! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি
তাহা কদুও প্রকাশ করিও না । সুনিপুণ উপায় দ্বারা
আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর ; যাহা বলিতেছি, কোন
ক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয় । অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার
আদেশানুসারে বিহার্য্য বারণাবত নগরে গমন করিবে ।
তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া
যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পারি, তাহার বিশেষ
চেষ্টা পাও । নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে
সুসংযত ও মহাধন এক চতুঃশালা গৃহ নির্মাণ করাইয়া
রাখিবে ; তাহাতে শণ ও সর্জর প্রভৃতি বাবতীর বহি-

ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে । মৃত্তিকাতে প্রচুর পরি-
মাণে স্নাত, তৈল, বসা ও লাকাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা
ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে । চতুর্দিকে শণ,
তৈল, স্নাত, জড়, কাষ্ঠপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা
করিবে ; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে
স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি
বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয়
বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে । গৃহ নির্মিত হইলে
সুহৃদগণ-সমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে
সন্মানপূর্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে ।
উহাদিগকে একরূপ দিবা আসন, যান ও শয্যা প্রদান
করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন । কিয়-
দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিধৃত হইয়া অকৃতো-
ত্যয়ে গৃহমধ্যে শয়নশুকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার
দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে । তৎপরে ঐ অগ্নি দ্বারা
বারণাবত নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ
হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ
অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে । হে ধীমান ! তাহা
হইলে আমাদের কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের
বধজনিত কলঙ্ক কলুষিত হইতে হইবে না ।

পাণ্ডব পুরোচন হৃষ্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া
“যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকারপূর্বক শীঘ্রগামী অশ্বতর-
যোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন
করিল এবং তথায় হৃষ্মতি হৃষ্যোধনের আদেশানুসারে গৃহ
নির্মাণ করাইতে লাগিল ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! এদিকে পাণ্ডবগণ
বারণাবত নগরে গমন-জন্য বায়ুবেগগামী সদস্যযুক্ত রথে
আরোহণ-সময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজা
দ্রোণ, কৃপ ও বিহর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য
বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন । সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে
আলিঙ্গন করিলেন ; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন
করিল । তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ
করিয়া তাঁহাদের অঙ্গমতি গ্রহণ করিলেন, এবং সমস্ত

প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সন্তোষ করিয়া রণে আরোহণপূর্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন । মহা-
প্রাজ বিহুর-প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ
শোকাকুলচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
লাগিলেন । তদ্ব্যপেক্ষে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দন-
গণের হৃৎথে যৎপরোনাস্তি হৃৎখিত হইয়া নির্ভরচিত্তে
কহিতে লাগিলেন, “কুরুকুল কলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র
কেন একরূপ অধর্ম্মাশ্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে । দেখ,
মহাত্মা মাজীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরা-
ক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহারা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টা-
চরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; তথাপি তিনি ইহাদিগকে স্বীয়
পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না । মহাত্মা ভীষ্মই
বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নিকাসনরূপ নিত্য অধর্ম্ম
ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অমুসন্মত করিলেন । পূর্বে
শান্তনুন্দন নরপতি বিচিত্রবীৰ্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র
রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদের প্রতিপালন করি-
তেন । সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু স্বরলোকে গমন করিয়া-
ছেন । সস্ত্রুতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত
বৃশংস ব্যবহার করিতেছে ; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে
অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্বক
এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অধুগামী
হই ।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য
শ্রবণে ও পৌরবর্গের হৃৎখন্দর্শনে হৃৎখিত হইয়া কণকাল
মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমা-
দিগের পিতৃহৃত্যু ; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা
অশঙ্কচিত্তে প্রতিপালন করা আমাদের অবশ্য
কর্তব্য । আপনারা আমাদের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে
আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত
হউন ; কার্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও
হিতসাধন করিবেন । তাঁহার যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ-
নস্তর “তথাস্তু” বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্বক আশী-
র্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।
পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ,
সর্বদর্শি ও প্রাজ বিহুর সঙ্কল্পদ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে হৃদয়োদয়কৃত মন্ত্রণার মর্ম্মো-
পলব্ধিপূর্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, “যে ব্যক্তি

নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত
এই যে, বাহাতে আপদ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্বদা
এরূপ চেষ্টা করেন । তুণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া
অবস্থিতি করিলে তুণদাহক ও শৈতানাশক হতাশন
কখনই দগ্ধ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি ইহা জানে
সে আত্মরক্ষা করিতে পারে । শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ
অস্ত্র লৌহনির্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে ; যিনি
ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে
না । যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিকনির্ণয় করিতে পারে
না, ও অধীর লোকের বুদ্ধিহেঁচু থাকে না, আমি এই
কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও । সর্বদা ভ্রমণ করিলে
পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিগ্‌নির্ণয় হইতে
পারে, এবং যে ব্যক্তি আপনার পক্ষেত্রিয় বশীভূত রাখিতে
পারে, সে অবসর হয় না ।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুবিশ্বাস বিহুর এই কথা শুনিয়া
“বুঝিলাম” এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন । মহাত্মা
বিহুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডব-
গণের অহুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সবিবাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন
করিলেন । পরে ভীষ্ম, বিহুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত
হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহি-
লেন, বৎস ! কত জনতামধ্যে পোপনীয়ভাবে তোমাকে
যাহা কহিলেন, এবং তুমিও তাঁহাকে “বুঝিলাম” বলিয়া
উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র
বুঝিতে পারিলাম না, যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন
হানি না হয়, তবে আমাদের সবিস্তর প্রকাশ করিয়া
বল, শুনিতে নিত্য বাসনা হইতেছে । যুধিষ্ঠির মাতার
বচন শ্রবণনস্তর অতি বিনীত “বচনে কহিলেন, মাতঃ !
বিহুর আমাকে কহিলেন যে, হৃদয়োদয় তোমাদিগকে দগ্ধ
করিবার মানসে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তোমরা
অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায় পথ উত্তমরূপে
চিনিয়া রাখিবে ও সর্বদা সজ্ঞেয় হইয়া থাকিবে,
তাহা হইলেই অচিরে রাজ্য লাভ করিতে পারিবে ।
আমি তাঁহার ঐ উপদেশ বাক্য শ্রবণনস্তর, “বুঝিলাম”
বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম । হে নৃপতিসত্তম জনমে-
জয় ! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ কান্ডনমাসীদ অষ্টম
দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন ।

ষট্চছারিং শদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমন-বার্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমার-দিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ষাদ প্রয়োগ পুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত্ত হইয়া অমরলম্বাজ-মধ্যবর্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয় সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূত্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদরপুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন-সমভিষাহারে বাসোপযোগী নির্দিষ্টস্বরম্য হস্ত্য গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যাংকুষ্ঠ ভক্ষ্য, পুষ্য, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচনকর্তৃক সংকুত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্যা প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাশাঙ্গা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কোতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে বনিন্ধিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিষাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাঙ্গা যুধিষ্ঠির গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সর্বাধন করিয়া কহিলেন, দেখ তাই ! এই গৃহ স্বত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্মাণ-দক্ষ বিপকের পক্ষে বিবস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জরস এবং স্রুতাক্ত

মুগ্ধ, বহজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্মাণ করিয়াছে। হস্ত্যোদন-বশবর্তী ছুরাঙ্গা পুরোচন ভূটিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দক্ষ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিবম আগ্নেয় গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন পিতৃব্য বিহ্বল শত্রুগণের আকারে-দ্রিত দ্বারা তাহাদের হুঁচুভিসজ্জি বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আমান, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই ষাণ্মেই বাস করা কর্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যাক্যকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান থাকিব ; নচেৎ যদি পুরোচন অহুগরিমাণেও আমাদের ইজিত বৃষ্টিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদিগকে ভ্রমসাৎ করিবে। ঐ পাশাঙ্গা, পাণ্ডিত্য হস্ত্যোদনের বশবর্তী ; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বুকোদর ! দেখ, এই শত্রু-নির্ধিত জতুগৃহ দক্ষ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, “এই অধর্ম্ম অন্তর্গত কর্ম্ম কে করিল ? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল” বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন ; কিন্তু যদি আমরা দাহ-ভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে, রাজ্যলুপ্ত ছুরাঙ্গা হস্ত্যোদন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই ছুরাঙ্গা পদস্থ, আমরা অপদস্থ ; সে সহায়বান, আমরা অসহায় ; সে ধনবান, আমরা নির্ধন ; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে ; অতএব আমরা ছুরাঙ্গা হস্ত্যোদন ও পুরোচনকে বন্ধনা করিয়া, এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সত্যুতি যুগ্মরাঙ্কলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিলম্বিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক-গল্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গুচোচ্চাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রতীকৃত হত্যাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ঐ গর্তমধ্যে একরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অজ্ঞান অন্য কেহ জানিতে না পারে।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিহুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মাগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিহুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য অমুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অমুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অমুষ্ঠান করিব? হুয়াত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষী, চতুর্দশীতে রজনায়োগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। হৃষ্মতি হৃষ্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিহুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমন-কালে স্নেহভাবায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও “বুলিলাম” বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশ্বাসাত্মকরণ মহাত্মা বিহুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুদ্ধিতে পারিয়াছি। তিনি সর্বজ্ঞ; সর্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিহুরের ন্যায় আমাদেরও পরম স্নেহ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিহুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করুন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। হুয়াত্মা পুরোচন হৃষ্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। হৃষ্মতি হৃষ্যোধন খনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা মিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অমুগ্ৰেহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিজ্ঞান কর। হুয়াত্মা হৃষ্যোধন এই অজুগৃহের রক্ত-মধ্যে অজ্ঞান একরূপ কোশলে রাখিয়াছে, যে আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে বদিও মুক্ত হইতে

পারি, অত্র হইতে কোনমতেই পরিজ্ঞান পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিহুর হৃষ্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে “তথাস্ত” বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুবল্লসহকারে পরিধা খননজালে সেই গৃহের মধ্যে এবং মহাগর্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত প্রস্তুত হইলে পর, পাছে পুরোচন উহা বুদ্ধিতে পারে এই ভয়ে কবাটদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া একরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ত আছে বলিয়া বুদ্ধিতে পারা নিতান্ত হুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বন্ধনা করিবার মানসে ষষ্টিস্তের ভায় দিবাভাগে যুগ্মাচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে, খনককৃত, গম্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্বদা অগ্রমত্ত হইয়া কাঁদাশ্রয় করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিহুরের পরম স্নেহত সেই খনক-সত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারশাবত নগরে সপ্তমসর পূর্ণ হইলে, হৃষ্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিখ্যাত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিখ্যাত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কণ্ট বাবহার দ্বারা হুয়াত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সন্তুষ্টি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অন্য আয়ুধ্যাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভক্ষ্যসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজ-নন্দিনী দান প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান;

দ্বীলোকেবাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুস্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুস্তিভোজহুতিদয়াদ্রুচিতে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পানভোজন করাইলেন; নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিব। হইল; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জড়গৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটার চতুর্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্বতঃ প্রদীপ্ত হইরাছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত গনকনির্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হতাশনের উগ্র তাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ! দুরাশ্রা পুরোচন পাণ্ডবদ্বয়ী কুরুকুলকলক পাপাশ্রা দুর্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশুদ্ধ সমাভূক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্মের কি অনিশ্চিন্দ্রীয় মহিমা! দুরাশ্রা আপনিও এই প্রদীপ্ত হতাশনে দগ্ধ হইরাছে; পাপাশ্রা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ভিক্ষি! ঐ দুরাশ্রা প্রমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহমান জড়গৃহের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ভ দিরা অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া ক্রতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই ক্রতগমনে অসক্ত হইয়া পদে পদে স্থলিত

হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্বরূপদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বাহুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পাণ্ডবগণ বারণাবতনগর হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাশ্রা বিহুর এক জন সুবিশুদ্ধ পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাশ্রা বিহুর অগ্রেই দুরাশ্রা দুর্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, একারণ সে প্রিয় হয়; কিন্তু বিহুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমাক্তগামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাধতে আসিবার সময়ে বিহুর বাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্নাত্তিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, হে মহাত্মব! সর্বার্থবেত্তা মহাশ্রা বিহুর তোমাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণ সমবেত দুর্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে। হে মহাত্মন! এক্ষণে এই গুরত্বসহা সুখগামিনী তরঙ্গ উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডবদ্বয়গণকে সাতিশয় ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহির করিল। গমনকালে নাবিক কহিল, মহাশ্রা বিহুর, উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মন্তকাস্রাব করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে বেন কোন বিপদ না ঘটে। বিহুরপ্রেরিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ঝিন্দে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া

জয়ান্ধীরাদ প্রেরণপূরঃসর বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিন্দ্র দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি নির্বাপনান্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে, এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হায়! পাপকর্মা জ্যেষ্ঠাধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম জতুগৃহই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে ঐ গর্হিতাশ্রয় হইতে নিবৃত্ত করেন নাই; মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও রূপ ইহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যান্ত্রাষ্টানে অহুমোদন করিলেন। যাহা হউক আইস আমরা দুর্য্যোচন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট “তোমার মন-কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ” বলিয়া সংবাদ পাঠাই।

তদনন্তর ‘পৌরগণ, পাণ্ডবগণের অশেষপার্থে অগ্নি নির্বাপন করিতে করিতে ভস্মীভূত নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পক্ষ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন; তাহারা উহাদিগকেই পক্ষপুত্রসমবেত কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার চলে স্বকৃত গহবর পাণ্ডুদ্বারা একপু পুরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অহুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃ-সমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে সাতিলগ্ন হুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, “হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এত দিনের পর আমার মাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুত্রবেরা অতি দুর্য্যোচন বারণাবতনগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তী-

রাজপুত্রী কুন্তীর সংকার করুক এবং তাহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করুক। আর বাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে তাহাদের স্বজর্গও তথায় গমন করুক। বাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনবায় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারিত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে তাহাতে যেন কোন প্রকারে ক্রটি না হয়।”

অস্থিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনানন্তর জ্ঞাতি-বর্গ সমভিব্যাহারে সমাত্মক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হা যুধিষ্ঠির! হা ভীম-সেন! হা অর্জুন! হা নকুল! হা সহদেব! এবং হা কুন্তী! বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অশ্রুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ববৃত্তাস্ত্রজ বিদুর লোক প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণপূর্বক নাবিকগণের ভূজবল, নদীর শোভাভোগ ও বায়ুর অশ্রুকলতা-বশতঃ অতি দুরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিশ্বনিরূপণ করিয়া স্থলপথে ত্রয়ংগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা পথিমধ্যে এক মহারণো প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত, ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিভ্রাঙ্ক হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ এই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে; আমরা কোন প্রকারেই দিগ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুর্য্যোচন পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না তাহাও জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই। তুমি আমাদের সর্ক্যপেক্ষা বলবান, অতএব তুমিই পূর্বের ন্যায় আমাদের সঙ্গে লইয়া চল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্বের ন্যায় বহুদূর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় উরু-

বেগে বনস্থ বৃক্ষসকল শাখা প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জজ্বা-পবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল। তিনি সমীপস্থ ফল পুষ্পাবনত বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করত গমন করিয়া ক্রোধাঘিত তেজস্বী মদস্রাবি ষষ্টিবর্ষব্যয়ক্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিসম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইকালে তাঁহার অতি কষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দূরাত্মা হৃষ্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে ঘাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়াংকাল উপস্থিত হইল, ঐ সময়ে তাঁহার আর এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোনপ্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্ষুর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল; অকস্মাৎ প্রবল বায়ুদ্বারা বৃক্ষের ফল পত্র পতিত, বৃক্ষগুণ্ডাদি উৎপাটিত ও অবনমিত হইয়া দশ দিক একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ অবিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার সেই আহারদ্রব্য শূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত ভূমাতুর হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, হায়! আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ও পিপাসায় শুককর্ত্ত হইলাম। ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তি-পরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পুষ্পবৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বটগন্ধ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই বিপুল নাগ্রোপ পাদপমূল মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভোমরা এই স্থানে ক্রণেক বিশ্রাম কর, আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি; ঐ দেখ, জলচাত্রী সারঙ্গগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয় অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে। তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া কোষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সারঙ্গগণের কলরবানুসারে কোশদ্বয় গমন করিয়া এক

মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্বক স্নান ও জলপান করণান্তর ও ভ্রাতাদিগের নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে করিয়া গ্রহণপূর্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে সমাগত লেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতা ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিত্ত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শো আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতে ক কহিলেন, হায়! কি কষ্ট! আমার কি ছরদৃষ্ট! আমি ভ্রাতাদিগকে ধরাতে নিদ্রিত দেখিতে হইল। বারংবার নগরে দুঃখফেনসম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া ও বাহাদের হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া আসে সুযুপ্ত হইয়াছেন! হায়! কি পরিভ্রাপের বিষয়! যিনি শত্রুবাভী বহুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তীরাজের পুত্র, যিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, যিনি মহারাত্ত বিচিন্তাবীর্ষের পুত্র, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের ভ্রাতা, যিনি প্রহর পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভা শালিনী, এবং ধর্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সম্ভবান প্রসব হইয়াছেন, অদ্য সেই সুকুমারাজী মহাহ শয়নোচিতা কুণ্ড ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ বিষয় কি আছে! যে পশুপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরা আবিপত্য পাইতে পারেন, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূ শয়ন করিয়া আছেন। নবীন জলধরের ন্যায় স্নান অলোপসামান্য অর্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিশ শয়ন করিয়া আছেন। ইহা কি সামান্য ভ্রাতৃগণের কথা! মাদীনন্দনদ্বয় অধিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান ইহারা ও দত্তদ্যোব ন্যায় পরাতলে শয়ন করিয়া অন্যায়সে হত হইতেছেন। ইহার পর আর দুঃখ কি আছে, বাহার কলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমমুখে যাপন করে। গ্রামে, একটানা বৃক্ষ থাকিলে সে ফলোপশোভিত হইয়া চৈতন্যমামে খাত ও সজ্জ পূজিত হয়। যাত্রীদের বলবান পরম ধান্মিক জ্ঞাতি থাকে, তাহারা নির্জিন্মে পরমমুখে বাস করে। আমি এমনই ছরদৃষ্ট যে পরম সুকল্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরা সারে আনাদিগকে দক্ষ করিবার মানসে দেশ হইতে সিত করিয়াছে, কেবল দৈবের অনুকূলতার একাধ

আছি ! দারুণ অমিডর হইতে পরিজ্ঞান পাই-
 ট, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ
 কোন্‌দিকে যাইব বা কি করিব কিছুই বুঝিতে
 ছি না। হা ছরায়ান্ কুকুলকলঙ্ক দ্রব্যোদন !
 দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম,
 সব সুপ্রসঙ্গ, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠির কুপিত
 আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না, যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ
 ইঞ্জিতে আমাকে অমুজ্ঞা করেন তাহা হইলে
 নাই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কণ ও শকুনি
 দ্বারা শমনভবনে পাঠাই। মহাবল পরাক্রান্ত
 কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া
 স পরিভ্রাণপূর্ব্বক করে করে মর্দন করিতে
 । তিনি ক্ষণকাল পরে নিরীণোন্মুগ হতাশনের
 ম ক্রোধশূন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক
 যায় মহীভলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরী-
 ণিত করিতে কহিলেন, বোধ হয়, এই বনের
 রই নগর আছে। এক্ষণে ইহাদের জাগরণ
 ই ইহারা স্বক্লে নিদ্রা যাতেছেন, কি করি,
 গিয়া থাকি, ইহারা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া
 করিবেন এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্ত-
 গরিত হইয়া রহিলেন।

চতুর্গৃহদাহ পদ্য সমাপ্ত।

হিড়িম্ববধ পর্বাধ্যায় ।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

পায়ন করিলেন, হে মহারাজ ! ঐ বনের
 র্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তত্পরি মহা-
 ক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বমায়া রাক্ষস বাস
 ঐ ছরায়্যা অত্যন্ত ক্রুর ও জলদকালের জল-
 ব ক্রমবর্ণ ছিল। উহার শরীর হৃদুঢ়, চক্ৰব-
 মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল বিশাল, জঙ্ঘামূল ও
 পদমান, শর ও শিরোরুহ তাব্রবর্ণ, স্বক্লে প্রকাণ্ড
 দৃশ ও কণ্ঠরাসভ-প্রবেগোপম ছিল। রাক্ষস
 মাভূসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে

পাইল। ছরায়্যা বহুদিবসাবধি মনুষ্য-শোণিত পান করে
 নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল ;
 মনুষ্যগন্ধ আশ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি
 পরিতুষ্ট হইল ; পরে উর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃকণ্ঠিত করিতে
 করিতে মুখব্যাদানপূর্ব্বক জন্তনচ্ছলে বারংবার তাঁতা-
 দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের
 মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র
 হইয়া স্রীর ভগিনী হিড়িম্বাকে আশ্রান করিয়া কহিল, ঐ
 দেখ বহুদিনের পুত্র আমার পরম ভক্ষ্যসকল স্বয়ং সমু-
 পস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে
 জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি
 বহুদিনের পর স্নেহকোমলমাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে স্নাতীক
 বিশাল দর্শন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ড আক্রমণ ও ধমনী-
 ক্ষেদনপূর্ব্বক অভিনব কবোক্ষ ফেনিল রুধির পান করিয়া
 চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহার এক ?
 উহাদের গন্ধ আশ্রান করিয়া আমার পরম পরিতোষ হই-
 তেছে। শীঘ্র যাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া
 আমার নিকট আনয়ন কর। উহার আমার অধি-
 কারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও হরায়
 উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া
 নরমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম পরিতোষে ভাল প্রদান
 পূর্ব্বক নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে পাণ্ডব
 গণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমবেত পাণ্ডব
 চতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত
 হইয়া গ্রহরীর কাষ্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল
 শালবৃক্ষ সঙ্গ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোক-
 সামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয়, কামার্ত্ত হইয়া মনে
 মনে স্থির করিল যে, এই মহাশয়, সিংহরুদ্র, কল্লগ্রীব,
 কমলনয়ন, স্তরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিহে বরণ
 করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রুব বাক্যানুসারে কাষ্য
 করিব না। পত্নিমৈত্র সোদর-স্নেহ অপেক্ষা বলবান ;
 বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসম্মিধানে
 উপস্থিত করিলে মাংসভক্ষণ ও রুধির পান দ্বারা আমার
 ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই
 যুবা পুরুষকে পতিহে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চির-

কাল পরমসুখভোগে কালহরণ করিতে পারিব । কাম-
রূপিনী হিড়িবা মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া শূন্য
মধ্যে দিব্যাতরণ-ভূষিতা ষোড়শবর্ষদেশীয়া কামিনীর
বেশধারণপূর্বক মৃদুমন্দ গমনে ভীমসেনের সন্নিধানে
উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্তবদনে গদগদস্বরে
তাহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে ?
কোথা হইতে আসিয়াছ ? এই যে দেবরূপী পুরুষগণ
ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইহারা তোমার কে ? আর
এই যে তপ্তকাক্ষনসন্নিভ রূপশালিনী স্নকুমারী আপ্যার
গৃহের ন্যায় এই নির্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা বাইতে-
ছেন, ইনিই বা তোমার কে ? শুনিতে ইচ্ছা করি ;
তোমরা কি জাননা যে এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাস
স্থান ? ইহাতে হিড়িবা নামে এক পাশায়া বাস করে ।
সেই ছায়া আমার ভ্রাতা ; সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে
ও কষ্টের পানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধ সাধনার্থ
আমাকে পাঠাইয়াছে । বাহা হউক, আমি তোমার
রূপলাল্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পরিত্যক্ত বরণ
করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্ম্মাত্মন ! এক্ষণে বাহা তোমার
উচিত হয়, কর । আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে
বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি, হে মহাত্মন ! বিবাহ
করিয়া আমার মনোরথ সফল কর । হে মহাবাহো !
আমি স্বীকার করিতেছি, দ্রুপদ রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে
পরিজ্ঞাপন করিব । আমি কি জল, কি স্থল, কি অশ্বরতল
সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিজগমধ্যে
বাস করিব ; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পর-
মাক্সাদে কালযাপন করিতে পারিবে ; অতএব অহুগ্রহ
করিয়া অধীনীর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর ।

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িবার বাক্যশ্রবণ করিয়া তাহাকে
কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি তোমার কথার বিরূপে
এই গহন কান্দন মধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অহুগ্র-
গণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি । মন্দির লোক কি
কামার্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত মাতৃসমবেত ভ্রাতৃ-
গণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে
পারে ? হিড়িবা কহিল, হে ধর্ম্মাত্মন ! তোমার বাহাতে
প্রীতি জন্মে আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাধীন হইব না ।
তুমি ইহাদিগকে জাগরিত কর ; আমি সকলকেই নর-

মাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিজ্ঞাপন করিব । ভীমসেন
কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি তোমার ছায়া ভ্রাতার
ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত অনন্য ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রেরিত
করিতে পারিব না । হে ভীক ! কি রাক্ষস, কি মানব,
কি গন্ধর্ব্ব কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ
নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না ; অতএব তুমি এই
স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার
ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও ; যাচা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল
বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ
করি না ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! এদিকে উর্জকেশ,
মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনীতুলা কলেবর, লোহিত নয়ন,
বিকটদশন, ভয়ঙ্করবদন ছায়া হিড়িবা স্বীয় ভগিনী
হিড়িবার বিলম্ব দেখিয়া বৃদ্ধ হইতে অবতরণপূর্বক স্বয়ং
পাণ্ডবগণসমীপে গমন করিতে লাগিল । হিড়িবা তৎক্ষণে
সান্তিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, হে মহাত্মন !
ঐ দেখুন নরমাংস-লোলুপ মদীর সহোদর ছায়া হিড়িবা
ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই ; এক্ষণে
বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন, সক-
লকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিতম্বদেশে আশ্রয়
করুন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমার্গে উড়ুড়ী
হই । ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুশ্রেণি ! কিছুমাত্র ভয়
করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই ছায়াকে
এখনই বধ করিব ; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা শুনে
থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল এতদ্র হইয়া আসিলেও আমি
পরাজিত করিতে পারিব ; আমার করিশৃঙ্গসন্নিভ এই
ভূজযুগল, পরিঘতুলা এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষ-
স্থল দর্শন কর ; অপর ইন্দ্রসদৃশ মদীর অতুল পরাক্রম
অচিরে দেখিতে পাইবে ; হে পৃথুনীতম্বিনী ! ব্রহ্ম
বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না ; হিড়িবা কহিল, হে
দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি
না ; এই ছায়া সর্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয়
করে এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া গলা-
রনে উদ্যত হইয়াছিলাম ।

রাক্ষস দুই হইতে ভীমসেনের কথাসমস্ত শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মাহুঘীর বেশ ধারণ করিয়াছে; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ক্র, চকুঃ ও কেশান্ত মনোহর, একান্ত সর্কাদ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত, পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ণাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্র-দ্বয়বিস্ফারণপূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্ব! তুই আমার ভোজনে বিয় উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস? আমার ক্রোধ কি একবারে বিনষ্ট হইলি? রে রাক্ষস-কুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি! তোকে ধিক! তুই বাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোমার সমক্ষে এখনই বধ করি-তেছি। হিড়িম্ব, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জনগর্জন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দৃঢ়তরুণে দশনে দশন নিশীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন, রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, “রে হুয়ান্ন! তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জন করিয়া এই স্তম্ভপ্রস্থ জনপদের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিস? আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস? ক্ষমতা থাকে আর, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরাস্ত্রচারী জনসই অপরাধী, তাহারই হৃদয় কুসুম-শরে জর্জরিত হইয়া তিড়িঝা আমাকে অভিলষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস? এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য দর্শনে কল্কর্ষণে মোহিত হইয়া যখন আমাকে পতিব্রত বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়। রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক হুয়ান্ন! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার জীৱ প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিস? যোগ্যতা থাকে আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর; আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব।

রে নরমাংসলোলুপ হর্ষভূত রাক্ষস! আমি আজি তোমার মস্তক চূর্ণ করিব; শ্রেন, কক, গোমায়ুপ্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তোমার ধরণীলুপ্তিত মৃতদেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এইরূপ পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহূর্ত্তকালমধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোমার ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব। রে রাক্ষসকুলান্ধার! অন্য আমার হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিশ্চয়কচিত্তে এই বনে বিচরণ করিবে। হিড়িম্ব কহিল, রে নরাপসদ! তুই কেন অকারণ গর্জন করিতেছিস? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর, পুরে আশ্রয়-লাভ করিস। আমি অপেক্ষা বলবান বলিয়া মনে মনে যে তোমার অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে, এখন কিছুই বলিব না। ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোমার রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিত-দিগকে, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।

রাক্ষস এইরূপ তর্জনগর্জন করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুগুল ধারণ করিলেন, এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্বার তাহাকে বৃলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুই জনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব-স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বহুবর্ষব্যস্ত ক্রোধান্বিত মত্ত মাতঙ্গবধের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন ও লতাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গর্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডব-চতুষ্টয় স্নানগরিত হইয়া, সমুদগ্ধিত। হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমাতুল রূপ দর্শনে সাতিশর বিষয়াপন্ন হইয়া সাত্ব-বাদপূরক হিড়িম্বাকে সোধোদন করিয়া স্তম্ভধরস্থরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরবর্গিনি ! তুমি কে ? কাহার পত্নী ? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ ? হে দেবগর্তাভে ! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ? কি কোন অম্পদ ? আর কি জন্যই বা এখানে রহিয়াছ ? সর্বিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল । হিড়িম্বা কহিল, হে দেবি ! এই যে গগন-স্পর্শী বৃক্ষরাজী সমাকুল স্থনীল জলধর-সদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষসেজ হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান । ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর, সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল । আমি সেই ক্রুরবৃদ্ধির বচনানুসারে এখানে আসিয়া তন্তুকাক্ষন-সদৃশ-কলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম । হে শুভে ! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ক-তৃত্তিত্তিচারী ভগবান্ কুম্ভচাপের শরসঙ্কাসের বশবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিভে বরণ করিলাম, আমি তোমা-দিগকে লইয়া এহান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা, পাইয়াছিলাম, কিন্তু, তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না । হে ভদ্রে ! এখানে আমার অনেক বিঘ্ন হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল । একগণে তোমার সেই পুত্র বলপূরক এহান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন । ঐ দেখ, তাহার হৃদয়ে পরস্পর গর্জন ও বিক্রম প্রকাশপূরক যুদ্ধ করিতেছেন ।

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীৰ্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এক দেখিলেন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়লা করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোর-তর সংগ্রাম করিতেছেন । তাহাদিগের চরণাঘাতে পার্শ্বব-ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুপস্থিত হইয়া দাবান্নধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে । তাহার বসুধারেণু-পরিবীতাক

হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাই-তেছে । তখন মহাবলশালী অর্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া দ্রবং হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু ভীমসেন ! তুমি কি এই দুর্কৃত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশর পরিশ্রান্ত হইয়াছ ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক । ভীম কহিলেন, ভ্রাতঃ ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না ; নিকষিগচিতে যুদ্ধ দর্শন কর ; এই হুরায়া আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই । অর্জুন কহিলেন, হে ভীম ! আর বিলম্ব করিও না ; পাপায়া রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর ; আমাদের এহান হইতে অতি দূরার প্রস্থান করা কর্তব্য ; ঐ দেখ পূর্বাদিক রক্তবর্ণ হইয়াছে ; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে ; দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে ; হে বৃকোদর ! সত্বর হও ; আর বৃথা কীড়া করিও না ; উহাকে শীঘ্র বধ কর ; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ হুরায়া মায়া প্রকাশ করিবে ।

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জুনের বচন শ্রবণে পূর্বাশঙ্কা অধিকতর জোখাঘিত হইয়া বীর ক্রমক বায়ুকে আহ্বান করত তদীর জগৎসংহারক বল প্রদর্শন করিলেন এবং সেই নীলাবুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকৃত দেহ উর্দ্ধে উত্তোলনপূরক মহাবেগে ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, অরে হুট নিশাচর ! হুই, বৃথা এতকাল মাংসভক্ষণ করিয়া বর্জিত হইয়াছিস, তোকে বিধ্বংস অতএব তোকে একগণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিকটক ও মঙ্গলযুক্ত করিব । আর তুই নরহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিষি না । অর্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন ! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল ? আমি তোমার সাহায্য করিতেছি । ইহাকে শীঘ্র সংহার কর, অথবা আমি ইহাকে বিনাশ করিতেছি । তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়া কণকাল বিস্রাম কর ।

অর্জুনের এই বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের জোব বি-স্তপিত হইয়া উঠিল । তখন তিনি আর কিছুকাল বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূরক তৃত্তলে নিক্ষেপ করিয়া গগন ন্যায় বধ করিলেন । হিড়িম্ব বরণকালে তরুতরু

হার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জন দ্বারা মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে র্কক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া লেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতু-
আত্মাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরমসমাদর ক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন লেন। তখন অর্জুন পরম আত্মাদে অস্বাভাবিক-
বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহা-
বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে,
আমরা দ্বারার এস্থান হইতে প্রস্থান করি; কি জানি
। হৃষ্যধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের
সন্ধান পাইলেও পাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই
নের বাক্যে, অমুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন
তে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভি-
পারে চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীম-
হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে
রা তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া
হার করিয়া বৈরনির্ধাতন করে; অতএব রে নিশাচরি!
আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয়
দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর। ধর্ম্মাত্মা
ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সাধনা করত
লেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! জীহত্য করিও না; হে পাণ্ডব!
র রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই হুয়ান্না হিড়ি-
আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল,
কে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী; এ
হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারে।

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধবশনে লাভিশয় বিষয় হইয়া
ভীম সমক্ষে কুড়ীকে কৃতান্তলিপুটে অভিবাধনপূর্বক
তে লাগিল, আঘাত! অবলা জন অনঙ্গশরে
করিত হইলে কিরূপ হৃৎযোগ করে, তাহা আপনি
কোন অবগত আছেন; হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে
করিয়া অবধি সেই বস্ত্রা ভোগ করিতেছি।

আমি হুৎ প্রত্যাশায় এতকণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম;
একণে আমার সেই হুৎ সন্তোগের সময় সমুপস্থিত হই-
য়াছে এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়;
আরও দেখ, আমি স্বকীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব-
প্রকৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিভে-
বরণ করত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে বশস্বিনী!
যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ-
ত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মৃঢ়া বলিয়া হউক,
বা ভক্ত বলিয়াই হউক, কিংবা অমুগত বলিয়াই হউক,
অমুগ্ৰহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ
করেন, তাহা বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকো-
দরকে লইয়া যথেষ্ট গমন করিব এবং পুনরায় আপনা-
দিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা
আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদুপে আসিয়া উপস্থিত
হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব।
আপনারা শীঘ্র গমনে অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে
করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অমুগ্ৰহ করিয়া
ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ হইতে
পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ-
ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ
সর্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন;
আপৎকালেই ধার্মিকগণের ধর্ম্মের বিস্তার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা-
বনা; অতএব বিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ
না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক; লোকে পুণ্যবলেই
জীবিত থাকে; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়; যে
কার্য্য করিলে ধর্ম্মাহুতন করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে
দুষণ্যবহ নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণামন্তর তাহাকে
কহিলেন, হে হুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ
বটে, তুমি ধর্ম্মাত্মার প্রাকালে কৃতমানারিক ও কৃত-
কৌতুকময় ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিব্যভাগে
উহাকে লইয়া যথেষ্ট গমন করত স্বচ্ছন্দে বিহারাদি
করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন
করিয়া দিতে হইবে। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ-
ামন্তর "তথাক্ষ" বলিয়া অমুমোদন করিলেন, এবং হিড়ি-

ছাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা-
সুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু বত-
দিন পর্য্যন্ত তোমার গর্তে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন
তোমার সহবাস করিব ।

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্যশ্রবণ করিয়া
“যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে
লইরা আকাশমার্গে গমন করিল । সে পরম রমণীয়
রূপলাবণ্য প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণ
পূর্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষিসংকীর্ণ
রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্টি-ক্রম-সমাকীর্ণ বনভূগে,
কখন প্রফুল্ল কমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন
বৈদূর্য্যাসিকতাময় বীপসমূহে, কখন কানন সুশোভিত
সুশীতল জল পরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্টি ক্রম-
লতাচ্ছাদিত কোকিল-কুলকুজিত কানন-কুঞ্জে, কখন
মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন
গুহ্যকর্ণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে,
স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল । কিয়দিন এইরূপ বিহার
করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্তবতী হইল ।
রাক্ষসীরা গর্ত ধারণমাজেই সন্তান প্রসব করে । হিড়িম্বা
গর্তধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত, মহা-
ভূজ, মহাধনুর্ধর, অমাত্যযুগ্ম প্রসব করিল । ঐ পুত্রের
মুখ অতি বিশাল, কণ্ঠ-গর্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয়
তাম্রবর্ণ, দশনসকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল
সুবিতীর্ণ । পুত্র মাতৃগর্ত হইতে বিনির্গত হইবামাত্র
যৌবনপ্রাপ্ত ও সর্বাঙ্গবিশারদ হইল এবং সত্তরে পিতা-
মাতাকে প্রণাম করত তাঁহাদের পাদ গ্রহণ করিল ।
তাঁহার পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন । ঘট শব্দের অর্থ
করিমস্তুক ও উৎকচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য ; উহার মস্তক
করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার
নামধের হইল । ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি মিতান্ত
অমুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান ছিলেন ; তাঁহারাও তাঁহার
প্রতি বৎসরোন্মাদি দ্রোহ প্রকাশ করিতেন । নিশাচরী
হিড়িম্বা আপনার স্বামিসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া
মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সন্তানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান
করিল । মহারীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্তবচনে
“ভূত্যা আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে” বলিয়া

গুহ্যজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন
করিলেন । মহারথ ঘটোৎকচ, অপ্রতিমবীৰ্য্য কর্ণের সহিত
সংগ্রামনিমিত্ত ইজের অংশে পাণ্ডবংশে জন্মগ্রহণ করেন ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিল, হে রাজন্ ! অনন্তর মাতৃসমবেত
পাণ্ডবগণ বক্সাজিন পরিধান ও জটাবকনপ্রভৃতি
তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করত মৎস্ত, ত্রিগুণ,
পাক্কাল, কৌচকপ্রভৃতি নানাদেশমধ্যবর্তী পরম রমণীয়
কানন-পরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী
নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বহুবিধ মৃগবধ করিতে করিতে
সত্তর গমনে চলিলেন । তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত
স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে
লাগিলেন । গমনকালে তাঁহারা উপনিবং, সমস্ত বেদাঙ্গ,
এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । এইরূপে তাঁহারা
গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ বাসদেবকে
দেখিতে পাইলেন । তখন তাঁহারা মাতৃ-সমভিব্যাহারে
ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুতাজলিপুটে
তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । বাসদেব পৌত্রদিগের
তাদৃশী হ্রবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে ভরত-
বংশাবতংসগণ ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মাচর্য্যন দ্বারা
তোমাদিগকে যে ঐদৃশ হ্রবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছে, তাহা
আমি ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিক্ত
তোমাদের হিতসাধনমানসে এখানে উপস্থিত হইলাম ;
হে বৎসগণ ! বিষয় হইও না ; তোমরা পরিণামে পরম
সুখী হইবে । যদিও ধার্ম্ম্যব্রতগণ ও তোমরা আমার
পক্ষে উত্তরই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে
ধৃতরাষ্ট্রসন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি ; কারণ দীর্ঘকাল
ও শিশুজন্ম যথার্থ স্নেহের পাত্র । আমি স্নেহবলে তোমার
দের হিতসাধনে উদ্যত হইরাছি । এক্ষণে তোমরা এই
অনতিদূরবর্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগতের
প্রতীক্ষা কর ।

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান
পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একতরফা দি-
গন্তে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুতীকে

আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জীবৎপুত্রি ! এই তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্মপরা-
য়ণ ; ইনি স্বীয় ধর্মবলে ও ভীমার্জুনের ভুজবলে সসাগরা
ধরা জয় করিয়া বাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন ।
ইহারা পঞ্চভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও
স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজস্ব ও অশ্বমেধ-
এভ্যুতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, এবং ভোগসাধন দ্বারা
সুহৃদগণকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃপৈতামহ
রাজ্যভাগ করিবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না ।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া
এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্বক যুধি-
ষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মাত্মন ! তুমি মাতৃভ্রাতৃ-
সমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস
এইস্থানে পরমসুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি
পুনরায় এখানে আগমন করিব। তাঁহারা সকলেই
বিস্ময়িত হইয়া “যে আত্মা মহাশয়” বলিয়া তাঁহার
উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন । ভগবান্ বাসদেবও
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

হিড়িম্ববধ পর্ব সমাপ্ত ।

বকবধপর্যাধ্যায় ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! মহারথ পাণ্ডুনন্দন
একচক্রায় বাস করিয়া কি, কি কন্ম করিলেন, সবিশেষ
বর্ণনা করুন ।

বেশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ ! পাণ্ডবগণ এক-
চক্রায় ব্রাহ্মণ নিকেতনে দিবসের অরভাগমাত্র বাস করি-
লেন । অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর,
কানন ও অন্যান্য প্রদেশ সকল নিরীক্ষণপূর্বক ভিক্ষা
করিতা উপরপুষ্টি করিতেন, এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয়
কুপ্যগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদায় জনগণের
পক্ষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন । পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা
করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদায় ভিক্ষালব্ধ

দ্রব্য সমর্পণ করিতেন । ভোজরাজহুহিতা সমস্ত ভক্ষ্যবস্ত
প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে
প্রদান করিতেন, এবং অন্যভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে
বিভাগপূর্বক চারি ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও
স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন; এইরূপে মহাত্মন পাণ্ডবগণ
তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন
করিলেন, ঘটনাক্রমে বৃকোদর জননী সমভিব্যাহারে
আবাসে রহিলেন । তাঁহারা মাতাপুত্র ব্রাহ্মণের নিকে-
তনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে
যোরতর ক্রন্দনধ্বনি সন্মুখিত হইল । সরলহৃদয়া দম্যর্জ-
চিন্তা ভোজরাজহুহিতা সেই করুণরসোদীপক ক্রন্দনশব্দ
শ্রবণে সাতিশয় হুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে
পুত্র ! আমরা পাপাত্মা দুর্ঘোষদনের অজ্ঞাতসারে এই
ব্রাহ্মণনিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি; ব্রাহ্মণ
আনাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন;
তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব,
অনুক্ষণ এই চিন্তা করি । যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির
প্রত্যাপকার করে এবং যে পুরুষ, অন্যে যে পরিমাণে
উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া
তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ; এক্ষণে
স্মৃষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহৎ হুঃখ উপস্থিত
হইয়াছে, এই সময়ে উহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার
করা হয় । ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ ! ব্রাহ্মণের কি হুঃখ
উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ হুঃখের কারণই বা কি, সবিশেষ
জানিয়া আইস; যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি
সুদৃঢ় হইলেও আমি তাহা সাধন করিব ।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে
পুনরায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । তখন কুন্তী বদ্বৎসা সৌরভেয়ীর
ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং
দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, হুহিতা ও পুত্র সমভি-
ব্যক্তিরে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে
কহিতেছেন, হায় ! আমার এই পরাধীন জীবনে
ধিক ! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও হুঃখের নিদানভূত ।
এত দিনের পর বুঝিলাম জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ

নাই; প্রভাত, যৎপরোনাস্তি হুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ আত্মাই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত হুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবিধের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থ প্রাপ্তি নরক ভোগের প্রধান কারণ। অর্থ লাভাকাজক্ষায় যৎপরোনাস্তি হুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও হুঃখদায়ক, আর যদি অর্থের উপর একবার মেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে হুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব; পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি। প্রিয়ে! তুমি জান? আমি ইতিপূর্বেই এই ভয়ে এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বসিত হইয়াছি। হে ছরাগ্রহে! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অস্ত্রান্য বান্ধবগণও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধু পরিত্যাগের ভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় হুঃখকর বন্ধু বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, বেহেতু আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয় পিনাশ দেখিব। দেখ, তুমি আমার সহপশুণী; তুমি দমন্তণসম্পন্ন, স্নেহ-শালিনী ও পরম বন্ধু। আমার পিতামাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন। আমি বেদ-বিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; তুমি কুলশীলসম্পন্ন, বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব। আর এই অপ্ৰাপ্তবয়স্ক, অজাতশত্রু, বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্তৃলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া-

ছেন, যদ্বারা আমি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে দৌহিত্য লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যা আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক মেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক মেহ জন্মে, কিন্তু আমি পুত্র কন্যা উভয়কেই সমান মেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসব দ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কি করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাণ্ড বালাকে পরিত্যাগ করিব। আমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহাদিগ্নত্যাগে পতিত হইবে। আমি উভয় সঙ্কে পতি হইয়াছি। দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাণ্ড করা হয়, অর্থাৎ যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমি ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হৃদয়! কষ্ট! অদ্য আমি সবাঞ্ছবে কি দুর্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে দিচ্! ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণত্যাগ করি, আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণের এই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্থনা করি কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন দেখুন যে সমস্ত মানবগণ ধর্মাত্মে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলকেই একবার যত্নগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সত্য নাই; অতএব যাহা অবশ্যসম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কষ্টব্য হয় না। হে বিদ্বন্! কারেরা কহেন, কি পুত্র, কি ছুহিতা, সকলই আ নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করি আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় বাইব, কারণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই জীব প্রাধান ধর্ম ও অবশ্যকর্তব্য কর্ম। বিশেষতঃ তোমার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর কণভক্ষুর দেহত্যাগ কর

করিলে পরলোকে অক্ষয় সঙ্গতি ও ইহলোকে অপরি-
 ত যশোরশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে
 কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুরপরিমাণে অর্থ ও
 লাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা
 কর, আপনার তাহা হইয়াছে; আপনি আমাতে এক
 কন্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি অনুণা
 হইয়াছি; আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর আপনি
 আসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন;
 আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দশার আর পরি-
 থাকিবে না। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়।
 কল্পে সংপণ্যবলম্বনপূর্বক এই শিশু কুমার ও
 স্ত্রীকে বাচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও
 অযুক্ত ব্যক্তিরও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি
 আমাতে রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমি-
 ত আম্রবৃক্ষ ও গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ
 শ্মশ্রু লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে;
 বাহে দ্বিজোত্তম! যখন হুরাঙ্গাগণ অনাথা দেখিয়া
 তাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি
 আপনাকে রক্ষা করিব। আর আপনার কুল-
 এক হেতু এই কন্যাকেই বা কল্পে পিতৃপিতা-
 মণিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব। আপনি
 স্ববেত্তা; আপনি এই বাবকে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা
 দিতে পারিবেন, আমি কোনমতেই সেরূপ পারিব
 ইহার পর আর হুঃখের বিষয় কি যে, অল্পযুক্ত
 কন্যা বেদশ্রুতি-গ্রহণেচ্ছা শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার
 কন্যা প্রার্থনা করিবে। আমি যদি তাহাতে অস্বী-
 করি, তাহা হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয়
 অপহরণ করিয়া পলায়ন করে; হুরাঙ্গারা সেইরূপ
 আচার করিয়া বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে,
 তাহা হইবে না। হে ব্রহ্মন! আমি এই পুত্রকে তোমার
 রূপ গুণ-সম্পন্ন, এই কন্যাকে অল্পযুক্ত পাত্রে
 দিতে এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণকর্তৃক প্রবক্তা
 কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি
 এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবে,
 হয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ!
 আপনকার মরণে আমাদের তিন জনেরই

মৃত্যু হইবে, নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া
 কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন। পুত্রবতী রমণীর,
 পতির অগ্রে পরলোক-যাত্রা পথম সৌভাগ্যের বিষয়।
 আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয়
 প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা
 স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ,
 তপ, দান নিয়মাদি দ্বারা কদাচ ঠাদৃশ ফল লাভ করিতে
 পারেন না; আমি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি, ইহা
 আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা
 কহেন যে, ইষ্ট অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও
 প্রণয়িনী ভার্যা, এই সমস্ত আপদ নিবারণের নিমিত্ত হয়।
 প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ
 নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন
 দ্বারা ভার্যা রক্ষা করিবে, এবং কি ভার্যা কি ধন যাহা
 দ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সক্ষম যত্নবান হইবে। ভার্যা,
 পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টান্ত ফল লাভের নিমিত্ত
 হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন
 করিবে। আরও তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুল ক্ষয়
 করিবাও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের
 পক্ষে কর্তব্য, কারণ আত্মার সমান আর কেহই নাই;
 অতএব আপনি আমাকে এই পরম হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে
 অগ্রমতি প্রদান করুন। হে মহাশয়! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ
 ধর্ম্মনির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য,
 রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক
 দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয়
 ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সেস্থানে
 প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমি উত্তমোত্তম
 দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্যসকল প্রাপ্ত হই-
 য়াছি, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতে
 এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে
 কিছুমাত্র হুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী, বিশেষতঃ বৃদ্ধা
 হইয়াছি; অধিকতর এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান
 করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই-
 য়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী
 গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। হে
 নাথ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারী-

গণের পতাস্তর স্বীকারে মহান্ অশ্রু জগ্নে ; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন ; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে। হে ভরত-বংশাবতংস জনমেজয় ! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিনী ভাৰ্য্যার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন ।

উনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতামাতার বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাত্ত্বিয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত ! হে মাতঃ ! তোমরা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছ ? আমি যাহা কহিতেছি, তনুহাসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পরমুহে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব তৎপরিবর্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিজ্ঞাপন করুন। “সন্তান বিপদ হইতে পরিজ্ঞাপন করিবে” এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে ; এক্ষণে আপনাদের এই বিপদ সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই হস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহকালে ও পরকালে পরিজ্ঞাপন করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন; কারণ তাহা হইলে পিতৃলোপের ভয় হইতে পরিজ্ঞাপন হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবনরক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ ! যদি তুমি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অলবয়স্ক ভ্রাতাটী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পিতৃলোকের পিতৃগোচ্ছদ হইবে এবং আমিও তোমাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে

মুক্ত হইবেন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সমুত্তি ও পিতৃ অবিচ্ছিন্নতাকেই থাকিবে। আর দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভাৰ্য্যা সখি-স্বরূপ এবং কন্যা কুল-স্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কুল হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত ! তুমি না থাকিলে আমার কণ্ঠের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীন্য হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্মপ্রদানরূপ কৰ্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের কংশ-রক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়; আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পরলোক যাত্রা করেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে; অতএব আমার প্রতি অমুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ও কুল-সমুত্তির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত অবশ্য পরিত্যক্তাকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত ! অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে বিমুগ্ধ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, তুমি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে পর আমরা কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাচঞা করিয়া ভ্রমণ করিব। আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবাক্বে পরিজ্ঞাপন পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোক গমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরমসুখে বাস করিব। হে পিতঃ ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ তর্কিত্ব তোরে পরম-পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিবেশন শুনিয়া শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিনজনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া উৎকর্ষলোচনে, অক্ষুট মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, হে তাত ! হে মাতঃ ! হে ভগিনি ! তোমরা ক্রন্দন করিও না, হিরণ্য ও আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেবিতের, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণ নষ্ট করিব। তাঁহার তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষম হিঙ্গল, কিন্তু বালকের মুখে মুখ মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন,

এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্তিনী হইলেন।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অশ্রুতময় বাক্যে সাহসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনার কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন ? আপনার এই দুঃখের কারণ কি ? সবিশেষ বলুন ; যদি আমাদের সাধ্য হয় তবে অবশ্য তোমাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে তপোপনে ! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করণ ভদ্রলোকের কর্তব্য যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যেব সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি ! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্দান্ত নরমাংসাশী সেই চুরায়াই এই নগরের অধিপতি : সে নিজ ভূজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পর, চক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামে এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে, যে প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে এক জন মনুষ্য, বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মরিচ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্বাহ করিবে। হে ভদ্রে ! বহুদিনসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকিতে তত্রত্য সমস্ত লোকই বিবস্ত্র হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম বহিত করিতে উদ্যোগী হয়, চুরায়া রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্র-কন্যা-সমভিব্যাহারে, ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভাবহার-কাৰ্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্তী বেজকীয়-গৃহ নামক স্থানে নয়ানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত অবোধ ; এই নগরের উপর তাহার কিছুমাত্র বশ্ব নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র ; কিন্তু অকৰ্ম্মণ্য ও দুর্বল রাজার রাজ্যে বাস

করিয়া আমাদেরিগকে সৰ্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে ; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্তী হইয়া চলিতে হয় ? ইহারা নিম্ন গুণ-গ্রামে কামগ পক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন। হে ভদ্রে ! এলাক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভাণ্ডা গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই ভিত্তিই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোপনে ! অদ্য আমার পর্যায় উপস্থিত ; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও এক জন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। আমার এমন অর্থ নাই যে এক জন মনুষ্য ক্রয় করি ; স্বীয় স্বদুঃখজনকে প্রদান করাও কোনমতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি ! কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাই তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না ; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবাঞ্ছবে সেই চুরায়া রাক্ষসের সমীপে গমন করিবে যে সে আমাদের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

কুন্তী কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না ; যাহাতে সেই চুরায়ার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু, কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিম্বা আপনার বা আপনার সন্তান-ধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র ; তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার তিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষস-সমীপে গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভদ্রে ! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি ; অতি অভদ্র অধাৰ্ম্মিক লোকে-রাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে

না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্যের অমুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণবধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগ শ্রেয়ঃ; কারণ অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্ম-হত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস সমীপে গমন করিয়া তৎকর্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না; যেহেতু আমি অগত্যা এই বিক্ষয় প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধজন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিষ্ঠ, নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদক্ষবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন নৃশংস বা নিন্দিত কৰ্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িত-সমভিব্যাহারে রাক্ষস-হস্তে প্রাণত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণ বধে কদাপি সন্দেহ হইব না।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়। বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতা পিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষস-সমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান্, তেজস্বী, মন্বসিক। সে রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আয়রক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সন্দেহ নাই; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতি-পূর্বে অনেক মহাবল-পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে; হে ব্রহ্মন্! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না; কি জানি তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থীগণ এই বার্তা শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে বৎসরো-নান্তি, আক্লাদিত হইয়া ভাৰ্য্যা-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষস-বধার্থ গমন করিতে অহুরোধ করিলেন; ভীম “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহাদের অভিনবিত সম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

দ্বিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ভীমপরাক্রম ভীম-সেন ব্রাহ্মণের হিতামুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যা-গমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার প্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বৃষ্টিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, মাতঃ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিকের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। সেই হ্রস্ব কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আপনি উহাকে অমুঘতি দিয়াছেন? কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপক্কারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অমুঘতি প্রদান করিয়া সজ্জন-বিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহ-সের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্র-রক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যামুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, বাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা হর্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৃথে নিদ্রা যাই, বাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুঃখা দুঃখোধন শকুনি-সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না, বাহার বীৰ্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বহুপূর্ণ বহুদুর আপনাদিগের হস্তগত করি-য়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকো-দরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, হ্রস-

বস্ত্র পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে ।

কুন্তী কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির ! তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ । আমি যে বুদ্ধিদৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এক্ষণ সন্দেহ করিও না । দেখ আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমহুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না । ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সংকার ও সম্মান করিয়া থাকেন । হে পুত্র ! তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি । যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাপ্তোত্তেও বিমূঢ় হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য । বিশেষতঃ আমি জতুগত দাহ ও তিড়ি বধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি । ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্ত হস্তিতুলা বর্শাশালী । ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসের আঁমাগিকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে । উহার তুলা বলশালী আর কেহই নাই ; বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে । ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্তত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায় । অন্তএব হে পাণ্ডব ! আমি স্বীয় প্রজা দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রতাপকার্যার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি । আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্বকই ইহা করিয়াছি । হে যুধিষ্ঠির ! এই কার্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটা মহৎকার্য্যসম্পাদন হইবে ; প্রথম আশ্রয়দাতার প্রতাপকার, দ্বিতীয় ধর্ম্মাচ্যুতান । হে পুত্র ! পূর্বে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাঁহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোক প্রাপ্ত হয় ; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্তীলাভ করে ; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে পরিজ্ঞান করে, সে এই রাজ-পুঞ্জিত ক্ষত্রিয়কূলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে । হে পৌরবংশাবতঃ ! আমি বেদব্যাসের

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ।

ত্রিষষ্ঠ্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! আপনি করুণাপ্রযুক্ত হৃদয় ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরো-নাতি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন । আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন । আপনার এই পূণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংস-লোলুপ দুষ্ট-নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সন্দেহ নাই । আপনি আগ্রহপূর্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে ।

এইরূপে সমস্ত দিবসাত্তি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন । তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বান বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সংজ্ঞ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল । ঐ রাক্ষসের চক্ষু, কেশ ও শৃঙ্গ লোহিতবর্ণ ; মুখবিবর আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দভ শ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ । ভীষণ-মূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ, জহুটী বন্ধন ও অধরোষ্ঠ দংশন পুরঃসর ঘূর্ণিত-নয়নে কহিতে লাগিল, অরে ! কেন হৃদ্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে ? শমনসদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে ? ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে দীর্ঘ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল । শক্রপক্ষ-ক্ষয়কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোবোণ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন ।

রাক্ষস ক্রোধে কম্পাশ্রিত-কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুইহস্তে চপেটাবাত করিতে লাগিল। বকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদর্শনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন ভক্ষণান্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বামহস্ত দ্বারা রাক্ষসের হস্তাহিত বৃক্ষ কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস তদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল। বকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপ-শূন্য হইয়া গেল। তখন এক “অরে ছরায়ন! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস, আব তোর নিস্তার নাই” এই বলিয়া ক্রতবেগে ভূজদ্বয় দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমসেন কর্তৃক ক্রবামাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিব্যরাক্ষস বৃদ্ধ বকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণদীর্ঘ দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জাতদ্বয় দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা কটদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্যদেশে ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চরায়ন বক মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পীড়িত হইয়া পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে কদম্ব বমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বক-নিশাচর ভীমসেনের দাক্ষিণ প্রহারে সাতিশয় বাধিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকার পূর্বক প্রকাণ্ড পর্বতের ন্যায়

ধরাতলে পতিত হইল। বকরাক্ষসের চীৎকারধ্বনি শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ক্রাসমুক্ত হইয়া পরিচারকগণ সমভিবাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে এইরূপে সংহার করিব। রাক্ষসগণ “যে আজ্ঞা” বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শাস্তমুর্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে নিক্ষেপপূর্বক অলঙ্কিতরূপে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে ভীমসেন রাক্ষসবধ সমাপনান্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চতাপ্রাপ্ত হইয়া কদিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই কৃধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্বার একচক্রায় গমন করত তথায় ঐ সমস্ত বাক্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমাহুয ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবার্চনা করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর তাহারা “কলা স্বর্গের পর্যায় গিয়াছে” এই পর্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পোরগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে বাথার্থ্য গোপনপূর্বক কহিলেন, হে পোরগণ! আমি পর্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার প্রদানার্থ আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতে-ছিলাম, এমন সময়ে এক মহাননা মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পোরবর্গের

হুণের বিষয় অবগত হইয়া দ্বারজ চিত্তে আমাকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! অন্য আমি অন্য নইয়া সেই দুরাত্ম রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্বক বকুবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য। পুরবাসী ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমা-ক্লান্দে উৎসব করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জানপদগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকুবধপর্ব সমাপ্ত ।

চৈত্ররথপর্বাধ্যায় ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বক রাক্ষস সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপে বক রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলো একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। আতিথের ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননী-সমভিষাংহারে পরমঃক্লান্দ ও সান্ত্বিত্য ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সেবায় অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতিবিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদৃশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অভ্যাসচর্য্য ব্যাপার সমুদায় কীর্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাধন হইলে পাঞ্চালদেশে অতি অদ্ভুত জ্যোপদীর স্বরস্বর ব্যাপার, ধূটছাত্র ও শিষ্যের উৎপত্তি ও মহারাজ ক্রপদের মহাবল্লভ অধোনিমন্তব্য জ্যোপদীর জন্ম শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর

ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতূহলান্বিত হইলেন, হে মহাশয়! যজুবেদীস্থিত জলন্ত জলন মধ্য হইতে কিরূপে ক্রপদপুত্র ধূটছাত্র ও জ্যোপদী সঞ্চিত হইলেন, মহাধর্ম্মধর জ্যোপদী হইতে বা কি প্রকারে ক্রপদ ধর্ম্মব্রত শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন। ব্রাহ্মণ তাহাদের এই প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতিবিচিত্র জ্যোপদীসম্বন্ধ পবিত্র বৃত্তান্ত কথিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাধারে মহাপ্রাক্ত মহাতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, স্নাতাচী নামে এক অম্বর তাঁহার আসিবার পূর্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এষ্ট অবসরে 'সমীরণ তদীয় পরিধেয় বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল; মহর্ষি সহসা অম্বরকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার বাসনার নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অম্বরাসন্তোষ-স্পৃহায় একান্ত অধীর হইয়া কোমার ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রত্ন: তৎক্ষণাৎ খলিত হইল। রত্ন: খলিত হইয়া রাজ্য মহর্ষি জ্যোপদীমধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে দীমান্ত ভরদ্বাজের স্কন্ধে জ্যোপদী নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন। জ্যোপদী বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদায় বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন।

পৃথ নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাঁহারও ক্রপদরূপে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রপদ প্রতিদিন আশ্রম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া জ্যোপদীর সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃথ রাজ্য কলেবর পরিভ্যাগ করিলে ক্রপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা জ্যোপদী লোকমুখে শুনিলেন পরশুরাম অর্বাচিন্দকে প্রার্থনা-ধিক অর্থ প্রদান করিয়া তপোহুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজপুত্র জ্যোপদী তথায় উপস্থিত

হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরষাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পরশুরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আমি বাবতীর অর্থ সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অনাতর কি প্রদান করি, বল। দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। ভৃগুনন্দন রাম “তথাস্ত” বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্বক সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অতীষ্ট ব্রাহ্মজ্ঞলাভে ছুটি ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভারষাজ দ্রোণ ক্রপদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ক্রপদ কহিলেন, বাদৃশ অশ্রোত্রিয় শোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভয়মনে হস্তিনানগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ-সন্নিধানে ধনুর্কর্ষে শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ ক্রপদের গর্ভপূর্বক করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর। তখন অর্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় “তথাস্ত” বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্কর্ষে কৃত-বিন্যাস দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণা-গ্রহণার্থ পুনর্বার কহিলেন, হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র ক্রপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরে সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান কর। পাণ্ডবেরা ক্রপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রী-সমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্বক দ্রোণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ ক্রপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় বৈজী স্থাপন করিবার প্রার্থনা করি, তুমি পূর্বে কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন,

তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে বদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কুলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।

পাঞ্চাল-রাজ ক্রপদ ভরষাজতনয় দ্রোণের বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি বাহ্য কহিতেছেন আমি তদ্বিষয়ে সন্মত আছি। আপনি কুলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রতাব পুনর্বার বন্ধমূল হইল। পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্বসখা স্থাপনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার ক্রপদের হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক ছিল। তিনি দিনে দিনে নিতান্ত দুর্কল ও একান্ত বিমনা হইতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন ক্রপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজনকশ্রদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অধেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্ৰমা সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু তদীয় আলৌলিক প্রভাব, বিনয়শিক্ষা, বিচিহ্নচরিত্র ও ক্ষান্তবল আলোচনা করিয়া কিরূপে প্রতীকার করিব তাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ক্রপদ ভাগীরথীতীরে কল্যাণীর উভয় পাশে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক ও অত্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশ্লিষ্টব্রত ও যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রশৃংখলধী, সংহিতা-পাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্বৃত ও যজ্ঞরূপশালী। ক্রপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্জন করিলেন; উভয়ের বলবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া নিরঙ্কন কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী সর্বকামদাতা হইয়া সর্বপ্রথমে তদীয় অমুখুতি ও

চরণসেবা দ্বারা মহর্ষিকে ভূষ্ট করিয়া যথোচিত সংকার পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যাদুষ্ঠান দ্বারা আমার পুঞ্জোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্কুদ গো দান করিব অঙ্গীকার করিতেছি ; অথবা আপনকার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই। মহর্ষি ক্রপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না। ক্রপদ এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্বার তাঁহার আরাধনা ও নানাপ্রকারে চিন্তাশ্রুতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ ক্রপদকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! একদা মদীয় ভ্রোষ্ঠ ভ্রাতা এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটা ফল দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শোচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফল গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলেরও পাপাঘুবদ্ধক দোষের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব যিনি এক স্থলে শোচাশোচ পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও ঐ মধুরগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অন্যের উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নিরুগ্ধ হইয়া বারবার উৎসৃষ্ট অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শোচাশোচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাজ্ঞী ; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুঞ্জেষ্টযজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।

মহারাজ ক্রপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং তদীয় নির্দেশানুসারে মহর্ষি যাজ্ঞের আশ্রমে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে যথোচিত সংকার করিয়া কহিলেন, বিজ্ঞো ! আমি আপনাকে অষ্ট অর্কুদ গো দান করিব। আপনি আমার পুঞ্জেষ্টযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাজুত হইয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইলাম। বিজ্ঞোত্তম দ্রোণ ব্রাহ্মজ্ঞে অধিতী, অধিক কি

এই ধরাধামে কজ্রিয় মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্ধর আর কেহই নাই, একারণ আমি তাঁহার নিকট সন্নিযুক্ত পেরাজুত হইয়াছি। তদীয় শরণাগত প্রাণপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়্রথি শরাসন তাঁহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ কজ্রিয়তেজঃ প্রতীহিত করিতে পারেন; সেই মহেষ্ণাস মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় কজ্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রবল মহাবোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লঙ্কাহতি প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজঃ ধারণ করেন এবং কজ্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবেন। হে যাজ ! ব্রাহ্ম ও ক্রাত্ততেজঃ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি কজ্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত, দ্রোণাত্মক সন্তান জন্মিবে, এই আশয়ে আপনাকে অষ্ট অর্কুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুঞ্জেষ্টযজ্ঞ সমাধান করুন। তখন যাজ “তথাক্ত” বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকারপূর্বক যজ্ঞীয় ত্রব্য-সস্তার আচরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়বাসনা-শূন্য ও নিতান্ত নিম্প্রহ, তথাচ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

অনন্তর মহাতপা মহর্ষি উপযাজ মহীপাল ক্রপদের পুত্রফলকামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ তদনুসারে মহাবীৰ্য্য মহাবল দ্রোণাত্মক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহার এইরূপ উত্তেজনা-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ক্রপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়ত্রব্য-সস্তার আচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ জগন্ত হতাশনে পূর্ণাহতি প্রদানকালে রাজমহিবীকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তজ্জে ! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস। মহর্ষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমার মুখ অবলিপ্ত, প্রাত্রে দিব্য

গন্ধ ধারণ করিতেছি । আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনকার সমিধান উপস্থিত হইতে পারি না, আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন ।

যাজ্ঞ কহিলেন, হে রাজপুত্র! তুমি যাও বা থাক, যাজ্ঞদত্ত ও উপযাজ্ঞের মন্ত্রপুত্র সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্কল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে, এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্জলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন । আহুতি প্রদান করিবারাত্র সহস্র হত্যাশনমধ্য হইতে দেবকুমারতুল্য সুকুমার এক কুমার উথিত হইলেন । প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট দ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ধার, শর্ম ও খড়্গচর্ম ধারণ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক দিব্য রথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন । এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় ইতর সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল । তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, ‘যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ধৃত হইয়াছেন । ইহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন ।’ ইত্যবসরে সর্কাজ-সুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উথিত হইলেন, ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না । তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকৃষ্ণিত, পরোধর পীন ও উন্নত, ক্রম্বর দেখিতে সুচাক, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপল-সদৃশ গন্ধ এককোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে । তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মাহুভীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দৈব, দানব, গন্ধর্ব্বেরও মন মোহিত হয় । “এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য সাধন করিবেন, ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অস্তঃকরণে সর্বদা আশঙ্কা থাকিবে,” সহসা এইরূপ আকাশবাণী উথিত হইল । ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালের সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বহুস্বরা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন । তৎকালে

রাজসহধর্ম্মিণী পুত্রার্থিণী হইয়া রাজসমিধান উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞ! ইহারা আমাভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে । যাজ্ঞ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন । পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা (বালক অতি প্রগণ্ড ও দ্ব্যয়সম্ভূত) বলিয়া তাহার নাম গৃষ্টদ্ব্যয় রাখিলেন এবং কন্যাটী কুরুবংশপ্রযুক্ত তাঁহাকে কুরুনাম প্রদান করিলেন । এইরূপে ক্রপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল । প্রবল প্রতাপাধিত দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে গৃষ্টদ্ব্যয়কে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব অনতিক্রমণীয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থে গৃষ্টদ্ব্যয়ের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন ।

অকল্পক্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শলা বিদ্ধ হইল; তাঁহারা বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্কজোষ্ঠ বৃদ্ধিরূপকে কহিলেন, বৎস! আমরা এই রমণীয় নগরী মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম । এখানে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে তাহা বারম্বার দর্শন করিয়াছি । তাহা দেখিয়া আর তাদৃশী প্রীতি জন্মে না । এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন । অতএব যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরম রমণীয় পাঞ্চালদেশে গমন করি । ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্বক, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে । আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালের প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরানুগ্রহ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞসেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ । হে বৎস! যদি মত হয় চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না । অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিলেও আমার আর বাসনা নাই । তখন বৃদ্ধির কহিলেন! মাতঃ!

আপনি যাচা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকর বোধ হয় কিন্তু অমুজদিগের বিরূপ অভিপ্রায় কিছুই জানি না। তৎপরে কুন্তী, ভীমসেন, অর্জুন ও বমজ নকুল সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! আপনি যাচা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।

অনন্তর কুন্তী পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

উনসপ্তদিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! মহাত্মা পাণ্ডব, গণ প্রচুর-ভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতী-নন্দন ব্যাস, তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অমুমতি প্রদান করিয়া প্রীতি-প্রবৃত্ত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-মুসারে কীচিক্রিয়া নিবাহ করিতেছ ? এবং পূজার্ন অতিথি-ব্রাহ্মণকে সন্মান করিয়া থাক ? ব্যাস তাঁহাদিগকে একপ ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধে কথিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কোন তপোবনে সর্বাঙ্গমুন্দরী সর্বগুণসম্পন্ন এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত হ্রদষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অমুরূপ ভর্তৃলাভে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশর হুংখিত হইয়া পতি-জ্ঞার্থে তপস্যায় মনো-নিবেশ করিলেন, এবং অতি কঠোর তপোমুঠান দ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে মুন্দরী ! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষাক্রূপ বর

লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বরপ্রদান করুন। এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিকন্যা ! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চ স্বামী লাভ হইবে। তখন তাপসহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্ ! আপন-কার নিকটে ক্যামি সর্বগুণোপেত একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যা ! তুমি “পাঁচ বার পতি প্রদান করুন” বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবকৃপিনী রমণী রুপদ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহ-ধর্ম্মিনী হইবেন ; অতএব এক্ষণে তোমরা পাকাল গুণের অবস্থান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা জবিষাতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি-ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভা-ষণাশীঃ-প্রয়োগপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবজুর মার্গ অবলম্বনপূর্বক উত্ত-রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দিব্যরাত্রিমধ্যে সোম্য শ্রায়ণ নরমক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপ-নীত হইলেন। অর্জুন সর্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আশ্রয়ক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন।

এক মহাবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনা-পরিবৃত্ত হইয়া গ্নিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীর-সন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদ-শব্দ শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধা-বিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননী-সমভিব্যাহারী পাণ্ডব-গণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনুঃশূণ আফালন

পূর্বক কহিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্বাষদি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত; অবশিষ্ট কাল মনুষ্যদিগের কার্য সাধনার্থে নিয়মিত আছে। তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসী-বেলায় পরিভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকূল-সম্মিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন; অধিক কি, এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্তরে আমার সম্মিহিত হও। আমি জলবিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি ইহা কি তোমরা পূর্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীৰ্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথীতীরে মঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এই স্থানে রাক্ষস, শূদ্রী, দেবতা বা মনুষ্যের আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে উপনীত হইলে বল?

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জুন কহিলেন, হে হৃষ্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্বদেশ, আর এই নদীকূল এই তিনটি প্রদেশ দিবারাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্ত হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই। আর আমরাও মহাবলপরাক্রান্ত; অতএব তোমাঞ্চে অকালে কালসদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত হুর্লব মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সংহার করিয়া থাকে। পূর্বকালে ঐই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তীর্ণ হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথহা, শরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরম পবিত্রা গঙ্গা আকাশপথ-গামিনী হইয়া দেবলোকে অলক-নন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান্ বাদরাসি কহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈত-

রণীকূলে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গকল-দায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে, তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেনই প্রতিবেদন করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক মহাবিধ আশীবিধ-সদৃশ সূতীক্ল শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তহিত আলোক ও চন্দ্র বিঘূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস করিলেন এবং কহিলেন, হে গন্ধর্ব! অস্ত্র বিদ্যা-বিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিতী-ষিকা প্রদর্শন করা নিতান্ত অমুপযুক্ত; প্রদর্শিত হইলেও ফেনের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষী শক্তি সর্বো-তোভাবে সকল গন্ধর্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়ানুক্ষে প্রয়োজন নাই। পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভর-দ্বাজকে এই আশ্রয়স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যাকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গন্ধর্বদেবকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অগ্নি-দেবকে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া অর্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্বের প্রতি সোঁপ্রদীপ্ত আশ্রয়স্থান প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রভেদে বিমোহিত গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভূতলে পতিত দেখিয়া অর্জুন দিব্যমালকৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং বিচেতনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে আপন ত্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুন্তীলগ্নীনারী তদীয় সহ-ধর্ম্মিণী পতির প্রাণরক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন। তিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি গন্ধর্ব-রাজমহিষী কুন্তীলগ্নী, অসুখকল্যা করিয়া আপনি আমার ভর্তাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অরিনিসুদন

অর্জুন ! যশোহীন, স্রীমহায় নিতান্ত দুর্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্তব্য, অতএব ইহাঁকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। অর্জুন তাঁহাকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব ! অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব জীবন লইয়া প্রস্থান কর, আর কোন দুঃখ করিও না। তখন গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে সৌম্য ! আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছি ; আমি জনসমাজে বল-বীৰ্য্য ও নাম দ্বারা শ্লাঘা করি না, কিন্তু এই আনার পরম-লাভ যে, দিব্যাজ্ঞধারী অর্জুনকে গন্ধর্বরমায়ার অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্তে দধ্ম-রথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্বে আমি তপোবলে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বল দ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া, পরাজিত ও শবণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব কল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব, ইহার নাম চাক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান্‌ মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু; বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই এক্ষণেই পিতৃ-কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে বীর ! এই বিদ্যা-প্রাপ্তিবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় প্রবর্তন কর। ইহার কারণে ইহার ক্রুর প্রভাব তাহাও প্রবর্তন কর। এই ত্রিলোক মধ্যে প্রভুত অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যা-লাভ করিতে পারিতে পাইবে। যাহার বাদুশী বশবর্তী, সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবে, নিমিত্ত ছয় মাস একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়; অতএব ত্রত অহু-করিত হইয়া তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রদান করিব। হে মহারাজ ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণের সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সফরপ্রভৃতি অতি অকৃত ব্যাপার সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্বজ অশ্বের

বর্ণ অতি মনোহর, বেগ মন অপেক্ষাও ধরতর। ইহার কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না। ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্বকালে ব্রাহ্মস্বরসংহারার্থ দেবরাজ ইন্দের বজ্র নিশ্চিত হইয়াছিল। উহা ব্রাহ্মস্বরশিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতার শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্রভাগ সকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহার অবধ্য। কামবর্ণ কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ সফল করিবে। অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব ! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ ? যদি প্রীতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! সাধু লোকের সহিত সমাগন হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়, কিন্তু তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাধানে উদাত্ত হইয়াছি। আর আমি তোমা হইতে অত্যাশ্রুত আশ্রয়প্রাপ্ত ও রক্তিনামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব। অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্বরাজ ! আমি ব্রহ্মাজ্ঞ প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্কদা আমাদের সমাগন হয়। হে নথো ! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা রেদবেতা সাধুচরিত্র হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে ঐরূপ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদায় বল।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! তোমরা অনাগ্নি ও অনাহত এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্তী নহেন। এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশ-বিস্তার কৌতুক করিয়া থাকেন। আর নারদ প্রভৃতি দেবগুরুগণও আমি তোমার পূর্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ প্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সমাগরা ধরা পর্যটন প্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সম্বন্ধের ভূয়িষ্ঠ প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহামশাঃ জোণ, যাহার নিকটে তুমি বেদ ও ধর্ম্মকর্মে উপদেষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত। দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু,

ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার, আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশ-বিবর্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা । আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি । তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর ; তোমাদিগের মনের সংকল্প ও অধাবসার সনাক্ত অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম । বিশেষতঃ বাহুবল-সম্পন্ন, বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারে নাই, আমি সঙ্গীক ছিলাম, রাজিকালে আমাদিগের বলবীৰ্য্য দ্বিগুণতর পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের স্ফূর্তি হইয়াছিল । হে অর্জুন ! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ । যে ক্ষত্রিয় কাম-পরায়ণ, তিনি রাজিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না । আর সঙ্গীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সমুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন । অতএব হে তাপত্য ! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্তব্য । বড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হইবেন । যে ভূপতির এতাদৃশ সদগুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । অর্থোপার্জন ও উপার্জিত অর্থ রক্ষা করার নিমিত্ত এক ভগবান পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র প্রয়োজন । যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্বসম্পদ লাভের অভিলাষী হইবেন, তাঁহার পুরোহিতের হিতকামিনী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয় । যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজ্ঞ ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না ; অতএব হে কুরুবংশবর্ধন অর্জুন ! এক্ষণে ইচ্ছাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের

সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন ।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ ! তুমি যে তাপত্য বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি ? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহৃত হইলাম ? কাহার নামই বা তপতী ছিল ? হে সাধো ! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি । গন্ধর্ব্বরাজ অর্জুনের বাক্যে শ্রীত হইয়া ত্রিলোকপ্রখ্যাত অন্তত উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । অর্জুনও শ্রবণমানসে অবহিতচিত্ত হইলেন । গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিলে সমুদায় বুদ্ধিতে পারিবে, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর । যিনি ভুলোকে ও দ্রাবলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বজন্মানুরী তপতীর জন্মদাতা । সাবিত্রীর পর ইহার জন্ম হয় । তপতী তপোহরতা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাতা ছিলেন । সুরাসুর গন্ধর্ব্বাসুরোন্মধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিল না । একদা সূর্য্য, পদ্মপুলাশলোচনা সারসম্পন্ন কন্যাকে প্রাপ্ত্যবোবনা দেখিয়া রূপ, বয়স, শীতলতার এক অমূর্ত্তপাত্র অমৃতসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি ত্রিভুবনমধ্যে কন্যার উপস্থিতি দেখিতে পাইলেন না । এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তার একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল । সমুদর জল ও পার্বত্যপ্রদেশে কালেকাল তাহা হইতে তিরোহিত হইল ।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস গন্ধর্ব্বরাজ মহারাজ সধরণ ওজ্রবা-পরতর, অমৃতকরকৃৎ, চিত্ত, একান্ত ভক্তিমান ও সমধিক প্রশংসালী হইয়া অর্ঘ্য, মালা, ধূপ, দীপপ্রভৃতি বিবিধোপহারে ও নিরমোপবাস, তপস্যা সহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন । সূর্য্যদেব রাজার আরাধনে সান্তিলাভ শ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবোদ্ধা নৃপোত্তম সধরণকেই স্বীয় হিত্ত

তপতীর অতুল্য পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন । পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল । যাদৃশ স্বর্ধাকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীগালের অদ্ভুত প্রভাবে ভুলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল । যাদৃশ ব্রহ্মবানী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিতাকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত । তিনি দেখিতে অতি কাণ্ড ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চক্ৰতুলা প্রতীতমান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাঁহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত ঘূর্ণিগ্রীক্স বোধ করিত । স্বর্ধাদেব সেই স্মৃশীল ও সদগুণ সম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন ।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ যুগ্মার্থ গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অর্থ যুগ্মাবিহার-পরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত হইল । অর্থ বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পক্ষতাপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্কাজসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন । তিনি সেই অসহায় অবলার দ্বকে নিম্নমেঘলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অস্থান করিবার ইচ্ছা কমলাসুনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্থলিত প্রভা অধীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন । সেই অজনারত্নের অধীর্ষ ও তেজঃপূর্ণপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমলীয়তাগুণে বিমলা শলিকলা বলিয়া অভিহিত করিল । তিনি শৈলশিখরে আরুঢ় থাকিয়া হিরণ্যরী প্রতীকার প্রতিক্রম হইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষলতার সহিত সমুদায় শৈলই স্ববর্ণময় প্রতীত হইতেছিল । তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল । তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নরনগোচর করিয়া এত দিনে চক্ষুধরের সম্যক ফল লাভ করিলাম । জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলেন, কেহই এই রমণীয় রূপের অতুল্য নহে বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন । তিনি ভদীর গুণময় পাশে সংঘতচিত্ত ও সংযত-নেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন

না এবং ইতি কৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিধাতা ত্রিলোক মন্বন করিয়া এই দুর্ভাগ্য রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন । কলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপ-সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন । অস্থপন্ন রূপের কি অপ্রতিম মহিমা !! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন । পরিশেষে অতি তীব্র স্মরণে দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সোধোন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি ! তুমি কে ? কাহার পরিগৃহীত ? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ ? তোমার সর্কাজ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে । তোমাকে দেবনারী বা অম্বরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্বকুলজা বা নাগবিনিতা বলিয়া বোধ হয় না । তুমি মানুষীও নও । আমি যত জীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না । হে চারুবদনে ! আমি তোমার চক্ৰ হইতেও কমলীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি ।

ভূপাল সেই নির্জ্ঞান অরণ্যানীমধ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ভ হইয়া কন্যাকে বরিষার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না ; অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ 'তাঁহার অমূল্যজ্ঞানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না । কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিত্যগ করত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন ।

দ্বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শত্রুপাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা

ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্যমুখে ও মধুরবাক্যে সোধোন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে ; মোহাবেশ-পরবশ হইয়া তুমি ধরাতে লয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে। ভূপতি কন্যার অন্তময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্লক্ষণ কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্ধিবচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরী ! আমি কামান্ন হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অমুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেব ! তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণশর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভূজ্ঞ একবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও ; যাঁহা কর্তব্য হয় কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। তে বিশাললোচনে ! কামশরে প্রাণান্ত হইল ; আমার প্রতি অমুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অমুরক্ত ; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার দর্শনকালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিপ্রায় নাই। প্রেম হও ; আমি তোমার নিতান্ত বশব্দ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে ! সদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাণিত শরে অনঙ্গ আমার মর্মান্বেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়সলিল সেচন করিয়া মন্থানলসন্তুত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। তদ-র্শনজনিত নিতান্ত দুর্দৃষ্টি পঞ্চবাণ, প্রাচণ্ড ধনু ও প্রাচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এই অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর। হে রম্ভোর ! বিবাহের মনো গাক্ষর্যই শ্রেষ্ঠ, অতএব গাক্ষর্যবিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।

তপতী কহিলেন, মহারাজ ! আমি পিতৃমতী ও অবি-

বাহিতা, অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর ! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণ হরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে, জীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীন, একারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। এই জীলোকবধো কোন কন্যা প্রখ্যাত-বংশোৎপন্ন ভক্ত-বৎসল ভূপালকে পতিত্ব অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে ? অতএব আপনি প্রণাম, নিয়ম, ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার কন্যাদাতা স্বর্গদেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তোমার চিরকাল বশবর্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কন্যাসী ভগিনী, লোকপ্রদীপ স্বর্গদেবের কন্যা, আমার নাম তপতী।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

গাক্ষর্যরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! অনন্তর সর্লক্ষ-সুন্দরী স্বর্গ-তনয়া তপতী, রাজাকে এইরূপ কামিনী পুনরায় অতি সম্মত আকাশপথে উখিত ও পতিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ববৎ ভূতলে পতিত হইলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অশ্বেষণার্থে সমস্ত সমভি-বাহায়ে সেই নিবিড় অরণ্যানী মনো প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, শারদীয় শতধ্বজের অঙ্গ রাজা ধরাতে লয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হতশন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ অন্ত্যবাস্তে সন্নিহিত হইয়া যেমন পিতৃ পুত্রকে উত্তোলন করেন, তজ্ঞাপ কাম-মোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীৰ্ত্তি ও নীতিগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে তাঁহার মনোজর দ্রীকৃত হইল। তিনি তাঁহাকে উখিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সোধোনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক। মন্ত্রী রাজাকে বসবতী কুংপিপাসার একান্ত

কাতর দেখিয়া তদীয় মন্তকোপরি স্নগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট ক্ষটিত হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্য সামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। 'তাহারা রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রেস্বে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে ও উর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করত মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্বে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিব্যরাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মন হরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধার্থ প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমভ্রাতিঋষি সূর্য্য সন্নির্শনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে উক্তি করিলেন, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাজ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিধান উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজা সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগত প্রদর্শন করিলেন।

হে মহর্ষে ! বল তোমার অভিলাষ কি ?

কহিলাম, বাহ্য প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত হ্রস্ত প্রার্থনা প্রদান করিব। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এই-প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন,

আমি আপনকার কন্যাসী কন্যা তপতীকে বিবাহ করিয়া নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম কৃতজ্ঞ। তাহার ধীশক্তি অসামান্য; তাঁহার কীর্তিকলাপ অসংখ্য। তিনিই আপনকার কন্যার একমাত্র উপ-

কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদান স্বীকার করিয়া তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, হে মুনে ! মহারাজ সধরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ, অতএব এমন সুপাত্রের সস্ত্রাদান না করিব কেন ? এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্কাজসুন্দরী তপতীকে রাজা সধরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায়

কুরুবংশাবতঃস মহারাজ সধরণের নিকট আগমন করিলেন। রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জ নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি মেঘমলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধিদ্ধারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন। হে অর্জুন ! এইরূপে মহারাজ সধরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্যাধারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভাষ্যা লাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সধরণ সেই দেবগন্ধকসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনায় বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভূপাল সেই গিরিশিখরে ভাষ্যা সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে অর্জুন ! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত বদচ্ছ বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টিধারা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম ও প্রজাবর্গক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়ায় শস্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্তমনা হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরী মধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র কলত্রপ্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পুরস্পরের আশ্রয় লইল। ক্ষুধার্ত, নিরাহার ও শবাকার নৃসমূহের পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপাল-পরিবৃত্ত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুঃস্থতা দর্শন করিয়া ক্রটি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহারাজ সধরণ

পুনর্বার নগর প্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ববৎ হইল। দেব-
রাজ মুঘলধারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।
প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও
নগরবাসী লোকেরা সাতিশর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।
এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্মিণী তপতী সমভিব্যাহারে
বাদশবর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জুন! এই
তপনকন্যা তপতী তোমাদিগের পূর্ববংশীয়া ছিলেন।
রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়,
এই কারণে তোমাদিগকে তাপতন্য বলিয়া সম্বোধন
করিলাম।

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জুন পরম ভক্তি
ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা
শুনিয়া পূর্ণচক্রে ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং
মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত
হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে গন্ধর্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি
বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্বপুরুষ-
দিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে
আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। গন্ধর্বরাজ কহিলেন,
হে অর্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি।
দ্রুপদ কাম, ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণ-
সেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতকোপ হই-
য়াও কুশিক বংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত-বিনাশ-
হুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত
অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দাক্ষিণ্য কষ্টের
অনুষ্ঠান করেন নাই, এবং মৃত পুত্রদিগকে বমালম্ব হইতে,
পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কুর্ভাস্তকেও অতিক্রম
করেন নাই, তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া, ইক্ষাকু-কুলো-
দ্ভব ভূপালেরা এই সঙ্গার প্রাণী অধিকার করিয়া-
ছিলেন, এবং পুরোহিতত্ব বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানু-
ষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথ্যাতবংশসমুত্ত নৃপতিদিগের
পৃথিবী জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির দ্বিধা নৈপুণ্যে নিযুক্ত করা
কর্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিয়া সঙ্কট হইতে
ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন, অতএব হে পার্থ! তুমিও

জিতেজির, ধর্ম কামার্ববেত্তা, গুণবান ও সুবিদ্বান পুরো-
হিত নিযুক্ত কর।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ
ইহারা দুই জনেই দিবা আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব
কি কারণে উভয়ের বৈরভাব জন্মে তাহা আদ্যোপান্ত
সমুদয় বর্ণন কর। গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন!
সর্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া
প্রসিদ্ধ, অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যকরূপে বর্ণন
করিতেছি, শ্রবণ কর।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিকতনয় গাধিনামে এক সুবি-
খ্যাত রাজা ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র।
একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য সমভিব্যাহারে যুগয়ার্থ এক
নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া
কোন রমণীয় প্রদেশে যুগ বরাহ শীকারপূর্বক ভ্রমণ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুগলোমূপ রাজা যুগের
অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া মহর্ষি
বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে
অভ্যাগত দেখিয়া পান্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদান
করিয়া স্বাগত প্রদুর্গত অতিথি বিনয় করি-
লেন। মহর্ষির এক কামধেনু ছিল। গাধিনা করিলেই
ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত বস্তু প্রদান করিত।
ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য্য বিবিধ পশু, বন্য
সম্পদ অমৃতভূষণ অমৃতময় রস, চন্দ্রা-
চতুর্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বস্ত্র
দ্রব্য সকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সেই
ধারা রাজার অর্জনা করিলেন। অমাত্য
আতিথ্য সংস্কার গ্রহণপূর্বক সাতিশর
মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আরত ও ত্রয়হস্ত উর-
যুগল মণ্ডকের ন্যায় উজ্জ্বল, পার্শ্ব ও উক মনোহর, পূজ
অতি সুন্দর, পরোধর হুল, এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও
আরত। গাধিনন্দন সেই সুচাক্ষুর্দ ও অনিন্দিতা নন্দি-
নীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশর বিদ্রিত হইলেন,
এবং তাহার দিক্‌দর্শনসা করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্ম!

অর্জুন-সংখ্যক গো বা আমার সমুদায় রাজ্য লইয়া তুমি এই হোমযজ্ঞে আমাকে প্রদান কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথি-সংকার ও যজ্ঞাহুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পরশ্বিনী মন্দিরকে প্রদান করিতে পারিব না। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃ-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীৰ্য্যের কথা কাহারও অবদিত নাই; অতএব যদি অর্জুন সংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাশ্রুত হও, তাহা হইলে আমি স্বজাতিস্থলত বল প্রকাশ করিয়া তোমার গোধন লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এবং ভূজবীৰ্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে বাহা ইচ্ছা হয় কর।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংসশশিসম রূপশালিনী সেই মন্দিরকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলেও হস্তারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমি তোমার করুণস্বরূপ হস্তারব বারম্বার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্রমাঙ্গীল ব্রাহ্মণ কি করি বল ? এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্য-ভরে ও বিশ্বামিত্রভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিধি হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন ! হৃদেও রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ড দ্বারা বারম্বার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারবেগে আমি নিত্যন্ত অশরণা ও অনা-ধার ন্যায় অতিকাতর স্বরে রোদন করিতেছি; এসময় আপনি কি নিম্নিত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। নন্দিনী প্রার্থিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না কেবল এইমাত্র বলিলেন, হে কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়-বিধের তেজঃ বল, আর ব্রাহ্মণদিগের ক্রমা বল হয়। আমি ক্রমাগত ব্রাহ্মণ, কি প্রতিকার করিব, এক্ষণে

যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর। তখন নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন ! আপনকার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নন্দিনী ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর। দেখ ঐ অরাতিরা বল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বৎসকে স্তম্ভ রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া অগ্নিহরণ করিতেছে।

তখন সেই পরশ্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হস্তারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্য-ভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ড দ্বারা বারম্বার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ-লিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় নালধি হইতে অলস্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পল্লব, প্রৈশব হইতে জাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময় হইতে কিরাতজাতি, মূত্র হইতে কাক ও পার্শ্বদেশ হইতে শরভ-কুল জগ্মগ্রহণ করিল। কেনপুঞ্জ হইতে পোণ্ড, সিংহল, বর্কর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, খুল, কেরল, ও অন্যান্য বহুবিধ স্নেহজাতি উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল স্নেহ-বল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধোত্তিরেক সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর স্তূতিক শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠসৈন্য ক্রোধে নিভান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণ স্নান করি নাই। অধিবেশ বিপক্ষ সৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা জিঘোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আত্মনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রম-

লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না ।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই স্তম্ভং ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিষ্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয় বলে দিক্, ব্রহ্মতেজ যথার্থ বল । বলাবল নির্ণয়হলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয় । এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় স্ত্রীর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন । তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন । পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন ।

“

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! দ্বালোকে কন্বাধিপাদ নামে এক অলৌকিক বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন । একদা তিনি যুগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজ্য সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খঞ্জী প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু সকল সংহার করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্ঞকিরার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান । রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বরে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশত-মধ্যে সর্ব্বকোষ্ঠ শক্তি সমুখে উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপমৃত হও । শক্তি মধুর বাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । পথের নিমিত্ত উভয়ের এইরূপ বাধিততা আরম্ভ করিলেন । “তুমি সরিয়া যাও তুমি

সরিয়া যাও” বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন । মহর্ষি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথ রোধ করিয়া রহিলেন । রাজাও অভিমান পরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তির প্রতি করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশা দণ্ড দ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন । প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, রে নৃপাধম ! তুই যেমন হুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীর শাপপ্রভারে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্যমাংসলোলুপ হইয়া তাকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে ।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্ঞকিরানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য বিশ্বামিত্র কন্বাধিপাদের নিকট গমন করেন । উভয়ের বিবাদকালে তিনি সম্মিহিত হইলেন । রাজা শক্তিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন । হে অর্জুন ! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয় সাধন মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না ।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্তির শরণাপন্ন হইলেন । বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্রুদ্ধরনাম এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন । সে মহর্ষির শাপপ্রভারে ও রাক্ষসি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল । বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন । রাজা অকৃত্রিম রাক্ষস দ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্তব্যাকর্তব্য জানশূন্য হইলেন ।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এক সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধ্য মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন । রাজা কহিলেন, ব্রহ্মণ ! আপনি এক্ষণে কণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব । এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । রাজা ইচ্ছামত সুখসঞ্চয় করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ।

কিট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথসময়ে
হইল। তখন তিনি সত্বর গাভ্রোথান করিয়া
আস্থানপূর্বক কহিলেন, অমুক বনে এক
শত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন,
তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান
কর।

তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনু-
সন্ধান করিয়া কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না, তখন
রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয়
বিস্তারিত বর্ণনা করিল। রাজা রাক্ষসাবেশ-প্রভাবে অন্ধুর্ভুক্ত
কারণকে কহিতে লাগিলেন, তুমি নরমাংস
ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর।
গাং রাজ্যে শিরোধার্য্য করিয়া অকুতো-
ভয়ে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথা হইতে
প্রাণপূর্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে
ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান
করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধ চক্ষুপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন
মাংসকবায়িতলোচনে কহিলেন, যেহেতু
মামাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান কর-
িয়া সেই মূঢ়ই নরমাংস ভোজনে স্পৃহমান
হইয়া শক্তি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনু-
সারে মাংস ভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর
পথবীতলে পর্যটন করিবে। ব্রাহ্মণ দুই বার
শক্তিদত্ত শাপ বলবান হইয়া উঠিল।
কিন্তু রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয়
শক্তি বিকল হইয়া উঠিল।

কিন্তু ক্রমশঃ কাল যথোপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন,
তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি অসদৃশ শাপ প্রয়োগ করিয়াছ
কিন্তু তুমিও এক্ষণে মজ্জা ভক্ষণে কৃতসংকল্প হই-
য়াছ। তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শক্তির প্রাণসংহার
করিলেন। যেমন অতীষ্ট পণ্ডিত ভক্ষণ করে, সেইরূপ
ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিল। বিশ্বামিত্র শক্তিকে মিহত
করিলেন। অপর পুত্রদ্বিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত
কৃতসংকল্প হইয়া প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষু-
দ্র হইয়া মাংস সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া
শক্তির অমূল্যদ্বিগকে ভক্ষণ করিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব “বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শত-
পুত্র সংহারিত হইয়াছে” শ্রবণ করিলেন। বাদশ মহা-
মহীধর বনুর্ভুক্তকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য
শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন। তথাচ তিনি কৌশিক
বংশ উন্নয়নে কৃতসংকল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্ম-
ত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্বক স্বদেশ
পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তুলরাশির ন্যায় শিলা-
থণ্ডে পতিত হইল, প্রাণ বিয়োগ হইল না। তৎপরে মহা-
বনমধ্যে প্রদীপ্ত হস্তাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান
দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গায়ে অন-
লের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে
নিতান্ত হৃদর শিলাথণ্ডে বন্ধনপূর্বক জলধি-জলে নিমগ্ন
হইলেন, কিন্তু স্রোতোবেগপ্রভাবে তিনি তীরে উপনীত
হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অগত্যা
পুনর্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তমপুত্র্যধিক শততম অধ্যায় ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন! তৎপরে মহর্ষি
বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ দর্শনে সাতিশয় শোকাবুল
হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্কান্ত হইলেন। কতকদূর
যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি
বেগবতী ও বারীপূর্ণা হইয়া, তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎ-
পাটন পূর্বক লইয়া বাইতেছে। তদর্শনে মহর্ষি পুত্র-
শোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, আমি এই
নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। অনন্তর
আপনাকে পাশ দ্বারা দৃঢ়তর সংযত করিয়া নদীজলে
নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবাআজ মহানদী মহর্ষির
পাশচ্ছেদ করিয়া ‘দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল।
মহর্ষি পাশবিস্কৃত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম
বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার শোক-
বুদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতা-
প্রযুক্ত আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া
নদী, পর্বত ও সরোবরে পর্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোত-
স্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে স্বপ্ন প্রদান করিলেন।

সরিদ্বারা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিক্রতা হইল ; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতক্র বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে হলগত ও আত্মসংসারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পুরুষ ও বহুবিধ দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যস্ত্রীনারী বীর পুত্রবধুকর্তৃক অহুসৃত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাত্তাগে যজ্ঞালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ জুসজ্জত বেদাধ্যয়ন-শব্দ শ্রবণ করিলে কহিলেন, কে আমার অহুসরণ করিতেছে? তখন অদৃশ্যস্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনকার শক্তির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যস্ত্রী। মহর্ষি কহিলেন, পুত্র! পূর্ব্ব শক্তির মুখে যেরূপ সাক্ষ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া-ছিলাম, তদ্রূপ এই যজ্ঞ বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে? অদৃশ্যস্ত্রী কহিলেন, আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যস্ত্রী কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইলে দ্ব্যস্তঃকরণে সন্তান বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধূসমভিব্যাহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক এক নির্জন বনে রাজা কন্যাষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে মহর্ষিকে দেখিরামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা উথিত হইলেন। তখন অদৃশ্যস্ত্রী ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাঠ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ, রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে। তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পুত্র! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোন রূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিবাস করিও না। ভ্রমণে মহাবল-

পরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কন্যাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই শক্তিশাপপ্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। এই বলিয়া মহর্ষি হৃদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অহুসরণ করিয়া যোগবলে তাঁহার শাপ মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কন্যাষপাদ বশিষ্ঠতনয় শক্তির শাপে রাহুগ্রস্তপার্ব্ব দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া ছিলেন। রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ংকালীন সৌরী কিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সেই সম বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ব সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অপরক্ৰমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কন্যাষপাদ। আমি আপনকার যজ্ঞমান, অতএব এক্ষণে আপনার বেষ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! বক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এহে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর। কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না। বশিষ্ঠ কহিলেন, তপোধন! আমি আশঙ্কিত ব্রাহ্মণ অবমাননা করিব না; বরং আপনার মিসেবাসন। তাঁহাদিগকে সম্যক সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞ প্রজ্ঞা বিজ্ঞাতম! সম্প্রতি আমি বাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অশ্রয়ী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করি হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকুদিগের বংশ রক্ষার্থ আপনাকে প্রত্নশীল-কর্ম্মে অহুসন্তান প্রদান করিতে হইবে। তখন সন্তান প্রদান "তথাক্ত" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কন্যাষপাদের সন্তান বিখ্যাত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। কালক্রমে কালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুত্তর প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে দেবরাজ রাজাকে প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। মহারাজ পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যালয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী হিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীশালকে

লাগিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভো-
জ্বলিত করেন, রাজা সেইরূপে নিজ রাজধানী
র শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকা-
বস্ত্র, অসংস্কৃত ও অলঙ্কৃত পথসংযুক্ত হইয়া
অসংস্কৃত সজ্জার করিতে লাগিল। তখন দ্বৈপত্য ও
আকীর্ণ অযোগ্য, অরাজকবিরাজিত অমরাবতীর
নগরী প্রাভিত হইল।

পূরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্তার আদেশ-
ানুযায়ী বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি
সন্নিধানে প্রতিজ্ঞারূপ হইয়া দিব্য বিধানানুসারে
সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্তলক্ষণ
দেখিত হইলে মুনি প্রজ্ঞানাথকর্তৃক পূজিত হইয়া পুন-
রাবার প্রবেশ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সজ্জান
হইতে অধিকতর দিল্লস দেখিয়া এক উপলব্ধি
র গর্ত বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র
গর্তে স্থিত রাজর্ষি অশ্রুকৃত্ত হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

রাজা কহিলেন, হে অর্জুন! অনন্তর অদৃশ্যস্ত্রী
এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান
জাতমাত্রে পোজের, জাতকশ্রাদি ক্রিয়াকলাপ
করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখিলেন। শক্তিনন্দন
মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং
তাঁহাকেই পিতার নামে অহুসরণ করিতেন।
তিনি অদৃশ্যস্ত্রীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত
আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্যস্ত্রী
এইরূপ মধুরগর্ত বাখিন্যাস শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে
বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে
করিয়াছে, অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে
কহিও না, তুমি তাঁহাকে পিতা বলিয়া সন্মোদন
তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।

শক্তিতনয় জননী অদৃশ্যস্ত্রীকর্তৃক এইরূপ অভি-
প্রাতিশয় হৃৎথিতমনে সর্বলোক বিনাশে কৃতসঙ্কল্প
মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয়
প্রতিবেদনবাক্যে কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে

কৃতবীৰ্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি
বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের বজ্রনান। রাজা যজ্ঞান্তে
সোম পান করিয়া প্রভূত ধনধান্য দ্বারা তাঁহাদিগের
তৃপ্ত সাধন করিতেন। তিনি লোকান্তর গ্রহণ করিলে
তৎসংশ্লীষ নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের
আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের
অর্থের আতিশয়া জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থভাবে
উপস্থিত হইলেন। কখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে
সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্তে নিক্ষেপ, কেহ বা ব্রাহ্মণ-
সাৎ করিলেন। কেহ কেহ উপস্থিত অর্থদিগের প্রার্থনা-
নুসারে অর্থদান করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয়
স্বেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিয়া ভূগর্ভে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত
হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই
উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন। তদর্শনে ভার্গবেরা
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে যথোচিত অবমাননা
করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া স্ত্রীস্ব শর
প্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগর্তস্থিত অর্ভক-
দিগের প্রাণসংহারপূর্বক পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগি-
লেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ
ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন।
তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে
অতি প্রদীপ্ত এক গর্ত ধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্তনুযায়
অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে
নির্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইচ্ছা নিবেদন করিল।
ক্ষত্রিয়েরা গর্তনুযায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমনপূর্বক
দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন।
এই অবসরে গর্তস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশে বিদীর্ণ করিয়া
নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র মধ্যাহ্নস্থ্যের ন্যায়
তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃকশক্তি সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ
চক্ৰহীন হইয়া ঐ গিরিগর্ভে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
তৎপরে তাঁহারা হীনজ্যোতি চক্ৰ নাভের প্রত্যাশায় সেই
অনিমিত্ত ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া হৃৎথিতমনে নিবেদন
করিলেন, ভগবতি! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা
এই যে, আমরা আপনকার প্রসাদে অসং অধ্যবসায় হইতে
বিরত হইয়া আপনকার অহরুক্ষায় পুনরায় চক্ৰলাভ
পূর্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আগনি

পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনর্বার দৃষ্টি প্রদানপূর্বক
আমাদিগের পরিজ্ঞান করুন।

উনশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধ-
পরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করি নাই। মদীর
উরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর অদ্য রোষণবশ
হইয়াছেন। তিনিই বজ্রবাক্যবগণের নিঃশব্দাশ্রয় করিয়া
কোপাকুলিত চিত্তে তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছেন,
সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ত্তস্থ
সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি এক শত বৎসর
কাল উরুদেশে এই গর্ত্ত ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়-
দিগের হিতাভ্যুত্থানের নিমিত্ত বড়সম্পন্ন বেদ, গর্ত্তস্থ অব-
স্থায় এই বালকেতে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই
পিতৃবধুজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার
করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহারই অলৌকিক তেজোবলে
তোমাদিগের চক্ষু অপহৃত হইয়াছে, অতএব তোমরা
ইহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে
পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্বার তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করি-
বেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহারা উরুসম্ভব ভার্গবকে
কহিলেন, মহাভাগ! প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিবামাত্র
তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রার্শ্ব উরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়া-
ছিলেন, এই কারণে জিজ্ঞাসে ওঁর, বলিয়া বিখ্যাত
হন। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুলাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি
ওঁর মনে হইল, যেন তিনি সকলকে পরাভব করি-
লেন। তৎপরে মহাত্মা মহাবনা মুনি সমূলে নিখিল
লোক সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন।
মহর্ষি, ভৃগুবংশীয়দিগের নিহতি লাভ প্রত্যাশায় সর্ব-
লোক বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত
হইয়া উঠিলেন, এবং পিতামহগণের লজ্জাকরণে আনন্দ
সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের
সহিত ত্রিলোককে সমস্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকে এই অক্লান্ত ব্যাপার অবগত
হইলেন এবং ওঁর নিকট আবিভূত হইয়া কহিলেন,

হে বৎস! আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, তপ-
লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সঞ্চার
তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া বে প্রাণসংহার
দ্যত ক্ষত্রিয়দিগের ভাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা
করিয়াছি, এমত নহে। অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ
অপেক্ষা জীবলোকে ক্রেশকর আর কিছুই নাই, জন্ম
স্বেচ্ছামুসারে আপনাই আপনাদিগের
পায় ক্ষত্রিয়হন্তে অবধারিত করিয়াছিলাম।
কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত
ভাব বন্ধমূল হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে
আপন আলয়ে সমুদয় ধনসম্পত্তি ভৃগুর্ভূত নিখাত
রাখেন। ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাহার উদ্দেশ্য
আমরা স্বর্গফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদিগের
কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই
দিগের প্রভূত ধন আহরণ করেন। যখন দেখি
ধর্ম্মরাজ বম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারি
না, তখন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায়
ধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্য
লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আত্মঘাতী
সমুদয় অমুখ্যাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হন্তে প্রাণ বিসর্জন করি
ছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ওঁর! যে বিবর
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিত্য
একণে তুমি সর্বলোকপরাত্তরূপ পাপাচার হইলে
সংবম কর। সপ্তলোক ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ
কোন প্রয়োজন নাই। উজ্জলিত ক্রোধাবেগ
প্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আত্ম
পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ওঁর কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধ
হইয়া সর্বলোক সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি
অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা
আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের
যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে অজলিত
বজ্রীয় কাষ্ঠরাশি দহন করে; সেইরূপ ক্রোধ

দক্ষ করিবে। যিনি কারণবশতঃ উত্তেজিত
করা প্রদর্শন করেন, সেই মহত্ব্য কদাচ ত্রিবর্গ
কর্য্য সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও
অতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসর
প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ
তাপসব্রহ্মকে বধ করেন, আমি তখন উরুস্থ ও গর্ত্তশয্যা-
হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণকণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর
করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়পসদেৱা গর্ত্তস্থ শিশু সন্তান
সমুদায় ভৃগুবংশ উচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করে,
তখন আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি।
যাহার পিতৃ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বল-
হইয়া ত্রিলোকমধ্যে কুত্ৰাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন
হইয়া ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাভূত হইল, তখন
এই জননী উরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়া-
ছিলেন। ইহলোকে পাপের প্রতিবেদকর্ত্তা বিদ্যমান
হইলে কেহই পাপপক্ষে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না।
আমি অবিদ্যামানে অনেকেই পাপকর্মে আসক্ত হয়।
যদিও থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার
করেন না করেন, নিগ্রহাহুগ্রহাসক্ত হইয়াও তাঁহাকে
পাপে লিপ্ত হইতে চয়। সকল রাজলোক অধীশ্বরবর্গ,
লোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃকর বিবেচনা করিয়া
সঙ্গে কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভর হইতে
নিরূপণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধী-
শ্বর হইয়াছি। বিষম রোবানলে আমার অন্তঃকরণ
ভর দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিবেদ-
না অমুমোদন করিতে সমর্থ নহি। আমি জৈশ্বর হই-
য়া যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে
আমি যে ক্রোধানল লোকদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত
হইতেছি; তাহা নিগূহীত হইলে নিজ তেজঃপ্রভাবে
লোককেই নিশ্চয় দগ্ধ করিবে। আমি আপনাদিগের
লোকহিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি; অতএব সকলের
একধা বাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয় আপনারা তাহার
অনুকরণ করুন।

পিতৃগণ কহিলেন, হে বৎস! তোমার যে ক্রোধানল
লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা
নিরুদ্ধ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল

লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, রসসমুদায় জলময় এবং জগৎও
জলস্বরূপ; অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ
করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে
জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও।
জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে; কারণ
সমুদয় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা
অন্যথা হইবে না। আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই
অপরাকৃত থাকিবেন।

বিশিষ্টদেব কহিলেন, তুণন্দন ঔর্ব বরুণনিলয়স্বরূপ
মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল
সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যু-
দগারি মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান
করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বড়বানল
কহেন। অতএব হে পরাশর! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া
লোকের প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

একাদশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

গন্ধকরাজ কহিলেন, হে অর্জুন! ভগবান্ পরাশর
মহর্ষি বিশিষ্টকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্বজন পরাভব
হইতে আত্মক্রোধ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু পিতৃবধরূপ
মহাপরাধ স্বরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রাহুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা,
সমুদায় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বিশিষ্ট পৌত্রের
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া
তাঁহাকে রাক্ষসবধরূপ অধ্যবসার হইতে নিবারণ করি-
লেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিপ্রয়মধ্যে
চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শয়ৎকালে
দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ
সেই নিশ্চল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল
উজ্জ্বলিত হইল। বিশিষ্ট প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন
পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া
মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যাত্মক সত্র সমাপন করিবার
নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করি-
লেন। আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য,

পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলহ্য রাক্ষস বধবিষয়ে পরাশরকে সঙ্ঘোষন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত? নির্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দ সঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিও না। দ্বিজাতি তপস্বিদিগের একুপ ধর্ম নহে। হে পরাশর! শক্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম, তুমি সেই ধর্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্মবিগর্হিত কর্ম অচ্যুতান করিতেছ? তোমার পিতা শক্তি পরম ধার্মিক ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করা ও নদীয় প্রজাসকল নির্মূল করা তোমার উচিত নহে। শক্তির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিকার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্যাণপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন। আর তোমার পিতৃবাদিগেরও সুরগণসমভিবাচারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদ ব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্ত্বের কারণমাত্র। অতএব এক্ষণে আর যজ্ঞ করিও না। তোমার যজ্ঞসমাপ্তি ফললাভ হউক, তুমি কুশলে থাক। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, শক্তিনন্দন পরাশর পুলহ্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষস-সত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থ সঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ষে রাক্ষস, বৃক্ষ প্রভৃতির সহিত পর্ষত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিদারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ষত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্ব্যশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্যাণপাদ কোন কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিবীকে

বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন? এবং সেই বশিষ্ঠ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্য নিমিত্তে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্বে কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা-চরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয় অত্যন্ত লিপ্সু হইয়াছি, অতএব হে সখে! আমুপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্যাণপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় বাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সন্নিহিত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্বে কথিত হইয়াছে যে বশিষ্ঠাশ্রম মহাত্মা শক্তি রাজা কল্যাণপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নী সমভি-বাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাক্ষসরূপী ভূপাল কুখা শাস্তির নিমিত্ত আহারাশ্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখি-লেন, এক বিপ্রদম্পতী কামক্ৰীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহার রাজ্যকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন; ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন! আমার এক নিম্ন-দন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচ্যুতান ও গুরুজন-ওজ্জ্বল অচ্যুত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিত্যম-অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন। রাজা বিক্রোশবানী সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বার-যেমন যুগকে গ্রাস করে সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন, তদর্শনে ক্রোধাভিত্ততা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অঙ্গ-বিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদয় প্রজলিত হতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর তর্জ্জ্বিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোশ

ভরে রাজর্ষি কন্যাবপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, রে
হৃক্কৃষ্ণপতন্ত নৃপাধম ! তুমি যেমন মনোরথ পল্লিপূর্ণ
না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলে,
তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র
পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাহার পুত্র বিনষ্ট করি-
য়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের গুণসে তোমার পত্নী পুনোৎ-
পাদন করিবেন। সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে।
মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রী রাজাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া
তাহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি
বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিনুক্ত
হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া
শাপব্রতান্ত বিষ্ময়পূর্বক কামাক্ষিতে তদীয় সহবাসে
উদাত্ত হইলেন। দেবী তাঁহাকে প্রতিবেদন করিলেন।
তখন পত্নীবাচ্য শ্রবণে শাপব্রতান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত
হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগি-
লেন। হে পার্থ ! রাজা কন্যাবপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে
কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়া-
ছিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্বরাজ ! সকলই তোমার
বিদিত আছে, অতএব বল দেখি কোন্ ব্যক্তি আমা-
দিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। গন্ধর্ব কহি-
লেন, দেবলের বশিষ্ঠ ভ্রাতা ধোম্য উৎকোচক নামক ভীর্ষে
তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে পৌরহিত্য
কার্যে বরণ কর। অর্জুন গন্ধর্বের প্রতি শ্রীত হইয়া
তাঁহাকে আগ্রহান্ত্র প্রদানপূর্বক কহিলেন, হে গন্ধর্ব-
সম্ভব ! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক সঙ্কল তোমারই
নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব।
এই বলিয়া পরম্পর সম্মানবিনিময়পূর্বক রমণীয় ভাগী-
রথী ভীর হইতে নিজ নিজ অস্ত্রীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান
করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক ভীর্ষে ধোম্যপ্রদে
উপনীত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।

বেদবিভিন্ন ধোম্য বন্য কল মূল প্রদান ও পৌরোহিত্য
স্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা
মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত
করিয়া স্বয়ম্বরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন। তাঁহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন,
অধুনা পুরোহিত ধোম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনা-
দিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারদী
বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অলুপ্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ক-
পথের মন্থজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধোম্য পাণ্ডব-
গণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীৰ্য্য, মহীয়সী
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন,
তাঁহারা অচিরে রাজ্যধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর
পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্তৃক কৃতযজ্ঞায়ন হইয়া দ্রৌপদী-
স্বয়ম্বর সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথ পর্ব সমাপ্ত।

স্বয়ম্বরপৰীখ্যায় ।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব
দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিবাহারে
মহোৎসবময় ক্রপদ জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে
স্বয়ম্বর দিগ্ভূ কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের
সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং
কোথাই বা গমন করিবেন। সুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় !
আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিবাহারে
একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন,
তোমরা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চল। পাঞ্চালেশ্বর-ভবনে
মহাসমুদ্র স্বয়ম্বর হইবে। আমরা তথায় বাইবার মানসে
নির্গত হইয়াছি। তাঁল হইল, সকলে একসঙ্গে বাটব।
অন্য পাঞ্চালদেশে পরমাত্মত মহোৎসব হইবে। মহারাজ
যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে এক পরমাত্মকরী হুহিতা
উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণ-শর্ক দৃষ্টদ্রায়ের
ভগিনী, দৃষ্টদ্রায় খড়্গবর্ষ ও যজ্ঞকর্ণ ধারণ করিয়া প্রজলিত

হত্যাশন হইতে উদ্ধৃত হন। দ্রৌপদীর সর্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপল গন্ধ এক কোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ম্বরী দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে বজ্র ভূরিদক্ষিণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা যতপ্রত তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর মহারথ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্ব্যজ্ঞাত বিবিধ ভোজ্য ভোজ্য গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ম্বর সন্দর্শন এবং মহোৎসব-জনিত আনন্দাশুভব করিয়া স্বৈচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্তক ও নানা দেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত বোদ্ধবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে। আপনারাও কৌতুকা-ক্রান্ত-চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্য জাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপ-বান্ কৃষ্ণার নয়নপথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগের অন্যতমকে বরমালা প্রদান করিবেন। আপ-নার এই মহাভূজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিরগাশি ভয় করিতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে আত্মা; আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণ-গণের নিকট এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ক্রপদরাজা পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিদুষ্টাত্মা অকল্পন মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানা বিষয়ক কথোপকথনাতে অল্পজাত হইয়া ক্রপদ ভবনান্তি-মুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন শূশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়া-

ছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্রম হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিদুষ্টাত্মা প্রিয়ম্বদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্বজ্ঞাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুন্তকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞ-সেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় ক্রীড়াটিকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে বাক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভি-লম্বিত পাত্র পাইবার মানসে এক স্তম্ভ দূরানন্ধ্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং কৃত্রিম আকাশবস্ত্র নির্মাণ করা-ইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি এই সজা শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যজ্ঞ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বরদিদৃক্ষুঃ ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুৰ্য্যোধন প্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হই-লেন। নানাদিগ্দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। ক্রপদরাজ সম্যক ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্বর দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহলপূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপ সন্নিবৃষ্ট শিশু-মার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরে, প্রান্তর প্রান্ত-বর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বর সমাজ প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরি-বেষ্টিত ঐ বৎ মধ্যে মধ্যে ভোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী, তুয়ারজালজড়িত হিমালয়-শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুটুম ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপটে উদ্ভা-সিত, স্বারসকল সমস্ত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গ-সমুদায় সুসংবৃতিত। বিচিত্র চক্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিধারা পরিবিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহর্ষি আসন ও দুর্দ্বকেন্দ্রিত শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন

ানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে ।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্বক তত্রতা মানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্শপূর্বক আগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । পীরগুপ্ত ও জ্ঞানপদগণ দ্রোণদীদর্শনার্থ পরাক্ষ মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন । পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ-মতিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্বক পাঞ্চাল রাজার স্বর্গ্যা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল । রত্নোৎসব ও সুনিপুণ নর্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । সভারস্তর ঘোড়শবসে কৃতজ্ঞানী দ্রোণদী অপরূপ বেশভূষা পরিধানপূর্বক বচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন । চক্রবংশীয় পুরোহিত হস্তাশনে যথাবিধি মাহতি প্রদানপূর্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্তুতি-বাচন করিলেন এবং তৃত্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন । এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ষ্টেছায় স্বীয় ভগিনী দ্রোণদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীর স্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন । হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ ! আপনারা প্রবণ করুন । এই ধর্ম্মরূপ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে । যিনি যত্নের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চাশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীর ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীল-রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সেই মহাশ্রীর ভাষ্যা হইবেন, সন্দেহ নাই । রূপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সম-বেশ ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্যাদি কীর্তনপূর্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ।

ষড়শীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ষ্টেছায় কহিলেন, হে ভগিনী ! দেখ ধর্ম্মোদ্যম, জর্জি-হ, হুমুখ, হুমুখবর্গ, বিবিশতি, বিকর্ণ, সহ, হুশাসন, হুহু, বাহুবর্গ, ভীমবর্গ, উগ্রাযুধ, বলাকী, করকায়, হোচন, কুণ্ডক, চিত্রসেন, সুবর্চা, কনকধ্বজ, সন্দক, হুহু ও বিকট, এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত বর্ষ-

রাষ্ট্রেরা কর্ণসমভিবাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হই-রাছেন । গান্ধারাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদল এবং মহাবীর অশ্বপামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া স্বদর্শে আগমন করিয়াছেন । বৃহত্ত, মণিমান, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ংসেন, মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বাদিক্কেসি, অশ্বর্ষা, সেনাবিন্দু, অকেকু, ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চা, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, তৃত্যধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রাযুধ, অংশুমান, শ্রেণিমান, চেকিতান, সমুদ্রসেনের পুত্র, প্রোতাপবান্ চন্দ্রসেন, বলসন্ধ, বিন্দু ও তৎপুত্র, দণ্ড, পৌণ্ড্র, বাহুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্র-নিপু, পত্ননাথিপতি মদ্ররাজ ও তৎপুত্র, শলা, কল্লাজদ, রুম্বরথ, কোরবা, সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র তুরি, তুমি-শ্রবা, শল, সুদক্ষিণ, কাষোজ, পোরব, নৃতথদা বৃহদল, সুবেণ, শিবি, ওসীনর, পটঙ্কর, নিহস্তা, কক্কাধিপতি, সন্ধর্ষণ, বহুদেব, রৌদ্ৰিণেয়, শাখ, চাকুদেব, প্রোচায়, গদ, অক্রুর, সাত্যকি, উজ্জব, কৃতবর্ষা, হার্দিক্য, পুথ, বিপুথ, বিদ্রুত, কক্ক, শকু, গবেষণ, আশাবহ, নিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্পীপিণ্ডারক এবং উশীনর এই সকল যজুবংশীয়, ও ভগীরথ, বৃহৎকজ, সিদ্ধদেবাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, শ্রতায়ু, উলুক, কৈতব, চিত্রা-জদ, শুভাজদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরা-সন্ধ ইহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেষুয়েরা তোমাব নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন । ইহারা স্বদীয় পাণি-গ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন ; হে ভূজ ! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও ।

সপ্তাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অস্ত্র-শিকানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমা-ধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্রধারণপূর্বক আগমন করিলেন । তাঁহারী রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদমত্তা হৈমবৎ মাতঙ্গযুথের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-কবারিত-লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুজকললাবৃত্তা কৃষ্ণা সন্দর্শনে কাষমোহিত

হইয়া “দ্রোণদী আমারই হইবে” বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোথান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রোণদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন। রজস্ব সমস্ত লোক ক্রম্ভার অগ্রপদ রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদগত হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রপদরাজ-কুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রত্ন, আদিত্য, বরুণগণ, অশ্বিনী-কুমার যুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, অশুর্গ, মহোরগ, দেবর্ষি, ঋষ্যাক, চারণ ও বিশ্বাবহু, নারদ, পর্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞপ্রবীর কৃষ্ণ ভঙ্গাবৃত হতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পক্ষ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রিয়ৎ-কাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা হ্রাশাগ্রস্ত হইয়া ক্রম্ভাতে মন প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহার ঈর্ষাকষা-য়িত ও রোষণরবশ হইয়া অধরদংশনপূর্বক আরম্ভ নয়ন-যুগল ইত্যন্তঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রোণদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল অশুর্গ, নাগ, অহুর ও সিদ্ধগণ কর্তৃক পরিসেবিত সেই সভ্যবন রম-ণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্যমান দিব্য কুসুমসমূহের স্তম্ভে আমোদিত হইল। মহাশয় হৃদভিক্ষণিতে গগন-মণ্ডল প্রতিফলিত হইল, চতুর্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবসিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্ধ্যোধন, শািব, শল্য, দ্রোণায়নি, ক্রাথ, সুনীধ, বক্র, কলিঙ্গ, বক্রা-ধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ ও বমমাধিপ প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গ ও চক্রবান্ প্রভৃতি

বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীৰ্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জাা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কান্দুক সজ্য করিব এরূপ মনে করিতেও তাঁহার সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রম নরেন্দ্রগণ ধূম্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অস্ত্রের আভরণ সকল বিলম্ব হইয়া পড়িল। তাঁহার নিস্তেজ ও হতাশাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন; কিরীট, হার, বলরাজদ প্রভৃতি আভরণ সকল অঙ্গ হইতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং দ্রোণদীলিপ্সা এক-কালে নিরন্ত হইয়া গেল।

সকল ধনুর্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সম্মুখে ধনু উত্তোলনপূর্বক তাহাতে জাা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। পাণ্ডু-তনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রোণদী কর্ণের ধ্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আরি হতপুত্রকে বরণ করিব না; এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সানর্ঘ্য হাস্যে স্বর্ঘ্য সন্দর্শনপূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিকলপ্রবৃত্ত হইয়া প্রহান করিলে পর, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শর-সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে তদ্যজা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীৰ্য্য জরাসন্ধও এই প্রকারে ধনুর্ঘাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রো-থানপূর্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মত্ৰাধিপতি শল্যও সেই ধরুকে জাা রোগণ করিতে জাা পাত্তিরা ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত মর্যাদিগ-গণ ক্রমে ক্রমে পরাধু হইলে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শরাসনে জাা রোগণ ও শর সন্ধানের মানস করিলেন।

অকৌশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ক কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাধু হইলে অর্জুন উদ্যুত হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোথান করিলেন। ক্রাথের

পার্শ্বকে কাশ্মুকভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অর্জুন বিধ্বন পূর্বক চৌক্য করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ চর্চিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্তব্য করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ধ্বদ-পারদর্শী শল্যগ্রন্থ সুবিখ্যাত কজ্রিয়সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতান্ত সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য হইবে। এই ব্যক্তি গর্জিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা বিগ্রহভাবস্থগত প্রলোভ-চপলতাপ্রযুক্তই হউক, পূর্বাঙ্গের পর্যালোচনা না করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণ-দিগকে বৎসরোনাশ্চি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমা-দিগের কোনপ্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনদ্রব, পীর্ঘবাহ, প্রশান্ত, গন্তীরাহুতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও যুগেন্দ্রগতি মুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফল প্রযত্ন হই-বেন না। ইহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হই-তেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্রং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তর্রিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্বল হইলেও তাঁহা-দিগের অন্তঃসার ও তেজের হাস হয় না। ব্রাহ্মণ সংকল্পই করুন অথবা অসং কল্পই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ স্তম্ভজনক, হুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! আমদ্য পৃথিবীস্থ সমস্ত কজ্রিয়কে পরাভব করিয়া-ছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মভেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন, অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কাশ্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রত্যাহিত বিষয়ে সন্মত হইলেন।

অর্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া

ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বর-প্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্বক সেই কাশ্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন-গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, অর্জুন, রাধেয়, ভৃগুধাখন, শল্য ও শাঘপ্রভৃতি ধনুর্ধ্বদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সসজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্দদ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিন্দু ও ভূতলে পাকিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষেও সভা-মধ্যে মহান কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জুনের মন্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন-বিধ্বনপূর্বক অলঙ্কিত হইয়া মাহোন্মাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দিকে পুষ্পপুষ্পি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাব্দী তুর্ঘ্য বাদন করিতে লাগিল এবং সূর্য্য ২, ৩ ও মাগধগল জ্বলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

ঋগ্বেদরাজি পার্শ্বকে নয়নগোচর করিয়া স্মৃতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জুনের বিজয়শব্দ সমস্তাং প্রতিক্ষবনিত হইয়া উঠিলে ধার্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সন্ধরে আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন; কৃষ্ণা লক্ষ্য বিন্দু হইয়াছে দেখিয়া এবং শত্রু-প্রতিম পার্শ্বকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মালাদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্বক কুস্তীমুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্ম পার্শ্ব, বিজয়লাভ ও জৌগদীদত্ত মালা গ্রহণ-পূর্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

উননবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে ভূপতিগণ স্মৃতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিলেন, ঋগ্বেদ-রাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণভূয়া জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী জৌগদীকে বিগ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সংস্কারপূর্বক

উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। অতএব সমধিকগুণসম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুর্য্যাস্ত্র নৃপাধমকে সপ্তত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না, স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বরবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।

যদি ব্রাহ্মণ লোভাক্ষুণ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তখনই তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিতপ্রবাস্তও পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজকিংশ অসম্মানভয়ে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, আর অন্য স্বয়ম্বরে এইরূপ গতি না হয় এই অভিপ্রায়ে ক্রপদেব প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রটিচিন্তে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধাক্রমসংখ্য রাজশাকুল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া, ক্রপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জুন ও ভীমসেন মদপ্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিক্রান্ত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্মরূপ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্য্যপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জুন-জিয়াংজু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক মহামহীকৃৎ উৎপাটনপূর্ব্বক নিম্নত করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন; তদ্রূপ রিপুনিহন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাভীত-বীশক্তিগণের অচিন্ত্যকর্ম্ম অর্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহামু-
ডব রুক্ষ মহাবীৰ্য্য বলদেবকে কহিলেন, মহাশয়! যিনি

এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে দৈবশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন, গোরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমার-যুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে। তুমিরাছলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ অতুগৃহদাহ হইতে পরিজ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জলজলদসন্নিভ বলদেব রুক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাহীদেব! পিতৃশ্রম পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদবিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজবর্ষসকল অজিন ও কর্ম ওলু বিধুননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমাদিগের তয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অর্জুন জীবৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কতিপয়, আপনারা পার্শ্ব থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশূক আশীর্বিষ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও শূচ্য গ্রন্থ বিশিষ্টত দ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া অর্জুন শুক্লরূপ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জুন যুদ্ধস্থান কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গনিরীক্ষণ করিয়া ক্রতবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণক্ষেত্রে বিজ্ঞাতিরও বিদ্রোহ হুট হুটয়া থাকে, এই বলিয়া যুয়ুৎশ রাজারা ক্রতবেগে ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং মহাতেজা কর্ণ অর্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রোহর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে উষ্যোদয়াদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সজত হইয়া ধীরে ধীরে সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জুন প্রেক্ষা শরাসন আকর্ষণপূর্বক শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় স্ত্রীক্ক বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জুনের অহুধাবন করিলেন। জিগিষা-পরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর পরস্পরকে বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি হা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। কর্ণ, অর্জুনের অহুপম ভূজবীৰ্য্য দর্শনে ক্রোধাক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগণ অর্জুন-প্রযুক্ত তীরজব বাণ বর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার ভূজবীৰ্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে বিজয়সত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি নুর্ভীমান ধনুর্বেদ অথবা রাম, হৃষী বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবেক। আত্মপ্রজ্ঞাদানের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণ পূর্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুনয় কিরীটী বাতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্বেদ নহি বা আমি প্রোতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। রাধেয়, এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুনের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মভেদ স্বীকারপূর্বক তৎক্ষণাত্ যুদ্ধে পরা-ভুত হইলেন। অপর, রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধ-বিশারদ মত্ত গজেক্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমা-ল্লানপূর্বক ঘূট্যঘাত ও জাহ্নুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ের প্রচণ্ডবেগে উভরকে আকর্ষণ ও পাবাণপাতসদৃশ ঘূট্যঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারেরেণে রণস্থলে ঘোরতর চটচট শব্দ উঠিল। তাঁহারা হুই জনে লগনকাল তুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরু-শ্রেষ্ঠ ভীম বাহদ্বারা শল্যকে উৎক্লিষ্ট ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদর্শনে বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যকে ভূতলশারী করিয়াও তাঁহার শ্রোণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপ-

তিত ও কর্ণ শক্তি হইলে পর সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জুনকে সাধুবাদ করত কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুনয় কিরীটী বাতিরেকে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক তুলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য বাতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না যে, ত্র্যযোয়নের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব, বৃকোদর ও মহাবলপরাক্রান্ত ত্র্যযোয়ন ভিন্ন অন্য কোন বীর যদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশারী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে কমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উঁহারা পুনর্বার যুদ্ধার্থী হইয়ন, তাহা হইলে আমরা দৃষ্টান্তে যুদ্ধ করিব, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অভূত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কৃত্তীকৃত্ত স্থিরনিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক বিনয়বচনে কহিলেন, হে ভূপালবৃন্দ! ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মত: লাভ করিয়াছেন, তোমরা কাত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

বিশ্বয়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অমুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। “অদ্য রণস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক বিবাহিতা হইলেন” এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জুন বিপ্র-মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রোণদীকে লাভ করিয়া মেধাবরণ নিযুক্ত পুণিমাশ্বখের ন্যায় ও প্রদীপ্ত হৃষ্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এ দিকে পুঞ্জবৎসলা পৃথা, পুঞ্জেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না ভাধিয়া, কতই অনিষ্টশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত দুরাত্মা ধার্ম্ম্যার্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু নারায়ী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টাপাত হইয়া থাকিবে; তাহাদিগের জুর্ভদা

মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃত্তা হইয়া এবশ্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুবৃষ্টিপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জুন মেঘোপকৃত্ত অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায় ত্রাঙ্গগগণে পরিবৃত্ত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামুভাব ভীমার্জুন ভার্গব-কর্ণশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য এক অমণীয় পদার্থ ত্রিফালক হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইরুহ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অনন্তর কৃষ্ণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, আমি কি কুকর্ম করিলাম। পরে ধর্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা 'হইয়া পরম-প্রীত যাক্সসেনীর হস্ত গ্রহণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুত্র! ইনি রাজা ক্রপদের নন্দিনী, তোমার অমুজঘ্ন ইহঁকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আত্মা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম ক্রপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর। মতিমান্ কুরুপ্রবীর জননীর এইরূপ উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক অর্জুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন! যাক্সসেনী তোমার জয়ধ্বজ বস্ত্র, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে পাণিগ্রহণ কর।

অর্জুন কহিলেন, নরনাথ! আমাকে অধর্ম্যে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্তব্য; অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরসী সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজ-

কুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা বশকর ও ধর্মকর হয়, সবিশেষ পর্যালোচনা-পূর্বক আপনি সেই কর্মের অনুষ্ঠান করুন, এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিত সাধন হইতে পারে আমাদেরকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশব্দ। ভক্তি-স্নেহ-সহকৃত অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুভ্রমরের দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত উপবিষ্ট ও তদন্ততচিত্ত হইলেন। তাঁহার দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে একরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাপ্ত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমলীয় রূপলাবণ্যের নির্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে।

যুধিষ্ঠির অমুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদয় শ্রবণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অমুজদিগকে নির্জনে লইয়া কহিলেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। মহামুভাব ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণি-প্রবীর কৃষ্ণ বলদেব-সমভিব্যাহারে ভার্গবকর্ণশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু, অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ বন্দনপূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন; মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসী কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সন্তাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এখানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রজ্জ্বল হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়; পাণ্ডব ব্যতীত মহুয্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিজ্ঞম প্রদর্শন

করিতে পারে ? মহারাজ ! ভাগ্যবলে আপনারা সেই তরুণপাবক হইতে পরিজ্ঞাপ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টকলে হুয়ায়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও ভদ্রীর অমাত্যের হুরতিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই । এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্কার সমুদ্রুত হউক, ইন্দ্রবজ্র হতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্শ্ববর্গ বেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন । অহুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি । অনন্তর পাণ্ডবকর্তৃক অমুজ্ঞাত হইয়া বাহুদেব বলদেব সমভিভাষ্যারে বন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন ।

ত্রিণবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাঞ্চালায়ুজ ধৃষ্টহায়া ভীমার্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন, তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল । সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন ।

অনন্তর বহান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, তত্ত্বে ! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অনাক্ষীকদিগকে প্রদান কর । অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একাধি ছয় অংশ কর, এবং একাধি নাগেন্দ্র-বিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর । ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে । রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে পরমহুখে ভোজন করিলেন । ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব কুন্তীতলে কুশল্যায় প্রস্তুত করিলে পর যুধিষ্ঠির অজিন বিভীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন । কুন্তী তাঁহাদিগের নিরোক্তাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদতলে শয়ন করিলেন । দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিভাষ্যারে কুশল্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপধানভূত হইয়াও কিকিমান্ন হুঃখিত হইলেন না, এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অনমান

প্রদর্শনও করিলেন না । এইরূপে কুশল্যায় শয়ন করিয়া সেই বীর পুরুষেরা বৃদ্ধ ও সেনানিম্পর্কীয় মানা কথা-প্রসঙ্গে জিয়ামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন । তাঁহার বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গা, গদা, পরশুধ, গজ ও রথ প্রভৃতির বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন । পাঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীলোকেরা ক্রমাক্রমে তদবস্থ দর্শন করিলেন । রাজকুমার ধৃষ্টহায়া তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরীবৃত্তান্ত সমস্ত ক্রপদ রাজাকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সম্মত গমন করিলেন । ক্রপদরাজ পাণ্ডবদিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিবরণ হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধৃষ্টহায়াসকল সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন । তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র নাকি কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন ? আমার মস্তকে ত পঙ্কদিক্ত চরণ অর্পিত হয় নাই ? সুললিত কুন্তুমমালা কি অশ্রানে পতিত হইল ? কোন সর্বণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ? আমার মস্তকে কে বাম চরণ অর্পণ করিল ? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী, নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের শ্রীতিবর্দ্ধন করিলেন ? হে মহামুভব ! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে ? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্বক লক্ষ ভেদ করিয়াছেন ?

স্বরস্বর পর্ক সমাপ্ত ।

বৈবাহিকপৰ্বাধ্যায় ।

ত্রিণবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! রাজকুমার ধৃষ্টহায়া পিতৃকর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ ! যিনি দেবকুল্যায় কুশল্যায় ক্রমাক্রমে ব্রাহ্মণ, বাহার নরনয়নগল আয়ত ও ক্রোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধৃত্যে গুণাধিরোপণ করিয়া বিনামাসে লক্ষ্যবিত্ত করিয়াছিলেন, যে ভদ্রারী বিজয়গকর্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও অধিগণে

পরিবৃত দানবসভাপ্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেশ্ব-
তুল্য বীরপুরুষের অজিনগ্রহণপূর্বক তাঁহার অমুর্ষভিনী
হইলেন ।

অনন্তর সেই ক্ষিতি সমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড
মহীকুহ উৎপাটনপূর্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ
করিলেন । হে নরেন্দ্র ! চতুর্দ্ব্যসদৃশ সেই বীরযুগল
সমস্ত পার্থিবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্বক নগরের
বহির্ভাগস্থ ভার্গব ঋষির পর্ণশালায় গমন করিলো ।
তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহা-
বীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট
ছিলেন । বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন ।
অনন্তর তাঁহারা দুই জন সেই বর্ষায়সীর চরণে
অভিবাদনপূর্বক কৃষ্ণকে প্রণাম করিতে কহিলেন,
এবং কৃষ্ণা এই স্থানে থাকিলেন, এই বলিয়া
সকলো ভিক্ষার্থে গমন করিলেন । কৃষ্ণা তাঁহাদিগের
আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্বক তাহার অগ্রভাগ দেবদ্বাং ও
বিপ্রদ্বাং করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে
পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন ।
ভ্রোগদীও তাঁহাদিগের পানোপাধানস্বরূপ পদতলে শয়ন
করিলেন । শয়নান্তে তাঁহারা গভীরগর্জনস্বরে বিচিত্র
কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে
ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোনপ্রকার উপযোগিতা নাই ;
অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা ক্ষত্রকুলজাত
হইবেন, নতুবা শূদ্রের কথায় তাঁহাদিগের এত সমাদর
কেন ? যাহা হউক, এত দিনে আমাদিগের আশা ফলবতী
হইল । তুমিরাছি, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হই-
রাছেন । বোধ হয় তাঁহাদিগেরই অন্যতম শরাসন সজ্য
ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন । আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে
যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে-
ছেন ।

তখন ঐরাবত রাজা হঠাৎপুত্র পুরোহিতকে আহ্বান
করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ভার্গবকর্ণ-
শালায় গমন করিয়া লক্ষ্যবেধকারী বীরপ্রচয়ের কুলশীলের
পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন । পুরোহিত বৃপতির আদেশানু-
সারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাধ্বজপূর্বক তাঁহাদিগের

ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল
কহিতে লাগিলেন । মহারাজ পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে
জানাইরাছেন যে, তিনি সেই লক্ষ্যবেধকারী নরনৈচর
করিয়া অপার আনন্দসাগরে ভগ্ন হইয়াছেন । তিনি
কহিয়াছেন, আপনারা অসীমভয়কে পদাঘাত এবং
আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের স্বয়ং আনন্দিত করুন ।
মহারাজ পাণ্ডু ঋগ্বেদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার
নিতান্ত মাসনা যে, তিনি আপন হুহিতা কোন কৌরবকে
সম্প্রদান করেন । তাঁহার অতিলাব এই যে, অর্জুন
তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার
পুণ্যকীর্ত্তি ও স্মৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় ।

পুরোহিত সমুদায় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলেমহামু-
ভাব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া
সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, ইহাকে পান্য ও অর্ঘ্য প্রদান
কর । ইনি ঐরাবত রাজার অতীব মান্য পুরোহিত, ইহাকে
অধিকতর পূজা করা কর্তব্য ; ভীম জ্যোষ্ঠের নিদেশানু-
সারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলে ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ
করিয়া স্থখে অধ্যাসীন হইলেন । যুধিষ্ঠির কহিলেন,
পাঞ্চালরাজ ঋগ্বেদ যেমন নিকাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি
রাখিয়া কন্যা গণিত করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্যও
করিয়াছেন । তিনি তদ্বিবয়ে কুল, শীল, গোত্র ও জাতির
কোন অপেক্ষা করেন নাই । তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল,
যিনি কার্পূর সজ্য এবং লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে সমর্থ
হইবেন, তিনিই কন্যার হস্ত লাভ করিবেন । মহাত্মা
অর্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে
করিয়াছেন । এরূপ ঘটনাছে বলিয়া তাঁহাকে
কহিতে নিবেদন করিবেন । তাঁহার এই কন্যাটি অতি
রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্ন ; বোধ হয়, অচিরেই
মনোকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে । সেই কার্পূকে গুণবোজনা করা
হীমবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতান্ত নীচকুলজাত ব্যক্তি
কোনক্রমেই সেই দ্ব্যর্থোদ্দেশ্য লাভ করিতে পারেন
না । অতএব হুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজের পরিভাষা
করিবার আবশ্যকতা নাই । যুধিষ্ঠির পুরোহিত সমক্ষে
এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাজপ্রেরিত
অপর এক ব্যক্তি জ্যোতা নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায়
সমুপস্থিত হইল ।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

কহিল, ক্রপদ-বরযাত্রীগণের নিমিত্ত অত্যাৎ-
 ১১ খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায়
 গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্বক সেই সমস্ত দ্রব্য
 সামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর
 ১২ প্রয়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চন-পদ্মখচিত, সদস্যযুক্ত,
 প্রাজোচিত রথে আরোহণ করিয়া ক্রপদভাবে আগমন
 করুন। পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া
 পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন, এবং কুন্তী ও
 দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর
 অপূর্ব যানে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিলেন। ধর্মরাজ
 পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন,
 তদ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া
 ক্রপদরাজ নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া
 রাখিলেন। তাঁহার উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র
 ফল, মালা, বর্ম, চন্দ্র, গো, রজ্জ্ব, কুশিনিমিত্তক নানা
 প্রকার বীজ; অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী ও
 ক্রৌড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত এবং অশ্ব, রথ, স্ত্রীক
 শর, শয়ান, খজা, শক্তি, প্রাস, ভূবুড়ী ও পরশুপ্রভৃতি
 সাংগ্রামিক দ্রব্য, ও রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ
 তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া ক্রপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ
 করিলেন। তত্রস্থ জীর্ণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্যা
 ১৩ রিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত, অজিনোত্তরীর
 বস্ত্রধারী পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজ-
 ১৪ মার, কুটিল, ভৃত্য ও রাজার স্তম্ভধর্ম, সকলেই আনন্দ-
 ১৫ প্রসাদে নিমগ্ন হইলেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবেশ হইয়া
 ১৬ সমস্ত ও অসঙ্খ্যচিত্তে পাদপীঠ সহিত মহার
 ১৭ ষ্ঠের উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস, দানী ও
 ১৮ গৃহস্থেরা উজ্জল বেশভূষা পরিধানপূর্বক সূর্য্যপাতে
 ১৯ বিবস্ত্রা বহুবিধ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন
 ২০ করিল। তাঁরা স্বেচ্ছাক্রমে ভোজন করিয়া সাতিশর
 ২১ তুণ্ড ও প্রীতি হইলেন। অনন্তর উপনীত হইয়া সমস্ত
 ২২ ধনসম্পত্তি পরিভ্রমণপূর্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার
 ২৩ বাসনা করিলেন। তদন্তর রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপ

২৪ হইমনে কুন্তীভনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি
 ২৫ লেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস জনমে-
 ১ জয়! তদনন্তর পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া
 ২ ব্রাহ্মবিধাঙ্গসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করি-
 ৩ লেন, আপনারা ব্রাহ্মণ কি কৃত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য
 ৪ কিম্বা শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মারা করিয়া ব্রাহ্মণবেশ
 ৫ ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন ইহা কিরূপে
 ৬ জানিতে পারিব। দ্রৌপদী সন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেব-
 ৭ গণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে ? সত্য
 ৮ করিয়া বলুন, আমার মনে মহা সন্দেহ উপস্থিত হই-
 ৯ য়াছে। হে পরশুপ! আপনি সমুদায় সত্য করিয়া বলুন;
 ১০ সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরীয়; অতীষ্টসিদ্ধির
 ১১ ব্যাবাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে।
 ১২ হে অরিন্দম! তোমার নিকট বধার্থ তব অবগত হইয়া
 ১৩ আমি বিধিপূর্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন! উদ্ভিগ্ন হইবেন না, প্রীতি
 ১ লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা
 ২ কৃত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়, সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের
 ৩ জননী; আমি সর্বজ্যোষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইহাদিগের
 ৪ একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জুন, ইহারা ই
 ৫ রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় কহিয়াছেন। আর
 ৬ যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও
 ৭ জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরবর্ষ! আমরা কৃত্রিয়,
 ৮ আপনি মনোহরঃ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর
 ৯ ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন, মহারাজ! আপ-
 ১০ নাকে এই সমুদায় বধার্থ তব নিবেদন করিলাম, আপনি
 ১১ আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।

ক্রপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্বান
 ১ করণকাল বাঙ্পতি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বহু-
 ২ পূর্বক হর্ষোৎকল্লোচনে হর্ষোদ্বেগ কিঞ্চিৎ সত্ত্বরণ করিয়া
 ৩ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর
 ৪ হইতে বহিষ্কৃত হইলে। যুধিষ্ঠির আত্মপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত

রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারম্বার পুত্ররাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জুন, নকুল ও লহদেব নৃপাদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞসেন কর্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন। পরে প্রত্যাহত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জুন আজাদায়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আমারও দারসম্বন্ধ কর্তব্য হইয়াছে। ক্রপদ প্রত্যাহত করিলেন, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! পূর্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইলেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ। অর্জুন আপনার কন্যারই জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না; কৃষ্ণা ধর্মতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদের জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে তনয়ার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত করুন। ক্রপদ কহিলেন, হে কৃষ্ণনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক জ্ঞীর অনেক পতি কৃত্রিম প্রবণগোচর করি নাই। তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অসুচিত। লোকাচার ও বেদ-বিরুদ্ধ অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ তোমার উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম অতি সুস্ব-গদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্বে পুরুষ-দিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অন্ত বাক্য কদাচিত উচ্চারিত হয় না, এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম কদাচ স্থানলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের জননী এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্! ইহা সনা-

তন ধর্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, ক্রিয়াকর্ম শবিত হইবেন না। ক্রপদ কহিলেন, হে কেশব! কব্য তুমি ও তোমার জননী এবং পুত্রস্বয়ং, জ্যেষ্ঠ! সকলে ঐতি-কর্তব্যতা স্থির করিয়া বাহা বলিবে, তাহাই করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহ বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতে, ইত্যবসরে যদুচ্ছাক্রমে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তথায় সমু- হইলেন।

যজ্ঞব্যতীত শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বৈশম্পায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাবীরাঃ পাঞ্চাল্য গাত্রো-খানপূর্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহারা আদেশ-ক্রমে সকলেই মুহূর্ত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। অন-ন্তর মুহূর্ত্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত স্ববিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্গ হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটতে পারে, আপত্তি এ বিষয়ে বাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, লোকাচার-গর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুই কারণে ধর্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত আমি অগ্রেই তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। ক্রপদ কহিলেন, বাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ আমার মতে তাহাই অধর্ম; হে ঐশ্বর্যজ্যোত্স্ব! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় বাসিন্দ। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম হইয়াছে, এক গুণাবন ব্যক্তিরও কখন একপ ধর্মের অনুষ্ঠান করা করিবেন না, অতএব আমি এবিষয়ে কি কর্তব্য কিছু বিদ্যাত। ক্রিয়াকর্ম পারিতেছি না, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহেই উপস্থিত হইয়াছে।

পুত্রস্বয়ং কহিলেন, হে তপোধন! পুরোহিত সুনীল ও সনাতারাম হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাবনায় পায় কিরূপে গমন করিবেন। ধর্ম অতি সুস্ব-গদার্থ, বিবাহধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, হৃদয়ঃ ধর্মঃ ধর্মের নিশ্চয় করা

আদিপর্ব
হইবে। সম্পূর্ণ
কি অবস্থায়
অনন্ত
ধর্মের
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে
কোনক্রমে অধর্ম বলিতে পারিব না। পুরাণে শ্রবণ
করিয়াছি, ধর্মপরায়ণা জটিলানারী গোতমবংশীয় এক
কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন। এবং বার্কানারী
মুনিকন্যা প্রচেতা নামক দ্রাব্যদেশের সহধর্মিণী হইলেন।
বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, শুক্ললোক যাহা অমুমতি
করিবেন, তাহাই ধর্ম ও নিঃসংশয়ে অমুঠের; শুক্ল-
লোকের মধ্যে মাতা পরম শুক্ল, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন,
লক্ষ্যব্যা তিকার্কিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর।
অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরম ধর্ম বলিয়া আমার
বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, ধর্মাস্ত্রা যুধিষ্ঠির বাহা
কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অন্ত বাক্যে
সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে
পরিজ্ঞাপাইব। ব্যাসদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! অন্ত
হইতে পরিজ্ঞাপাইবে। তুমি বাহা কহিয়াছ, তাহাই
সনাতন ধর্ম, হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব
সমক্ষে ব্যক্তি করিব না। যেদ্বারা উক্ত ধর্ম বিহিত ও
সনাতন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই
ভনিত পাইবেন। কোন্দের বাহা কহিয়াছেন, তাহা
প্রকৃত ধর্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তদনন্তর ভগবান্ বৈশ্যায়ন গাজোত্থান করিয়া রূপদেয়
করগ্রহণপূর্বক রাজত্ববনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে
ঊর্ধ্বা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী
এবং দুইভ্রাতৃ গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস, বহু
ব্যক্তি একপদ্ধতি যে ধর্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয়
রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশতম অধ্যায় ।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! পূর্বে দেবতার
নৈমিষারণ্যে এক মহাসভা আরম্ভ করেন। সেই সভা

বৈবস্বত যম ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত
হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্তব্য কর্মে বিরত
থাকেন, সূতরাং অনতিকাল বিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল
হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বহুগণ,
অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতার মিলিত হইয়া
বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং
সর্বলোক-পিতামহকে নিবেদন করিলেন, হে লোকনাথ!
আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি,
একপ্রে ধাহাতে নিরুদ্ধিগতিতে স্থখে কালযাপন করিতে
পারি এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। পিতামহ
কহিলেন, তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের
ভয়ের বিষয় কি? দেবতার কহিলেন, মর্ত্যলোক দেব-
লোকতুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত
আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণ মানসে আপনার নিকট
আগমন করিলাম। ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, যম যজ্ঞে
ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না।
তাহার সত্ত্ব সমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত
হইবে। তোমাদিগের বলবীৰ্য্যে যমের শরীর অলঙ্ঘ্য
ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য,
বীৰ্য্য থাকিবে না।

ঊর্ধ্বা বিধাতার বাক্য শ্রবণানন্তর যে স্থানে দেব-
তার যজ্ঞ করিতেছিলেন তথায় যাত্রা করিলেন। পথে
গমন করিতে করিতে ঊর্ধ্বা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে
উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি স্তব্ধ
পদ্ম ঊর্ধ্বা দের নয়নগোচর হইল। তদর্শনে ঊর্ধ্বা সাতি-
শয় বিশ্বয়াবিত হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ
মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে
দেখিলেন যে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত
হইতেছেন, সেই স্থানে একটি কামিনী জলাধিনী হইয়া
গঙ্গার অবগাহনপূর্বক রোদন করিতেছেন। ঊর্ধ্বা অশ্রু-
বিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাননপদ্মরূপে পরিণত
হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া
নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে?
কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহা বখার্ব করিয়া
বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি যেনিমিত্ত রোদন
করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিরুদ্র গমন করিলে

তাঁহার সবিশেষ জানিতে পারিবে। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ গিরিরাজশিখরোপরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভি-
ব্যাচারে পাশক্ৰীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশ-
ক্ৰীড়ায় আসক্ত ও অভিযাগত-সংকার-বিমুখ দেখিয়া
ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি
ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সংকার না করিয়া পাশ-
ক্ৰীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অসুচিত। তখন সেই দেব
ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈর্ষ্য হান্য করত তাঁহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায়
স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্ৰীড়ার সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদা-
মানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন
কর। আমি ইহাকে একরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে
ইহার শরীরে পুনর্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই
স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল
শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন।
ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজা কহিলেন, হে
শত্রু! পুনর্বার একরূপ কদাচ করিও না। তুমি অপরি-
মিত বলশালী, অতএব এই পর্কিত উত্তোলনপূর্বক যে
বিবরে স্থগের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিব্য সমাসীন
আছেন; সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। ইন্দ্র সেই
বিবরানুসন্ধানপূর্বক তদ্বাধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুলাতেজ অন্য
চারি জনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ
ভ্যোতির্ময় অবলোকন করিয়া—“আনিও কি ইহাদিগের
ন্যায় হইতে পারিব না” হৃঃখিতমনে এইরূপ বিতর্ক
করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণ
পূর্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে শতক্রতো! তুমি বালসভাব
ভুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব
তোমাকে এই শুভানুধ্যো প্রবেশ করিহে হইবে। দেবরাজ
মহাদেব কর্তৃক এইরূপ অসুজাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজ-
নশ্বকে পবনচালিত অশ্বখপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে
লাগিলেন। পরে বিবর-প্রবেশ-সময়ে কৃতাজলিপুটে
ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপ-

নাকে এই অশেষ ভুবনের রক্ষণার্থে
তৎশ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহি-
গর্কিত লোকের অধিকার-যোগ্য নহে।
তোমার ন্যায় গর্কিত ছিলেন; অতএব
হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অধুনা
স্বীয় গর্হিত কর্মকলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও।
জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্মফলার্জিত মহাই ইন্দ্রলোকে পুনরা
গমন করিবে। তোমাদিগের বাহা বাহা কর্তব্য তৎসমুদয়
আদেশ করিলাম।

শিববাচ্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্বেজেরা কহিলেন, হে
প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্বক, যে স্থানে
মোক্ষ অতীব চূড়ান্ত, সেই নরলোকে গমন করিব;
কিন্তু ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার, ইহঁরাই যেমন কোন
মানুষীর গর্ত্তে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন। ইহা শ্রবণ
করিয়া ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্বার কহিলেন, আমি স্বীয়
নীর্ঘ্যে কার্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনি ইহঁ-
দিগের পঞ্চম হইবেন। ইন্দ্রের এবশ্রকার বিনতিতে
সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অতীষ্ট
প্রদান করিলেন এবং লোকললানভূতা সেই ললনাকে
তাঁহাদিগের ভার্যা নির্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব
তাঁহাদিগের সমভিবাচারে নারায়ণ-সমীপে উপনীত হই-
লেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে
ধর্মপ্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার
বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক চত্বিতে কেশযুগল উ-
পাটন করিলেন। তদ্বাধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ
সেই কেশযুগল বহুকূলকামিনী দেবকী ও রোহিণী
সমাবিষ্ট হইল। শুক্ল কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণকেশ
কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে কান্দু
দেবকে কেশব কহে।

পূর্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অস্তিত্ব করিয়া
ছিলেন, তাঁহারা ই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন
এবং ইন্দ্রের অংশে সবাসাচী অর্জুন অঙ্গগ্রহণ করিলেন।
পূর্বেজগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহাদিগের
বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে সন্নী
জ্যোপদীরূপে আবির্ভূত হইলেন। মহারাজ! ঐশ্বর্যসংযোগ

ধরনীতল হইতে অলোকসামান্য
ত পারে !!
নামি প্রীতিপূর্বক তোমাকে অত্যাশ্চর্য
করিতেছি, তুমি সেই দিবা চক্ষু উন্মীলন
করিলে জানিতে পারিবে, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র
দেহ ধারণপূর্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন।
এই বাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিবা চক্ষু প্রদান
করিলেন। রাজা তদ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা
অতি পবিত্র পূর্ব শরীর ধারণ করিয়া রছিলেন। তাঁহা-
দিগের হস্তকে হেমকিরীট ও সর্দাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি
পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী
সেই চন্দ্রকণ্ঠ পরিষ্কৃত দিবা বস্ত্র এবং সুগন্ধ ও রমণীয়
মালা ধারণ করিয়া অনির্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন।
রাজা ক্রপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব ইন্দ্রদিগকে নয়ন-
গোচর করিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম পূর্বক ইন্দ্রায়ুজ শ্রবণ
করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী
ক্রোপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির 'নায় দীপ্তিমতী
দেখিয়া এবং রূপ, তেজঃ ও যশঃপ্রভৃতি সর্বপ্রকারে
তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অমুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া
পরম-পরিভূষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র ক্রপদ এই অদ্বুত
ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া বাসদেবের চরণ গ্রহণপূর্বক
নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভবে,
আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। সুনিবর রাজার প্রতি
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষিকন্যা বাস করিতেন।
সেই রূপবতী কন্যা, পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ
উজ্জ্বলিত হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যা
পাশা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব
প্রায় প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ঋষিকন্যা ত্রিযোচন কর্তৃক
এই আকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারম্বার কহিলেন,
তুমি আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবেশ
সকল কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর
প্রদানপূর্বক কহিলেন, ভজে! তোমার পাঁচজন স্বামী
হইবেক। প্রথমতনয়া পুনর্বার মহাদেবকে কহিলেন,
প্রদেব! আমি এক পতি প্রার্থনা করি। দেবদেব কহি-

লেন, ভজে! তুমি উপর্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা
করিয়াজ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে।
মহারাজ! আপুনার কন্যা সেই দেবরূপিনী মহর্ষিনন্দিনী;
ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইহার পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন।
ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপুনার যজ্ঞ সমুৎ-
পন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপ-
নার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সর্দাঙ্গসুন্দরী
দেবদুল্লভা দেবী স্বকীয় কর্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিণী
হইবেন। স্বয়ং এই নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন,
একগুণে আপুনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

অষ্টমবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ক্রপদ কহিলেন, মহর্ষে! পূর্বে সর্বেশ্বর শ্রবণ না
করিয়া অন্যথা করিবার বদ্ব পাইয়াছিলাম; একগুণে
আপনকার নিকট সমস্ত রত্নাঙ্ক অবগত হইলাম। দৈবের
প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতার
বাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর,
সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অথওনীয়, স্বচ্ছানুসারে কেহ
কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্তব্য। ভগবান্ মহা
দেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভি-
লষিত বরদান করিয়াছেন, একগুণে ইহার ভালমন্দ দেবতাই
জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন,
তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক আমি এ
বিষয়ে অপরাধী নহি। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্বক ইহার
পাণিগ্রহণ করুন, ইহাদিগের নিমিত্ত কৃষ্ণা সৃষ্ট ও সমুদ্ভূত
হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ বাসদেব ধর্ম্ম-
রাজকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন; অদ্য চন্দ্রমা পূর্বা
নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি ক্রোপ-
দীর পাণিগীড়ন কর। রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে
বহুসংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তনয়ার
সর্দাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন।
রাজার মন্ত্রিগণ, সূত্ৰদ্বর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক
ও ব্রাহ্মণ সকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে

লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চন্দ্র-
ভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজমালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও
বিচিত্র রত্নসমূহে খচিত হইয়া পাক্ষণ শূর্য্যরীর তারকা-
ব্যাপ্ত নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কোরবরাজপুত্রেরা স্নানাত হইয়া মাঙ্গল্য
ক্রিয়া সকল সমাপনান্তে মহাহ বৈশভূষা সমাধানপূর্ব্বক
পুরোহিত ধোম্য-সমভিল্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করি-
লেন। বেদবিৎ পুরোহিত বহু স্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক
প্রজ্বলিত ততশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের
সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে
উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করি-
লেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অমুমতি করিয়া পুরোহিত
রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর
পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণি-
গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কোরবেরা
অহরহ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে
ষত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহাহুতাব্য দ্রৌপদীর
কন্যাভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে ক্রপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ
ধন, পক্ষতের ন্যায় মহোন্নত একশত হস্তী, মহাহ বৈশ-
ভূষা বিভূষিত একশত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণ-
প্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত একশত রথ প্রদান করি-
লেন। মহাহুতাব্য ক্রপদ রাজা সমাগত দর্শকদিগকে
পৃথক পৃথক ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাসুর বিভূষণ
প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর ত্রুতপ্রতিম পাণ্ডব-
গণ সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া পাঞ্চালরাজ-
পুরে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একোদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সহায় হওয়ার্তে ক্রপ-
দেব দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীসণ
কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংকীর্ণনপূর্ব্বক চরণ বন্দন
করিলেন। মঙ্গলশ্রদ্ধারিণী অবশুষ্ঠনবতী দ্রৌপদী স্বশ্রুত
অভিষাদনপূর্ব্বক কৃতান্তলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে
দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী, সেই সুশীলা সদ্ভাচারসম্পন্ন,

সুসুপা, সর্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্রবধূকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! ইচ্ছাশী
বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্র
প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বর্ষা
লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়
রাছেন, তুমিও ভর্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে
তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ বন্ধে
হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না।
হে বৎসো! তুমি অতিথি, গৃহাগত, সাধু, বানর, বৃদ্ধ ও
শুক্রজনের সংকারে ব্যাপ্ত হইয়া সময় যাপন করিবে।
তোমা হইতে কুলজাঙ্গলপ্রভৃতি প্রধান প্রধান জন্ম
রাজা অভিবিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নিদ্বিগের
বলবিক্রমাজ্বিত বহুমতী বিশ্রাস্য করিয়া এবং পৃথিবীর
উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে
কালযাপন করিবে। হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন
অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্বার এইরূপ
অভিনন্দন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ত্রীকুণ্ড কুন্ত-
দার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈহুর্ষ্য মণি,
সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহাহ বসন, রমণীয় শব্দ্য,
বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস দাসী, সুশিক্ষিত গজ-
বৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি
রজত কাঞ্চন, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।
রাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আনন্দ-
পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পর সম্প্রদায় ।

বিদুরাগমনপর্ব্বাধ্যায় ।

দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে
কুলের বিশ্বাসভূমি গুচরেরা আসিয়া রাজাদিগকে
চার প্রদান করিল যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর
করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই পরাসন
লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম

আর যিনি সময়সাগরে অবতীর্ণ
যাকে উৎকৃষ্ট ও ভূতলে পাতিত
মতে অরাতিসকলকে সন্তোষিত করিয়া-
য়ে বাহার ভরসন্ত্রমের লেশমাত্রও
যায় নাই, বাহার স্পন্দনক্রমে নারী অনল-
বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মার
সেই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী পুরুষদিগকে
রাজগণ সাতিশয় বিশ্বাসবিষ্ট হইলেন।
প্রশংসা করিয়াছিলেন যে, কৃত্তী পুত্রগণ-
জগৎগৃহে দহনদগ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে
আছেন তুমিরা, জন্মান্তর লাভ করিয়া-
করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস
গুণের স্মৃতিপথে উদ্ভিত হওয়াতে তাঁহার
কৃত্তীকে দিকার প্রদান করিতে লাগিলেন।
ইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে
প্রস্থান করিলেন।

বিদ্য করিলেন দেখিয়া, রাজা দ্রুপদ
লাভগণ, অশ্বখামা, শকুনি, কৃপাচার্য
গোহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হৃশানন
ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,
ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রোণদীকে লাভ
করিতাম না। তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই
কেন নাই। "দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে
পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চকর। দেখ!
অবলম্বনপূর্বক পাণ্ডবগণের কত
করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি
অতএব পুরুষকারকে দিকার প্রদান
করিতে বিগতচেতা হইয়া এইরূপ
পুরোচনকে নিষ্কা করত হস্তিনাপুরে
দ্রুপদপ্রভৃতি সকলো মহাতেজা
হইতে বিনির্মুক্ত ও ক্রপদের সহিত
শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য ক্রপদ-
সমূহ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হই-
দিগের সংকল সকল শিথিল হইয়া

বিহর প্রবণ করিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোণ-

দীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত
ও ভয়দর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার
প্রীতির আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে
কোরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিতরবাক্য
প্রবণগোচর করিয়া আত্মদাপূর্বক কহিলেন, কি সৌভাগ্য!
কি সৌভাগ্য! বিহর! কি শুভ সমাচারই প্রদান
করিলে! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা বিশেষ বৃথিতে
না প্রারিষ্য মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রোণদী তাঁহার
জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রুপদকেই বরমালা প্রদান করিয়াছেন;
এই নিমিত্ত তিনি আত্ম প্রদান করিলেন, যেন দ্রুপদ-
ধন দ্রোণদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার
সমীপে আনয়ন করেন। বিহর তাঁহার মনোগত
ভাব বৃথিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা
বরমালা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সকলেই কুশলে
আছেন, ক্রপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও
সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুলাবলশালী
অনেকানেক বজ্রবাহুব অসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত
হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডুর
পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সম্মান অপেক্ষাও
অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ
আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্ মিত্র-
বান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বাকুবগণের সহিত মিলিত
হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রীতি হইতেছে যে, আমার
দুঃখা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সৰ্বাক্ষ ক্রপদের
সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকাৰ্য্য হইতে
বাসনা না করে? বিহর, ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্বার কহিলেন,
মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

অনন্তর দ্রুপদ এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন
পূর্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বিহরের সম্মুখানে
আমরা কোন প্রকার দোষ কীর্তন করিতে পারিব না;
অতএব আমাদের অভিলাষ যে, বিজয় প্রদেশে আপ-
নাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের
বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিহরের
নিকট সপত্নদিগের স্তম্ভিতাবাদ করিতেছেন এবং কর্তব্য

কথং মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শক্রদিগের বণ বিঘাত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদেব উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যিক যে, তাহারা যেন আমাদের পুত্রগণ ও বহুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের বাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিহুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সর্বদা পাণ্ডবদিগের গুণ কীর্তন করিয়া থাকি। বিহুর আকার বা উদ্ভিত দ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে সুর্যোধন! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ বল, হে রাধেয়! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এ সময়ে বলিবার কোন বাধা নাই। সুর্যোধন কহিলেন, তাত! অদ্য সুর্য্যোদয় ও স্নিগ্ধ কতিপয় ব্রাহ্মণ দ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাজীহৃত যুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা ক্রপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল ধনরাশি দ্বারা বশীভূত করিব, যাহাতে তাহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা তথায় বাস করিতে প্রস্তুতি দেন এবং যেন তাহাদিগের সমক্ষে সর্বদা বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাবহ; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুদ্ধি ব্রুব্বিবেন, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অহুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাতৃ ভঙ্গ করিয়া দিক, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষালঙ্ঘনপূর্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক, যেহেতু ভীমই তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান। অর্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদের পক্ষে ভূগতুল্য জ্ঞান করে; যেহেতু ভীমই সর্বাপেক্ষা বলবান,

প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়স্থল করিতে পারিলেই সকলে নিজে হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র বস্ত্র পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জুনকে পরাজয় করিতে পারিত। ভীম ব্যতিরেকে অর্জুন একাকী রণস্থলে কখনও রূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্জয় ও আশ্রয়স্থল হইতে অধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত বস্ত্র করিতে নাই। এখানে আসিয়া আমাদের নিদেশবর্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে কষ্ট করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণ দ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান বাড়ুক, তাহা হইলে ক্রমাৎ তাহাদিগের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিম্বা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন, এবং বিবিধ কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পতিত করুন।

হে তাত! উন্মিথিত উপায়সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরে তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, কেনন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন, সুর্যোধন! তোমার প্রস্তাব সকলই বোধ হইতেছে না; কৌশল দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ চেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্বেও তুমি তাহাদিগের বিনাশ দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহচেষ্টা পাইয়াছ। কৃতকার্য হইতে পার নাই। যখন পান্ডবেরা সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্তমান, তখন কালও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পারে না। এক্ষণে তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া তাহাদের প্রবল হইয়াছে, অতএব আমাদের প্রবল হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ করিতে পারিবে না, এবং কোন প্রকার বাসনেও তাহাদিগের বিনাশ পারিবে না। তাহারা দৈববলে আশ্রয়স্থল পাইয়া

কুক ও উপযুক্ত হইয়াছে । বাহার তাহাদের সৌভ্রাতৃ অবশ্যই বন্ধমূল সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ নিত্য সহজ ব্যাপার নহে । যে দ্রোণী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করেন, অথবা সেই দ্রোণী তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, এ কথাও কোনক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না । বিশেষতঃ বহুতরুতা স্ত্রীলোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাসিত কল বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদেহবুদ্ধি উৎসাহিত করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না । পাঞ্চালেশ্বর পরম ধার্মিক ও ব্রতপরায়ণ; তাহার অর্থস্পৃহা নাই; তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না । তাঁহার পুত্র ও গুণবান ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাদৃশ্য অস্বস্তিকর; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সম্বন্ধ নহে । অতএব হে তাত ! পাণ্ডবেরা বন্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়কর, আপনি তদ্বিষয়ে সবিবেচ্য মনোযোগী হউন । অস্ত্রপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকেই গ্রহণ করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই । হে পার্থিব ! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধার রাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্য বন্ধু ও আশ্রয় স্বজনদের সাহায্য লাভ না করিতেছে; যদবধি পাঞ্চালরাজ মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সহায়ার্থ বন্ধপরিকর না হইতেছে, এবং যদুবংশাবতঃ স কুক যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদব বাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজ-সদনে সমাগত না হইতেছে; তৎকাল মধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন । যদি পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে সমস্ত ধনসম্পত্তি অশেষ ভোগস্বত্ব ও রাজ্য-পরিচালনা পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাজয় হইবেন না । হে মহারাজ ! বিক্রমই ক্রিয়-বিগের স্বাভাবিক ধর্ম । দেখুন ! মহাত্মা ভরত বিক্রম দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন, এবং ইন্দ্র জিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমরা ভবনীর চতু-রঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে বরায় ক্রপদের প্রাণ সংহারপূর্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি । তাহাদিগের

প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত করিলেও নিষ্ফল হইবে । তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধারান উপায় আছে, অতএব বিক্রম প্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অথবা সাম্রাজ্য নিকটকে সম্ভোগ করুন । মহারাজ ! বিক্রম ভিন্ন বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না ।

রাধেয়বচন শ্রবণান্তর দ্বতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথো-চিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, হে কৃতান্ত মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন ! দ্রুপদ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্ররোচনা কর তোমার উপযুক্তবটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিহুস, এবং তোমরা দুইজন পুনর্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদের শ্রেয়স্বর বিবেচনা হয়, কর । অনন্তর রাজা দ্বতরাষ্ট্র পূর্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে আনয়নপূর্বক তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ।

তৃত্বিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত । আমার নিকট দ্বতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই তুল্য । গান্ধারীতনয়াদিগের সহিত আমার বৈরপ সশঙ্ক, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র মন নহে । হে দ্বতরাষ্ট্র ! তাহা আমার, তোমার, দুগো-ধনের ও অন্যান্য কোরবগণের রক্ষণীয়, সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্বতোভাবে অবিবেচ্য । বৎস অন্ধক রাজ্যপ্রদানপূর্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক রাজ্য । বৎস দুর্যোগ্য ! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে । যদি সেই মহাযশ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন সাম্রাজ্যসারে রাজ্য লাভ করিবে ? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহারা ইহা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে ? অথবা যেমন তুমি ধর্মতঃ রাজ্য লাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্বে রাজ্য-ধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্যপূর্বক তাহাদিগকে রাজ্যাদি প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদের অত্যন্ত অহিত কর্ম করা হইবে, এবং তোমারও অতি-

মাত্র অকীৰ্ত্তি ঘোষণা হইবে। অতএব হে তাতঃ! কীৰ্ত্তি রক্ষণে যত্নবান হও, কীৰ্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীৰ্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদবধি কীৰ্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থক-জন্ম। একবার কীৰ্ত্তি লোপ হইলে লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার ও ত্বদীয় পুরুষপুরুষগণের অমরূপ কীৰ্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুঃভিক্ষুকিসিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী ছরবহা শ্রবণে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষ ক্ষালনের একমাত্র উপায় আছে। হে কুকুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্র ও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারী সকলেই এক মতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাত্মক। অতএব যদি ধর্ম্মরক্ষা করা কর্তব্য হয়, আমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলାষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করি-
রাছি, মন্ত্রপাথ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও বশস্তর কথা কীৰ্ত্তন করা কর্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে ক্রপদ সরিধান্নে প্রেরণ কর। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া ক্রপদকে বলুক যে, আপনার সহিত

সম্বন্ধ লাভে মহারাজ-ধৃতরাষ্ট্র পরম
ছেন। তুমি ও দ্রুপদ্যোন উভয়ে
প্রীত হইয়াছ, ইহাও বেন ক্রপদ
বারম্বার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দ
মাত্রীতনয় নকুল সহদেবকে পুনঃ পুনঃ সাধু
স্বজনসম্বন্ধের উচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীৰ্ত্তন করিবে
রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ ভূবর্ণম্বর
বহুবিধ আভরণ দ্রোণদী, ক্রপদতনয় ও কুন্তীর সহচরী
দিগকে সমর্পণ করুক। ক্রপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ
সান্তনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগ-
মনের কথা উত্থাপন করুক। ক্রপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যা-
গমনের আদেশ করিলে তাহাদিগকে আনয়ন করিবার
নিমিত্তি চঃশাসন, বিকর্ণ ও অশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন
করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্তৃক অমু-
মত হইয়া তোমার সহিত পৈতৃক পদে প্রতীক্ষিত হইবেন
হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি
স্বায়ম্ভূতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ
করেন।

বর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি তাহাদিগের সর্ব্বদা
অর্থ মান দ্বারা সংকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্ব কার্য্যে
তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ
আপনাকে সম্বন্ধগণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা
অধুত ব্যাপার আর কি আছে। যিনি হৃষ্ট মন ও
প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অনাকে হিতোপদেশ দেন,
তিনি কিরূপ সাধুসম্মত হইতে পারেন। হিতার্থে হউক
বা অহিতার্থে হউক, অর্থকল্প উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ
হওয়া দুর্ব্বট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃত-
প্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধ হউন, সহায়সম্মত
হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বজ্ঞ সমুদায় লাভ করিতে
পারেন।

এরূপ কিঞ্চিদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে রাজগৃহ নামক
নগরে মগধ-রাজবংশীয় অম্বুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন।
ইন্দ্রবিবল ও খাসরোগপ্রস্ত সেই ভূগাল কেবল অমাত্য-
গণের সাহায্যে সমুদায় রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন।
মহাকর্ষি নামে তাহার এক মন্ত্রী ছিল। ঐ মন্ত্রী
রাজ্যস্থানো একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাধিকার

রায় নানাপ্রকারে অবনীপালকে
গিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনার
এক স্বয়ং সর্বতোভাবে অধিকার করিল ।
আপনার করিয়াও সেই লুকপ্রকৃতি মন্ত্রী
স্বয়ং লাভে লোভবৃত্তি পরিবর্তিত হইতে লাগিল ।
সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্তি হইল
। পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার
নিমিত্ত লোলুপ হইল । আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী
বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার করিতে
পারিল না । ইহাতে বুঝা গেল যে, তাহার সেই পুরু-
ষেজ্ঞতা কোন অনির্বচনীয় কারণ-প্রযুক্ত হইবে সন্দেহ
নাই । অতএব হে মহারাজ ! যদি ভাগ্য থাকে, তবে
সমুদায় লোক বিদ্যোদী হইলেও আপনি অন্যায়সে রাজ্য
লাভ করিবেন ; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য লাভ
হইয়া ছুঁট হইয়া উঠিবে । এক্ষণে মন্ত্রীগণের সাধুতা
ও অসাধুতা পর্যালোচনা করিয়া ছুঁটের ও সতের বাক্য
বিবেচনা করুন ।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ ! বখিলান, তুমি কেবল আপনার
মনোগত ভাবদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ । হে
ছট ! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজ্যের নিকট আমা-
দিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ । হে কর্ণ ! আমি
পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে ছট
বাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন অপরামর্শ
প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার নতে ইহার অন্যথা
করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! বান্ধবগণ আপনাকে
অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার
অবগেহ না থাকিলে সেই বাগ্জাল সকলই বিফল
হইবে । কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে
উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন
না, এবং দ্রোণও বহুতর প্রেমকর কথা কহিয়াছিলেন
কিন্তু রাখাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা
করিলেন না । এক্ষণে এই দুই পুরুষ-সিংহ অপেক্ষা

কোন ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরম
মিত্র ইহা ভাবিয়া স্থির করিতেছি না । ইহারা বিদ্যা,
বুদ্ধি ও বয়ঃক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার
ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে মেহ করিয়া থাকেন ।
ইহারা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মাত্মান বিষয়ে দাশরথি রাম ও
গয় অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহেন । ইহারা
পূর্বে কদাচ আপনাকে অহিত, বাক্যে উপদেশ দেন
নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়া-
ছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না, অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও
ভীষ্ম মহারাজের অন্তঃ সংকল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা
নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় । এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই
অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহারা আপনাকে
কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না । আর ইহারা
অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন
পূর্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব । অতএব
হে মহারাজ ! আপনকার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ
হইতেছে । দুর্য্যোধনপ্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পুত্র-
বোঁও তজ্জপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই । যাহারা এই
বৃত্তান্ত সম্যক না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান
করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন । কিন্তু
যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন
বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীরা যদি তাহা
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার হিতা-
ত্মান করা হইবে না । মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই
নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন
নাই ।

হে মহারাজ ! ইহারা যে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞেয়ত্ব কীর্তন
করিলেন, তাহার বাথার্থ্যবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন
না, আপনার মঙ্গল হউক । দেবরাজ ইহা কি সেই ত্রিমান
অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন ? অমৃত মাতঙ্গ-
তুলা বলশালী ভীমসেনকে দেবতারারও সংগ্রামে পরাজয়
করিতে সমর্থ নহেন, কোন ব্যক্তি জীবনেছা সবে সেই
যমসদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে
অগ্রসর হইবে ? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত
পাণ্ডবজ্যোতিষ যুধিষ্ঠিরকে রূপ সহ্য করে এমন লোক জিজ-
গতে লক্ষ্য হয় না । বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাহা-

দিগের পক্ষ, বাহুদেব মন্ত্রী, পাণ্ডালরাজ যুধিষ্ঠির এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে নৈতক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি তৎকৃত বলিয়া লোক-বিদিত হইয়াছে, তাহা ফালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অহুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদের ক্ষত্রিয় জাতির সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্বে মহারাজ ক্রপদের সহিত আমাদের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও অগ্নির মঙ্গল করা হইবে। বাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবলপরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ তাঁহারও, সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ তুৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। হে রাজন! যে কার্য্য সন্ধিবারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতাশা ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে।

মহারাজ! পৌর ও জ্ঞানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। হৃষ্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বন্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণ-পাত করিও না। আমি পূর্বেই ত কহিয়াছি, হৃষ্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

মুদ্রিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিহর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইহারা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি বাহা কহিতেছ, তাহাও অপ্রাপ্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তক্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী সংশয় কি? অতএব হে বিহর! তুমি বাও, সংস্কার প্রদর্শন-

পূর্ব্বক কুন্তী ও দেবকপিত্রী দ্রোণ উভয়েই নন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমি ক্রপদ ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং কুন্তীনন্দনকে বলেই তাঁহার ক্রপদকন্যা দ্রোপদীকে না, আমাদের কি সৌভাগ্য! যে দুর্জয় পুরোচন দিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চদশ সহস্রী

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বিহর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক ক্রপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধান উপনীত হইয়া ক্রপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ ক্রপদও ধর্ম্মপথ অনুসর করিয়া সাদর সন্তাষণপূর্ব্বক বিহরকে নানানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিহর বাহুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারীও যথাক্রমে বিহরের প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিহর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারম্বার স্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রোপদী ও ক্রপদপুত্রদিগকে এক্ষণে পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশ ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীতবচনে ক্রপদকে কহিলেন, মহারাজ! আমি বাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপন পুত্রগণ, ও অমাত্যবর্গ, সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারম্বার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আশ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্কাদীন মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আপনার প্রিয় লগ্না ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবগণ আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে বজ্রসেন! তাঁহার এই সম্বন্ধে সংবৃত্ত হইয়া সাদৃশ্য প্রীত হইয়াছি, ইহা আপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যাভ্যাস ও তাবৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অহুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুন্তীবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন

শয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও
কিঞ্চিৎ প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইহা-
করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন।
দ্রোণদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে-
অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সজীক পাণ্ডবগণকে
ন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ
সম্মতি আছে। ইহারা তথায় গমন করিলে আমি মহা-
রাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় ক্রতগামী দূত প্রেরণ করিব।
তাহারা দ্রোণদী কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া
আসিবে।

বিদুরাগমন পরে সমাপ্ত।

রাজ্যলাভপরীধায় ।

সপ্তাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দ্রুপদ কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ বিদুর ! তুমি যাহা কহিলেন
ইহা যথার্থ। কোরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে
আমারও ঐক্যে পরিভোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা
পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত।
কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায়
করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন, অর্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায়
গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাদের পরম প্রিয়কারী
ধর্মাত্মা বলদেব ও বাহুদেবের ইচ্ছাতে সম্মতি থাকে, তাহা
হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র
আপত্তি নাই।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি এবং আমার
অনুজগণ আপনাই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা
করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য ও অবশ্য কর্তব্য
কার্য। কৃষ্ণ কহিলেন, পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে আমার
সম্পূর্ণ মত আছে, অথবা সর্গ-ধর্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের
মত আমারও সেই মত।

দ্রুপদ কহিলেন, মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাহুদেব বাহা
কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিশেষে আমারও

সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের
উভয়েরই স্নেহ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাহুদেব পাণ্ডব-
গণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং
সেরূপ করিতে পারেন না।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র গমনে সম্মত-
জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ
ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরমসুখে হস্তিনানগরে গমন
করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করি-
তেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমনের নিমিত্ত কোরবগণ
এবং ধর্মর্জর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে
পাঠাইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় জন-
গণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া ত্রুমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ
করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত
লোক সাত্ত্বিয় কৌতুকলাজ্ঞ হইল। তখন সমাগত
যাবতীর প্রিয়চিকীর্ষ পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনদিগকে
নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, এই
সেই ধর্মর্জর পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্বার আগমন করিতেছেন,
যিনি আমাদের ন্যায় ধর্মাত্মস্বারে প্রতি-
পালন করেন। এই ধর্মাত্মা এখানে আনাতে বোধ
হইতেছে যেন, সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের
হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা!
আজি পাণ্ডুনন্দনগণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের
কিপর্য্যন্ত আনন্দ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান
করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা
করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু
হইয়া এই নগরে বাসি।

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দনগণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ
ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন। পৌর-
গণ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরি-
শেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে
প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগণ ক্রিয়ংক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।
ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস
কৌন্তেয় ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও
তাহার মর্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ

গ্রহণ করত খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্জু রাজ্য প্রাপ্তির অমুমতি পাইয়া রাজ্যান্ত্রীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্বক কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যন্ত; অঙ্গশত-স্বরসিক গোপুরসমুদয়ে সুশোভিত; ভীষণ ভূজঙ্গ-মাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতগ্রী, লৌহচক্রপ্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তরঙ্গসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোগগণ কর্তৃক স্বরসিক। ঐ নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিস্তৃত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুখা-ধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবনসমুদায় চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। কথ্যতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভো-মণ্ডলস্থ বিদ্যাংসমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রান্তে, হুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কোরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দিকে আশ্র, আশ্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগধূস্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেঁতক, প্রাচীনাশলক, লোধ, মৌক্কা, জম্বু, পাটল, কুজক, অতিমুক্ত, করবীর, পারিজাত প্রভৃতি কলপুশ-ভার-নমিত স্তম্বনোহর বৃক্ষ সমুদয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর-পতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্র-গৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে।

হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজল-পরিপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগরমধ্যে, সর্ববেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্বভাষা-বিশারদ ধনাকাজী বণিকগণ, এবং শিল্পোপজীবী স্থনিপুণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অমুনতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুলা মহাধনুর্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস করায় খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্বাংগে অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডব-নগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অমুমতি গ্রহণপূর্বক দ্বারবর্তী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ দিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহান্ মহাবল পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্য লাভানন্তর, খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করত কোন কোন কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে তাঁহাদের পাঁচ জনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই না কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অমুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালযাপন করিতেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিনয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অমুগ্রহ-পূর্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহা-তেজা যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ব্রাহ্মচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রু-ক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, পঞ্চভ্রাতা পরমাক্সাদে তথায় বাস করত রাজ্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

একদা তাঁহারা প

জ হইয়া সুখে উপবিষ্ট

বর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের
কর্তৃক হলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
বর্ষি আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি
জন্মাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর তাঁহাকে
করিলেন। দেবর্ষি পূজা গ্রহণানন্তর পরম প্রীত
হোৱাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিয়া আগমন পরি-
করিতে অহুমতি করিলেন। ধর্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির
দেশাভিমুখ্যে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে
তদীয় আগমনবার্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজহুহিতা নার-
দের আগমনবার্তা শ্রবণে শুচি ও সুসম্বৃত্তাঙ্গী হইয়া
তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ বন্দনাপূর্বক
কৃতান্তলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি-
সন্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশী-
র্বাদ করিয়া অন্তঃপুর গমনে অহুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে স্বমিশ্রেষ্ঠ
নারদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সন্মোদন করিয়া
বহুতে লাগিলেন। হে পুরুবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা
পঞ্চভ্রাতা; কিন্তু একাকীনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্ম-
পত্নী; সত্যএব বাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না
হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্বকালে লোক-
ত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল।
তাহারা অন্যর অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর একরূপ
সৌহার্দ ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন
ও এক ব্যাক্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত
বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল।
তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি
সৌহার্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই
নিমিত্তই আমি কোন সত্বপায় স্থির করিতে কহিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সুন্দ ও
উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? কি
কারণে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেনই বা তাহাদের পরস্পর
বিচ্ছেদ হইল? এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে
সংহার করিয়াছিল? আর যে অঙ্গরা তিলোত্তমার
রূপলাবণ্য দর্শনে তাহারা কামাক্ত হইয়া পরস্পরের প্রাণ
নাশ করে, সেই অঙ্গরাই বা কাহার কন্যা? হে তপো-
ধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার

একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অল্পগ্রহপূর্বক সবিস্তর
বর্ণন করুন।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃ-
গণ-সমভিব্যাহারে সেই সুন্দোপসুন্দের পুরাতন ঐতিহাস
শ্রবণ কর। পূর্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে
নিকুল্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য
জন্মগ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধী-
শ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রুরমনা সুন্দ ও উপসুন্দ
তাহারই পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও
এককার্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্বদা সমদ্রুৎসুখ হইয়া
কালযাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ
করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না। সত্য
পরস্পর পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে
প্রিয় বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে
দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্তি দ্বিধা বিভক্ত হই-
য়াছে। সেই সর্হোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

কিয়দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যবিজয় সম্বন্ধে
দীক্ষিত হইয়া বিদ্যা-পূর্বক গমনপূর্বক অতি কঠোর
তপস্তা আরম্ভ করিল। সেই জটাবকলধারী বীরদ্বয় তপো-
মুঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্বক কেবল বায়ু
ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রময়স ছেদন করিয়া অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষ-লোচন ও উর্দ্ধবাহু
হইয়া চরণের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত।
এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল। বিদ্যা-
চল তাহাদের অত্যাগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া মূম
মোচন করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি
ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিদ্য সাধনে যত্নবান হইলেন।
তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা সুন্দরী স্ত্রী সমুদায়
দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন,
কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ
মারাজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিদ্য করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে

তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহুপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা
করিয়া বহ্নিকে কহিলেন, হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের
সমক্ষে যে প্রকারে তুমি ঋগ্বেদন দক্ষ করিতে পারিবে,
আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ
কর। দেবকার্য্য অচ্যুতান করিবার নিমিত্ত পূর্বদেব নর
ও নারায়ণ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাঁহা-
দিগকে কৃষ্ণার্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তুমি
কৃষ্ণার্জুন সমভিব্যাহারে ঋগ্বেদনে গমন করিয়া দাবদাহ
করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে
দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য
দক্ষ করিতে পারিবে। কৃষ্ণার্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত
বন্য জন্তুদিগকে, এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্র-
কেও যত্নপূর্বক নিবারণ করিতে পারিবে, ইচ্ছাতে অণুমাত্র
সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া হতাশন কৃষ্ণার্জুন-সম-
ধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন।
বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জুন ও কৃষ্ণের নিকট
উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,
তাহা আপনাকে পূর্বেই অবগত করিয়াছি। তৎপরে
অর্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর
প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অগ্নে! আগার বহুতর
দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত
যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে
বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভূজবেগ সহ্য করিতে
পারে এমন ধনুঃ নাই। আমি অতি সত্বর শরক্ষেপ
করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যিকতা নাই। আমার
রথ মদীর শলুপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ অতএব বায়ুবৎ
বেগশালী পাতুরবর্ণ দিবা অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান
করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুতল তুল্য অস্ত্র নাই,
যদ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার্য করিতে পারি-
বেন। হে ভগবন্! যদ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ
করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন।
আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্য সংসাধনে
প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু আপনাকে তজ্জগৎগী উপকরণ সকল
আহরণ করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ হতাশন অর্জুন কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধাবানী জলেশ্বর বরুণ-
দেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকশাল বরুণ তাঁহার
চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন।
ভগবান্ হতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার
করিয়া কহিলেন, হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে
ধনুঃ, তুণীরদ্বয় ও কপিলক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন,
তৎসমুদায় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীব দ্বারা
ও কৃষ্ণ চক্র দ্বারা কোন মহৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবেন।
বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনার সম্মত হইয়া যশঃ-কৌন্তিবর্জিন
সর্কশস্ত্রপ্রমাথী, সর্কায়ুধসারভূত সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাত্মত
দিব্য শরাসন, অক্ষয় তুণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ
প্রদান করিলেন। ঐ রথ সুবর্ণাঙ্করে ভূমিত রক্তবর্ণ
মহাবেগশালী গান্ধার্য্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা
সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, লবন
সুশোভিত, কিরণরাজিবিরাজিত, গভীরগর্জনবিশিষ্ট
কপিকৈতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্মা ঐ রথ
করিয়াছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আ-
দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও
নবনেম্বাকৃতি পরম রমণীয় রথে নিকট
ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলে
ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়; উহার উপরিভাগে
এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সন্নিবেশিত
বহৎকার জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নিশ্চিত
শ্রবণ করিলে শক্রসৈন্যগণ বিলুপ্ত
সুকৃতী, ব্যক্তি ধিমানের আয়োজন
কবচ পরিধান, খড়্গধারণ, গো-
গণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূ-
হণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনিশ্চিত
সাত্ত্বিক সঙ্কট হইলেন। তখন
বলপূর্বক ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তা-
লেন। জ্যারোগকালে একপ
লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলের
কুন্তীনন্দন অর্জুন রথ, ধনু ও
হইয়া অতিমাত্র সঙ্কট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ হতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনয়াসে পরাজয় করিতে পারিবে। কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্বাংশে সমদিক-প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহাদের পরাজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাপব। তুমি শত্রুর প্রতি যতবার এই চক্র নিক্ষেপ করিবে ততী ততবারই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্ত আসিবে। তৎপরে বক্রবাহন কৃষ্ণকে দৈত্যাস্ত্রকাবিনী কোন্দাকীনাম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অশ্বশূর-সম্পন্ন বক্রচক্র কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিকে কহিলেন, হে ভগবন ! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুর-পুত্র সন্ততিও বধ করিতে পারি, ইচ্ছা একাকী পদ্মগের মিত্র বৃদ্ধ কবিরী আমাদের কি করিবেন ? অর্জুন কহিলেন, এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ সন্দেহ নাই না করিতে পারেন, এমন কার্য ত্রিভুগতে অতএব না। বিশেষতঃ আমি আবার গাভীর ধনুঃ ও আমাদের হস্তে বুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছি, অতএব হে নাই। বিশেষতঃ খাণ্ডববানের চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া অগ্নিকে অনুভূত দগ্ধ করুন; আমরা আপনার সাহায্য তোমার অমুরো !

হেন; তিনি কখন কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক এইরূপ না। অতএব সুরসুর প্রভৃৎপূর্বক সপ্ত শিখা বিস্তার নিমিত্ত কিছুমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে সেই জরিতাকে মনোহর যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ করিতেছ। নিশ্চয় বৃষ্ণের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ-পূর্বের মত স্নেহ নাই। সমস্ত জীবজন্তু কম্পাধিত-বৃষ্ণজনের প্রতি পেক্ষা হতাশন কর্তৃক দহমান এবং তুমি সেই জরিতার পর্বতেজ মেরুর ন্যায় শোভা অহুতাপ করিবার আব-প্রিতা নারীর ন্যায় একা

বন্দ্যপাল কহিলেন, ত্রিশততম অধ্যায় ।

আমি নিভাস্ত কামান্দ (কৃষ্ণ ও অর্জুন রথদ্বয়ে আরো-গাধে পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে পারি পারি না।) পারি পারি না।

প্রাণিগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহারই সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমন-কালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাভচক্রের ন্যায় লাম্যমাণ রথদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্র তাপে দধৈকদেশ, ক্ষুটিতচক্ষুঃ ও বিশীর্ণ হইয়া দোড়িতে লাগিল। কেহ কেহ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃ-গণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারাতে তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিপীড়নপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিদূর্ণিচক্রেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষুঃ ও দগ্ধচরণ হইয়া মহাভয়ে বিলুপ্তপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অলাশয় সকল তীব্র তাপে কাথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কৃষ্ণ ও মৎস্যসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে মুষ্টিমান্ বহির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্র তাপে সাতিশয় সম্ভ্রুত হইয়া উড্ডয়নপূর্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে ধণ্ড, ধণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জুনের তীব্র শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া চীৎকাররবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শত শত বনবাসী জন্তুগণ থর শরে অর্জুরিতকলেবর হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোর-তর নিনাদ মধ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হতাশনের শিখা-সমুদায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণেরও মহান্ উদ্বেগ জন্মাইল। তখন তীব্র তাপে সম্ভ্রুত দেবগণ অগ্নি-গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর ! বহি কি নিমিত্ত অন্য সমুদায় মর্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন ? অন্য কি লোক-সংস্কর সমুপস্থিত হইয়াছে ?

পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, “দেবরাজ! তোমার সখা ভূজগেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহনকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর; এই বাহুদেব ও অর্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না; ইহারা পূর্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উহাদের বীৰ্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদায় অবগত আছ। এই দুর্যধ্ব, সর্কলোকবিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিধ্বংস যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইহারা সমুদায় দেব, অসুর, বক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়। অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।”

অনররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য বিবেচনায় ক্রোধদ্বেষ্ট পক্ষিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরবর্গ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করিতে করে, তজপ অর্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্তমস্ত করিলেন। অর্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত জন্তুগণ, অমোঘাত্ম অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। ‘হস্তী, মৃগ, তরঙ্গ, ও অন্যান্য প্রাণিগণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ

সাতিশয় জ্বাসযুক্ত হইল। তদ্রূপে বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণার্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাহারা এক বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্র দ্বারা তাঁহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায়জীবগণ কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ হব্যবাহন কৃষ্ণার্জুন প্রভাবে মাংস ঋধির ও বসা দ্বারা তর্পিত হইয়া মহাভোগে গগনস্পর্শপূর্ব্বক ধুমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বস পান করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময়দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্ত্তিমান্ অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনামুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদর্শনে অর্ভীত হইয়া “রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,” বলিয়া অর্জুনসং গমন করিতে লাগিল। শরণাগত প্রতিপালক ধনসেই কক্ষণস্বর শ্রবণে দয়াপ্রবশ হইয়া “ভয়! আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রাণে অর্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করিতে ভগবান্ তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। হে মহাবীরা! তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

করিয়াম্; এক্ষে হে পৌরববংশাবতংস জনমেজয়! গমন কর। ভগবান্ কর্ত্তক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হত কৃষ্ণার্জুন ও ময়দানসেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ তথা হইতে সেই পরমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডান্না উপবেশন করিলেন অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক সমাপ্ত।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সপ্তবিংশতধিক দ্বিশত বন দাহকালে অশ্বসেন ও ময়দান পূর্ব্বতন লিপিকর পাইল, তাহা শুনিয়াছি; এক্ষে কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ও মূল মহাভারত মুদ্রিত অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে শক্রনিপাতন ! শাস্ত্র-ক-চতু-
ষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ
পাইল, তবিস্বর সর্বিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
মন্দপাল নামে এক পরম ধার্মিক তপঃপরায়ণ, বেদপারগ
মহর্ষি ছিলেন। ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপো-
ধন উর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন। কিয়দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায়
উত্তীর্ণ হইয়া দেহ ত্যাগপূর্বক পিতৃলোকে গমন করি-
লেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না।
মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল চইল দেখিয়া ধর্ম-
রাজের সমীপস্থ দেবগণকে সোধোদন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, তে সুরগণ ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসাসজ্জিত
তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত চইলাম, বলুন। আমি মর্ত্য-
লোকে কোন কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করি নাই; যাহাতে
আমার তপস্যা নিষ্ফল হইল, আমি এক্ষণেই তাহা করি-
ছি। হে দেবগণ ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আজ্ঞা
করুন।

সম্ভবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! মনুষ্য জন্মবামাত্র
অতএব ঋষিগণ ও পিতৃগণ, এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ
আমাদের ঋণ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ, তপস্যা দ্বারা ঋষিগণ
পাই। বিশেষপাদন দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইতে

তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু
নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদায়
হে। অতএব তুমি পরম যত্ন সহ-

দান কর, তাহা হইলেই এই অমর-

দ্বিভোগ করিতে পারিবে। হে

ব্রহ্মন আছে যে, পুত্র পিতাকে

প্রাণ করে, অতএব তুমি অবি-

দান হও।

গণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর

তুমি অপর্যাপ্ত উৎপাদন করিবেন,

লাগিলেন। তিনি ঋণকাল

নী বিহীনমমণ্ডলে গমন করত

জরিতানায়ী এক শাস্ত্রিকার

পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই

পুত্রকে থাকিতেই তাহাদিগকে

জরিতার নিকট সমর্পণপূর্বক লপিতার নিকট গমন করি-
লেন। জরিতা মহর্ষি কর্তৃক পরিত্যক্ত অগ্নি ঋষিগণকে
পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে
পোষণ করত খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দিনানন্তর ভগবান্ হতাশন খাণ্ডববন দাহ করি-
বার মানসে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি
মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন।
তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া
এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে সেই মহাতেজা হতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন,
“হে অগ্নে ! তুমি সমস্ত লোকের মুখস্বরূপ; তুমি হবা-
বাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর;
কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন; এবং
তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম নির্বাহ করেন।
হে হতাশন ! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি
করিয়াছ; তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ঋণকাল
মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ জীপুজ্ঞ সমভিব্যাহারে
তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্মবিজিত ইষ্ট গতি প্রাপ্ত
হন। হে অগ্নে ! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশ-বিলম্ব
সবিজ্ঞ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অঙ্গসমু-
দায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাত-
বেদ ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নিষ্ঠাণ করিয়াছ;
তুমিই সর্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা
হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য
ও কব্যা যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব ! তুমি দহন;
তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি
মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।

ভগবান্ হতাশন অমিততেজা মহর্ষি মন্দপালের এই-
প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া
কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! আমি তোমার স্তবে সাতিশয়
সমুদ্র হইয়াছি, এক্ষণে বল তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ
করিব। তখন মহর্ষি কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে হবা-
বাহন ! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎ-
কালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অহুগ্রহ করিয়া
আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্
হব্যবাহন “তথাস্তু” বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা পূরণে সম্মতি

প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডববন-
মধ্যে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন ।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! তদনন্তর ভগবান্
হতাশন প্রবল বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে সেই
শাস্ত্র-কচতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া
সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন । তাত্ত্বাদের
মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া
দুঃখ শোকাকুলিত-চিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগি-
লেন, হায় ! এখন কি করি ! ঐ প্রজ্জলিত হতাশন ভূম-
ণ্ডল সমুদ্বীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দধ্ব করিতে
করিতে এই দিকেই আসিতেছেন ; আর আমাদের পূর্ব
পুরুষগণের পরিত্রাণ-কারণ এই শাবকগুলিও আমার
চিড়াকর্ষণ করিতেছে । আমি কি করিয়া ইহাদিগকে
পরিত্রাণ করিয়া পলায়ন করি । ইহারা সকলেই অজাত-
পক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ ভূতশয় চূর্ণল স্মৃতরাং স্বয়ং
পলায়নে অসমর্থ । আমারও এমন সাদর্শ্য নাই যে, ইহা-
দিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি ; কিম্বা ইহা-
দিগকে পরিত্রাণ করিয়া যাই । এখন কি করি ! কাহাকে
পরিত্রাণ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই ! হে পুত্রগণ !
তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য । আমি
বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির
করিতে পারিলাম না, অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা
তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এক-
কালে হতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি । তোমাদিগের
পিতা নিস্তান্ত নিষ্ঠুর । তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছেন
যে, জরিতারি সর্বজ্যেষ্ঠ ইহাতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে,
সারিস্ক অপত্যোৎপাদন দ্বারা বংশ বর্দ্ধন করিবে ;
স্বম্মিষ্র তপস্যা করিবে এবং জ্ঞেয় বেদবেত্তাদিগের অগ্র-
ণ্য হইবে, তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরি-
ত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন । এখন আমি কাহাকে
অবলম্বন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার হই । শাস্ত্রিক
এইরূপে ইতি কর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ রক্ষার
কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ
করিতে লাগিলেন ।

শাস্ত্র-কগণ স্বীয় জননী শাস্ত্রিকার এইরূপ বিলাপ-
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! আমাদিগের স্নেহ
পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর । দেখ,
আমরা এখানে বিনষ্ট হইলে তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান
হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণ ত্যাগ করিলে বংশ
রক্ষার উপায়ান্তর নাই । অতএব হে মাতঃ ! এই উভয়
পক্ষ বিবেচনা করিয়া বাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ
হয়, তাহা কর । আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া
সর্বদিক বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের
পিতার বাজ্ঞাও বার্থ হইবে না ।

জরিতা কহিলেন, হে পুত্রগণ ! এই বৃক্ষের অতি
সমীপবর্তী ভূতলে এক মুষিকের গর্ত আছে ; তোমরা
অতি সুরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর ; তথায় অগ্নিশ্রয়ের
সম্ভাবনা নাই । হে পুত্রগণ ! তোমরা ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট
হইলে আমি পাণ্ডুদ্বারা আপাততঃ উদ্ধার মুখ র
করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হই
পরিত্রাণ পাইতে পারিবে । পরে অগ্নি নির্বাণ
পর আমি পুনরায় আসিয়া পাণ্ডুরাশি প্রক্ষেপণ
গর্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্বার উ
বৎসগণ ! প্রজ্জলিত হতাশন হইতে মুক্ত হই
মাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করি
কর ।

শাস্ত্র-কগণ কহিলেন, হে মাতঃ
মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজ
ভূত ; আমরা গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে
ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই ; এই
করিতে সাহস হইতেছে না । পু
কহিতে লাগিল, হায় ! এখন
হতাশন হইতে রক্ষা পাই ! কি
পরিত্রাণ পাই ! কিপ্রকারে অ
পাদন নিষ্ফল না হয় এবং কি
থাকিবেন । গর্তে প্রবেশ ক
অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে
বিবেচনা করিয়া দেখিলে গর্
ত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে
যেহেতু মুষিকমুখে মৃত্যু হইলে

হতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদগতি লাভ হইতে পারিবে ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ ! একদা এই গর্ত হইতে সেই মুষিক বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শোনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে । অতএব তোমরা নিশ্চয়ই গর্তমধ্যে প্রবেশ কর ; শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ ! আমরা শোনপক্ষীকে মুষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই । আর যদিও সেই মুষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্তমধ্যে অন্য মুষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়বহ । দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদের সমীপ পর্যন্ত আসিতে পারে না পারে সন্দেহ, কিন্তু আমরা গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মুষিকহস্তে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই । এক পক্ষে মৃত্যু নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয় ; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ । হে মাতঃ ! আমাদের মাতা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন নাট । বিশেষ বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎকৃষ্ট পারিবে ।

কহিলেন, হে পুত্রগণ ! যৎকালে সেই মহাবল পক্ষী গর্ত হইতে মুষিককে লইয়া যায় ; সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে এবং সম্মুখে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন দেখিয়া শীকার করিয়াছি, হে শোনরাজ ! কিন্তু এই মুষিককে হরণ করিয়া করিলে, এই পুণ্যকালে তুমি পর-জীবর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষর স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়া ঐ শোনপক্ষী মুষিককে ভক্ষণ করিয়া অহঙ্কা লইয়া স্বর্গে প্রত্যা-গমন করিবে । হে পুত্রগণ ! তোমরা সন্দেশে কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না ; আমার ভক্ষণ করিয়াছে ।

ন, মাতঃ ! শোন বে মুষিককে

লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না ; অতএব কি প্রকারে গর্তে প্রবেশ করি ।

জরিতা কহিলেন, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শোন মুষিককে ভক্ষণ করিয়াছে ; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনামুসারে কার্য্য কর । শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধবাক্য দ্বারা আমাদের ভয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাঠিতেছ ; ঐ গর্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোনক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে । দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই ; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের লালন পালন করিতেছ । তুমি আমাদের কে ? আর আমরাই বা তোমার কে ? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্ক এবং দর্শনীয়ও বটে, অতএব হে মাতঃ ! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া স্বামী, নিকট গমন করত স্নান পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এইখানে থাকিয়া হতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক সদগতি লাভ করি । হে মাতঃ ! যদি আমরা কোনক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্যাগ পাঠিতে পারি তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকটে আসিও ।

শার্ঙ্গ শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন । শার্ঙ্গ প্রস্থান করিলে অগ্নি ক্রতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গক-গণের সমীপবর্তী হইলেন ।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মুহারাজ ! প্রজলিত হতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্তী হইলে তাহাদের সর্ক-জোষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন । বিপংকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্বদা আগুরুক থাকেন ; বিপংকালে কদাচ বাধিত হন না । যে মূঢ় ব্যক্তি বিপংকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎকালে বৎসরোনাতি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ।

তখন সারিস্বক জোষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে । তুমি

ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল ; তুমি কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতুক এক প্রাক্ত অসংখ্য অপ্রাক্ত লোক অপেক্ষা বলবান্ ।

স্বমিত্র কহিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃভূলা ; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন । যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিষ্ঠার করে ।

দ্রোণ কহিলেন, ঐ দেখ সপ্তাঙ্গ সপ্তজিহ্ব ক্রুর হিরণ্যরেতা শিখা বিস্তারপূর্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন ।

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এতরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রযত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অরিতারি কহিলেন, হে জলন ! তুমি বায়ুর আত্মা ; লতাগুম্বের শরীর ; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । হে মহাবীৰ্য্য ! তোমার শিখাসমুদায় সূর্য্য কিরণের ন্যায় উর্দ্ধ দেশ, অধোদেশ, পূর্ব দেশ ও পার্শ্ব দেশ বিস্তৃত হইতেছে ।

সারিস্ক কহিলেন, হে ধূমকেতো ! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন ; পিতা কোথায় আছেন কিছুই জানি না ; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই ; অতএব হে অগ্নে ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর ; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণাস্তর নাই । হে অগ্নে ! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ; তুমি আলন কল্যাণ-মর্ত্তি ও সপ্ত শিখা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর । হে জাতবেদ ! এই ত্রিলোকীমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ ; তোমার তুল্য তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই । আমরা একে বালক তাহাতে আবার ঋষিকুমার ; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকে রক্ষা কর ।

স্বমিত্র কহিলেন, হে অগ্নে ! তুমি এক চইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্বভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ ; তুমি অগ্নি, তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন । হে হব্যবাহ ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি

কর ; এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর । হে অগ্নে ! তুমি এই ভবনজয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয় ।

দ্রোণ কহিলেন, হে জগৎপতে ! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভূক্ত অন্ন পরিপাক কর ; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে । হে বহু ! তুমি সূর্য্যরূপে পার্থিব রসসমুদায় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদায় রস বর্ষাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্বশস্যসম্পন্ন কর । হে প্রচণ্ড কিরণ হতাশন ! এই সমুদায় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং করণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে । হে পিতৃক্ষ ! হে লোহিতগ্রীব ! হে কৃষ্ণবস্মন ! হে হতাশন ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, দক্ষ করিও না ।

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপাল সন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুস্মরণপূর্বক তাহাকে কহিলেন, হে দ্রোণ ! তুমি ঋষি বটে ; তুমি আনাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে ; তোমার ভয় নাই । আমি তোমার অভিলাম্ব পূর্ণ করিব । পূর্বক মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নিঃসৃত এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনি ষাণ্ডবারণ্য দাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন । হে মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার উভয়ই আমার পক্ষে শত্রুতর, অতএব তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে । স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি ।

দ্রোণ কহিলেন, হে হতাশন ! এই দিগকে সর্বদা বিরক্ত করে, আপনি দিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন । বাক্যাহুসারে বিভাগগণকে তৎশাস্ত্রকচতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্বক দক্ষ করিতে লাগিলেন ।

দ্রোণদ্বিংশদধিক দ্বিশত বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে পুত্রচতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশর চিব পুত্রগণের পরিজ্ঞাপার্থ অগ্নির নিঃসৃতকালে মনে মনে অনুশীলন হইবে

মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সন্মোখিয়া কহিলেন ; লপিতে ! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে । তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত । অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন, বোধ করি তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না । আহা ! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিভ্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাক্ত হইবে, সন্দেহ নাই । আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উদ্ভয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে ! হা পুত্র জারিতারে ! হা বৎস সারিস্বক ! হা স্তম্ভমিত্র ! হা পুত্র জোণ ! হা প্রিয়ে জরিতে ! না জানি, তোমরা এখন কত দুঃখ পাইতেছ ।

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাদৃশ্য অশ্রুপারতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন দেখ ! তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই ; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা অবি । হে মহর্ষে ! উহারা বীৰ্য্যবান ও তেজস্বী ; অগ্নি হইতে উহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাধা করিয়াছিলে । মহাত্মা হতাশনও শ্রবণে “তথাস্তু” বলিয়া স্বীকার করিয়া-ই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন । তুমি বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের কষ্টিত নও ; কেবল আমার অমিত্রা হইয়াছে বলিয়াই এত অমূল্যতাপ আমার প্রতি তোমার আর হবান ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি করা নিত্যন্ত অবিধেয় ; অত-নিকটেই গমন কর, আর বুঝা-কতা নাই । আমি কুপুরুষা-নী জীবন যাপন করিব ।

লপিতে ! তুমি মনে করিয়াছ, আমার ন্যায় কেবল জীসন্তো-করিতেছি, কিন্তু স্বস্তি : স্তাহা

নহে । অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য । আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে । যে মূঢ় ব্যক্তি ভৃত্যর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমান্যপন্ন হয় । ঐ দেখ, প্রজ্জ্বলিত হতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাত্তিশয় সম্ভাপিত ও উদ্বেজিত করিতেছে । আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না । পুত্রগণের নিকট চলিলাম । তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর ।

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারা সকলেই অগ্নি হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে ; কিন্তু সাত্তিশয় রোদম করিতেছে । জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু বোচনপূর্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না । তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারম্বার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সন্মোদন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । তখন মহর্ষি জরিতাকে সন্মোখিয়া কহিলেন, জরিতে ! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে ? তৎকনিষ্ঠ কে ? তৃতীয় কে ? এবং সর্বকনিষ্ঠই বা কে ? আমি হুঃখিত হইয়া বারম্বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যাহার করিতেছ না । আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে ; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত মন এক মুহূর্ত্তও স্তম্ভিত নহে ।

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি ? তৎকনিষ্ঠই বা প্রয়োজন কি ? এবং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি ? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন, করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্বার গমন কর ।

মন্দপাল কহিলেন, জরিতে ! জীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারিত্রিক-বিনাশক, বৈরাগ্যদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই !

সুত্রতা সর্বকৃতবিশ্রুতা অরুদ্রতী বিমুক্তভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধন তৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলাস্তর সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্মালক্ষ্য ও অনভিক্রপা হইয়াছেন। আমি অপত্য দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ। পুরুষের ভাৰ্য্যার প্রতি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্তব্য নহে, যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্বের ন্যায় অধ্বরক্তা থাকে না।

মহর্ষি মন্যপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমুদরপূর্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মন্যপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবেশবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ! পূর্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীৰ্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ! তোমরা আমার নৃশংস-চরণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইও না। ভগবান্ হতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন। মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সান্ত্বনা করত তাহাদিগকে এবং ভাৰ্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভগবান্ হতাশন, প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সাহায্যে ষাণ্ডবারণ্য দক্ষ করত তত্রস্থ জীবজন্তু-

গণের অপরিমিত বসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অবরীক হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কহিলেন, তোমরা যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর; আমি তোমাদের পরাক্রম দর্শনে পর পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থ্য কর। তখন অর্জুন, “আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইহা সময় নির্দেশপূর্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যা দ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমারে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আশ্বিন, বায়ব্য মদীয় অস্ত্র সমুদার লাভ করিবে। কৃষ্ণ কহিলেন, সুরাজ! আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জুনে সহিত আমার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয়। ইহা “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক দেবগণ সমভিব্যাহা পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান্ হতাশন পঞ্চদশ দিবস অবলম্বনে প্রজ্বলিত হইয়া যুগপৎসমাবৃত ষাণ্ডবারণ্য দক্ষ করত তাহাদিগের মাংস মেদ ও রুধির পানদ্বারা গুরু পরিতুষ্ট হইলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কহিলেন, তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা বান্ হতাশনের অনুজ্ঞা লাভানন্তর তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করি রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

আদিপর্ব সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন ।

মহর্ষি কৃষ্ণ বৈশম্পায়ন পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্বের অধ্যায় রচনা করিবেন; কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যে দিগের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়সংখ্যার বৈষম্য হ' সংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।